শব্দে শব্দে
আল কুরআন
ত্রয়োদশ খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

ত্রয়োদশ খণ্ড

সূরা হাশর থেকে সূরা মুরসালাত

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪২৩

১ম প্রকাশ

জমাদিউস সানি	১৪৩৫
বৈশাখ	১৪২১
এপ্রিল	২০১৪

বিনিময় ঃ ৩৩৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 13th Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 335.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল কুরআনুল কারীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের ত্রয়োদশ খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত
—প্রকাশক

গ্রন্থকারের কথা

সর্ব শক্তিমান রাব্বুল আলামীনের লাখো কোটি শোকর, যিনি আমার মতো তাঁর এক নগণ্য বান্দাহর হাতে তাঁর চিরন্তন হিদায়াতের একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ বিশাল খিদমত নিয়ে তাঁর এ বান্দার জীবনকে মহিমান্বিত করেছেন। দরূদ ও সালাম সকল নবী-রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন নেতা, খাতামুন নাবিয়্যিন, শাফিউল মুযনাবীন ও আফদালুল বাশার হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর। আল্লাহ্ অশেষ রহমত বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের ওপর। মহান আল্লাহর দরবারে এ বান্দাহর আকুল আবেদন এই যে, তিনি যেন তাঁর এ নগণ্য বান্দার খিদমতটুকু-কে আখিরাতে তার নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট-এর প্রকল্প আধুনিক প্রকাশনী বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অন্যতম। মূলত এ ধরনের তাফসীর সংকলনের বিষয়টি ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনক্রমে আমি শুধু মহতী কাজে পরিণত করেছি। প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইন সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রকাশনা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট দীনী ভাইদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে এ অনন্য তাফসীর সংকলনটি আলোর মুখ দেখেছে। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের খিদমতের উত্তম বিনিময় দান করুন। কাজ শুরু করার পর থেকে সুদীর্ঘ দশটি বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অতপর মহান আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তি লগ্নে সেই মহান আল্লাহর শোকর পুনরায় আদায় করছি।

মু: হাবিবুর রহমান
১৯/০৫/২০১২ ইং

সূচিপত্র

নামকরণ

সূরার দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত 'আল হাশর' শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'হাশর' শব্দের অর্থ 'মানুষকে একত্র করা' বা 'ঘেরাও করা'। এ নামকরণের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এটা সেই সূরা যাতে 'আল হাশর' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

হাদীস সূত্রে ও মুফাস্‌সিরীনে কিরামের বর্ণনা মতে সূরা আল হাশর বনু নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে বদর যুদ্ধের পর। তবে এ সূরা নাযিলের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য সঠিক মত হলো বনু নাযীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো বীরে মাউনার দুঃখজনক ঘটনার পরে। এটা ছিলো হিজরী চতুর্থ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা। এ ঘটনার আগেই ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। এ দিক থেকে এ সূরা নাযিলের সময়কাল ওহুদ যুদ্ধের পর বলেই প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু বনু নাযীর যুদ্ধের পর্যালোচনা। এ ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে ঃ

এক ঃ সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা, পরাক্রমশালীতা, প্রজ্ঞাময়তা এবং কুদরত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর দুনিয়াবাসীকে ইয়াহুদী গোত্র বনু নাযীরের সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে দিয়ে তাদের পরিণতি সম্পর্কে পরবর্তী তিনটি আয়াতে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। বনু নাযীর ছিলো জনসংখ্যার দিক থেকে মুসলমানদের প্রায় সমপর্যায়ের। তারা বিপুল সামরিক সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী ছিলো। তাদের আত্মরক্ষার জন্য ছিলো মযবুত ও সুদৃঢ় দুর্গসমূহ। অর্থ-সম্পদেও তারা মুসলমানদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলো। তা সত্ত্বেও তারা মাত্র কয়েক দিনের অবরোধ সহ্য করতে সক্ষম হলো না। কোনো রক্তপাত ছাড়াই তারা তাদের শতশত বছরের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে নির্বাসনের জন্য তৈরী হয়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলার বাণী মতে এটা মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্যের ফল ছিলো না। এর আসল কারণ ছিলো এ ইয়াহুদী গোত্রটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলো। আর যারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তাদের পরিণতি এমনই হবে, এতে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই।

দুই ঃ পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে যে, সামরিক প্রয়োজনে শত্রুদের অঞ্চলে যেসব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়, সেসব কাজ আল কুরআনে নিষিদ্ধ 'ফাসাদ ফিল আরদ' তথা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্যে শামিল নয়।

তিন ঃ যুদ্ধ অথবা সন্ধির ফলে যেসব জায়গা-জমি ও সহায়-সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকারে আসবে, সেসব জায়গা-জমি ও সহায়-সম্পদ কিভাবে বিলি বণ্টন হবে তার বিধি-বিধান ৬ থেকে ১০ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। কেননা ইয়াহুদী গোত্র বনু নাযীরের পরিত্যক্ত এলাকাটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম বিজিত অঞ্চল।

চার ঃ বনু নাযীর যুদ্ধ চলাকালে মুনাফিকদের ভূমিকা এবং তাদের এসব ভূমিকা গ্রহণের মূল কারণ সম্পর্কে ১১ থেকে ১৭ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঁচ ঃ সূরার শেষ রুকূ' তথা ১৮ থেকে ২৪ পর্যন্ত আয়াতে উপদেশ দান করা হয়েছে। এ উপদেশ দান করা হয়েছে এমন সব লোককে যারা ঈমানের মৌখিক দাবী করে বসে আছে, অথচ ঈমানের প্রাণশক্তি থেকে তারা বঞ্চিত রয়ে গেছে। অতঃপর ঈমানের মূল দাবী, তাকওয়া ও ফাসেকীর মধ্যকার পার্থক্য, আল কুরআনকে মেনে চলার দাবী করার গুরুত্ব এবং যে আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়ার দাবী করা হয়, তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপদেশ দান করা হয়েছে।

❒

①سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ② هُوَ الَّذِيْٓ

১. যা কিছু আছে আসমানে, আর যা কিছু আছে যমীনে, সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১] ২. তিনিই সেই সত্তা যিনি

اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ

বের করে দিয়েছেন[২] তাদেরকে আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরী করেছে—তাদের ঘরবাড়ী থেকে প্রথমবার একত্র করে[৩]; তোমরা ধারণাই করোনি—

①سَبَّحَ-পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; مَا-সবকিছুই যা কিছু ; فِي السَّمٰوٰتِ-আছে আসমানে ; وَ-আর ; مَا-যা কিছু ; فِي الْاَرْضِ-আছে যমীনে ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়। ②هُوَ-তিনিই ; الَّذِيْٓ-সেই সত্তা যিনি ; اَخْرَجَ-বের করে দিয়েছেন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; مِنْ-মধ্যে ; اَهْلِ الْكِتٰبِ-আহলে কিতাবের ; مِنْ-থেকে ; دِيَارِهِمْ-(ديار+هم)-তাদের ঘরবাড়ী ; لِاَوَّلِ-(ل+اول)- প্রথমবার ; الْحَشْرِ-একত্র করে ; مَا ظَنَنْتُمْ- তোমরা ধারণাই করোনি ;

১. আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, আকাশ জগতে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে, সম্মান করে এবং তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়। (ইবনে কাসীর)

অন্য আয়াতেও এরূপ বলা হয়েছে যে, এমন কোনো বস্তু নেই যা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে না।

ইয়াহুদী গোত্র বনু নাযীর-এর বহিষ্কার সম্পর্কে পর্যালোচনা শুরু করার আগে ভূমিকা হিসেবে একথাগুলো এজন্য বলা হয়েছে যে, শক্তিধর ইয়াহুদী গোত্রের সাথে যা কিছু ঘটেছে তা মুসলমানদের শক্তি ও ক্ষমতার ফলশ্রুতি নয় ; বরং তা আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরত তথা শক্তি ক্ষমতার ফলশ্রুতি মাত্র। (তাফহীম)

২. 'বনু নাযীর' নামক ইয়াহুদী গোত্রটিকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করার কারণ হলো, তাদের সাথে মুসলমানদের যে চুক্তি হয়েছিলো তারা সে চুক্তি লংঘন করেছিলো। এমন কি তারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে হত্যা করার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র করেছিলো। তাদের এসব

أَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللهِ فَأَتٰهُمُ اللهُ

যে, তারা বের হবে এবং তারাও মনে করেছিলো, তাদের দুর্গগুলোই নিশ্চিত তাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষাকারী[৪] ; কিন্তু আল্লাহ তাদের ওপর চড়াও হলেন

أَنْ يَّخْرُجُوْا-যে, তারা বের হবে ; وَ-আর ; ظَنُّوْٓا-তারাও মনে করেছিলো ; أَنَّهُمْ-নিশ্চিত তাদেরকে ; مَّانِعَتُهُمْ-(مانعت+هم)-তাদেরকে রক্ষাকারী ; حُصُوْنُهُمْ-(حصون+هم)-তাদের দুর্গগুলো ; مِّنَ-থেকে ; اللهِ-আল্লাহ ; فَأَتٰهُمُ-(ف+اتى+هم)-কিন্তু তাদের ওপর চড়াও হলেন ; اللهُ-আল্লাহ ;

ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়লে তাদেরকে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো, তারা এ অভিযোগ অস্বীকার করতে পারেনি। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশেই—তাদেরকে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য দশদিন সময় দেয়া হলো। সূরা আনফালের ৫৮ আয়াতে এদিকেই ইংগীত করে বলা হয়েছে—"যদি তোমরা কোনো জাতির পক্ষ থেকে বিশ্বাসভঙ্গের তথা চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করো, তবে সে চুক্তি প্রকাশ্যে তাদের প্রতি ফিরিয়ে দাও।" আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের বহিষ্কারকে নিজের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। কেননা এটা তার নির্দেশেই সংঘটিত হয়েছিলো।

৩. 'প্রথম হাশর' বা 'প্রথমবার একত্রিত করে' দ্বারা বুঝানো হয়েছে, ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত ইয়াহুদী জনগণকে প্রথমবারেই একত্রিত করে বের করে দিয়েছেন। এদের বহিষ্কারকে 'প্রথম হাশর' এজন্য বলা হয়েছে যে, এবারই প্রথম তাদেরকে একত্রিত করে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর আগে তারা এমন লাঞ্ছনার শিকার আর কখনো হয়নি। বরং ইতোপূর্বে তারা ইয্যত ও সম্মানের অধিকারী ছিলো।

অথবা এটাকে 'প্রথম হাশর' বলা হয়েছে যে, তাদের 'দ্বিতীয় হাশর' হলো ওমর রা.-এর সময় খায়বার হতে তাদেরকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করণ। অথবা কিয়ামতের দিন সকল মানুষের সাথে তাদের হাশর হবে, সে জন্য এটা তাদের প্রথম হাশর।

এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, এ প্রথমবার মুসলমানরা একত্র হয়ে তাদেরকে নির্বাসিত করেছে। কারণ এই প্রথম রাসূলুল্লাহ সা. তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। এর আগে মুসলমানদের জন্য এমন কোনো অবকাশ সৃষ্টি হয়নি।

৪. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা এমন এক জাতি যারা জেনে বুঝে আল্লাহর রাসূলদেরকে হত্যা করেছে। অতীতে অনেক নবী-রাসূলের রক্তে তাদের হাত রঞ্জিত হয়েছিলো। তাদের কিংবদন্তীতে আছে যে, তাদের পূর্ব-পুরুষ ইয়াকূব আ. নাকি আল্লাহর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন এবং সারা রাত কুস্তি লড়ার পরও তিনি অপরাজিত ছিলেন। এ জাতি অত্যন্ত হঠকারী জাতি।

কথিত আছে যে, বনু নাযীর গোত্রটি হারূন আ.-এর বংশধর ছিলো। তারা সিরিয়াতে নির্যাতিত হয়ে এবং তাওরাতে বর্ণিত আলামত অনুযায়ী আখেরী নবী মদীনায় আসবে

مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۖ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ

এমন দিক থেকে (যা) তারা কল্পনাও করতে পারেনি[৫]; আর তিনি (আল্লাহ) তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন—তারা ধ্বংস করতে থাকলো

بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِي الْاَبْصَارِ ۝

তাদের ঘরবাড়ী তাদের নিজেদের হাতে ও মু'মিনদের হাতে[৬]; অতএব হে দৃষ্টিশক্তির অধিকারীরা,[৭] তোমরা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করো।

مِنْ-থেকে ; حَيْثُ-এমন দিক ; لَمْ يَحْتَسِبُوْا-যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি ; وَ-আর ; قَذَفَ-তিনি (আল্লাহ) ঢুকিয়ে দিলেন ; فِيْ قُلُوْبِهِمُ-তাদের অন্তরে ; الرُّعْبَ-ভয় ; يُخْرِبُوْنَ-তারা ধ্বংস করতে থাকলো ; بُيُوْتَهُمْ-(بيوت+هم)-তাদের ঘরবাড়ী ; بِاَيْدِيْهِمْ-(ب+ايدى+هم)-তাদের নিজেদের হাতে ; وَ-ও ; اَيْدِي-হাতে ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের ; فَاعْتَبِرُوْا-(ف+اعتبروا)-অতএব তোমরা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করো ; يٰۤاُولِي-হে অধিকারীরা ; الْاَبْصَارِ-দৃষ্টি শক্তির।

বলে বুঝতে পেরে তারা মদীনায় এসে দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করতে থাকে। অতঃপর মুহাম্মদ সা.-এর মক্কায় আবির্ভাব হলে এবং সেখান থেকে মদীনায় হিজরত করে আসলে তারা তাঁকে শেষ নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। রাসূলুল্লাহ সা. তাদের সাথে প্রথমে একটি চুক্তি করেন, যা 'মদীনার সনদ' নামে ইতিহাসে উল্লেখিত। তারা সেই চুক্তিও লংঘন করে। তারা তাদের জনপদকে সুরক্ষিত দুর্গ বলে মনে করতো, তাই তারা মুহাম্মদ সা.-কে শেষ নবী হিসেবে জেনেও তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাদের এ মুকাবিলা যে আল্লাহর সাথে তা-ও তারা জানতো। কিন্তু তাদের হঠকারিতা তাদেরকে বাঁকা পথেই পরিচালিত করেছে। অতঃপর তাদের একদল খায়বারে এবং অপরদল সিরিয়ার 'আযরেয়া' নামক স্থানে বসবাস করতে থাকে। (ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী)

৫. অর্থাৎ তারা এমন কল্পনা করেনি যে, মুসলমানরা তাদের পরাজিত করে তাদেরকে এ জনপদ থেকে বের করে দিতে পারবে। কারণ তারা তাদের বাসস্থানগুলোকে সুরক্ষিত দুর্গ বলে মনে করতো। কিন্তু যেদিক থেকে তাদের ওপর আক্রমণ আসলো তা তারা নিজেরা এবং মুসলমানরাও ধারণা করতে সক্ষম ছিলো না। আর তাহলো তাদের মনে ভয় সৃষ্টি করে দেয়া এবং তাদের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার মাধ্যমে তাদের সাহস-হিম্মত ও মনোবল ভেঙ্গে দেয়া। যার ফলে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও দুর্গগুলো কোনো কাজেই আসলো না। (তাফহীম ও যিলাল)

৬. অর্থাৎ তারা নিজেদের তৈরী ঘরবাড়ী তাদের নিজেদের হাতে ও মু'মিনদের হাতে ধ্বংস করে ফেললো।

③ وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ

৩. আর যদি আল্লাহ্ তাদের জন্য নির্বাসন লিখে না রাখতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে দুনিয়াতেই শাস্তি দিতেন[৮] ; আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে

③ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; لَآ اَنْ كَتَبَ-লিখে না রাখতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের জন্য ; الْجَلَاءَ-নির্বাসন ; لَعَذَّبَهُمْ-(ل+عذب+هم)-তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতেন ; فِى الدُّنْيَا-দুনিয়াতেই ; وَ-আর ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য রয়েছে ; فِى الْاٰخِرَةِ-আখিরাতে ;

বাইরে থেকে মুসলমানরা যখন তাদেরকে অবরোধ করে ফেললো এবং তাদের নিজেদের মনেও আল্লাহ ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, তখন তারা বুঝতে পারলো যে, তাদেরকে অবশ্যই এ স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হবে, তখন তারা নিজেরাই নিজেদের সাধের ঘরবাড়ী ধ্বংস করতে থাকলো, যাতে সেগুলো মুসলমানদের কোনো কাজে না আসে। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে চুক্তি করলো যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর যা কিছু তারা নিয়ে যেতে পারবে তা তারা নিয়ে যাবে এবং তাদেরকে প্রাণভিক্ষা দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সা. এ শর্ত মেনে নিলেন। সে অনুযায়ী তারা ঘরের দরজা ও কাঠবাঁশ সবই উটের পিঠে তুলে নিয়ে গেলো। (ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া)

৭. ইয়াহুদী গোত্র বনু নাযীরকে মদীনা থেকে বের করে দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করছেন যে, 'হে দৃষ্টিমান (মু'মিন) ব্যক্তিরা তোমরা এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো'।

এ ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো—এক. ইয়াহুদীরা আল্লাহকে স্বীকার করতো। নবী-রাসূল, কিতাব ও পরকালকে মানতো। এ হিসেবে বলা যায় তারা সে যুগের মুসলমান ছিলো। কিন্তু তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করে শেষ নবীর সত্য দীনকে উপেক্ষা করে নৈতিক চরিত্র হারিয়ে ফেললো এবং মনে করতে থাকলো যে, আল্লাহ তাদের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। এ থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করার বিষয় হলো, তারাও যেনো ইয়াহুদীদের মতো আচরণ না করে এবং আল্লাহর কিতাবকে অমান্য না করে। যদি তারা ইয়াহুদীদের মতো আচরণ করে তাহলে তাদের পরিণতিও ইয়াহুদীদের চেয়ে ভিন্ন হবে না।

দুই. যারা জেনে-বুঝে আল্লাহর দীনের বিরোধিতা করে তাদের ধন-দৌলত, শক্তি-সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

তিন. বনু নাযীর আল্লাহর ওপর আস্থা হারিয়ে তাদের দুর্গসদৃশ ঘরবাড়ী, ধন-সম্পদ ও জনশক্তির ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলো, তাই তাদের করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। মুসলমানরাও যেনো এমন না করে, বরং সদা-সর্বদা আল্লাহর ওপর দৃঢ় আস্থা পোষণ করে। (কাবীর)

عَذَابُ النَّارِ ④ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ

জাহান্নামের আযাব। ৪. এটা এজন্য যে, তারা চরম বিরোধিতা করেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আর (বিরোধীদের জেনে রাখা উচিত) যারা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑤ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا

শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর। ৫. সতেজ খেজুর গাছ থেকে যেসব তোমরা কেটে ফেলেছো অথবা যেগুলোকে তাদের মূলের ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে দিয়েছো

فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ⑥ وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ

তাতো আল্লাহর অনুমতিতেই হয়েছে[৯] এবং তিনি যেনো পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করতে পারেন[১০]। ৬. আর যা কিছু (সম্পদ) আল্লাহ তাদের (ইয়াহূদীদের) নিকট থেকে তার রাসূলকে 'ফাই' হিসেবে দিয়েছেন[১১]

عَذَابُ-আযাব ; النَّارِ-জাহান্নামের। ④ذٰلِكَ-এটা ; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-এজন্য যে, তারা ; شَاقُّوا-চরম বিরোধিতা করেছে ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-তাঁর রাসূলের; وَ-আর (বিরোধীদের জেনে রাখা উচিত) ; مَنْ-যারা ; يُّشَاقِّ-বিরুদ্ধাচরণ করে ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; فَاِنَّ-(ف+ان)-তবে অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; شَدِيْدُ-অত্যন্ত কঠোর ; الْعِقَابِ-শাস্তিদানে।⑤ مَا-যেসব ; قَطَعْتُمْ-তোমরা কেটে ফেলেছো ; مِّنْ لِّيْنَةٍ-সতেজ খেজুর গাছ থেকে ; اَوْ-অথবা ; تَرَكْتُمُوْهَا-(تركتمو+ها)-যেগুলোকে তোমরা রেখে দিয়েছো ; قَآئِمَةً-দাঁড়ানো অবস্থায় ; عَلٰٓى-ওপর ; اُصُوْلِهَا-(اصول+ها)-তাদের মূলের; فَبِاِذْنِ-(ف+ب+اذن)-তাতো অনুমতিতেই হয়েছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; لِيُخْزِيَ-তিনি যেনো লাঞ্ছিত-অপমানিত করতে পারেন ; الْفٰسِقِيْنَ-পাপাচারীদেরকে। ⑥وَ-আর ; مَآ-যা কিছু (সম্পদ) ; اَفَآءَ-'ফাই' হিসেবে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى رَسُوْلِهٖ-(على+رسول+ه)-তাঁর রাসূলকে ; مِنْهُمْ-তাদের (ইয়াহূদীদের) থেকে ;

চার. ইয়াহূদীরা কুফরী, নবুওয়াত অস্বীকার ও ধোঁকাবাজীর আশ্রয় নেয়ার ফলে এমন বিপদে পড়েছে—মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়েছে। মুসলমানরাও যেনো মনে রাখে যে, নবুওয়াতের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ, ইসলামী বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করা ও ধোঁকাবাজী বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। (কাবীর)

৮. অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে সন্ধি-চুক্তি করার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের জান-মাল নিয়ে নির্বাসিত হওয়ার মতো লঘু শাস্তি প্রদান করেছেন। যদি তারা হঠকারিতা

করে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতো তাহলে তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। তাদেরকেও বনু কুরাইযার পরিণতি বরণ করতে হতো। তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হতো, তাদের নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস-দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। (সাফওয়া, তাফহীম)

৯. অর্থাৎ বনু নাযীরের অবরোধকালে অবরোধের প্রয়োজনে তাদের যে কয়টি খেজুর গাছ কেটে ফেলেছিলো, তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়ই সম্পাদিত হয়েছে। উল্লিখিত আছে যে, মুসলমানরা মাত্র ছয়টি গাছ কেটেছিলো। অপর বর্ণনায় আছে যে, মাত্র একটি গাছ কাটা হয়েছিলো।

এ থেকে এ শরয়ী বিধান পাওয়া যায় যে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় যুদ্ধের আয়োজনে যেসব ধ্বংসাত্মক কাজ হয়ে থাকে, সেসব কাজ 'ফাসাদ ফিল আরদ' তথা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না। তবে কেবলমাত্র বিধ্বংসী ও পোড়ামাটি নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এমন কাজ—ইসলামী শরীয়তে বৈধ বলে গণ্য নয়। (তাফহীম, কাবীর)

১০. অর্থাৎ মুসলমানদের দ্বারা তাদেরকে যেনো লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে পারেন। মুসলমানদের দ্বারা তাদের গাছ কাটা যেমন তাদের লাঞ্ছনার কারণ, তেমনি গাছ না কেটে রেখে দেয়াও তাদের লাঞ্ছনার কারণ। গাছ কাটা লাঞ্ছনার কারণ এভাবে—তাদের চোখের সামনে তাদের সযত্নে লাগানো গাছগুলো তাদের শত্রুরা কেটে ফেলছে, অথচ তারা কিছুই করতে পারছে না। আর গাছ না কাটা তাদের লাঞ্ছনার কারণ হলো—তাদের লাগানো ফলবান গাছগুলো ফেলে তাদেরকে চলে যেতে হচ্ছে এবং সেগুলো তাদের শত্রুদের হস্তগত হয়ে যাচ্ছে। এটা তাদের জন্য বিরাট মানসিক যন্ত্রণার বিষয়। যদি সম্ভব হতো তারা সবগুলো গাছই কেটে জ্বালিয়ে ফেলতো। যাতে মুসলমানরা এ থেকে কোনো লাভবান হতে না পারে।

১১. 'আ-ফা' শব্দটি 'ফাই' শব্দ থেকে উদ্ভূত, 'ফাই' অর্থ ফিরিয়ে দেয়া। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে—"যা কিছু আল্লাহ তাদের থেকে তাঁর রাসূলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

এ থেকে বুঝা গেলো যে, ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা এবং এ ধন-সম্পদ ব্যয়-ব্যবহার করতে হবে তাঁরই আনুগত্যে ও তাঁরই বিধান অনুসারে। এরূপ ব্যবহার শুধুমাত্র আল্লাহর মু'মিন বান্দাহরা সঠিকভাবে করতে পারে। কাফির-মুশরিকদের পক্ষে আল্লাহর বিধান অনুসারে ভোগ-ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এ কারণেই যেসব সম্পদ কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে মু'মিনদের দখলে আসবে, তার প্রকৃত অবস্থা ও মর্যাদা এই যে, এ সবের প্রকৃত মালিক-ই এসব সম্পদ আত্মসাতকারীদের হাত থেকে মুক্ত করে নিজের অনুগত বান্দাহদের হাতে দিয়েছেন। এটাকেই 'আ-ফা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

'ফাই' হলো এমন সম্পদ যা বিনা যুদ্ধে কাফিরদের হাত থেকে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে। 'গনীমত' হলো এমন সম্পদ যা কাফিরদের সাথে যুদ্ধের বিনিময়ে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে।

فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ

তার জন্য তোমরা তো হাঁকাওনি কোনো ঘোড়া আর না কোনো সওয়ারী, কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যার ওপর চান বিজয়ী করে দেন

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى

আর আল্লাহ তো সর্ব বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান।[১২] ৭. আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে যা কিছু ফাই হিসেবে তাঁর রাসূলকে দান করেছেন,

فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ

তা আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আর (রাসূলের) নিকটাত্মীয়দের ও ইয়াতীমদের এবং মিসকীনদের ও মুসাফিরদের[১৩]

فَمَآ اَوْجَفْتُمْ-তোমরা তো হাঁকাওনি ; عَلَيْهِ-তার জন্য ; مِنْ-কোনো ; خَيْلٍ-ঘোড়া ; وَّ-আর ; لَا-না ; رِكَابٍ-কোনো সওয়ারী ; وَّلٰكِنَّ-কিন্তু ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يُسَلِّطُ-বিজয়ী করে দেন ; رُسُلَهٗ-(رسل+ه)-তাঁর রাসূলগণকে ; عَلٰى-ওপর ; مَنْ-যার ; يَّشَآءُ-চান ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ তো ; عَلٰى-ওপর ; كُلِّ-সর্ব ; شَىْءٍ-বিষয়ের ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান। ۝ مَآ-যা কিছু ; اَفَآءَ-ফাই হিসেবে দান করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى رَسُوْلِهٖ-(على+رسل+ه)-তাঁর রাসূলকে ; مِنْ-নিকট থেকে ; اَهْلِ الْقُرٰى-জনপদবাসীদের ; فَلِلّٰهِ-(ف+ل+الله)-তা আল্লাহর ; وَ-ও ; لِلرَّسُوْلِ-তাঁর রাসূলের ; وَ-আর ; لِذِى الْقُرْبٰى-(রাসূলের) নিকটাত্মীয়দের ; وَ-ও ; الْيَتٰمٰى-ইয়াতীমদের ; وَ-এবং ; الْمَسٰكِيْنِ-মিসকীনদের ; وَ-ও ; ابْنِ السَّبِيْلِ-মুসাফিরদের ;

১২. অর্থাৎ এসব সম্পদ অর্জনের জন্য তোমাদের ঘোড়া ও উটগুলোকে কর্মে নিয়োজিত করতে হয়নি তথা তোমরা যুদ্ধ করে এসব সম্পদ অর্জন করোনি। বরং এটা সেই সামগ্রিক শক্তির ফল যা আল্লাহ তাঁর রাসূল, রাসূলের উম্মাত, তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে দান করেছেন। তাই এসব সম্পদ গনীমতের সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এতে যুদ্ধরত সৈনিকদের এমন কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না যে, তা তাদের মধ্যে গনীমতের মতো বণ্টন করে দিতে হবে।

ইসলামী শরীয়তে 'ফাই' ও গনীমতের সম্পদের জন্য আলাদা আলাদা বিধান দেয়া হয়েছে। সূরা আল আনফালের ৪১ আয়াতে গনীমতের সম্পদ বণ্টনের বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে। মালে গনীমতকে পাঁচ ভাগ করে চার ভাগ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। আর এক ভাগ বায়তুলমালে জমা করে উক্ত আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহে খরচ করতে হবে।

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ

যাতে তা (সম্পদ) কেবলমাত্র তোমাদের মধ্যকার ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে[১৪] ; আর রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো

وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

আর যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন (তা থেকে) তোমরা বিরত থাকো ; আর আল্লাহকে ভয় করো, অবশ্যই আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।[১৫]

كَيْ-যাতে ; لَا يَكُوْنَ-হতে না থাকে তা (সম্পদ) ; دُوْلَةً-(কেবলমাত্র) আবর্তিত ; بَيْنَ-মধ্যেই ; الْأَغْنِيَاءِ-ধনীদের ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যকার ; وَ-আর ; مَآ-যা কিছু ; اٰتٰىكُمُ-তোমাদেরকে দেন ; الرَّسُوْلُ-রাসূল ; فَخُذُوْهُ-তা তোমরা গ্রহণ করো ; وَ-আর; مَا-যা ; نَهٰىكُمْ-তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন ; عَنْهُ-থেকে ; فَانْتَهُوْا-(তা থেকে) তোমরা বিরত থাকো ; وَ-আর ; اتَّقُوا-ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; شَدِيْدُ-অত্যন্ত কঠোর ; الْعِقَابِ-শাস্তি দানে।

আর ফাই-এর বিধান হলো তা সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে না ; বরং এর সবটাই আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে।

১৩. অত্র আয়াতে 'ফাই'য়ের সম্পদ বণ্টন করার বিধান উল্লিখিত হয়েছে। 'ফাই'-এর সম্পদ যা জনপদবাসীদের নিকট থেকে হস্তগত হয়েছে। তা নিম্নোক্ত খাতসমূহে বণ্টিত হবে। এখানে 'জনপদবাসী' দ্বারা শুধুমাত্র বনু নাযীর-এর পরিত্যক্ত সম্পদ বুঝানো হয়নি ; বরং এর মধ্যে বনু কুরাইযা, ফাদাক ও খায়বার থেকে প্রাপ্ত সম্পদও অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পদ ব্যয়ের খাতগুলো হলো—আল্লাহ, রাসূল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির।

আয়াতে ছয়টি খাতের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম খাত হলো আল্লাহর জন্য। বস্তুত সমস্ত সম্পদের মালিক আল্লাহ। তা সত্ত্বেও তাঁর নাম উল্লেখ করা দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদের ব্যয়ভারের কথা বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. এ নির্দেশ অনুসারে আমল করতেন। তিনি আল্লাহ ও তাঁর (রাসূলের) অংশ থেকে নিজের পরিবারের ব্যয়-ভার নেয়ার পর অবশিষ্ট অংশ জিহাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও বাহন কেনার কাজে খরচ করতেন। রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তিকালের পর তাঁর অংশ বায়তুলমালে জমা দেয়া হতো, যাতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই কাজেই তা ব্যয়িত হতে পারে।

তৃতীয় খাত হলো রাসূলের আত্মীয়-স্বজনদের জন্য। অর্থাৎ বনী হাশিম ও বনী-মুত্তালিব। এ অংশটি এজন্য নির্ধারিত হয়েছিলো, যেনো রাসূল তাঁর নিজের পরিবারের

হক আদায় করার সাথে সাথে তাঁর নিকটাত্মীয়দের হকও আদায় করতে পারেন—যারা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী অথবা যাদের সাহায্য করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। রাসূলের ইন্তিকালের পর এ অংশেরও স্বতন্ত্র মর্যাদা অবশিষ্ট নেই ; বরং মুসলমানদের মতো বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের অভাবী লোকদের অধিকারসমূহও বায়তুলমালের যিম্মাদারীতে চলে গেছে।

১৪. অত্র আয়াতে সম্পদ বন্টনের উপরোক্ত বিধান দেয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ধন-সম্পদ তোমাদের ধনীদের মধ্যে যেনো আবর্তিত হতে না থাকে। অর্থাৎ ধন-সম্পদের আবর্তন গোটা সমাজের মধ্যে অবাধ ও সাধারণ হতে হবে। কেবলমাত্র ধনশালী লোকদের মধ্যেই ধন-সম্পদ আবর্তিত হতে থাকবে, কিংবা ধনীরা আরও অধিক ধনশালী আর গরীবরা আরও অধিক গরীব হতে থাকবে—এটা কুরআনের এ মূলনীতি নির্ধারণী আয়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত, কিন্তু তা এ মূলনীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ধন-সম্পদ শুধুমাত্র ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়ে গোটা সমাজের মধ্যে আবর্তিত হওয়ার বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ। আর এ উদ্দেশ্যেই কুরআন মাজীদে সুদকে হারাম করা হয়েছে। যাকাতকে ফরয তথা অবশ্য আদায়যোগ্য বিধান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, গনীমতের পাঁচের এক অংশ সাধারণ্যে বন্টনের বিধান দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন কাফ্ফারার এমনসব বিধান দেয়া হয়েছে, যাতে ধন-সম্পদের স্রোত সমাজের গরীব লোকদের দিকে প্রবাহিত হয়। তাছাড়া মীরাস বন্টনের এমন বিধান দেয়া হয়েছে যাতে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির সম্পদ অধিকতর ব্যাপক ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নৈতিকতার দিক থেকে কৃপণতাকে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় এবং দানশীলতাকে অতীব উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সচ্ছল লোকদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এটা তাদের দয়ার দান নয়, বরং বঞ্চিতদের সুস্পষ্ট অধিকার হিসেবে যথাযথভাবে আদায়ের তাকীদ দেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটা বিরাট উৎস 'ফাই'-এর সম্পদ সমাজের গরীবদের সাহায্য দানে ব্যয়ের বিধান দেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস যাকাতের এক বিরাট অংশ গরীবদের মধ্যে ব্যয়ের বিধান দেয়া হয়েছে। (তাফহীম)

অতএব ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে। কিন্তু তাই বলে ইসলামকে পুঁজিবাদ বলা যাবে না। আর পুঁজিবাদও ইসলাম থেকে সৃষ্ট নয়। পুঁজিবাদ সুদ ও মজুদদারী ছাড়া কায়েম হতে পারে না। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আল্লাহ প্রদত্ত ভারসাম্যপূর্ণ এক বিশেষ ব্যবস্থা, যা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্রভাবে এর বিকাশ ও বিরাজ যা সুষম ও সকলের অধিকার সম্বলিত এবং অনুপম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। (যিলাল)

⑧ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ

৮. (তা ছাড়া এ সম্পদ) সেসব গরীবদের জন্য যারা মুহাজির যাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে এবং তাদের সহায়-সম্পদ থেকে[১৬] ; তারা খুঁজে ফেরে

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও (তাঁর) সন্তুষ্টি আর তারা সাহায্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে, তারা—তারাই তো সত্যবাদী।

⑧ لِلْفُقَرَاءِ-(তাছাড়া এ সম্পদ) সেসব গরীবদের জন্য ; الْمُهٰجِرِيْنَ-যারা মুহাজির ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ; اُخْرِجُوْا-বের করে দেয়া হয়েছে ; مِنْ-থেকে ; دِيَارِهِمْ-নিজেদের ঘরবাড়ী ; وَ-এবং ; اَمْوَالِهِمْ-তাদের সহায়-সম্পদ ; يَبْتَغُوْنَ-তারা খুঁজে ফেরে ; فَضْلًا-শুধুমাত্র অনুগ্রহ ; مِنَ اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; رِضْوَانًا-তাঁর (সন্তুষ্টি) ; وَّ-আর ; يَنْصُرُوْنَ-তারা সাহায্য করে ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-তাঁর রাসূলকে ; اُولٰٓئِكَ-তারা ; هُمُ-তারাই তো ; الصّٰدِقُوْنَ-সত্যবাদী।

১৫. অর্থাৎ রাসূল তোমাদেরকে যা (নির্দেশ) দেন তা তোমরা মেনে নাও, আর যা থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো।

তাফসীরকারদের মতে এ নির্দেশ 'ফাই'-এর সম্পদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও, এ নির্দেশ রাসূলুল্লাহ সা.-এর সকল আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে সমানভাবেই প্রযোজ্য। 'ফাই' সম্পর্কে রাসূলের নির্দেশও এর অন্তর্ভুক্ত। মূলকথা, মুসলমানগণ সকল ব্যাপারেই রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে—এটাই এ আয়াতের দাবী।

মুফাস্সিরীনে কিরাম আয়াতের এ ব্যাখ্যার সপক্ষে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কয়েকটি হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—আমি যখন তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ করবো, তখন যতদূর সম্ভব তোমরা সে অনুসারে কাজ করবে ; আর যে কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলবো, তা পরিহার করে চলবে। (তাফহীম, বুখারী ও মুসলিম)

এ আয়াতে ইসলামী সংবিধানের এক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। ইসলামী আইনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, রাসূল সা. যা নিয়ে এসেছেন, তার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিধান গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইসলামী আইনের এ ক্ষমতা এ কারণেই যে, এ শরীয়ত রাসূলুল্লাহ সা. কুরআন ও হাদীস হিসেবেই নিয়ে এসেছেন। গোটা উম্মত এবং তাদের সাথে তাদের ইমাম তথা রাষ্ট্র পরিচালকও রাসূল যে বিধান নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতা করার ক্ষমতা রাখে না। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গি মানব রচিত যাবতীয়

⑨ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ

৯. আর (এ সম্পদে তাদেরও হক রয়েছে) যারা এদের (মুহাজিরদের আসার) আগে থেকে (মদীনাতে) ঈমানসহ বসবাস করছে[১৭]—তারা ওদেরকে ভালোবাসে যারা তাদের নিকট হিজরত করে এসেছে

وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

এবং তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) যা কিছু দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না, আর তারা তাদের নিজেদের ওপর (অন্যদেরকে) অগ্রাধিকার দান করে,[১৮]

⑨ وَ-আর ; اَلَّذِيْنَ-(এ সম্পদে তাদেরও হক রয়েছে) যারা ; تَبَوَّؤُ الدَّارَ-বসবাস করছে; وَ-সহ ; اَلْاِيْمَانَ-ঈমান ; مِنْ-থেকে ; قَبْلِهِمْ-এদের (মুহাজিরদের আসার) আগে (মদীনাতে) ; يُحِبُّوْنَ-তারা ভালোবাসে ; مَنْ-ওদেরকে যারা ; هَاجَرَ-হিজরত করে এসেছে ; اِلَيْهِمْ-তাদের নিকট ; وَ-এবং ; لَا يَجِدُوْنَ-তারা অনুভব করে না ; فِيْ ; صُدُوْرِهِمْ-তাদের মনে ; حَاجَةً-কোনো প্রয়োজন ; مِمَّا-সে ব্যাপারে যা কিছু ; اُوْتُوْا-দেয়া হয়েছে তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) ; وَ-আর ; يُؤْثِرُوْنَ-তারা অগ্রাধিকার দান করে (অন্যদেরকে) ; عَلٰى-ওপর ; اَنْفُسِهِمْ-তাদের নিজেদের ;

দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। সাথে সাথে সে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিপন্থী, যা উম্মত তথা জাতিকে ক্ষমতার উৎস বলে দাবী করে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার উৎস হলো সেই শরীয়ত যা রাসূল নিয়ে এসেছেন। উম্মতের কর্তব্য এ শরীয়ত মেনে চলা। এর হিফাজত করা এবং এর বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে ইমাম হলো জাতীয় প্রতিনিধি, এখানেই জাতির অধিকার সীমাবদ্ধ। অতএব রাসূল সা. যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন, তার খেলাফ করার কোনো অধিকার জাতির নেই। (যিলাল)

১৬. এ আয়াতে সেসব মুহাজিরদের কথা বলা হয়েছে, যারা মক্কা এবং আরবের অন্যান্য এলাকা থেকেই ইসলাম গ্রহণের কারণে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। বনু নাযীরের এলাকা বিজিত হওয়ার আগে এসব মুহাজিরদের জীবন যাপনের স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। বনু নাযীরের বহিষ্কার পরবর্তী যেসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ 'ফাই' হিসেবে হস্তগত হয়েছে, তাতে সাধারণ মিসকীন, ইয়াতিম ও মুসাফিরদের সাথে এসব লোকের অধিকারও এ আয়াতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। উক্ত সম্পদ থেকে এমন লোকদেরকে সাহায্য করা উচিত, যারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর দীনের জন্য হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে।

'ফাই'-এর সম্পদ বণ্টনের এ বিধান কেবলমাত্র সে যুগের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর যে কোনো স্থানে যতো লোকই মুসলমান হওয়ার কারণে নিজ দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে, তাদের

وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

যদিও তাদের তীব্র অভাব থাকুক না কেনো ; আর যাদেরকে নিজেদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হবে, তারা—তারাই সফলকাম।[১৯]

۝١٠ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ

১০. আর (এ সম্পদে তাদেরও হক আছে) যারা তাদের পরে এসেছে[২০] তারা প্রার্থনা করে—হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করুন আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইদেরকেও, যারা

وَ-আর ; لَوْ-যদিও ; كَانَ-থাকুক না কেনো ; بِهِمْ-তাদের ; خَصَاصَةٌ-তীব্র অভাব ; وَ-আর ; مَنْ-যাদেরকে ; يُوقَ-রক্ষা করা হবে ; شُحَّ-কার্পণ্য থেকে ; نَفْسِهِ-নিজেদের মনের ; فَأُولَٰئِكَ-তারা ; هُمُ-তারাই ; الْمُفْلِحُونَ-সফলকাম। ۝١٠ وَ-আর (এ সম্পদে তাদেরও হক আছে) ; الَّذِينَ-যারা ; جَاءُوا-এসেছে ; مِنْ بَعْدِهِمْ-তাদের পরে ; يَقُولُونَ-তারা প্রার্থনা করে—; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ! اغْفِرْ-ক্ষমা করুন ; لَنَا-আমাদেরকে; وَ-এবং ; لِإِخْوَانِنَا-আমাদের ভাইদেরকে ; الَّذِينَ-সেসব যারা ;

পুনর্বাসিত করা এবং তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়া উক্ত রাষ্ট্রের ইসলামী সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব-কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই যাকাত ছাড়া 'ফাই'-এর সম্পদও এ খাতে ব্যয় করতে হবে।

১৭. এখানে সেসব গরীব আনসারদের কথা বলা হয়েছে, যারা আগে থেকেই মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে বসবাস করে আসছে। অর্থাৎ 'ফাই'-এর সম্পদে এসব দরিদ্র আনসারদেরও অধিকার আছে।

১৮. এখানে আনসারদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। মুহাজিরগণ যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন মদীনার অধিবাসী আনসারগণ তাদেরকে নিজের বাড়িতে স্থান দিলেন এবং তাদের ধন-সম্পদের একটা অংশ মুহাজির ভাইদেরকে দিয়ে দিলেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরগণ নিঃস্ব অবস্থায় যখন মদীনায় আসলেন, তখন মদীনাবাসী আনসারগণ রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে প্রস্তাব দিলেন যে, আমাদের বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগান আছে। আপনি এসব বাগান আমাদের ও তাঁদের মধ্যে ভাগ করে দিন। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন যে, এরা যে অঞ্চল থেকে এসেছে সেখানে বাগ-বাগিচা নেই ; বরং এসব বাগ-বাগিচা তোমাদেরই থাক, তোমরাই চাষাবাদ করবে এবং উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ তাদেরকে দেবে। আনসাররা বললেন—'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। (বুখারী, ইবনে কাসীর, তাফহীম)

হাদীসে আনসারদের ত্যাগের অনেক ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। আনসারদের অতুলনীয় ত্যাগের কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

১৯. 'শুহ্‌হা' হলো লোভাতুর কৃপণতা। নিজের সম্পদ অন্যকে না দেয়া 'শুহ্‌হা' নয়। বরং অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ করাকে 'শুহ্‌হা' বলা হয়। অর্থাৎ যাদেরকে মনের এরূপ কৃপণতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম।

কুরআন মাজীদে কৃপণতার নিন্দা করা হয়েছে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তোমরা সকলে লোভাতুর কার্পণ্য থেকে বেঁচে থাকো; কেননা লোভাতুর কার্পণ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। তাদেরকে নিজেদের রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এ লোভাতুর কার্পণ্যের প্ররোচনায়ই তারা নিজেদের জন্য হারাম বস্তুগুলোকে হালাল করে নিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

২০. এখানে মুহাজির ও আনসারদের পরে মুসলিম উম্মাহর সাধারণ মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং 'ফাই'-এর সম্পদে যে তাদেরও অধিকার আছে সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ আয়াত কুরআন মাজীদের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত সিদ্ধান্ত যার মাধ্যমে ওমর রা. ইরাক, শাম (সিরিয়া) ও মিসরের বিজিত এলাকাসমূহের ভূমি ও অর্থ-সম্পদ এবং সেসব দেশের আগেকার সরকার ও শাসকদের বিষয়-সম্পদের নতুনভাবে বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব সম্পদ তিনি যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দেননি। কোনো কোনো সাহাবী এসব বিজিত সম্পদ সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার আবেদন জানালে তিনি এ আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যত বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকৃত হতো তার সব সম্পদই যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। যেমন রাসূলুল্লাহ সা. খায়বরের সম্পদ বণ্টন করে দিয়েছিলেন। (কুরতুবী, মাআরিফ, তাফহীম)

ওমর রা.-এর এ বক্তব্যের পর সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এসব বিজিত অঞ্চল সাধারণ মুসলমানদের জন্য 'ফাই' হিসেবে রেখে দেয়া হয়। যারা এসব জমির চাষাবাদের কাজ করছে তাদের হাতেই জমি চাষাবাদের দায়িত্ব দিয়ে দেয়া হয় এবং এর ওপর খারাজ ও জিযইয়া বসিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(কিতাবুল খারাজ, আহকামুল কুরআন, তাফহীম)

আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চাষাবাদের এ অধিকার বংশানুক্রমে তাদের অধস্তন পুরুষরা লাভ করতে থাকবে ; কিন্তু এ জমির মালিক তারা নয়। মুসলিম উম্মাহ-ই এ জমির মূল মালিক। (কিতাবুল আমওয়াল, তাফহীম)

এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিজিত দেশসমূহের যেসব ধন-মাল মুসলিম উম্মাহর সামষ্টিক ও জাতীয় মালিকানারূপ চিহ্নিত করা হয়েছিলো সেগুলো হলো—

(১) যেসব জমি ও অঞ্চল কোনো প্রকার সন্ধির ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের করায়ত্ব হবে।

(২) কোনো অঞ্চলের লোকেরা যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমানদের নিকট নিরাপত্তার আশ্রয় লাভের জন্য যেসব 'ফিদইয়া' তথা বিনিময় মূল্য, খারাজ বা ভূমিকর এবং জিযইয়া বা নিরাপত্তা কর দিতে প্রস্তুত হবে, তা।

سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ

ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অগ্রগামী হয়ে গেছে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি আমাদের মনে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না ; হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি নিশ্চয়ই

رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অত্যন্ত মমতাময়, পরম দয়ালু।[২১]

سَبَقُوْنَا-আমাদের অগ্রগামী হয়ে গেছে ; بِالْإِيْمَانِ-(ب+ال+ايمان)-ঈমানের ব্যাপারে ; وَ-এবং ; لَاتَجْعَلْ-রাখবেন না ; فِيْ قُلُوْبِنَا-আমাদের মনে ; غِلًّا-কোনো হিংসা-বিদ্বেষ ; لِّلَّذِيْنَ-তাদের প্রতি যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; اِنَّكَ-আপনি নিশ্চয়ই ; رَءُوْفٌ-অত্যন্ত মমতাময় ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু।

(৩) যেসব জায়গা ও বিত্ত-সম্পত্তি তার মালিকরা পরিত্যাগ করে চলে যাবে অর্থাৎ সর্ব প্রকার পরিত্যক্ত সম্পত্তি।

(৪) মালিক বিহীন বিষয়-সম্পত্তি। যার কোনো মালিক বেঁচে নেই।

(৫) আগে থেকেই যেসব জায়গা-জমির কোনো মালিক নেই।

(৬) শুরু থেকেই যেসব জমি লোকদের দখলে ছিলো ; কিন্তু সে সবের প্রাক্তন মালিকানা বহাল রেখে তাদের ওপর জিযইয়া ও খারাজ ধার্য করা হয়েছিলো।

(৭) পূর্বতন শাসক পরিবারের জায়গীরসমূহ।

(৮) পূর্বতন শাসকদের মালিকানা ভুক্ত জায়গা-জমি ও বিষয়সম্পত্তি। (কিতাবুল খারাজ, বাদায়ে ও সানায়ে)

২১. অত্র আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সমস্ত মুসলমানকে শামিল করেছে। কারণ মুসলমান মুহাজির হবে নয়তো আনসার ; নতুবা এদের পর আগমনকারী যে কোনো মুসলমান হবে। বলা হয়েছে যে, মুহাজির ও আনসারগণের পরে আগমনকারী মুসলমানদের উচিত, তাদের আগে আগমনকারী মুহাজির, আনসার ও স্বীয় অগ্রবর্তী মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করা ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। অতএব যারা এরূপ করবে না, বরং তাদেরকে গালাগালী করবে এবং তাদেরকে খারাপভাবে চিহ্নিত করবে, এ আয়াতের মর্ম অনুসারে তারা মুসলিম উম্মাহ থেকে বের হয়ে যাবে। (কাবীর, সাফওয়া)

১ম রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেসব কিছুই সার্বক্ষণিক আল্লাহর তাসবীহ পাঠ তথা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে। সুতরাং মানুষকেও কথায় ও কাজে আল্লাহর নির্দেশ স্মরণ রাখতে হবে।

২. আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা এজন্য করতে হবে—যেহেতু তিনিই একমাত্র মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

৩. মদীনার উপকণ্ঠ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু শক্তিশালী ইয়াহুদী গোত্র বনু নাযীরকে বিনা যুদ্ধে বহিষ্কার করা আল্লাহর পরাক্রম ও প্রজ্ঞারই বহিঃপ্রকাশ।

৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনীত দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কোনো শক্তিকে তার বৈষয়িক ক্ষমতা-প্রতিপত্তি এবং সাজ-সরঞ্জাম আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে অতীতেও পারেনি, আর ভবিষ্যতেও পারবে না।

৫. আল্লাহর সাহায্য সর্বকালেই আল্লাহর স্বপক্ষ শক্তি মু'মিন বান্দাহদের জন্যই নির্ধারিত, তবে তার জন্য শর্ত হলো, তাদেরকে নিষ্ঠাবান মু'মিন হতে হবে।

৬. প্রকৃত নিষ্ঠাবান মু'মিনদের বৈষয়িক শক্তি-সামর্থ্য যা-ই থাকুক না কেনো চূড়ান্ত বিজয় মু'মিনদের পক্ষেই থাকবে, যদি তারা তাদের বিশ্বাস ও কর্মে আন্তরিক হয়।

৭. ইয়াহুদীদের মতো মুখে মুখে আল্লাহ, নবুওয়াত ও পরকালকে স্বীকার করা হলেও আখেরী নবীর আনীত দীনের বিরোধিতা করলে কোনো বিশ্বাস-ই ফলপ্রসূ হবে না।

৮. জেনে-বুঝে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের ধন-সম্পদ, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারবে না।

৯. আল্লাহকে ভুলে গিয়ে ধন-সম্পদ, লোকসংখ্যা ও সাজ-সরঞ্জামের ওপর আস্থা স্থাপন করলে মুসলমানদেরকেও ইয়াহুদীদের ন্যায় ভাগ্য বরণ করতে হবে।

১০. নবুওয়াতের শিক্ষার বিরোধিতা, আল্লাহর কিতাবের অমান্যতা এবং ধোঁকাবাজির ফলে ইয়াহুদীরা যেমন বিপর্যস্ত হয়েছে, মুসলমানরা যদি সে পথেই চলে, তবে তাদেরও বিপর্যয় হতে বাধ্য।

১১. ইয়াহুদীদের জন্য আখিরাতে রয়েছে কঠোর আযাব, যে আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় তাদের থাকবে না।

১২. আল্লাহ ও তাঁর শেষ নবীর আনীত দীন ইসলামের বিরোধিদের আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তির কোনো পথ থাকবে না। সুতরাং সময় থাকতে ইসলামের পক্ষে ফিরে আসাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

১৩. যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সামরিক প্রয়োজনে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না। তবে কোনো অবস্থাতেই সীমালংঘন করা যাবে না।

১৪. মুসলিমদের সকল দীনী তৎপরতা কাফির-মুশরিক ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির মানসিক যন্ত্রণার কারণ। সুতরাং দীনী তৎপরতা বাড়িয়ে দিয়েই কুফরী-শক্তির ষড়যন্ত্রের সমুচিত জবাব দিতে হবে।

১৫. কাফিরদের সাথে যুদ্ধের বিনিময়ে যেসব সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, সেগুলো হলো 'গনীমত'। আর বিনা যুদ্ধে কাফিরদের যেসব সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, সেগুলো হলো 'ফাই'।

১৬. 'গনীমত'-এর এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে। আর চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

১৭. 'ফাই'-এর সম্পদ সৈনিকদের মধ্যে বর্ণিত হবে না। এগুলো আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও ক্রমাগত মুসলিম উম্মাহর জন্য নির্ধারিত।

১৮. ইসলামের অর্থনৈতিক বিধি-বিধানগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন, যেনো ধনী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব না হয়ে যায়।

১৯. মুসলমানদেরকে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই রাসূলের আনীত ব্যবস্থাই বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করে নিতে হবে এবং রাসূল যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিনা বাক্য ব্যয়ে বিরত থাকতে হবে।

২০. রাসূলের আনীত বিধান অমান্য করলে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হতে হবে, আর আখিরাতেও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২১. যুগে যুগে যেসব মুসলমান ইসলাম গ্রহণের কারণে নিজ দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে নিজেদের ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পদ থেকে, 'ফাই'-এর সম্পদে তাদেরও হক আছে।

২২. দীন ও ঈমানের জন্য যারা নিজেদের সহায়-সম্বল ত্যাগ করে অন্য দেশে হিজরত করেছে, তারাই তাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী।

২৩. 'ফাই'-এর সম্পদে সেসব মুসলমানদেরও হক আছে যারা মুহাজিরদের আসার আগে থেকে সে দেশে অবস্থান করছে।

২৪. আজকের মুসলমানদেরকে অবশ্যই মদীনার মুহাজির ও আনসারদের জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

২৫. মুসলমানদেরকে অবশ্যই অন্তরের প্রশস্ততা অর্জন করতে হবে এবং অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে হবে। তাহলেই দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করা সহজ হয়ে যাবে।

২৬. প্রত্যেক মুসলমানদের কর্তব্য তার আগেকার মুসলমান ভাইদের জন্য আল্লাহর দরবারে রহমত কামনা করা এবং তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা।

২৭. আগেকার মুসলমান ভাইদের প্রতি মনে কোনো প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা কোনো মুসলমানদের কাজ হতে পারে না।

২৮. আগেকার মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য আল্লাহর দরবারে রহমত ও মাগফিরাত কামনার মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত লাভ করতে সমর্থ হবো।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-৭

⑪ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

১১. আপনি[২২] কি তাদেরকে দেখেননি, যারা মুনাফিকী করেছে, তারা তাদের ভাইদের[২৩] বলে—আহলি কিতাবের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে—

لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ

"তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরাও অবশ্য অবশ্যই বের হয়ে যাবো, তোমাদের সাথে এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনো কারো কথাই মানবো না, আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও

لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ⑪ لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ

আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো"; অথচ আল্লাহ সাক্ষ্য দেন—তারা অবশ্যই নিশ্চিত মিথ্যাবাদী।[২৪] ১২. বস্তুত যদি তারা (আহলি কিতাব) নির্বাসিত হয়, তারা (মুনাফিকরা) ওদের সাথে বের হবে না

⑪ اَلَمْ تَرَ-আপনি কি দেখেননি ; اِلَى الَّذِيْنَ-(الى+الذين)-তাদেরকে যারা ; نَافَقُوْا- মুনাফিকী করেছে ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে ; لِاِخْوَانِهِمُ-তাদের ভাইদেরকে ; الَّذِيْنَ- যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; مِنْ-মধ্য থেকে ; اَهْلِ الْكِتٰبِ-আহলি কিতাবের ; لَئِنْ-যদি ; اُخْرِجْتُمْ-তোমরা বহিষ্কৃত হও ; لَنَخْرُجَنَّ-আমরাও অবশ্য অবশ্যই বের হয়ে যাবো ; مَعَكُمْ-তোমাদের সাথে ; وَ-এবং ; لَا نُطِيْعُ-কথাই মানবো না ; فِيْكُمْ- তোমাদের ব্যাপারে ; اَحَدًا-কারো ; اَبَدًا-কখনো ; وَّ-আর ; اِنْ-যদি ; قُوْتِلْتُمْ- তোমরা আক্রান্ত হও ; لَنَنْصُرَنَّكُمْ-আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো ; وَ-অথচ ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَشْهَدُ-সাক্ষ্য দেন ; اِنَّهُمْ-তারা অবশ্যই ; لَكٰذِبُوْنَ -নিশ্চিত মিথ্যাবাদী। ⑫ لَئِنْ-বস্তুত যদি ; اُخْرِجُوْا-তারা (আহলি কিতাব) নির্বাসিত হয় ; لَا يَخْرُجُوْنَ-তারা (মুনাফিকরা) বের হবে না ; مَعَهُمْ-(مع+هم)-ওদের সাথে ;

২২. ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে মু'মিনদের গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর এখানে ধোঁকাবাজ মুনাফিকদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে—যারা মু'মিনদের পক্ষ ত্যাগ করে মু'মিনদের শত্রুদের পক্ষ নিয়েছিলো। পরে তাদের সাথেও ধোঁকাবাজি করেছিলো। (সাফওয়া)

وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ

আর যদি ওরা আক্রান্ত হয়, তারা ওদেরকে সাহায্য করবে না, ; আর যদি তারা ওদেরকে সাহায্য করতে আসেও, (তবে) অবশ্য অবশ্যই তারা পেছন ফিরে পালিয়ে যাবে,[২৫] অতঃপর

لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢﴾ لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

ওরা কোনো সাহায্যই (কোথাও থেকে) পাবে না। ১৩. তাদের অন্তরে তোমরাই কঠোর ভয়ের পাত্র[২৬], আল্লাহর চেয়ে-ও ; এটা এজন্য যে, তারা

وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; قُوْتِلُوْا-ওরা আক্রান্ত হয় ; لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ-তারা ওদেরকে সাহায্য করবে না ; وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; نَّصَرُوْهُمْ-সাহায্য করতে আসেও ; لَيُوَلُّنَّ-(তবে) অবশ্য অবশ্যই তারা পালিয়ে যাবে ; الْاَدْبَارَ-পেছন ফিরে ; ثُمَّ-অতঃপর ; لَا يُنْصَرُوْنَ-ওরা কোনো সাহায্যই (কোথাও থেকে) পাবে না।﴿١٣﴾ لَاَنْتُمْ-তোমরাই ; اَشَدُّ-কঠোর; رَهْبَةً-ভয়ের পাত্র ; فِيْ صُدُوْرِهِمْ-(فى+صدور+هم)-তাদের অন্তরে ; مِّنَ-চেয়েও ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; ذٰلِكَ-এটা ; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-এজন্য যে তারা ;

২৩. এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। মুনাফিক ও ইয়াহুদীদেরকে পরস্পর ভাই বলা হয়েছে ; কেননা তারা উভয়ে একই সাথে মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াতে অবিশ্বাস করেছিলো। উভয় সম্প্রদায়ই পারস্পরিক বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সাহায্য-সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর শত্রুতায় পরস্পর সহযোগী ছিলো। আর আকীদা-বিশ্বাসও তাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিলো বিধায় তাদেরকে পরস্পরের ভাই বলা হয়েছে।

২৪. মুনাফিকরা ইয়াহুদীদের প্রথমে বলেছিলো যে, তোমরা মদীনা ছেড়ে কোথাও যেওনা। আর যদি তোমরা মদীনা ছেড়ে যেতে বাধ্য হও, তবে মনে রেখো, আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাবো। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে 'কারো' কথাই শুনবো না। এখানে কারো বলা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সা. ও মুসলমানদের দিকে ইংগীত করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে অথবা তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে বললে আমরা তাদের (মুসলমানদের) কথা শুনবো না। আর তোমাদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ ঘোষণা করলে আমরা তোমাদের পক্ষ নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।

মুনাফিকদের এসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। এরা যা কিছু বলছে সবই মিথ্যা। কারণ ইয়াহুদীদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিলে তারা কখনো ইয়াহুদীদের সাথে বের হয়ে যাবে না। তাদের সাথে যুদ্ধ বাধলেও মুনাফিকরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। আর যদি এগিয়ে আসেও তাহলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পেছনে পালিয়ে যাবে।

قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ⑭ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ

এমন কাওম যারা বুঝতে পারে না[২৭]। ১৪. তারা সবাই মিলেও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না, কোনো সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে থেকে ছাড়া অথবা

مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ

কোনো দেয়ালের আড়ালে থেকে ; তাদের আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক কোন্দল অত্যন্ত কঠোর, তুমি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে করো, অথচ তাদের অন্তরসমূহ পরস্পর বিক্ষিপ্ত[২৮] ;

قَوْمٌ-এমন কাওম ; لَّا يَفْقَهُونَ-যারা বুঝতে পারে না। ⑭ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ-তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না ; جَمِيعًا-সবাই মিলেও ; إِلَّا-ছাড়া ; فِي-মধ্য থেকে ; قُرًى-কোনো জনপদের ; مُّحَصَّنَةٍ-সুরক্ষিত ; أَوْ-অথবা ; مِن-থেকে ; وَرَاءِ-আড়াল ; جُدُرٍ-কোনো দেয়ালের ; بَأْسُهُمْ-তাদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল ; بَيْنَهُمْ-পারস্পরিক ; شَدِيدٌ-অত্যন্ত কঠোর ; تَحْسَبُهُمْ-তুমি তাদেরকে মনে করো ; جَمِيعًا-ঐক্যবদ্ধ ; وَ-অথচ ; قُلُوبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তরসমূহ ; شَتَّىٰ-পরস্পর বিক্ষিপ্ত ;

২৫. অর্থাৎ যদি ধরেও নেয়া হয় যে, মুনাফিকরা ইয়াহুদীদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে, তাহলেও তারা অবশ্য পেছন ফিরে পালিয়ে যাবে এবং ইয়াহুদীদেরকে তাদের শত্রুদের হাতে ছেড়ে যাবে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা যদি ইয়াহুদীদের সাহায্য করার ইচ্ছাও করে, তাহলেও তারা পেছন হটবে এবং এতে করে ইয়াহুদীরা বিজয়ী হতে পারবে না, আর তাদের সাহায্যদাতা মুনাফিকরাও কখনো বিজয়ী হতে পারবে না ; বরং আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। (কাবীর, ফাতহুল কাদীর)

২৬. অর্থাৎ এ মুনাফিক ও ইয়াহুদী উভয় সম্প্রদায়ের অন্তরেই আল্লাহর ভয় অপেক্ষা তোমাদের (মুসলমানদের) ভয় অধিক। অতএব এরা তোমাদের প্রকাশ্য মুকাবিলায় আসবে না। ইসলাম ও মুহাম্মাদ সা.-এর প্রতি তোমাদের ভালোবাসা প্রাণপণ সংকল্প, ইস্পাত কঠিন ঐক্য দেখে এরা ভয় পায়। তারা ভালো করেই জানে যে, তোমাদের সাথে মুকাবিলা হলে ইয়াহুদীদের সাথে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

২৭. এদের মধ্যে আল্লাহর ভয় মোটেই নেই, কারণ এরা এতোই নির্বোধ যে, আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্মান কতো বেশী তা তারা জানেই না। যদি তা জানতো তাহলে কাউকে ভয় না করে আল্লাহকেই ভয় করতো। আর আল্লাহকে ভয় করলে তারা অবশ্যই খাঁটি মুসলমান হয়ে যেতো।

২৮. এখানে মুনাফিকদের দ্বিতীয় দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। তাদের প্রথম দুর্বলতা হলো, তারা আল্লাহ অপেক্ষা মানুষকেই অধিক ভয় করে। তাদের দ্বিতীয় দুর্বলতা হলো,

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا

এটা এজন্য যে, তারা এমন কাওম যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না। ১৫. তারা ওদের মতো যারা ছিলো তাদের অল্প কিছুকাল আগে—

ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ

তারা আস্বাদন করেছে তাদের (মন্দ) কাজের কুফল[২৯], আর তাদের জন্য রয়েছে, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১৬. (মুনাফিকরা) শয়তানের মতো, যখন সে বলে

لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ

মানুষকে—'কুফরী করো ; অতঃপর যখন সে কুফরী করে, (তখন) সে বলে—আমি অবশ্যই তোমার থেকে দায়িত্বমুক্ত, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি—

ذٰلِكَ-এটা ; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-এজন্য যে তারা ; قَوْمٌ-এমন কাওম ; لَا يَعْقِلُوْنَ-যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না। ⑮ كَمَثَلِ-(ك+مثل)-ওদের মতো ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ছিলো ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের অতীতে ; قَرِيْبًا-নিকট ; ذَاقُوْا-তারা আস্বাদন করেছে ; وَبَالَ-কুফল ; اَمْرِهِمْ-(امر+هم)-তাদের (মন্দ) কাজের ; وَ-আর ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ⑯ كَمَثَلِ-(ك+مثل)-(মুনাফিকরা) মতো الشَّيْطٰنِ-শয়তানের ; اِذْ-যখন ; قَالَ-সে বলে ; لِلْاِنْسَانِ-(ل+ال+انسان)-মানুষকে ; اكْفُرْ-কুফরী করো ; فَلَمَّا-অতঃপর যখন ; كَفَرَ-সে কুফরী করে ; قَالَ-(তখন) সে বলে ; اِنِّيْ-আমি অবশ্যই ; بَرِيْٓءٌ-দায়িত্বমুক্ত ; مِّنْكَ-(من+ك)-তোমার থেকে ; اِنِّيْٓ-নিশ্চয়ই আমি ; اَخَافُ-ভয় করি ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ;

তারা পরস্পর বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন। তাদের মুনাফিকী নীতিই তাদেরকে সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিলো। মুসলমানদের বিরোধিতা করার জন্যই তারা জমায়েত হয়েছিলো। পরস্পরের প্রতি তাদের অন্তর অত্যন্ত কঠিন। তারা কখনো কোনো বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছতে পারবে না। তারা এটা করবো, ওটা করবো বলে মুসলমানদেরকে ভয় দেখায় ; কিন্তু মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে বের হয় না। তাদের নিজেদের মতে, নিজেরা খুব সাহসী, তবে মুসলমানদের সামনে নয়।

২৯. এখানে ইতোপূর্বে বহিষ্কৃত ইয়াহূদী গোত্র বনু কায়নুকার দিকে ইংগীত করা হয়েছে। বনু কায়নুকা যেমন রাসূলুল্লাহ সা.-এর কৃত শান্তিচুক্তি অমান্য করে বদর যুদ্ধে গোপনে মক্কায় কাফিরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শলা-পরামর্শ করে, ফলে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়। তেমনি বনু নাযীরকে-ও একইভাবে মদীনা

رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا

(যিনি) সমস্ত জগতের প্রতিপালক[৩০] ১৭. তারা উভয়ে নিশ্চিত জাহান্নামে থাকবে, তারা সেখানে চিরদিনের বাসিন্দা হবে ;

وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾

আর যালিমদের কর্মফল এটাই।

رَبُّ-(যিনি) প্রতিপালক ; الْعٰلَمِيْنَ-সমস্ত জগতের। ﴿١٧﴾ فَكَانَ-(ف+كان)-অতএব হবে ; عَاقِبَتَهُمَا-(عاقبة+هم)-তাদের উভয়ের পরিণতি ; اَنَّهُمَا-তারা উভয়ে নিশ্চিত ; فِى النَّارِ-জাহান্নামে থাকবে ; خَالِدَيْنِ-তারা চিরদিনের বাসিন্দা হবে ; فِيْهَا-সেখানে ; وَ-আর ; ذٰلِكَ-এটাই ; جَزٰٓؤُا-কর্মফল ; الظّٰلِمِيْنَ- যালিমদের।

থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে। সুতরাং তাদের উদাহরণ বনু কায়নুকার মতোই হয়েছে। (মাআরিফ, ছাফওয়া, ফাতহুল কাদীর)

৩০. এখানে মুনাফিকদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুনাফিকরা বনু নাযীরের সাথে সে আচরণ-ই করবে, যেমন শয়তান মানুষের সাথে করে। শয়তান বদর যুদ্ধের দিন কুরাইশ কাফিরদেরকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিলো এবং কাফিরদেরকে বলেছিলো, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কেউ জয়ী হতে পারবে না। আমি তো তোমাদের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক আছি-ই।" কিন্তু যখন উভয় বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো, তখন সে দূরে সরে দাঁড়ালো এবং বলতে লাগলো– "আমি তোমাদের থেকে দায়িত্বমুক্ত, আমি যা দেখছি, তোমরা তো তা দেখতে পাচ্ছো না, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় পাই।" (তাফহীম, কাবীর)

২য় রুকূ (১১-১৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুনাফিকদের কোনো ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা উচিত নয়, কেননা তারা আল্লাহর সাক্ষ্যমতে মিথ্যাবাদী।

২. মদীনার মুনাফিকরা বনু নাযীর ইয়াহুদী গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তা দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা-ও মিথ্যা ছিলো।

৩. মুনাফিকরা আল্লাহর চেয়েও মানুষকে বেশী ভয় করে। সুতরাং যারা আল্লাহর চেয়ে মানুষকে বেশী ভয় করে তাদের মধ্যে মুনাফিকী রয়েছে।

৪. ইসলাম ও কুফরের মুকাবিলায় যারা পেছন ফিরে পালাবে, তাদের মধ্যেও মুনাফিকী রয়েছে।

৫. মুনাফিকদের মধ্যে মূলতঃই আল্লাহর ভয় নেই। কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে এদের আদৌ কোনো জ্ঞান নেই।

৬. কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা একত্র হয়েও মুসলমানদের মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে প্রকৃত অর্থেই মুসলমান হতে হবে।

৭. ইসলামের শত্রুরা কখনো সম্মুখ সমরে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে সাহসী হয় না, তারা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আড়াল থেকেই মুকাবিলা করে।

৮. বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইসলামের শত্রুদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে হলেও, তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কোন্দল অত্যন্ত প্রকট। কারণ পার্থিব স্বার্থ লাভ-ই তাদের মূল লক্ষ্য।

৯. পার্থিব স্বার্থ যে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং পরকালীন সাফল্যই যে মানব জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত—এ জ্ঞান-বুদ্ধি ইসলামের শত্রুদের নেই।

১০. দুনিয়ার জীবনের অশান্তি ছাড়াও আখিরাতে ইসলাম বিরোধিদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত আছে, যা থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায়ই তাদের থাকবে না।

১১. মুনাফিকরা শয়তানের মতো। শয়তান যেমন মানুষকে কুফরী করার প্ররোচনা দেয়, অতঃপর মানুষ কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়লে, সে পেছন থেকে সরে পড়ে।

১২. শয়তান এবং তার প্ররোচিত পথের অনুসারী উভয়ের জন্যই জাহান্নামের কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে। এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

১৩. শয়তান এবং তার অনুসারীদের শেষ আশ্রয়স্থল জাহান্নাম—সেখানে তারা অনন্ত কালের বাসিন্দা।

১৪. যারা শয়তানের অনুগামী, তারাই যালিম তথা নিজের প্রতি যুলুমকারী। আর যালিমদের কর্মফলই জাহান্নাম।

□

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا

১৮. হে যারা ঈমান এনেছো[৩১] তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ভেবে দেখা উচিত, সে আগামী কালের জন্য অগ্রিম কি পাঠিয়েছে[৩২] ; আর তোমরা ভয় করো

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ

আল্লাহকে ; নিশ্চয়ই তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সর্বশেষ অবহিত। ১৯. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা ভুলে গেছো আল্লাহকে, ফলে তিনি (আল্লাহ্) ভুলিয়ে দিয়েছেন তাদের

(১৮) يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; لْتَنْظُرْ-ভেবে দেখা উচিত ; نَفْسٌ-প্রত্যেক ব্যক্তির ; مَّا-কি ; قَدَّمَتْ-অগ্রিম পাঠিয়েছে ; لِغَدٍ-(ل+غد)-আগামী কালের জন্য ; وَ-আর ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; خَبِيْرٌ-সবিশেষ অবহিত ; بِمَا-সে সম্পর্কে ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা যা করো। (১৯) وَ-আর ; لَاتَكُوْنُوْا-তোমরা হয়ো না ; كَالَّذِيْنَ-(ك+الذين)-তাদের মতো যারা ; نَسُوا-ভুলে গেছে ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; فَاَنْسٰهُمْ-(ف+انس+هم)-ফলে তিনি (আল্লাহ) ভুলিয়ে দিয়েছেন ;

৩১. সূরার শুরু থেকে ইয়াহুদী-মুনাফিক ও কাফির, মুশরিকদের বিশ্বাস, কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ এবং তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনার পর এখান থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। তাদেরকে সৎকাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাতে তাদের পরিণতি পূর্বোল্লিখিত লোকদের মতো না হয়।
(সাফওয়া, মাআরিফ)

৩২. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের ভেবে দেখা উচিত। সে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কতোটুকু সৎকর্ম করেছে। এখানে কিয়ামত তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে 'আগামী কাল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা আজকের পর আগামী কালের আগমন যেমন সুনিশ্চিত তেমনি কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, অতঃপর ন্যায়-বিচারের মাধ্যমে জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ সুনিশ্চিত। (কাবীর)

যে ব্যক্তি আজকের তথা দুনিয়ার জীবনের আনন্দ-স্ফূর্তি ও স্বাদ-আস্বাদনে নিজের সবকিছু ঢেলে দেয়, কাল তথা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে তার ক্ষুধা নিবারণ ও মাথা গোজার

أَنْفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٠﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ

নিজেদেরকে[৩৩] ; তারা—তারাই তো পাপাচারী। ২০. সমান হতে পারে না জাহান্নামের অধিবাসী এবং অধিবাসী

الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢١﴾ لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ

জান্নাতের ; জান্নাতের অধিবাসীরা—তারাই সফলকাম। ২১. যদি আমি এ কুরআনকে নাযিল করতাম পাহাড়ের ওপর

لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ

তাহলে অবশ্যই আপনি তাকে দেখতে পেতেন আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত—দীর্ণ-বিদীর্ণ অবস্থায়[৩৪] ; আর এসব দৃষ্টান্ত—তা আমি পেশ করি মানুষের জন্য

أَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদেরকেই ; أُولَٰئِكَ-তারা ; هُمْ-তারাই তো ; الْفَاسِقُونَ-পাপাচারী। ﴿٢٠﴾ لَا يَسْتَوِي-সমান হতে পারে না ; أَصْحَابُ-অধিবাসী ; النَّارِ-জাহান্নামের ; وَ-এবং ; أَصْحَابُ-অধিবাসী ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; أَصْحَابُ-অধিবাসীরা ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; هُمْ-তারাই ; الْفَائِزُونَ-সফলকাম। ﴿٢١﴾ لَوْ-যদি ; أَنْزَلْنَا-আমি নাযিল করতাম ; هَٰذَا-এ ; الْقُرْآنَ-কুরআনকে ; عَلَىٰ-ওপর ; جَبَلٍ-কোনো পাহাড়ের ; لَرَأَيْتَهُ-(لرايت+ه)-তাহলে আপনি তাকে দেখতে পেতেন ; خَاشِعًا-ভীত-সন্ত্রস্ত ; مُتَصَدِّعًا-দীর্ণ-বিদীর্ণ অবস্থায় ; مِنْ خَشْيَةِ-ভয়ে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; تِلْكَ-এসব ; الْأَمْثَالُ-দৃষ্টান্ত ; نَضْرِبُهَا-(نضرب+ها)-তা আমি পেশ করি ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ;

ঠাঁই থাকবে কিনা সে চিন্তাও করে না, সে লোকটি প্রকৃতই অজ্ঞ, মূর্খ এবং অপরিণামদর্শী। সে নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মারে। সে যে দুনিয়ার জীবন সুখী-সমৃদ্ধ বানাতে ব্যস্ত হয়ে আখিরাতের জীবনের প্রতি উদাসীন হয়ে যায়, অথচ আখিরাত আগামী কালের সূর্যোদয়ের মতোই সুনিশ্চিত ও নিকটবর্তী। (তাফহীম)

৩৩. অর্থাৎ তোমরা সেসব লোকের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহর নির্দেশ ভুলে গিয়ে মনগড়া জীবন যাপন করেছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে তাদের প্রকৃত পরিচয় ভুলিয়ে দিয়েছেন। পরিণামে তাদের গোটা জীবনই ভুলের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। সে যে আল্লাহর বান্দা তথা গোলাম, একথা সে ভুলে গিয়ে নিজেকে স্বাধীন অথবা নিজেকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের গোলাম বানিয়ে নিয়েছে। আর এটাই হলো একজন মানুষের জীবন ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়ার মূল কারণ। একজন মানুষের সঠিক পথে টিকে থাকার জন্য তার নিজের পরিচয় তথা দুনিয়াতে তার অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা অপরিহার্য। তা না হলে তার জীবন ভুল পথে পরিচালিত হওয়া অনিবার্য।

لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ

সম্ভবত তারা (নিজেদের সম্পর্কে) চিন্তা-ভাবনা করবে। ২২. তিনিই আল্লাহ[৩৫] যিনি—নেই কোনো 'ইলাহ' তিনি ছাড়া[৩৬] ; তিনি অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সবই অবগত ;[৩৭]

لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-সম্ভবত তারা ; يَتَفَكَّرُونَ-(নিজেদের সম্পর্কে) চিন্তা-ভাবনা করবে। ﴿٢٢﴾ هُوَ-তিনিই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الَّذِي-যিনি ; لَا-নেই ; إِلَٰهَ-কোনো ইলাহ ; إِلَّا-ছাড়া; هُوَ-তিনি ; عَالِمُ-তিনি সবই অবগত ; الْغَيْبِ-অপ্রকাশ্য ; وَ-ও ; الشَّهَادَةِ-প্রকাশ্য ;

৩৪. অর্থাৎ পাহাড়-পর্বতের যদি আকল-জ্ঞান ও বোধশক্তি থাকতো এবং তার ওপর যদি কুরআন নাযিল করা হতো তখন পাহাড়-পর্বতও মানুষের মতো কুরআন বুঝতে সক্ষম হতো, ফলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে নিজ আমলের জবাবদিহির ভয়ে-আতংকে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো। কিন্তু মানুষ সব জেনে শুনেও কিভাবে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে—এটা যথার্থই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মানুষকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয় একটুও শিহরিত করে না, বরং দেখা যায় কুরআনের কোনো প্রভাব তার অন্তরে রেখাপাত করে না। মনে হয় তারা এক নিষ্প্রাণ ও অচেতন পদার্থ মাত্র। দেখা-শোনা ও উপলব্ধি করা যেনো তাদের কোনো কাজই নয়। (তাফহীম)

৩৫. এ আয়াতগুলোতে মূলতঃ তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মহিমান্বিত কুরআন নাযিল করা হয়েছে, সেই আল্লাহর পরিচয় কি এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্যই বা কি—এর জবাব-ই রয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলোতে। এতে যেমন আল্লাহর মূল সত্তার একত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি আলোচনা করা হয়েছে তাঁর গুণাবলীর একত্ববাদ এবং তাঁর প্রতিপালকত্বের একত্ববাদ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এর দ্বারা মানুষের অন্তরে এ অনুভূতি সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য যে, মানুষের লেন-দেন ও বুঝা পড়া কোনো যেনতেন ধরনের সাধারণ সত্তার সাথে নয় ; বরং যার সাথে তাদের লেন-দেন তাঁর পরিচয় ও গুণাবলী এই ---।

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহ-ই একমাত্র 'ইলাহ'। তিনি ছাড়া আর কাউকেই 'ইলাহ' বা উপাসনার যোগ্য তথা আইনদাতা হিসেবে স্বীকার করা যাবে না। বান্দাহ যেসব বৈধ কাজ করে তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করতে হবে। অন্য কারো সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা যাবে না।

৩৭. অর্থাৎ তিনি মানুষের সামনে প্রকাশ্য বিষয়সমূহ যেমন জানেন, তেমনি গোপন ও অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহও জানেন, যা ঘটেছে তা যেমন তিনি জানেন তেমনি যা বর্তমানে ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে তা-ও তিনি জানেন। দুনিয়াতে ও আখিরাতে এমন কিছু নেই, যা তাঁর জ্ঞান ও অবগতির বাইরে আছে। (কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর)

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ

তিনি একমাত্র দয়াময়, পরম দয়ালু[৩৮]। ২৩. তিনিই আল্লাহ, যিনি—নেই কোনো 'ইলাহ', তিনি ছাড়া ; (তিনি) অধিপতি,[৩৯] অতি পবিত্র,[৪০] শান্তিদাতা,[৪১]

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

নিরাপত্তা দানকারী[৪২], রক্ষাকারী[৪৩], পরাক্রমশালী,[৪৪] নিজ শক্তিতে স্বীয় নির্দেশ কার্যকর করতে সক্ষম[৪৫], অতীব মহিমান্বিত[৪৬], ; তারা যা শরীক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র মহান।[৪৭]

هُوَ-তিনি ; الرَّحْمٰنُ-একমাত্র দয়াময় ; الرَّحِيْمُ-পরম দয়ালু। ㉓ هُوَ-তিনিই ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّذِيْ-যিনি ; لَآ-নেই ; اِلٰهَ-ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; اَلْمَلِكُ-(তিনি) অধিপতি ; الْقُدُّوْسُ-অতি পবিত্র ; السَّلٰمُ-শান্তিদাতা ; الْمُؤْمِنُ-নিরাপত্তা দানকারী ; الْمُهَيْمِنُ-রক্ষাকারী ; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الْجَبَّارُ-নিজ শক্তিতে স্বীয় নির্দেশ কার্যকর করতে সক্ষম ; الْمُتَكَبِّرُ-অতীব মহিমান্বিত ; سُبْحٰنَ-পবিত্র মহান ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; عَمَّا-তা থেকে যা ; يُشْرِكُوْنَ-তারা শরীক করে।

৩৮. অর্থাৎ তিনিই একমাত্র দয়াময়, যার দয়া সর্বব্যাপক। বিশ্বচরাচরে এমন কোনো ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্তু নেই যার ওপর তাঁর দয়ার স্পর্শ নেই। দুনিয়াতে যেসব সৃষ্টির মধ্যে দয়া-অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটে তা তাঁর দয়ারই অবদান। এসব দয়া আংশিক ও সসীম। কিন্তু আল্লাহর দয়া পূর্ণাংগ অবারিত ও অসীম। এক সৃষ্টির প্রতি অন্য সৃষ্টির দয়া তিনিই দান করেছেন যাতে তিনি একের মাধ্যমে অন্যকে প্রতিপালন করে নিতে পারেন। আর এটাও তাঁর দয়ারই প্রকাশ।

৩৯. অর্থাৎ তিনি আমাদের দেখা-অদেখা সমগ্র বিশ্ব-জাহানের অধিপতি বাদশাহ। তাঁর শাসন-কর্তৃত্ব সমস্ত সৃষ্টিজগতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকটি বস্তু এমন কি অণু-পরমাণু পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও হুকুমের অধীন। তাঁর ক্ষমতা-কর্তৃত্বের সামান্যতম আঁচড় কাটতে পারে কোথাও এমন কেউ নেই, কিছু নেই।

৪০. 'কুদ্দূস' আধিক্যবাচক শব্দ। এর অর্থ সর্ব দোষমুক্ত এবং সকল অশালীন বিষয় থেকে পবিত্র। অর্থাৎ তিনি এমন সত্তা যিনি সকল প্রকার ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, অশোভনতা, অশুচিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত। আল্লাহ ছাড়া কেউ 'কুদ্দূস' হতে পারে না। তিনি ছাড়া কাউকে 'কুদ্দূস' বলে স্বীকার করা শিরক।

৪১. আল্লাহকে এখানে সালাম বলা হয়েছে। 'সালাম' অর্থ শান্তি বা নিরাপত্তা। আল্লাহ তা'আলা 'সালাম' অর্থ তিনি নিজের সৃষ্টিকে সকল প্রকার যুলুম থেকে নিরাপদ ও মুক্ত রাখেন। অথবা এর অর্থ—আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকারের দোষ এবং দুর্বলতা

থেকে নিরাপদ ও মুক্ত। অথবা এর অর্থ আল্লাহ জান্নাতে নিজের বান্দাহদেরকে 'সালাম' দাতা অথবা এর অর্থ—আল্লাহ নিজের বান্দাহদের 'শান্তিদাতা'। (কুরতুবী)

আল্লামা মওদূদী রহ. বলেছেন, আল্লাহ তা'আলাকে সালাম বলার তাৎপর্য হলো তিনি পুরোপুরি নিরাপদ। তাঁর থেকে কোনোরূপ বিপদ ও দুর্বলতা কিংবা কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে পারে না অথবা তার পরিপূর্ণতা-পূর্ণাঙ্গতায় কখনও কোনো প্রকার ভাঙন বা ভাটা-পড়া থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র ।

৪২. এ শব্দটি মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হবে—আল্লাহ এবং রাসূল সা.-এর ওপর বিশ্বাসী। আর যখন শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ হয় নিরাপত্তাদাতা।

কিন্তু এখানে তিনি কাকে নিরাপত্তা দেন তা উল্লেখ না থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবে সমগ্র সৃষ্টিলোক তথা সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি জিনিসই এ নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত বুঝায়। (তাফহীম)

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক, হিফাযতকারী, পর্যবেক্ষণকারী তথা কে, কি করছে তা তিনি দেখেন। তিনি সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপক, যিনি সৃষ্টির যাবতীয় প্রয়োজন ও অভাব পূরণকারী। 'আল মুহাইমিন' শব্দ দ্বারা উপরোক্ত অর্থই বুঝায়। (তাফহীম)

৪৪. 'আল আযীয' শব্দটি দ্বারা এমন এক মহাপরাক্রমশালী সত্তাকে বুঝায়, যার বিরুদ্ধে কোনো শক্তিই মাথা তুলতে সক্ষম নয়। যার সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সাধ্য কারো নেই ; যার সামনে সকলই শক্তিহীন, অসহায় ও অক্ষম। (তাফহীম, ফাতহুল কাদীর)

৪৫. 'জাব্বার' শব্দটি 'জাবরুন' শব্দ থেকে উদগত। এর অর্থ জোর করা ও শক্তি প্রয়োগ করা। এর আসল অর্থ সংশোধনের উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ। শব্দটি আধিক্যবাচক শব্দ। আল্লাহ তা'আলাকে 'জাব্বার' বলা হয়েছে এ অর্থে যে, তিনি বল প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব-জাহানের শৃংখলা রক্ষাকারী এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী, তবে তাঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ শব্দটিতে বড়ত্ব ও মহানত্বের অর্থও বিদ্যমান রয়েছে। (তাফহীম, কুরতুবী)

৪৬. 'মুতাকাব্বির' অর্থ বড়ত্ব প্রকাশকারী, বড়াইকারী। প্রত্যেক বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা তিনি কোনো বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী নন। যে অন্যের মুখাপেক্ষী সে বড় হতে পারে না। এ জন্যই আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নিজেকে বড় মনে করা, নিজের বড়ত্ব যাহির করে বেড়ানো একটা মিথ্যা এবং গুনাহের কাজ। কারণ সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্বের দাবী করা আল্লাহর গুণ বিশেষে শরীক হওয়ার দাবী করা। (তাফহীম, মা'আরিফ, কাবীর)

৪৭. অর্থাৎ মানুষ যে মিথ্যা বড়ত্বের দাবী করে এবং মিথ্যা অহমিকা প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীতে শরীক হওয়ার দাবী করে সেসব থেকে আল্লাহ পবিত্র, মহান। (কাবীর)

㉔هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا

২৪. তিনিই আল্লাহ (যিনি) সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, রূপায়ক[৪৮] ; তাঁর জন্য আছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ[৪৯] ; তাঁরই পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে সেসব কিছু যা আছে

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

আসমানে ও যমীনে[৫০] ; আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[৫১]।

㉔ هُوَ-তিনিই ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْخَالِقُ-(যিনি) সৃষ্টিকর্তা ; الْبَارِئُ-উদ্ভাবক ; الْمُصَوِّرُ-রূপায়ক ; لَهُ-তাঁর জন্য আছে ; الْأَسْمَاءُ-নামসমূহ ; الْحُسْنٰى-সুন্দর সুন্দর ; يُسَبِّحُ-পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে ; لَهُ-তাঁরাই সেসব কিছু যা ; مَا فِي السَّمٰوٰتِ-আছে আসমানে ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনে ; وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; الْعَزِيزُ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيمُ-প্রজ্ঞাময়।

আল্লামা মওদূদী রহ. বলেন, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও গুণাবলীতে কিংবা তাঁর মূল সত্তায় অন্য কোনো সৃষ্টিকে তাঁর শরীকদার যারাই মনে করে, মূলতঃ তারা একটা অযৌক্তিক কথা বলে। কোনো দিক দিয়েই কোনো অর্থেই কেউ আল্লাহর শরীক হবে—তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। (তাফহীম)

৪৮. এখানে আল্লাহর আরো তিনটি গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহ (যিনি) 'খালিক' 'বারী' ও 'মুসাওভির'।

আল্লাহ তা'আলা 'খালিক' অর্থাৎ তিনি কোনো কিছু সৃষ্টির পরিনির্ধারক, পরিমাণ নির্ধারক ও পরিকল্পক। ইংরেজীতে যাকে 'ডিজাইনার' (Designer) বলা হয়। কুরআনের পরিভাষায় এটাকে 'খালিক' বলা হয়েছে। এটা হলো সৃষ্টিকর্মের প্রথম পর্যায়।

আল্লাহ তা'আলা 'বারী' অর্থাৎ তিনি তাঁর পরিকল্পিত চিত্রকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেন। যেমন একজন প্রকৌশলী একটি ইমারতের যে চিত্র তার মনোজগতে এঁকেছিলো ; সে যথাযথ পরিমাপ অনুযায়ী মাটিতে রেখা অংকন করে, তারপর মূল ভিত্তি খোদাই করে প্রাচীর নির্মাণ করে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ একের পর এক করে যায়। এটা হলো সৃষ্টি-কর্মের দ্বিতীয় পর্যায়।

আল্লাহ তা'আলা 'মুসাওভির' অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টিকে চূড়ান্ত রূপদানকারী।

এ তিনটি পর্যায়ের কাজে আল্লাহ তা'আলার কাজে ও মানুষের কাজে কোনো মিল নেই। মানুষের কোনো পরিকল্পনাই এমন নয় যে, যা আগেকার পরিকল্পনা থেকে গৃহীত হয়নি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সকল পরিকল্পনাই দৃষ্টান্তহীন এবং তা তাঁর নিজস্ব পরিকল্পিত ও উদ্ভাসিত। মানুষ কোনো কিছুরই স্রষ্টা নয়। বরং তারা রূপান্তরকারী মাত্র, আল্লাহর সৃষ্ট মূল উপাদান ব্যবহার করে তার রূপান্তর ঘটায় মাত্র। (তাফহীম)

৪৯. আল্লাহ্ তা'আলার যেসব উত্তম নামসমূহের কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলো হলো তাঁর গুণবাচক নাম। কুরআন মাজীদে এবং হাদীসে এসব গুণবাচক নামসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসে উল্লিখিত এসব নামের সংখ্যা নিরানব্বই। যেসব নাম দ্বারা কোনো প্রকার অপূর্ণতা প্রকাশ পায় অথবা আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বের সাথে যেসব নাম সাংঘর্ষিক হয়, সেসব নাম আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। সূরা আল আ'রাফের ১৮০ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলার জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ রয়েছে, তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকবে ; আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে ; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেয়া হবে।"

আল্লাহর নামের বিকৃতি নানাভাবে হতে পারে—পুরোপুরি অস্বীকার, অর্থের বিকৃতি, অপব্যাখ্যা এবং আল্লাহর নাম থেকে বাতিল প্রভুদের নাম উদ্ভাবনের মাধ্যমে আল্লাহর নামের বিকৃতি হতে পারে।

৫০. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের মধ্যকার সবকিছুই তাদের ভাষা ও অবস্থা দ্বারা প্রতিনিয়ত ঘোষণা করে চলছে যে, তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক সর্বপ্রকারের দোষত্রুটি, দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। (তাফহীম)

আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহর আলোচনা দ্বারা এ সূরা শুরু করা হয়েছে আবার তাসবীহর আলোচনার মাধ্যমে এ সূরা শেষ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ ইংগীত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর তাসবীহ পাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ এবং এটাই মূল উদ্দেশ্য। (সাবী)

৫১. 'আল আযীয' এবং 'আল হাকীম' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা সূরা আল হাদীদের ২নং টিকায় উল্লিখিত হয়েছে।

৩য় রুকূ' (১৮-২৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর ভয় অন্তরে সদা-সর্বদা জাগরুক রাখা প্রতিটি মু'মিনের অপরিহার্য কর্তব্য।

২. মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষ্যে সকলের কাজ করা উচিত। নচেৎ সে জীবনে ব্যর্থতা অনিবার্য, যে ব্যর্থতাকে এড়ানোর কোনো সুযোগ সেখানে থাকবে না।

৩. মানুষের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবহিত। সুতরাং একথা মনে রেখেই দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

৪. আল্লাহকে এবং তাঁর নির্দেশ ভুলে গেলে আল্লাহ তাদের আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার পরিচিতি ভুলিয়ে দেন, যার ফলে তাদের গোটা জীবনই ভুলের মধ্যে শেষ হয়ে যায় এবং তাদের শেষ আশ্রয় হবে জাহান্নাম। সুতরাং সর্বাবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ স্মরণ রাখতে হবে।

৫. জাহান্নাম ও জান্নাতের অধিবাসীরা কখনো সমান নয়। জাহান্নামের অধিবাসীরা ব্যর্থ ; আর জান্নাতের অধিবাসীরা সফলকাম।

৬. আল কুরআন আল্লাহর বাণী তারা যদি মানুষের মতো কুরআন বুঝতে সক্ষম হতো এবং কুরআন তাদের জন্য নাযিল করা হতো, তখন আল্লাহর সামনে নিজের কাজের জবাবদিহির ভয়ে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো।

৭. মানুষের জন্য এক অপরিহার্য কর্তব্য আল্লাহর নির্দেশগুলো জানা এবং সেগুলো মেনে জীবন যাপন করা।

৮. আল্লাহ আল কুরআনে যেসব দৃষ্টান্ত-উদাহরণ পেশ করেছেন সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন চলার পথ খুঁজে নেয়া-ই বুদ্ধিমান মানুষের কাজ।

৯. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ তথা এমন কোনো সত্তা নেই যার দাসত্ব-আনুগত্য করা যেতে পারে এবং যার আইন-বিধান ও নির্দেশ মানা যেতে পারে।

১০. মানুষের নিকট যা প্রকাশ্য এবং যা অপ্রকাশ্য তা সবই আল্লাহ জানেন। সুতরাং তাঁর অগোচরে কোনো কিছু সংঘটিত হতে পারে না।

১১. আল্লাহ তা'আলা-ই 'আর রাহমান' তথা একমাত্র দয়াময়, যার দয়া-অনুগ্রহ তাঁর সকল সৃষ্টির ওপর সুষমভাবে বর্ষিত হচ্ছে।

১২. আল্লাহ 'আর রাহীম' তথা একমাত্র পরম দয়ালু, যার দয়া-অনুগ্রহ মৃত্যু পরবর্তী জীবনে শুধুমাত্র মু'মিনদের ওপর বর্ষিত হবে। সে জীবনে তাঁর শত্রুরা তাঁর দয়ার দান লাভ করতে সক্ষম হবে না।

১৩. আল্লাহ তা'আলা-ই বিশ্ব-জগতের একমাত্র বাদশাহ। তাঁর ক্ষমতা-কর্তৃত্বে কোনো শক্তিই বাধ সাধতে সক্ষম নয়।

১৪. আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার দোষ থেকে পবিত্র—কেউ এমন পবিত্র হতে পারে না। সুতরাং তাঁর প্রতি কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা, অশোভনতা আরোপ করা যাবে না।

১৫. আল্লাহ তা'আলা-ই দুনিয়া-আখিরাতে একমাত্র শান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী। সুতরাং শান্তি ও নিরাপত্তা আর কারো কাছে চাওয়া যাবে না।

১৬. আল্লাহ তা'আলাই সমগ্র সৃষ্টিলোকের নিরাপত্তা দানকারী। সুতরাং কোনো সৃষ্টিকেই নিরাপত্তা দানকারী হিসেবে মানা যাবে না।

১৭. আল্লাহ তা'আলা-ই সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র হিফাযতকারী ও তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং কাউকেই সৃষ্টির রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক মানা যাবে না।

১৮. আল্লাহ তা'আলা-ই একমাত্র মহাপরাক্রমশালী অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারী। সুতরাং সকল প্রকার বাতিল শক্তির মুকাবিলায় আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করতে হবে।

১৯. আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান, যুক্তি ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নের পরিপূর্ণ শক্তি রাখেন। এমন শক্তির অধিকারী কাউকে মনে করা যাবে না।

২০. আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বড়। গর্ব-অহংকার একমাত্র তাঁর জন্যই শোভনীয়। তিনি ছাড়া আর কারো পক্ষে গর্ব-অহংকার করা বৈধ নয়।

২১. মুশরিকরা যে আল্লাহর ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও গুণাবলীতে তাঁর সৃষ্টিকে অংশীদার বানায়, তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং আল্লাহর সাথে কোনো দিক দিয়েই কাউকে অংশীদার বানানো যাবে না।

২২. আল্লাহ তা'আলাই সমগ্র সৃষ্টিলোকের পরিকল্পক, অস্তিত্ব দানকারী ও চূড়ান্ত রূপদানকারী। সুতরাং এর ব্যতিক্রম মনে করা কুফরী।

২৩. সমগ্র সৃষ্টিজগত সার্বক্ষণিক আল্লাহর তাসবীহ তথা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে। সুতরাং মানুষেরও কর্তব্য আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর মহিমাকে ঊর্ধে তুলে ধারা।

❑

সূরা আল মুমতাহিনা-মাদানী
আয়াত ঃ ১৩
রুকূ' ঃ ২

নামকরণ

সূরাটিকে 'মুমতাহিনা' বা 'মুমতাহান' দু'ভাবে নামকরণ করা যেতে পারে। 'মুমতাহিনা' অর্থ পরীক্ষা গ্রহণকারী। আর 'মুমতাহানা' অর্থ পরীক্ষিত স্ত্রীলোক। যেসব স্ত্রীলোক মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসবে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করবে, তাদেরকে পরীক্ষা করার নির্দেশ সূরার ১০ আয়াতে বলা হয়েছে। আর এজন্যই এ সূরার উক্ত নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরায় উল্লিখিত দু'টি ঘটনা এবং সূরার শেষের দিকে উল্লিখিত তৃতীয় একটি ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি ৬ষ্ঠ হিজরীর হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির পর এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার এ মধ্যবর্তী সময়ে নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরাটিকে আলোচ্য বিষয়ের আলোকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশ ১ থেকে ৯ আয়াত পর্যন্ত। এ অংশে রাসূল সা.-এর সাহাবী হাতিব ইবনে আবূ বালতাআ রা. যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর একটি কাজের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে এবং এ জাতীয় কাজ থেকে মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। হাতিব ইবনে আবূ বালতাআ রা. মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন আগে মক্কায় অবস্থানরত পরিবার-পরিজনকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কুরাইশ নেতাদের নিকট একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং মক্কা থেকে আগত এক মহিলার মাধ্যমে কুরাইশ নেতাদের নিকট গোপনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। চিঠিতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন সামরিক তথ্য শত্রুদের জানিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর খেয়াল ছিলো যে, এ চিঠির কারণে মক্কায় অবস্থানরত তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কাফিরদের যুলুম-অত্যাচার থেকে নিরাপদে থাকবে। কিন্তু এ চিঠি দ্বারা মুসলমানদের যে বিরাট ক্ষতি সাধিত হবে তার ধারণা তিনি করতে পারেননি। আল্লাহ্ তা'আলা যথাসময়ে তাঁর রাসূলকে এ সম্পর্কে জানিয়ে দেন এবং সেই মহিলার নিকট থেকে চিঠিটি উদ্ধার করা হয় এবং মুসলমানরা আসন্ন এক বিরাট ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। সূরায় এ অংশে হাতিব রা.-এর এ কাজের সমালোচনা করে মুসলমানদেরকে এ বলে সতর্ক করে দেয়া হয় যে, কোনো অবস্থায়, কোনো উদ্দেশ্যেই কোনো ঈমানদার যেনো ইসলামের শত্রু কাফিরদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখে এবং এমন কোনো কাজও যেনো তারা না করে যা ইসলাম ও কুফরের মুকাবিলায় কাফিরদের জন্য কোনো প্রকার সুফল বয়ে আনে। তবে যেসব কাফির ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক

ও ক্ষতিকর কোনো কাজের তৎপরতার সাথে জড়িত না থাকে, তবে তাদের সাথে মানবিক প্রীতিপূর্ণ ও দয়া-অনুগ্রহের আচরণ করতে কোনো দোষ নেই। সূরার শেষ ১৩ আয়াতটিও এ প্রথম অংশের সাথে সম্পর্কিত।

সূরার ১০ ও ১১ আয়াতে তথা সূরার দ্বিতীয় অংশে চিরদিনের জন্য মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ফায়সালা দিয়েছেন। মদীনায় এমন অনেক মুহাজির মুসলমান ছিলো, যাদের স্ত্রীরা কাফির অবস্থায় মক্কায় রয়ে গিয়েছিলো। আবার এমন মুসলিম মহিলাও মদীনায় হিজরত করে এসেছিলো যাদের স্বামীরা কাফির অবস্থায় মক্কায় থেকে গিয়েছিলো। এমতাবস্থায় তাদের বৈবাহিক বন্ধন অটুট আছে কিনা এ সমস্যা দেখা দিয়েছিলো। আল্লাহ তা'আলা ফায়সালা দিলেন যে, মুসলমান নারীর জন্য কাফির স্বামী হালাল নয় এবং মুসলমান পুরুষের জন্যও কাফির স্ত্রী হালাল নয়।

সূরার ১২ আয়াত তথা শেষ অংশে রাসূলুল্লাহ সা.-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জাহেলী যুগে আরব সমাজে নারীদের মধ্যে যেসব বড় বড় দোষ-ক্রটি ও গুনাহের কাজ বিস্তার লাভ করেছিলো সেসব নারীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে যেনো তারা ভবিষ্যতে সেসব কাজ না করে এবং রাসূলের নির্দেশিত কল্যাণের পথে তারা চলে।

❒

① يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ

১. হে যারা ঈমান এনেছো[১] ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না[২] ;

①يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; لَاتَتَّخِذُوْا-তোমরা গ্রহণ করো না ; عَدُوِّىْ-আমার শত্রু : وَ-ও ; عَدُوَّكُمْ-তোমাদের শত্রুকে ; اَوْلِيَآءَ-বন্ধুরূপে ;

১. আলোচ্য আয়াতগুলো যে ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, তা হলো—

কুরাইশরা যখন হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ সা. মক্কার ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবী ছাড়া কেউ জানতো না—তাঁর এ অভিযান কখন কোথায় হবে। ঘটনাচক্রে এ সময় মক্কা থেকে এক মহিলা মদীনায় আসলো, যে আগে আবদুল মুত্তালিব বংশের কোনো লোকের ক্রীতদাসী ছিলো। অতঃপর সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে পেশাদার গায়িকা হিসেবে জীবন যাপন করছিলো। সে মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে তার দারিদ্রতার কথা বলে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলো। রাসূলুল্লাহ সা. মুত্তালিব বংশের লোকদের নিকট থেকে সাহায্য আদায় করে তার অভাব পূর্ণ করে দিলেন। মহিলাটি যখন মক্কায় ফিরে যাচ্ছিলো তখন হাতিব ইবনে আবূ বালতাআ রা. তার সাথে সাক্ষাত করে গোপনে তার হাতে একখানা পত্র দিয়ে মক্কার কাফির সরদারদের যে কোনো একজনের কাছে পৌঁছে দিতে বললেন। এ খবর যেনো সে কাউকে না জানায় এবং যাতে পত্রটি পৌঁছে দেয় সে জন্য মহিলাটিকে তিনি দশটি দীনারও দিলেন। মহিলাটি মদীনা থেকে রওয়ানা হতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এ খবর জানিয়ে দিলেন। তিনি কয়েকজন সাহাবাকে জানালেন এবং বলে দিলেন যে, মদীনা থেকে ১২ মাইল দূরে 'রাওদায়ে খাক' নামক স্থানে তোমরা মহিলাটির সাক্ষাত পাবে। তার কাছে একটি গোপন চিঠি আছে—তোমরা তা উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশ মতো নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে চিঠিটি উদ্ধার করে নিয়ে আসলেন। অতঃপর দেখা গেলো যে, চিঠিটি মক্কার কয়েকজন কাফির সরদারের নামে হাতিব ইবনে আবূ বালতাআ রা.-এর লেখা। চিঠিতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর মক্কা অভিযানের খবর লেখা আছে। হাতিব রা.-কে ডেকে এনে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি আমার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাইনি। আসল ব্যাপার হলো আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন মক্কায় অবস্থান করছে। আমি কুরাইশ বংশের লোক নই। কয়েকজন কুরাইশ বংশীয় লোকের পৃষ্ঠপোষকতায়

تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ ۚ

তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের খাতিরে খবর পাঠাও, অথচ তারা তা নিঃসন্দেহে অস্বীকার করছে যা সত্য থেকে তোমাদের নিকট এসেছে।[৩]

تُلْقُونَ-তোমরা তো খবর পাঠাও ; إِلَيْهِمْ-(الى+هم)-তাদের প্রতি ; بِالْمَوَدَّةِ-(ب+ال+مودة)-বন্ধুত্বের খাতিরে ; وَ-অথচ ; قَدْكَفَرُوا-তারা নিঃসন্দেহে অস্বীকার করছে ; بِمَا-তা, যা ; جَاءَكُمْ-(جاء+كم)-তোমাদের নিকট এসেছে ; مِنَ-থেকে ; الْحَقِّ-সত্য ;

আমি সেখানে বসবাস করতাম মাত্র। মুহাজিরদের পরিবার-পরিজনও সেখানে আছে বটে। আশা করা যায় যে, তাদের বংশীয় লোকেরা তাদেরকে রক্ষা করবে। কিন্তু আমার গোত্রের কোনো লোক সেখানে নেই। ফলে সেখানে আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার কেউ নেই। এ কারণেই আমি এ চিঠি সেখানে পাঠিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমার এ চিঠি কুরাইশদের প্রতি আমার একটা অনুগ্রহ-অবদান রাখবে। ফলে আমার পরিবার-পরিজনের প্রতি তারা কোনো যুলুম-অত্যাচার করবে না। আমি ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এ চিঠি লিখিনি। কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয়ী করবেন, মক্কাবাসীরা এ অভিযানের খবর জেনে গেলেও কোনো ক্ষতি হবে না।

হাতিব রা.-এর একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. উপস্থিত লোকদের বললেন—"হাতিব তোমাদের সামনে সত্য কথা-ই বলেছে, অতএব তার ব্যাপারে তোমরা ভালো ছাড়া মন্দ ধারণা করো না।" এ সময় ওমর রা. দাঁড়িয়ে বললেন—"আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান ছিন্ন করে দেই। সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, "এ ব্যক্তি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তুমি কি জানো, আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে সম্বোধন করেই বলেছেন, 'তোমরা যা-ই করো না কেনো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

রাসূলুল্লাহ সা.-এর একথা শুনে ওমর রা. কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে বেশী জানেন।" এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। (তাফহীম, মাআরিফ, কুরতুবী, ইবনু কাসীর)

২. অর্থাৎ যেসব লোক আমার দ্বীন ও কুরআন অবিশ্বাস করে আমার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং যারা আমার রাসূল ও তোমাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করে তোমাদের শত্রু হিসেবে গণ্য হয়েছে তোমরা সেসব লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।

আলোচ্য আয়াত হাতিব রা.-কে তিরস্কার করে নাযিল হয়েছে। এখানে অন্যদেরকে হাতিবের মতো কাজ না করার কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া এ আয়াতে

يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ

(তারা এমন যে,) তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বের করে দেয় (মক্কা থেকে) এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো—যদি তোমরা বের হয়ে থাকো

جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ

আমার পথে জিহাদ করার এবং আমার সন্তুষ্টি তালাশের উদ্দেশ্যে[৪] তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করতে চাও ;

وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ

অথচ আমি তা ভালো করেই জানি, তোমরা যা গোপন করো এবং যা তোমরা প্রকাশ করো ; আর তোমাদের মধ্য থেকে যে এরূপ করে, সে তো নিঃসন্দেহে হারিয়ে বসেছে

يُخْرِجُونَ-(তারা এমন যে,) তারা বের করে দেয় ; الرَّسُولَ-রাসূলকে ; وَ-এবং ; إِيَّاكُمْ-(ايا+كم)-তোমাদেরকে (মক্কা থেকে) أَنْ-এ কারণে যে, ; تُؤْمِنُوا-তোমরা ঈমান রাখো ; بِاللَّهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; رَبِّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালক ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ-তোমরা বের হয়ে থাকো ; جِهَادًا-জিহাদ করার ; فِي سَبِيلِي-(فى+سبيل+ى)-আমার পথে ; وَ-এবং ; ابْتِغَاءَ-তালাশের উদ্দেশ্যে ; مَرْضَاتِي-(مرضات+ى)-আমার সন্তুষ্টি ; تُسِرُّونَ-তোমরা গোপনে চাও ; إِلَيْهِمْ-তাদের সাথে ; بِالْمَوَدَّةِ-(ب+ال+مودة)-বন্ধুত্ব করতে ; وَ-অথচ ; أَنَا-আমি ; أَعْلَمُ-ভালো করেই জানি ; بِمَا-তা, যা ; أَخْفَيْتُمْ-তোমরা গোপন করো ; وَ-এর ; مَا-যা ; أَعْلَنْتُمْ-তোমরা প্রকাশ করো ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يَفْعَلْهُ-(يفعل+ه)-এরূপ করে ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে ; فَقَدْ ضَلَّ-(ف+قد ضل)-সে তো নিঃসন্দেহে হারিয়ে বসেছে ;

তাঁকে তিরস্কার করার সাথে সাথে সম্মানিতও করা হয়েছে। কেননা 'হে যারা ঈমান এনেছো' কথাটি দ্বারা আল্লাহ হাতিব রা.-এর ঈমানের সাক্ষ্যও দিয়েছেন। (সাফওয়া)

৩. এখানে কাফিরদের—আল্লাহ ও মুসলমানদের শত্রু হওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর শত্রু এজন্য যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন ও কুরআন এসেছে তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তারা তোমাদের শত্রু এজন্য যে, তারা তোমাদের রাসূল এবং তোমাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিয়েছে।

৪. অর্থাৎ তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের

سَوَآءَ السَّبِيْلِ ② اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ

সত্য-সঠিক পথ। ২. তারা যদি তোমাদেরকে কাবু করতে পারে, তবে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং প্রসারিত করবে তোমাদের প্রতি

اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ③ لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ

তাদের হাত ও তাদের জিহ্বা (তোমাদের) ক্ষতির উদ্দেশ্যে এবং তারা কামনা করে যেনো তোমরা কোনোরূপে কাফির হয়ে যাও[৫]। ৩. কক্ষণো না তোমাদের কাজে আসবে তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন—

وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

আর না তোমাদের সন্তান-সন্ততি[৬] কিয়ামতের দিন ; তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের মাঝে ফায়সালা দেবেন[৭] ; আর তোমরা যা করছো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।[৮]

سَوَآءَ-সত্য-সঠিক ; السَّبِيْلِ-পথ। ②اِنْ-যদি ; يَّثْقَفُوْكُمْ-(يثقفو+كم)-তোমাদেরকে কাবু করতে পারে ; يَكُوْنُوْا-তারা হয়ে যাবে ; لَكُمْ-তোমাদের ; اَعْدَآءً-শত্রু ; وَّ-এবং; يَبْسُطُوْٓا-প্রসারিত করবে ; اِلَيْكُمْ-(الى+كم)-তোমাদের প্রতি ; اَيْدِيَهُمْ-(ايدى+هم)-তাদের হাত ; وَ-ও ; اَلْسِنَتَهُمْ-তাদের জিহ্বা ; بِالسُّوْٓءِ-(ب+ال+سوء)-(তোমাদের) ক্ষতির উদ্দেশ্যে ; وَ-এবং ; وَدُّوْا-তারা কামনা করে ; لَوْ-যেনো ; تَكْفُرُوْنَ-তোমরা কোনোরূপে কাফির হয়ে যাও। ③لَنْ تَنْفَعَكُمْ-(لن تنفع+كم)-কক্ষণো না তোমাদের কাজে আসবে ; اَرْحَامُكُمْ-তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ; وَ-আর ; لَآ-না ; اَوْلَادُكُمْ-(اولاد+كم)-তোমাদের সন্তান-সন্ততি ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের; يَفْصِلُ-তিনিই (আল্লাহ) ফায়সালা দেবেন ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মাঝে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِمَا-তার, যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করছো ; بَصِيْرٌ-সম্যক দ্রষ্টা।

উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো তাহলে আমার শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। (সাফওয়া, রূহুল মাআনী)

৫. যদিও হাতিব রা.-এর ঘটনা উপলক্ষে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা সকল ঈমানদারকে চিরদিনের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, কুফর ও ইসলামের মুকাবিলায় যেসব লোক ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তাদের মুসলমান হওয়ার কারণে শত্রুতা করছে, সেখানে কোনো ব্যক্তির কোনো উদ্দেশ্যেই বা কোনো যুক্তিতেই এমন কাজ করা উচিত নয়, যা ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থের ক্ষতি এবং কুফরী শক্তির আনুকূল্য হয়। এরূপ আচরণ ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। (তাফহীম)

এ জাতীয় কাজ দ্বারা তো তাদের বন্ধুত্ব পাওয়া যাবে না। তাদের বন্ধুত্ব কেবলমাত্র

তোমাদের ঈমানের বিনিময়েই পাওয়া যাবে। তোমরা কুফরীতে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। (মাআরিফ)

৬. এখানে হাতিব রা.-এর ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে তিনি কুরাইশদের নিকট গোপন পত্র লিখেছেন, তা যে সঠিক ছিলো না তার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি—যাদেরকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করেছো—তারা তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না।

৭. অর্থাৎ কিয়ামতের সেই কঠিন দিনে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। অতঃপর মু'মিনদেরকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে, আর কাফিরদেরকে জাহান্নামের আযাবে প্রবেশ করাবেন। (সাফওয়া)

এ আয়াতের আরো দু'টো অর্থ হতে পারে—

এক ঃ তোমাদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হবে। অতঃপর আল্লাহর অনুগতদের জান্নাতে আর নাফরমানদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

দুই ঃ কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড ভয়ের কারণে একে অপর থেকে পালিয়ে যাবে। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে—"সেদিন মানুষ নিজের ভাই থেকেও পালিয়ে যাবে।" (ফাতহুল কাদীর)

৮. হাতিব রা.-এর ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ এবং এ পর্যন্ত আলোচিত আয়াত তিনটি থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে—

এক ঃ সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া শুধু সন্দেহ বা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোনো অবস্থায় কাউকে গ্রেফতার করার কোনো অধিকার কোনো শাসকের নেই। তাছাড়া বন্ধ অবস্থায় গোপন পন্থায় কারো বিরুদ্ধে কোনো মুকদ্দমা চালানোর কোনো বিধানও ইসলামে নেই।

দুই ঃ সাহাবায়ে কিরাম নিষ্পাপ ছিলেন না। মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাঁদের দ্বারাও ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক ছিলো এবং হয়েছেও। তবে তাঁরা ভুলের ওপর কায়েম ছিলো না। সুতরাং তাঁদের দ্বারা সংঘটিত ভুল-ত্রুটি এবং তা থেকে তাঁদের নিজেদেরকে শোধরানোর বিষয় থেকে শিক্ষা লাভের জন্য সেসব বিষয়ে আলোচনা করা বৈধ। যদি তা না হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলার কিতাবে, রাসূলের হাদীস এবং মুহাদ্দিসীনে কিরামের বর্ণনায় এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হতো না।

তিন ঃ কোনো ব্যক্তির কোনো কাজের বাহ্যিক অবস্থা বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। বরং যার দ্বারা কাজটি সংঘটিত হয়েছে তার অতীত জীবন, স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন, লেনদেন এবং কাজটির ব্যাপারে তার বক্তব্য ইত্যাদি বিষয়ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিবেচনায় আনতে হবে।

④قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥٓ ۚ إِذْ قَالُوا۟

৪. নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম ও তাঁর সাথে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে—যখন তাঁরা বলেছিলেন

لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ

তাঁদের কাওমকে—'আমরা সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন তোমাদের থেকে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদাত করছো তাদের থেকেও ; আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করছি[৮]

④قَدْكَانَتْ-নিঃসন্দেহে রয়েছে ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; أُسْوَةٌ-আদর্শ ; حَسَنَةٌ-উত্তম ; فِىٓ-মধ্যে ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীম ; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; مَعَهٗ-তাঁর সাথে ছিলেন ; اِذْ-যখন ; قَالُوْا-তাঁরা বলেছিলেন ; لِقَوْمِهِمْ-তাদের, কাওমকে ; اِنَّا-আমরা সম্পূর্ণরূপে ; بُرَءٰٓؤُا-সম্পর্কহীন ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের থেকে ; وَ-এবং ; مِمَّا-(من+ما)-তাদের থেকেও যাদের; تَعْبُدُوْنَ-ইবাদাত তোমরা করছো; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; كَفَرْنَا-আমরা অস্বীকার করছি ; بِكُمْ-(ب+كم)-তোমাদেরকে ;

চার ঃ বদর যুদ্ধকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে যেসব সাহাবা আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য যে ত্যাগ, কোরবানী, নিষ্ঠা ও বীরত্ব দেখিয়েছেন এবং যার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের আগের ও পরের গুনাহখাতা ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাঁদের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা ও মুনাফিকীর সন্দেহ করা যায় না।

পাঁচ ঃ কাফিরদের জন্য কোনো মুসলমানের গোয়েন্দাগিরি করাটাই তার মুরতাদ, বে-ঈমান অথবা মুনাফিক হয়ে যাওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়, কোনো সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঠিক নয়।

ছয় ঃ কোনো মুসলমানের পরিবার-পরিজন বা সহায়-সম্পদ যতোই বিপদের সম্মুখীন হোক না, কাফিরদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা তার জন্য জায়েয হতে পারে না।

সাত ঃ গুপ্তচরবৃত্তি একটি হত্যাযোগ্য অপরাধ। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা, উদ্দেশ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনায় শাস্তি কম-বেশী বা মওকুফ হতে পারে।

আট ঃ কোনো অপরাধের তদন্ত বা অনুসন্ধানের প্রয়োজনে কোনো মহিলাকে নগ্ন করেও তল্লাশী চালানো বৈধ। হাতিব রা.-এর ঘটনা সম্বলিত হাদীস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কিরাম গোপন চিঠি বহনকারিণী মহিলাকে নগ্ন করে তল্লাশীর ভয় দেখিয়েছিলেন ; কিন্তু এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে অবশ্যই বর্ণিত হয়ে থাকবে, অথচ এ সম্পর্কে তাঁর অসন্তুষ্টির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

আর সূচনা হয়ে গেলো আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতোক্ষণ না তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি,

وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ

যিনি একক, তবে ইবরাহীমের তাঁর পিতার প্রতি (একথা) বলা (এর ব্যতিক্রম)—'আমি অবশ্য অবশ্যই আপনার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করবো'—তবে আপনার ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে আমি অধিকার রাখি না

مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④ رَبَّنَا

কিছুমাত্রও[১০] ; হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা তো আপনার ওপরই ভরসা করেছি ও আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং (আমাদের) ফিরে যাওয়ার জায়গা আপনার কাছেই। ৫. হে আমাদের প্রতিপালক !

وَ-আর ; بَدَا-সূচনা হয়ে গেলো ; بَيْنَنَا-আমাদের মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; الْعَدَاوَةُ-শত্রুতা ; وَ-ও ; الْبَغْضَاءُ-বিদ্বেষ ; أَبَدًا-চিরদিনের জন্য ; حَتَّى-যতোক্ষণ না ; تُؤْمِنُوا-তোমরা ঈমান আনো ; بِاللَّهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَحْدَهُ-যিনি একক ; إِلَّا-তবে ; قَوْلَ-(একথা) বলা (এর ব্যতিক্রম) ; إِبْرَاهِيمَ-ইবরাহীমের ; لِأَبِيهِ-(ل+ابى+ه)-তাঁর পিতার প্রতি ; لَأَسْتَغْفِرَنَّ-আমি অবশ্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো (আল্লাহর কাছে) ; لَكَ-(ل+ك)-আপনার জন্য ; وَ-তবে ; مَا أَمْلِكُ-আমি অধিকার রাখি না ; لَكَ-আপনার ব্যাপারে ; مِنَ-দরবারে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; مِنْ شَيْءٍ-কিছুমাত্রও ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ! عَلَيْكَ-আপনার ওপরই ; تَوَكَّلْنَا-আমরা তো ভরসা করেছি ; وَ-ও ; إِلَيْكَ-আপনারই ; أَنَبْنَا-আমরা অভিমুখী হয়েছি ; وَ-এবং; إِلَيْكَ-আপনার কাছেই ; الْمَصِيرُ-(আমাদের) ফিরে যাওয়ার জায়গা। ④ رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ;

৯. অর্থাৎ আমরা তোমাদের সাথে কুফরী করছি। কেননা তোমরা তাগুত, আর তাগুতের সাথে কুফরী করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে মু'মিনদেরকে। এর অর্থ আমরা তোমাদের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। তোমরা সত্য পথে আছো বলে আমরা স্বীকার করি না। তোমরা যেসব মূর্তির প্রতি ঈমান এনেছো, আমরা তার সাথে কুফরী করছি। (কুরতুবী)

১০. অর্থাৎ ইবরাহীম আ. কর্তৃক তাঁর পিতাকে বলা একথাটি তোমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ নয়। কথাটি ছিলো—"আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ

আপনি আমাদেরকে তাদের জন্য পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না যারা কুফরী করেছে[১১], এবং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই আপনি—আপনিই একমাত্র পরাক্রমশালী

لَاتَجْعَلْنَا-আপনি বানাবেন না আমাদেরকে ; فِتْنَةً-পরীক্ষার পাত্র ; لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্য যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; وَ-এবং ; اغْفِرْ-ক্ষমা করুন ; لَنَا-আমাদেরকে ; رَبَّنَا - হে আমাদের প্রতিপালক ; اِنَّكَ-নিশ্চয়ই আপনি- ; اَنْتَ-আপনিই ; الْعَزِيْزُ-একমাত্র পরাক্রমশালী ;

করবো, তবে আপনার ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে কিছু করার (ক্ষমা করিয়ে দেয়ার) কোনো অধিকার রাখি না।" এর অর্থ কোনো মু'মিনের পক্ষে কোনো নিকটাত্মীয় মুশরিকদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা শোভনীয় তথা বৈধ নয়।

সূরা তাওবার ১১৩ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى -

"কোনো নবী এবং মু'মিনদের—কোনো মুশরিকদের জন্য (আল্লাহর নিকট) মাগফিরাতের দোয়া করা বৈধ নয়, যদিও সে নিকটাত্মীয় হোক না কেনো।"

ইবরাহীম আ. তাঁর পিতার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি তার ক্ষমার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। আর সেই ওয়াদা পালনের জন্যই তিনি পিতার জন্য দু'বার দোয়া করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন, তখন থেকে তা ছেড়ে দিয়েছেন।

১১. অর্থাৎ ইবরাহীম আ. আরো দোয়া করেছিলেন যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য ফিতনা বানাবেন না। ঈমানদাররা কাফিরদের জন্য কয়েক প্রকারে 'ফিতনা' হতে পারে—

এক ঃ মু'মিনদের ওপর কাফিররা বিজয়ী হলে তখন তারা বলবে যে, আমরাই সত্য-সঠিক পথে আছি, নচেৎ আমরা কি মু'মিনদের ওপর বিজয়ী হতে পারতাম।

দুই ঃ মুসলমানরা ইসলামী নীতি-নৈতিকতা ও আখলাক-চরিত্র হারিয়ে কাফিরদের মতো হয়ে গেলে তারা বলবে যে, ইসলামের মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য ইসলাম আমাদের ধর্মের ওপর মর্যাদা পেতে পারে। (তাফহীম)

তিন ঃ মু'মিনদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আযাব আসলে অথবা তারা লাঞ্ছিত হলে কাফিররা বলার সুযোগ পাবে যে, মুসলমানরা যদি সঠিক পথের অনুসারী হতো তাহলে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসতো না এবং তারা লাঞ্ছিতও হতো না। (ফাতহুল কাদীর, কাবীর, তাফহীম)

চার ঃ কাফিররা মুসলমানদের চেয়ে অধিক সম্পদশালী হলে তারা বলতে পারে যে,

الْحَكِيمُ ⑥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

প্রজ্ঞাময়। ৬. নিঃসন্দেহে তাঁদের (ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে তোমাদের মধ্যেকার তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে[১২]

وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ○

আর (তা থেকে) যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ —তিনিই একমাত্র অভাবমুক্ত স্বপ্রশংসিত।[১৩]

الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়।⑥ لَقَدْ كَانَ-(ل+قد كان)-নিঃসন্দেহে রয়েছে ; لَكُمْ-তোমাদের মধ্যেকার ; فِيْهِمْ-(فى+هم)-তাঁদের (ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের) মধ্যে ; أُسْوَةٌ-আদর্শ ; حَسَنَةٌ-উত্তম ; لِمَنْ-(ل+من)-তাদের জন্য যারা ; كَانَ يَرْجُوا-আশা রাখে ; اللَّهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; الْيَوْمَ-দিবসের ; الْآخِرَ-শেষ ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يَتَوَلَّ-(তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় ; فَانَّ-(ف+ان)-তবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ— ; هُوَ-তিনিই ; الْغَنِىُّ-একমাত্র অভাবমুক্ত ; الْحَمِيْدُ-স্বপ্রশংসিত।

তোমরা মুসলমানরা যদি আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে, তাহলে তোমাদের এ দুরবস্থা কেনো। এভাবে মুসলমানরা কাফিরদের ফিতনার পাত্র হতে পারে। (কাবীর)

১২. অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে একদিন হাজির হতে হবে—এ বিশ্বাস যার অন্তরে আছে এবং এ আশা রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ দানে তাঁকে ধন্য করবেন এবং আখিরাতে তার পরম কল্যাণ ও সাফল্য লাভ হোক, সেসব লোকের জন্য ইবরাহীম আ. অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের জীবনে উন্নত মানের আদর্শ রয়েছে।

১৩. অর্থাৎ যে মুখ ফিরিয়ে নেবে তথা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, আল্লাহর নিষেধ অমান্য করে যদি কেউ উল্লিখিত কাজ করতে থাকে তাহলে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। তিনি তো নিজে নিজেই প্রশংসিত।

১ম রুকূ' (১-৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ, রাসূল এবং ইসলামের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা কোনো মু'মিনের জন্য জায়েয নয়।

২. ইসলাম ত্যাগ করে কাফির-মুশরিক হয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের বন্ধুত্ব পাওয়া সম্ভব নয়।

৩. মুসলমানদের সাথে কাফির-মুশরিকদের শত্রুতার মূল কারণ হলো আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ, রাসূলুল্লাহ সা.-কে একমাত্র নেতা এবং ইসলামকে একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা।

৪. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা ইসলামী আইনে একটি কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৫. ইসলামের বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরির সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।

৬. ইসলামের শত্রুরা যখন দুর্বল অবস্থানে থাকে, তখন মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে চায়, আর যখন তারা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে তখন তাদের দুশমনী প্রবল হয়ে উঠে।

৭. কোনো অমুসলিম শাসনে অবস্থানরত কোনো নিকটাত্মীয়কে রক্ষা করার জন্যও কাফির-মুশরিকদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা যাবে না।

৮. কিয়ামতের দিন কোনো আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজের সন্তান-সন্ততিও কোনো কাজে আসবে না। সেদিন সকল আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে দেয়া হবে।

৯. কাফির-মুশরিকদের সাথে মু'মিনদের আচরণ হবে ইবরাহীম আ. ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের আদর্শ অনুসরণে।

১০. ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহদ্রোহী শক্তির সাথে কোনো প্রকার আপোষ করার অবকাশ নেই।

১১. কোনো মু'মিনের পক্ষে তার মুশরিক নিকটাত্মীয়ের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের দোয়া করা জায়েয নয়। তবে জীবিত অবস্থায় তার হিদায়াতের জন্য দোয়া করা যাবে।

১২. ইবরাহীম আ. নিজের ওয়াদা পালনার্থে তাঁর মুশরিক পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন, কিন্তু নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দোয়া আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়নি।

১৩. মু'মিনদের পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসা থাকবে একমাত্র আল্লাহর ওপর এবং আদেশ-নিষেধ পালন করতে হবে একমাত্র আল্লাহর ; কেননা সবাইকে তাঁর নিকটেই ফিরে যেতে হবে।

১৪. আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে, যেনো তিনি আমাদেরকে কাফির-মুশরিকদের ফিতনার পাত্র না বানান।

১৫. আল্লাহ তা'আলা-ই একমাত্র পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় সত্তা। অতএব তাঁর ক্ষমা লাভের জন্য আমাদেরকে তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

১৬. যারা আল্লাহ এবং শেষ বিচার-দিনের প্রতি বিশ্বাস করে তাদেরকে অবশ্যই ইবরাহীম আ. এবং তাঁর সাথীদের ঈমানী দৃঢ়তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

১৭. কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যারা তা অমান্য করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করবে, এতে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১৮. আল্লাহ তা'আলা কোনো ব্যাপারেই কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি স্বপ্রশংসিত।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-৭

⑦ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۖ

৭. আশা করা যায় যে, আল্লাহ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কতেকের সাথে যাদের সাথে তোমরা পরস্পর শত্রুতা পোষণ করো[১৪]

وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۖ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑧ لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ

আর আল্লাহ তো সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ৮. আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না—তাদের সম্পর্কে যারা যুদ্ধ করেনি তোমাদের সাথে

⑦ عَسَى-আশা করা যায় ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; أَنْ-যে ; يَّجْعَلَ-সৃষ্টি করে দেবেন ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; وَ-এবং ; بَيْنَ-মধ্যে ; الَّذِيْنَ-তাদের, যাদের সাথে ; عَادَيْتُمْ-তোমরা পরস্পর শত্রুতা পোষণ করো ; مِّنْهُمْ-কতেকের সাথে ; مَّوَدَّةً-বন্ধুত্ব; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ তো ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান ; وَ-এবং ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; غَفُوْرٌ-পরম ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু। ⑧ لَا يَنْهٰكُمُ-(لاينهى+كم)-তোমাদেরকে নিষেধ করেন না ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَنِ-সম্পর্কে ; الَّذِيْنَ-তাদের, যারা ; لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ-(لم يقاتلو+كم)-যুদ্ধ করেনি তোমাদের সাথে ;

১৪. ইতোপূর্বেকার আয়াতগুলো নাযিলের পর নিষ্ঠাবান মু'মিনগণ যদিও অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আয়াতের নির্দেশ মেনে নিয়ে নিজেদের কাফির নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলছিলেন ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই জানতেন যে, নিজেদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র এবং ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কতো কঠিন কাজ এবং এর ফলে মু'মিনদের মনের ওপর দিয়ে কেমন ঝড় বয়ে যাচ্ছিলো। আর তাই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করে মু'মিনদেরকে এ বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন তোমাদের এসব আত্মীয়-স্বজন মুসলমান হয়ে যাবে এবং আজকের এ শত্রুতা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় কারো পক্ষে এটা বুঝে ওটা সম্ভব হয়নি, কিন্তু এর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই মক্কা বিজিত হলো এবং কুরাইশরা দলে দলে মুসলমান হয়ে গেলো। মু'মিনরা তাদেরকে দেয়া আশার বাণী বাস্তব রূপ লাভ করতে দেখতে পেলো। (কুরতুবী, কাবীর, আসরার, তাফহীম)

فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

দীনের ব্যাপারে এবং তোমাদেরকে বের করে দেয়নি তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে—তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে ও তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে ;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑧ إِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قٰتَلُوكُمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়-বিচারকদেরকে ভালোবাসেন।[১৫] ৯. আল্লাহ তো শুধুমাত্র তোমাদেরকে নিষেধ করেন—তাদের সম্পর্কে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে

فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوا عَلٰى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ

দীনের ব্যাপারে এবং তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে আর তোমাদেরকে বের করার ব্যাপারে তারা একে অপরকে সাহায্য করেছে—তাদেরকে বন্ধু বানাতে ;

فِي-ব্যাপারে ; الدِّيْنِ-দীনের ; وَ-এবং ; لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ-(لم يخرجوا+كم)-তোমাদেরকে বের করে দেয়নি; مِنْ-থেকে ; دِيَارِكُمْ-(ديار+كم)-তোমাদের ঘরবাড়ী; أَنْ تَبَرُّوْهُمْ-(ان تبروا+هم)-তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে ; وَ-ও ; تُقْسِطُوْا-ন্যায় বিচার করতে ; إِلَيْهِمْ-তাদের প্রতি ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يُحِبُّ-ভালোবাসেন ; الْمُقْسِطِيْنَ-ন্যায় বিচারকদেরকে। ⑨ إِنَّمَا-শুধুমাত্র ; يَنْهٰكُمُ-(ينهى+كم)-তোমাদেরকে নিষেধ করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ তো ; عَنِ-সম্পর্কে ; الَّذِيْنَ-তাদের, যারা ; قٰتَلُوْكُمْ-(قتلوا+كم)-তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে ; فِي-ব্যাপারে ; الدِّيْنِ-দীনের ; وَ-এবং ; أَخْرَجُوْكُمْ-(اخرجوا+كم)-তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে ; مِنْ-থেকে ; دِيَارِكُمْ-(ديار+كم)-তোমাদের ঘরবাড়ী ; وَ-আর ; ظٰهَرُوْا-তারা একে অপরকে সাহায্য করেছে ; عَلٰى-ব্যাপারে ; إِخْرَاجِكُمْ-(اخراج+كم)-তোমাদেরকে বের করার ; أَنْ تَوَلَّوْهُمْ-(ان تولوا+هم)-তাদেরকে বন্ধু বানাতে ;

১৫. যেসব কাফির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং মুসলমানদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার কাজে অংশগ্রহণ করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেক কাফিরের করাও জরুরী। এতে যিম্মী কাফির, চুক্তিবদ্ধ কাফির এবং শত্রু কাফির সবাই সমান। তবে শত্রু কাফির যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং মুসলমানদের তাদের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার অধিকার মুসলমানদের আছে। তবে কোনো অবস্থায়ই সীমালংঘনমূলক কোনো কাজ করা যাবে

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ

আর যে কেউ তাদেরকে বন্ধু বানাবে, তবে তারা—তারাই যালিম[১৬]। ১০. হে যারা ঈমান এনেছো, যদি তোমাদের কাছে আসে

الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۖ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ

মু'মিন নারীরা মুহাজির হিসেবে, তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নেবে ; আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ; তবে যদি তোমরা তাদেরকে জানতে পারো যে,

مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ

তারা ঈমানদার, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না[১৭], তারা ওদের (কাফিরদের) জন্য হালাল নয়, এবং ওরা (কাফিরররা)-ও হালাল নয়

وَ-আর ; مَنْ-যে কেউ ; يَتَوَلَّهُمْ-(يتولى+هم)-তাদেরকে বন্ধু বানাবে ; فَأُولٰئِكَ-(ف+ اولئك)-তবে তারা- ; هُمْ-তারাই ; الظّٰلِمُوْنَ-যালিম। ⑩ يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; اِذَا-যদি; جَآءَكُمُ-(جاء+كم)-তোমাদের কাছে আসে; الْمُؤْمِنٰتُ-মু'মিন নারীরা; مُهٰجِرٰتٍ-মুহাজির হিসেবে; فَامْتَحِنُوْهُنَّ-(ف+امتحنوا+هن)-তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নেবে ; اَللّٰهُ-আল্লাহ ; اَعْلَمُ-ভালো জানেন ; بِاِيْمَانِهِنَّ-(ب+ايمان+هن)-তাদের ঈমান সম্পর্কে ; فَاِنْ-(ف+ان)-তবে যদি ; عَلِمْتُمُوْهُنَّ-(علمتموا+هن)-তাদেরকে জানতে পারো যে ; مُؤْمِنٰتٍ-তারা ঈমানদার ; فَلَاتَرْجِعُوْهُنَّ-(ف+لاترجعوا+هن)-তবে তাদেরকে ফেরত পাঠাবে না ; اِلَى-কাছে ; الْكُفَّارِ-কাফিরদের ; لَاهُنَّ-তারা নয় ; حِلٌّ-হালাল ; لَهُمْ-ওদের (কাফিরদের) জন্য ; وَ-এবং ; لَاهُمْ-ওরা (কাফিররা)-ও নয় ; يَحِلُّوْنَ-হালাল ;

না। ইসলামে জন্তু-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব। অর্থাৎ তাদের পিঠেও সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না এবং ঘাস-পানি ও বিশ্রামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। (মাআরিফ, কুরতুবী)

১৬. অর্থাৎ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়নি যে, তারা কাফির, বরং এ নির্দেশের কারণ হলো তারা মুসলমানদের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করেছে—মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, মুসলমানদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে এবং মুসলমানরা মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করার পরও তাদেরকে শান্তিতে বসবাস করতে দেয়নি, একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে মুসলমানদেরকে

لَهُنَّ ۖ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ

তাদের জন্য ; আর ওদেরকে (কাফিরদেরকে) তা দিয়ে দাও, যা তারা ব্যয় করেছে ; আর তাদেরকে বিবাহ করায় তোমাদের ওপর কোনো গুনাহ নেই, যদি

اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۖ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ

তোমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মহর প্রদান করো ;[১৮] আর তোমরাও কাফির নারীদেরকে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ রেখো না এবং তোমরা যা ব্যয় করেছো তা ফেরত চেয়ে নাও

لَهُنَّ-তাদের জন্য ; وَ-আর ; اٰتُوْهُمْ-ওদেরকে (কাফিরদেরকে) দিয়ে দাও ; مَّآ-তা, যা ; اَنْفَقُوْا-তারা ব্যয় করেছে ; وَ-আর ; لَا-নেই ; جُنَاحَ-কোনো গুনাহ ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের ওপর ; اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ-(اَنْ تنكحوا+هن)-তাদেরকে বিবাহ করায়; اِذَآ-যদি; اٰتَيْتُمُوْهُنَّ-(اتيتموا+هن)-তোমরা তাদেরকে প্রদান করো ; اُجُوْرَهُنَّ-(اجور+هن)-তাদের প্রাপ্য মহর ; وَ-আর ; لَا تُمْسِكُوْا-তোমরাও আবদ্ধ রেখো না ; بِعِصَمِ-(ب+عصم)-বিবাহের বন্ধনে ; الْكَوَافِرِ-কাফির নারীদেরকে ; وَ-এবং ; سْئَلُوْا-ফেরত চেয়ে নাও ; مَّآ-যা ; اَنْفَقْتُمْ-তোমরা ব্যয় করেছো ;

বাধ্য করেছে। অতএব মুসলমানদের উচিত শত্রু কাফির ও অশত্রু কাফিরদের মধ্যে আচরণগতভাবে পার্থক্য করা। যেসব কাফির আত্মীয়-স্বজন ইসলামের সাথে দুশমনি করেনি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ইসলামের নির্দেশ। ইসলামের দুশমন না হলে কাফির পিতা-মাতার খেদমত করা এবং কাফির ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা একজন মুসলমানের জন্য সম্পূর্ণরূপে জায়েয। এমনকি গরীব ও অসহায় যিম্মীদের জন্য সাদকার অর্থ ব্যয় করাও জায়েয। (আহকামুল কুরআন, রূহুল মাআনী)

১৭. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মদীনাতে হিজরত করে আসা সেসব মহিলাকে মক্কার কাফিরদের নিকট ফেরত না পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। কেননা মক্কা থেকে মদীনায় পালিয়ে আসা লোকদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর এ শর্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে নয়, কুরাইশ কাফিরদের পক্ষ থেকেই সন্ধিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত করার দাবী উত্থাপিত হয়েছিলো। মুসলমানরা তা মেনে নিয়েছিলো। কাফিরদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমর চুক্তি পত্রে যে ভাষা লিপিবদ্ধ করেছিলো, তাতে সুস্পষ্টভাবে লেখা ছিলো যে, আমাদের মধ্য থেকে যদি কোনো 'পুরুষ' তোমাদের কাছে আসে, আর সে যদি তোমাদের ধর্মের অনুসারীও হয়, তবুও তোমরা তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবে।" চুক্তিপত্রের এ শর্তটিতে আরবী ভাষায় 'রাজুলুন্' অর্থাৎ 'পুরুষ' কথাটি উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং কোনো মহিলা যদি

وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ۭ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۭ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

আর তারাও চেয়ে নেবে, যা তারা ব্যয় করেছে,[১৯] এটাই তোমাদের জন্য আল্লাহর বিধান ; তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করেন ; আর আল্লাহ্-ই সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

وَ-এবং ; لْيَسْـَٔلُوْا-তারাও চেয়ে নিবে ; مَآ-যা ; اَنْفَقُوْا-তারা ব্যয় করেছে ; ذٰلِكُمْ-এটাই তোমাদের জন্য ; حُكْمُ-বিধান ; اللّٰهِ-আল্লাহর; يَحْكُمُ-তিনি ফায়সালা করেন; بَيْنَكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহই ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمٌ-প্রজ্ঞাময়।

মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় এসে পড়ে সে এ চুক্তির আওতায় পড়েনা। আর ঐ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে পালিয়ে আসা মু'মিন মহিলাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আর এজন্যই কাফিররা এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার সুযোগ পায়নি।

১৮. অর্থাৎ তাদের আগের বিবাহ যখন তাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে ভেঙ্গে গেছে এখন তোমরা চাইলে মহর দিয়ে তাদেরকে তোমাদের স্ত্রী বানিয়ে নিতে পারো, যদিও তাদের আগের কাফির স্বামী জীবিত থাকুক এবং তাদেরকে তালাক না দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, তাদের আগের স্বামীকে যে মহর ফেরত দেয়া হবে তা এ নারীদের মহর হিসেবে গণ্য হবে না। এদেরকে বিয়ে করতে হলে মহর দিয়েই বিয়ে করতে হবে।

১৯. ইতোপূর্বে আলোচিত আয়াতসমূহে ইসলামের পারিবারিক ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সম্পর্কিত চারটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

এক ঃ যে স্ত্রীলোক ইসলাম গ্রহণ করে সে তার কাফির স্বামীর জন্য হালাল থাকে না এবং কাফির স্বামীটিও তার জন্য আর হালাল থাকে না।

দুই ঃ যে বিবাহিতা মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে 'দারুল কুফর' থেকে হিজরত করে 'দারুল ইসলামে' চলে আসে, কাফির স্বামীর সাথে তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর যে কোনো মুসলমান মহর দিয়ে তাকে বিয়ে করে নিতে পারে।

তিন ঃ কোনো পুরুষ যদি ইসলাম গ্রহণ করে, আর তার স্ত্রী কাফির থেকে যায়, তাহলে তার কাফির স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা সেই মুসলমান পুরুষের জন্য বৈধ নয়।

চার ঃ দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মধ্যে যদি সন্ধিচুক্তি বলবৎ থাকে তাহলে যেসব মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে চলে এসেছে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের মহর ফিরিয়ে দেয়া এবং মুসলমানদের বিবাহিতা যেসব মহিলা দারুল কুফরে কাফির অবস্থায় থেকে যায়, তাদেরকে দেয়া মহর কাফিরদের পক্ষ থেকে ফেরত পাওয়ার জন্য দারুল কুফরের সরকারের সাথে ফয়সালা করা দারুল ইসলামের সরকারের দায়িত্ব।

২০. অর্থাৎ তোমাদের (মুহাজিরদের) কারো স্ত্রী যদি কাফিরদের কাছে পালিয়ে যায়,

⑪ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ

১১. আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের থেকে কেউ তোমাদের হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের কাছে থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তাহলে তাদেরকে দিয়ে দাও যাদের

ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ○

স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে—সমপরিমাণ (অর্থ) যা তারা ব্যয় করেছে (মহর হিসেবে[২০]) ; আর ভয় করো সেই আল্লাহকে যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

⑫ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا

১২. হে নবী! মু'মিন নারীরা যখন আপনার কাছে এসে এ মর্মে আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয়[২১] যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না

⑪ وَ-আর ; اِنْ-যদি, ; فَاتَكُمْ-(فات+كم)-তোমাদের হাতছাড়া হয়ে ; شَيْءٌ-কেউ ; مِّنْ-থেকে ; اَزْوَاجِكُمْ-(ازواج+كم)-তোমাদের স্ত্রীদের ; اِلَى الْكُفَّارِ-কাফিরদের কাছে থেকে যায়; فَعَاقَبْتُمْ-(ف+عاقبتم)-অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও ; فَاٰتُوا-(ف+اتوا)-তাহলে দিয়ে দাও ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে ; ذَهَبَتْ-হাতছাড়া হয়ে গেছে ; اَزْوَاجُهُمْ-(ازواج+هم)-যাদের স্ত্রী ; مِّثْلَ-সমপরিমাণ (অর্থ) ; مَآ-যা ; اَنْفَقُوْا-তারা ব্যয় করেছে (মহর হিসেবে) ; وَ-আর ; اتَّقُوا-ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; الَّذِيْٓ-সেই ; اَنْتُمْ-তোমরা ; بِهٖ-যার প্রতি ; مُؤْمِنُوْنَ-বিশ্বাসী। ⑫ يٰٓاَيُّهَا-হে ; النَّبِيُّ-নবী ; اِذَا-যখন; جَآءَكَ-আপনার কাছে এসে ; الْمُؤْمِنٰتُ-মু'মিন নারীরা ; يُبَايِعْنَكَ-(يبايعن+ك)-আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয় ; عَلٰٓى اَنْ-এ মর্মে যে, ; لَّا يُشْرِكْنَ-তারা শরীক করবে না ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর সাথে ; شَيْئًا-কোনো কিছুকে ;

তাহলে যার স্ত্রী পালিয়ে গেছে, তাকে গনীমত থেকে ততোটুকু পরিমাণ অর্থ দিয়ে দাও, যতোটুকু সে তার স্ত্রীকে মহর হিসেবে দিয়েছিলো। এখানে উল্লেখ্য যে, গনীমতের মাল থেকে এ পরিমাণ অর্থ ফেরত দেয়ার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের।

২১. এ আয়াত মক্কা বিজয়ের কিছুদিন আগে নাযিল হয়েছে। অতঃপর মক্কা বিজিত হলে কুরাইশ বংশের লোকেরা দলে দলে নবী করীম সা.-এর নিকট বাইয়াত তথা আনুগত্যের শপথ নেয়ার জন্য উপস্থিত হতে থাকলো। 'সাফা' পর্বতের নিকট তিনি নিজে পুরুষদের নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এ সময় মহিলারা বাইয়াত গ্রহণ করতে আসলে এ আয়াত নাযিল হয়। (সাফওয়া, তাফহীম)

وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهُ

ও তারা চুরি করবে না[২২] এবং তারা ব্যভিচার করবে না, আর নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না[২৩] এবং এমন কোনো অপবাদ রটাবে না যা তারা নিজেরা রচনা করে নেয়[২৪]

-وَ ; ও-وَ يَسْرِقْنَ-لَا-তারা চুরি করবে না ; -وَ-এবং لَايَزْنِيْنَ-তারা ব্যভিচার করবে না ; -وَ আর ; لَايَقْتُلْنَ-হত্যা করবে না ; أَوْلَادَهُنَّ-(اولاد+هن)-নিজেদের সন্তানদেরকে ; -وَ এবং ; لَايَاْتِيْنَ-রটাবে না ; بِبُهْتَانٍ-(ب+بهتان)-এমন কোনো অপবাদ ; يَّفْتَرِيْنَهُ-(يفترين+ه)-যা তারা নিজেরা রচনা করে নেয় ;

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. ওমর রা.-কে স্ত্রীলোকদের নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে এ আয়াতের কথাগুলোর স্বীকৃতি তাদের নিকট থেকে আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছিলেন। (তাবারী)

এরপর রাসূলুল্লাহ সা. মদীনায় ফিরে এলেন এবং আনসারী মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার জন্য ওমর রা.-কে নির্দেশ দিলেন। বর্ণিত আছে যে, ঈদের দিনেও বাইয়াত নেয়া হয়েছিলো। (বুখারী, তাফহীম)

২২. অর্থাৎ মহিলাদের থেকে অত্র আয়াতে উল্লিখিত বিষয় থেকে বেঁচে থাকার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি নিয়ে তাদের শপথ করার নির্দেশ দিলেন। বিষয়গুলোর মধ্যে প্রথম হলো, তারা যেনো কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক না করে। দ্বিতীয় হলো, তারা যেনো চুরি না করে। সমাবেশে উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবাও ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. যখন বললেন, আমি তোমাদেরকে এ শর্তে বাইয়াত করছি যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করবে না। তখন হিন্দা বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা মূর্তিপূজা করেছি, আপনি আমাদের ওপর এমন এক শর্ত আরোপ করছেন, যা পুরুষদের ওপর আরোপ করতে দেখিনি। আপনি পুরুষদের বাইয়াত নিয়েছেন শুধুমাত্র ইসলাম ও জিহাদের শর্তের ভিত্তিতে। এরপর রাসূলুল্লাহ সা. যখন বললেন, তোমরা চুরি করবে না। তখন হিন্দা বলে উঠলেন, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, আমি যদি আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তাকে না জানিয়ে তার সম্পদ থেকে কিছু নিয়ে থাকি তাহলে আমার কি কোনো গুনাহ হবে ? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন ঃ না, তবে ন্যায়সঙ্গত সীমার মধ্যে।

রাসূলুল্লাহ সা. তাকে চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হিন্দা বিনতে উতবা ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, হে আল্লাহর নবী! আমার অতীতের অপরাধ ক্ষমা করে দিন, আল্লাহ আপনার কল্যাণ করবেন।

২৩. মহিলাদের বাইয়াতের তৃতীয় শর্ত হলো—যিনা বা ব্যভিচার না করা। রাসূলুল্লাহ সা. যখন এ শর্ত উল্লেখ করলেন, তখন হিন্দা বললেন, স্বাধীন স্ত্রীলোক কি যিনা করতে

بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ

তাদের দু'হাত ও তাদের দু'পায়ের মাঝে (অর্থাৎ জ্ঞাতসারে), আর ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না[২৫], তখন আপনি তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন[২৬]

بَيْنَ-মাঝে ; أَيْدِيهِنَّ-তাদের দু'হাত ; وَ-ও ; أَرْجُلِهِنَّ-তাদের দু'পায়ের (অর্থাৎ জ্ঞাতসারে) ; وَ-আর ; لَا يَعْصِينَكَ-(لايعصين+ك)-আপনার অবাধ্যতা করবে না ; فِي-; مَعْرُوفٍ-ভালো কাজে ; فَبَايِعْهُنَّ-(ف+بايع+هن)-তখন আপনি তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন ;

পারে ? অতঃপর চতুর্থ শর্ত হিসেবে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা সন্তান হত্যা করবে না, তখন হিন্দা বললেন, আমরা ছোট থেকে আমাদের সন্তানদেরকে লালন-পালন করে বড় করেছি অতঃপর আপনারা তাদেরকে হত্যা করেছেন। সন্তান হত্যা বিভিন্নভাবে হতে পারে। জাহেলী যুগে মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। আধুনিক যুগে গর্ভপাত, করা হয়। ভ্রূণে প্রাণ এসে যাওয়ার পর গর্ভপাত করে ফেলাও সন্তান হত্যার মধ্যে শামিল। উল্লেখ্য যে, তার ছেলে হানযালা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো।

২৪. অপবাদ রটানোর বিভিন্ন রূপ হতে পারে-(১) একে অপরের কাছে চোগলখুরী করা, যার কারণে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। (২) কোনো সন্তানকে স্বামীর সাথে সম্পর্ক করা যা তার সন্তান নয়। (৩) অন্যের সন্তান লালন-পালন করে স্বামীর ঔরসজাত নিজের গর্ভের সন্তান বলে চালিয়ে দেয়। তখনকার মহিলারা এরূপ করতে অভ্যস্ত ছিলো। এটাই হলো দু'হাত ও দু'পায়ের মাঝে অর্থাৎ নিজে জেনেশুনে মিথ্যা দোষারোপ করা। এর দ্বারা যিনা-ব্যভিচার বুঝানো হয়নি, কারণ যিনার কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। (কাবীর, সাফওয়া)

২৫. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে ইসলামী আইনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ ধারা বর্ণিত হয়েছে ঃ

এক ঃ নবী করীম সা.-এর আনুগত্য 'মা'রূফ' বা 'ভালো কাজের আনুগত্য' হওয়ার শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অথচ তিনি কখনো 'মুনকার' বা মন্দ কাজের আদেশ দিতে পারেন, তাঁর সম্পর্কে এমন সন্দেহের এক বিন্দু অবকাশও থাকতে পারে না। এ থেকে এটা স্বাভাবিকভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর বিধান লংঘন করে দুনিয়ার ব্যক্তি বা শক্তির আনুগত্য করা যেতে পারে না। কারণ আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারেও 'মা'রূফ' বা ভালো কাজের শর্ত যোগ করা হয়েছে। তখন শর্তহীন আনুগত্য লাভের মর্যাদা আর কে পেতে পারে ? অতএব আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোনো আইন-কানুন বা বিধি-বিধানের আনুগত্য করার কোনো অবকাশ ইসলামী আইনে নেই। এ মৌলিক নীতি রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"আল্লাহর নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করা যেতে পারে না ; মারূফ বা ভালো কাজেই কেবল আনুগত্য করা যেতে পারে।" (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

ইসলামী আইনের ভিত্তিপ্রস্তর এটাই। ইসলামী আইনের বিপরীত কাজই অপরাধ। কাজেই কাউকে ইসলামী আইনের বিপরীত কাজ করার নির্দেশ দানের অধিকার কারো নেই। অতএব এ ধরনের নির্দেশ দানকারী যেমন অপরাধী তেমনি যে বা যারা এ নির্দেশ কার্যকর করে তারাও সমান অপরাধী। আর তাই কোনো অধীনস্ত কর্মচারী এ অজুহাতে বেঁচে যেতে পারে না যে, তার উপরস্থ অফিসার তাকে এ কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন যা ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। (যিলাল, তাফহীম)

দুই ঃ মহিলাদের বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ নেয়ার সময় ৫টি বড় বড় অপরাধমূলক কাজ না করার প্রতিশ্রুতি তাদের থেকে নেয়া হয়েছে ; এসব কাজের সাথে তৎকালীন সমাজের মহিলারা জড়িত ছিলো। কিন্তু ভালো কাজের কোনো তালিকা উল্লেখ না করে শুধু ভালো কাজে রাসূলের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি মহিলাদের থেকে নেয়া হয়েছে। এতে করে এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কোন্‌টা ভালো কাজ তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাসূলকে দেয়া হয়েছে। ভালো কাজ যদি শুধুমাত্র সে কয়টি হতো, যা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হয়েছে, তাহলে মহিলাদের থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নেয়া হতো যে, তোমরা কুরআন মাজীদে বর্ণিত ভালো কাজে রাসূলের আনুগত্য করবে। এ মূলনীতির আলোকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সমাজ সংস্কারের জন্য রাসূলুল্লাহ সা.-কে বিপুল ও ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং তাঁর সকল প্রকার আদেশ-নিষেধ অবশ্য পালনীয়, তা কুরআন মাজীদে থাকুক বা না থাকুক।

এ আইনগত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সা. বাইয়াত গ্রহণকালে তদানিন্তন আরব সমাজের মহিলাদের মধ্যে অবস্থিত অনেক বড় বড় অন্যায় ও পাপকাজ না করার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন এবং অনেক কাজের নির্দেশ দিয়েছেন যা কুরআন মাজীদে উল্লেখ নেই। হাদীস থেকে এসব কাজের তালিকা জানা যায়। যেমন মৃতদের জন্য বিলাপ করে ক্রন্দন করা এবং ক্রন্দনকালে পরিধেয় পোশাক ছিড়ে ফেলা, মুখমণ্ডল খামচানো, চুল কেটে ফেলা, উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে হা-হুতাশ করা ; বেগানা পুরুষের সাথে নির্জনে কথা বলা, স্বামীর সাথে প্রতারণা করা অর্থাৎ স্বামীর টাকা-পয়সা নিয়ে অন্যের জন্য ব্যয় করা ইত্যাদি।

২৬. অর্থাৎ মহিলারা যদি উল্লিখিত শর্তগুলো মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে তাদের 'বাইয়াত' তথা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতিমূলক শপথ গ্রহণ করুন।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা. মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণকালে কখনো তাদের হাত স্পর্শ করতেন না। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বাইয়াতের কাজ সম্পন্ন হতো—

এক ঃ একটা কাপড়ের এক প্রান্ত রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাতে থাকতো এবং অপর প্রান্ত মহিলাদের হাতে থাকতো—এভাবেই বাইয়াতের কাজ সম্পন্ন হতো।

দুই ঃ কখনো শুধুমাত্র মৌখিকভাবে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের মাধ্যমে বাইয়াতের কাজ সম্পন্ন হতো।

وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। ১৩. হে যারা ঈমান এনেছো!

لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ

তোমরা এমন কাওমের সাথে বন্ধুত্ব করো না যাদের ওপর আল্লাহ গযব নাযিল করেছেন ; নিঃসেন্দেহে তারা পরকালীন জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন নিরাশ হয়ে গেছে

الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে[২৭]।

وَ-এবং ; اسْتَغْفِرْ-ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; لَهُنَّ-তাদের জন্য ; اللّٰهَ-আল্লাহর কাছে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; غَفُورٌ-পরম ক্ষমাশীল ; رَّحِيمٌ-অতিশয় দয়ালু। ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا-হে; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছো ; لَا تَتَوَلَّوْا-তোমরা বন্ধুত্ব করো না ; قَوْمًا-এমন কাওমের সাথে ; غَضِبَ-গযব নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ-যাদের ওপর; قَدْ يَئِسُوا-নিঃসন্দেহে তারা নিরাশ হয়ে গেছে; مِنَ-সম্পর্কে ; الْآخِرَةِ-পরকালীন জীবন; كَمَا-যেমন ; يَئِسَ-নিরাশ হয়ে গেছে ; الْكُفَّارُ-কাফিররা ; مِنْ-সম্পর্কে ; أَصْحَابِ-বাসীদের ; الْقُبُورِ-কবর।

তিন ঃ কখনো কখনো একটি পাত্রের মধ্যে পানি নিয়ে তাতে একদিকে রাসূলুল্লাহ সা. হাত ডোবাতেন অপর পাশে মহিলারা হাত ডোবাতো। এভাবেই বাইয়াতের শপথ উচ্চারণ করা হতো, তবে কখনো রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাত মহিলাদের হাত স্পর্শ করতো না। তিনি কখনো কোনো বেগানা মহিলার হাত স্পর্শ করতেন না।

এ সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, আল্লাহর কসম। বাইয়াত নেয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাত কোনো মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তিনি মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার সময় শুধু মুখে বলতেন যে, আমি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করলাম। (বুখারী, ইবনে মাজা, তাফহীম)

২৭. আলোচ্য আয়াতে "আল্লাহর গযবে নিপতিত কাওম" দ্বারা ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ জাতীয় লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এ জাতীয় লোকেরা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করতে সদা-তৎপর। সুতরাং এসব লোকের সাথে কোনো মুসলমানদের বন্ধুত্ব স্থাপন সমিচীন নয়। (সাফওয়া, ইবনে কাসীর)

আয়াতের শেষাংশ "কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে" অর্থাৎ তাদের নিকটাত্মীয় যারা মৃত্যুবরণ করেছে এবং কবরস্থ হয়েছে, তাদের পুনরুজ্জীবন লাভ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে। কেননা তারা আখিরাত বিশ্বাস করে না। আর তাই পুনরুজ্জীবন লাভকে বিশ্বাস করে না।

এ আয়াতের আরেকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে—"কাফিররা পরকালীন রহমত ও মাগফিরাত সম্পর্কে ঠিক তেমনি নিরাশ, যেমন কবরস্থ কাফিররা সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে নিরাশ। কেননা তারা যে আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে, সে বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। তারা বুঝতে পেরেছে এ কবর থেকে উঠিয়ে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

২য় রুকূ' (৭-১৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ঈমানের দাবী পূরণে ইসলাম-বিরোধী আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকলেও তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা মু'মিনদের কর্তব্য।

২. সর্বশক্তিমান আল্লাহ চরম বিরোধী কোনো বান্দাহকেও তার অপরাধ ক্ষমা করে হিদায়াত দান করতে পারেন। মক্কা বিজয়ের পর এর প্রমাণ মু'মিনগণ চাক্ষুষ দেখতে পেয়েছে।

৩. যেসব কাফির ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। তাদের সাথে অবশ্যই মানবিক আচরণ করতে হবে। তাদের প্রতি অমানবিক আচরণ মু'মিনদের জন্য সমিচীন নয়।

৪. যেসব কাফির মুসলমানদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে এবং মদীনাতে হিজরত করার পরও তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ী করতে এবং ইনসাফের সীমালংঘন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এ নির্দেশ সর্বকালের মু'মিনদের জন্য প্রযোজ্য।

৫. ইসলাম ও মুসলমানদের চরম ও সক্রিয় বিরোধীদের সাথে কোনোক্রমেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা যাবে না।

৬. যে বা যারা ইসলাম ও মুসলমানদের চরম বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তারা অবশ্যই 'যালিম' বলে বিবেচিত হবে। আর যালিমদের স্থান হবে জাহান্নামে।

৭. কোনো অমুসলিম দেশ থেকে যদি কোনো নারী হিজরত করে কোনো মুসলিম দেশে আশ্রয় নেয় এবং সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, তাকে অমুসলিম দেশে ফেরত পাঠানো যাবে না।

৮. কোনো মু'মিন নারী কাফির-মুশরিক পুরুষের জন্য হালাল নয় ; একইভাবে কোনো মু'মিন পুরুষের জন্যও কাফির বা মুশরিক নারী হালাল নয়।

৯. কোনো মু'মিন নারী দারুল কুফর বা অমুসলিম দেশ থেকে হিজরত করে আসলে তাদেরকে তাদের কাফির স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত মহরানা ফিরিয়ে দিতে হবে।

১০. কোনো মু'মিন পুরুষের স্ত্রী ইসলাম ত্যাগ করে কোনো অমুসলিম দেশে পালিয়ে গেলে মু'মিন পুরুষ কর্তৃক তাকে প্রদত্ত মহরানা আদায় করে নিতে হবে।

১১. উল্লিখিত মহরানার অর্থ লেন-দেনের ব্যাপারে অমুসলিম দেশের সরকারের সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব মুসলিম দেশের সরকারের।

১২. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক কৃত এসব ফায়সালা মু'মিনদেরকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে—কোনো অবস্থাতেই এ বিধানের ব্যতিক্রম করা জায়েয নেই।

১৩. আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ করা ইসলামী শরীয়তে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ব্যাপারে মু'মিনদেরকে আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে সজাগ-সচেতন থাকতে হবে।

১৪. আল্লাহর সাথে শরীক করা, চুরি করা, ব্যভিচার করা, সন্তান হত্যা করা, (ভ্রূণ হত্যা করা তথা গর্ভপাত করা) এবং মিথ্যা অপবাদ দেয়া কবীরা গুনাহ।

১৫. ঈমান আনার সাথে সাথে উল্লিখিত বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শপথ নিতে হবে ; না হয় ঈমান পরিপূর্ণ হবে না।

১৬. উল্লিখিত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শপথ নেয়ার পর সকল ব্যাপারে রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

১৭. কুরআন ও সুন্নাহর নিঃশর্ত আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর দরবারে ঈমান গৃহীত হবে না।

১৮. সকল অপরাধের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তিনি অবশ্যই সকল অপরাধ মার্জনা করে দেবেন।

১৯. আল্লাহর গযবে নিপতিত ইয়াহুদীদের সাথে কোনো অবস্থাতেই বন্ধুত্ব করা যাবে না।

২০. কাফির-মুশরিকরা আখিরাতের জীবন ও কবরবাসীদের পুনর্জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ। আর নৈরাশ্যবাদীদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম।

❖

সূরা আস্ সফ-মাদানী

আয়াত ঃ ১৪

রুকূ' ঃ ২

নামকরণ

আস্ সফ অর্থ সারিবদ্ধ হওয়া। সূরার ৪ আয়াতে উল্লিখিত 'সাফ্ফান' শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সুস্পষ্টভাবে এ সূরা নাযিলের সময়কাল জানা না গেলেও বিষয়বস্তুর আলোকে অনুমিত হয় যে, ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িককালেই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো ঈমানের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ হওয়া এবং আল্লাহর পথে ত্যাগ ও কুরবানীর ব্যাপারে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করা। এতে দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমান, ঈমানের মিথ্যা দাবীদার তথা মুনাফিক এবং নিষ্ঠাবান মু'মিন সবাইকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। কোন্ আয়াতে কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তা কথার ধরন থেকেই বুঝা যায়।

১ থেকে ৪ আয়াতে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে তাদেরকে ঈমানের ক্ষেত্রে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

৫ থেকে ৭ আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, রাসূলে করীম সা.-এর সাথে তোমাদের আচরণ সেরূপ হওয়া উচিত নয় যেমন আচরণ মূসা আ. ও ঈসা আ.-এর উম্মতগণ তথা বনী ইসরাঈলরা তাঁদের দু' নবীর সাথে করেছিলো।

৮ থেকে ৯ আয়াতে বলিষ্ঠতা সহকারে পুনরায় বলা হয়েছে যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ এবং তাদের সাথে যোগসাজসকারী মুনাফিক সম্প্রদায় আল্লাহর এ নূর তথা ইসলামকে ফুঁ দিয়ে চিরতরে নিভিয়ে দেয়ার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেনো, ইসলাম পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে এ দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করতে থাকবে। আর মুশরিকদের নিকট যতই অসহনীয় হোক না কেনো, আল্লাহ তাঁর নবীর প্রচারিত এ দীন ইসলাম অন্য সকল দীন তথা মত ও পথের ওপর বিজয় দান করবেন।

১০ থেকে ১৩ আয়াতে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভের উপায় মাত্র একটি আর তাহলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সত্যিকারভাবে ও নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা। এর ফলে দুনিয়াতে বিজয় ও সাফল্য লাভ করা যাবে এবং আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ও চিরসুখের স্থান জান্নাত লাভ করা যাবে।

১৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা আ.-এর সাথী হাওয়ারীগণ যেভাবে তাঁকে আল্লাহর পথে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা দান করেছিলেন, অনুরূপভাবে মু'মিনরাও যেনো আল্লাহর পথে মুহাম্মাদ সা.-কে সাহায্য-সমর্থন দান করে। তাহলে তারাও ঠিক তেমনই আল্লাহর সাহায্য লাভ করে ধন্য হবে। যেমন আগের কালের ঈমানদার লোকেরা লাভ করেছিলো। (তাফহীম)

❑

① سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১. যাকিছু আছে আসমানে এবং যাকিছু আছে যমীনে সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে, আর তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[১]

② يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ ③ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ

২. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা তা কেনো বলো, যা তোমরা করো না ?[২]
৩. (এটা) আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অসন্তোষজনক যে,

① سَبَّحَ-পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করছে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي الْاَرْضِ-যমীনে ; وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; الْعَزِيْزُ-একমাত্র পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়। ② يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; لِمَ-কেনো ; تَقُوْلُوْنَ-তোমরা তা বলো ; مَا-তা, যা ; لَا تَفْعَلُوْنَ-তোমরা করো না। ③ كَبُرَ-(এটা) অত্যন্ত ; مَقْتًا-অসন্তোষজনক ; عِنْدَ-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اَنْ-যে ;

১. সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন যে, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোন্‌টি তা জানতে পারলে আমরা জান-মাল কুরবান করে সেই আমল করতাম। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় সেজন্য আসমান যমীনের সবকিছুই সার্বক্ষণিক তাঁর তাসবীহ পাঠে রত আছে, তবে তাঁর কাছে প্রিয় আমল বা কাজ হলো, তাঁর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করা। আর এ কাজ করতে পারে একমাত্র মানুষ। মানুষের জানা থাকা উচিত যে, তাদের ঈমান ও সৎকর্মের ওপর আল্লাহর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। তিনি এসব প্রয়োজন থেকে মুক্ত। মানুষ জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে তার নিজের কল্যাণের জন্য। আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তব রূপ লাভ করে তাঁর নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যে। তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য যদি সামান্যতম তৎপরতা না চালায় এবং গোটা পৃথিবী তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে, তা হলেও তাঁর নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যে তাঁর ইচ্ছা বাস্তব রূপ লাভ করবে সন্দেহ নেই।

২. এ আয়াতটি এমন লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা আল্লাহর কাছে প্রিয় এমন আমল সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো এবং তদনুযায়ী আমল করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে

تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ

তোমরা বলবে (এমন কথা) যা তোমরা করবে না। ৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে যুদ্ধ করে

صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ

সারিবদ্ধভাবে, যেনো তারা সীসাগলানো সুদৃঢ় প্রাচীর।[৩] ৫. আর (স্মরণ করো) যখন মূসা তাঁর কাওমকে বলেছিলেন—"হে আমার কাওম! কেনো

تَقُوْلُوْا-তোমরা বলবে ; مَا-এমন কথা যা ; لَاتَفْعَلُوْنَ-তোমরা করবে না।④ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يُحِبُّ-ভালোবাসেন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; يُقَاتِلُوْنَ-যুদ্ধ করে ; فِيْ سَبِيْلِهٖ-তাঁর পথে ; صَفًّا-সারিবদ্ধভাবে ; كَاَنَّهُمْ-(ك+ان+هم)-যেনো তারা ; بُنْيَانٌ-সুদৃঢ় প্রাচীর ; مَّرْصُوْصٌ-সীসাগলানো।⑤ وَ-আর (স্মরণ করো) ; اِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; مُوْسٰى-মূসা ; لِقَوْمِهٖ-(ل+قوم+ه)-তাঁর কাওমকে ; يٰقَوْمِ-হে আমার কাওম ; لِمَ-কেনো ;

আগ্রহপ্রকাশ করেছিলো। কিন্তু যখন আল্লাহর পথে সারিবদ্ধ হয়ে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করাকে আল্লাহর প্রিয় কাজ বলে ঘোষণা দেয়া হলো, তখন তারা পেছনে হটে গেলো।

আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো একজন খাঁটি মুসলমানের কথা ও কাজে মিল থাকা আবশ্যক। কথা ও কাজে মিল না থাকা একটি জঘন্য দোষ। আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত এবং তাঁর ক্রোধ উদ্রেগকারী কাজ। ঈমানের দাবীদার কোনো মু'মিনের পক্ষে এমন কাজ করা সম্ভব নয়। এমন স্বভাব দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সে মু'মিন নয়, মুনাফিক। কারণ কথা অনুযায়ী কাজ না করা একটি মুনাফিকীর আলামত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "মুনাফিকের আলামত তিনটি, (যদিও সে নামায পড়ে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করে) যখন সে কথা বলে (তখন) মিথ্যা বলে, আর যখন সে ওয়াদা করে তখন ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে কোনো আমানত রাখা হয় তখন তার খিয়ানত করে।" অপর একটি হাদীসে আছে—"যাদের মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তারা খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ চারটির একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, সে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত চার ভাগের এক ভাগ মুনাফিক থেকে যাবে। স্বভাবগুলো হলো– (১) তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে ; (২) কথা বললে মিথ্যা বলে ; (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৪) কারো সাথে ঝগড়া বাধলে (নৈতিকতা ও দীনদারীর) সীমা লংঘন করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩. আগের আয়াতে সেসব লোককে তিরস্কার করা হয়েছে, যারা জিহাদের সংকল্প করেছিলো কিন্তু জিহাদ করার নির্দেশ আসার পর তারা তাদের সংকল্প থেকে সরে

تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ

তোমরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, অথচ তোমরা নিশ্চিত জানো যে, আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল[৪]"; অতঃপর তারা যখন বাঁকা-ই রয়ে গেলো, আল্লাহ-ও বাঁকা করে দিলেন

تُؤْذُونَنِي-(تؤذون+نى)-তোমরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছ ; وَ-অথচ ; قَدْ تَعْلَمُونَ-তোমরা নিশ্চিত জানো ; أَنِّي-যে আমি অবশ্যই ; رَسُولُ-রাসূল ; اللَّهِ-আল্লাহর ; إِلَيْكُمْ-(الى+كم)-তোমাদের প্রতি প্রেরিত ; فَلَمَّا-(ف+لم)-অতঃপর যখন ; زَاغُوا-তারা বাঁকাই রয়ে গেলো ; أَزَاغَ-বাঁকা করে দিলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

পড়েছে। এখানে সেসব লোকের প্রশংসা করা হয়েছে যারা আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণপণ জিহাদ করে। (কাবীর)

আল্লামা মওদূদী রহ.-এর মতে এ আয়াত থেকে এটাই জানা যায় যে, সেসব ঈমানদারই কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হতে পারে যারা তাঁর পথে সীসাঢালা দেয়ালের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে জিহাদ করে এবং এ ক্ষেত্রে তারা কোনো বিপদ-মসীবতের পরোয়া করে না। এ লোকদের মধ্যে তিনটি গুণ পরিলক্ষিত হয় (১) তাদের যুদ্ধ-জিহাদ হয় একমাত্র আল্লাহর পথে তাই তারা এমন পথে যুদ্ধ-জিহাদ করে না, যা আল্লাহর পথ-এর পর্যায়ে পড়ে না ; (২) তাদের মধ্যে উশৃংখলতা, মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধতা ও অনিয়মতান্ত্রিকতা লক্ষ্য করা যায় না। বরং এর পরিবর্তে তারা সাংগঠনিকভাবে সুশৃংখল ও নিয়মানুবর্তীতার সাথে যুদ্ধ-জিহাদ করে। (৩) শত্রুর মুকাবিলায় তারা সীসাঢালা দেয়ালের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ-জিহাদে লিপ্ত থাকে।

শত্রুর মুকাবিলায় একমাত্র সেসব লোকই সুদৃঢ় দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে যারা এমন উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী যা না থাকলে যুদ্ধের সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে ভালোবাসা-সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হতে পারে না এবং কেউ কাউকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারে না। যার ফলে তারা পারস্পরিক কোন্দল ও সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পেতে পারে না। যুদ্ধ-জিহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি তাদের থাকে ঐকান্তিক অনুরাগ। লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের থাকে দৃঢ় সংকল্প এবং লক্ষ্য অর্জনে জীবন উৎসর্গ করার মনোবলে তারা হয় বলীয়ান ও সীসাঢালা প্রাচীরের মতো সুদৃঢ়। (তাফহীম)

৪. ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা ঐক্যবদ্ধভাবে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হচ্ছে যে, ঈসা আ. ও মূসা আ. উভয়ই মানুষকে তাওহীদের কথা শুনিয়েছেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন ; কিন্তু যারা তাঁদের বিরোধিতা করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে এসেছিলো। অতএব উম্মতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যদি মুহাম্মাদ সা.-এর সাথে সেরূপ আচরণ করো, যেমন আচরণ করেছিলো বনী

قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

তাদের অন্তরসমূহকে ; আর আল্লাহ পাপাচারী কাওমকে সত্যপথ দেখান না[৫]। ৬. আর (স্মরণ করো) যখন[৬] মারইয়ামের পুত্র ঈসা বলেছিলেন—

قُلُوبَهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তরসমূহকে ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِي -সৎপথ দেখান না ; الْقَوْمَ-কাওমকে ; الْفَاسِقِينَ-পাপাচারী। ⑥وَ-আর (স্মরণ করো) ; إِذْ - যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; عِيسَى-ঈসা ; ابْنُ-পুত্র ; مَرْيَمَ-মারইয়ামের ;

ইসরাঈলরা মূসা আ. এবং ঈসা আ.-এর সাথে তবে তোমাদের ওপরও সেরূপ আল্লাহর আযাব নেমে আসবে। (ফাতহুল কাদীর)

৫. অর্থাৎ তারা যখন সত্য পরিত্যাগ করে বক্রতা তথা মিথ্যাকে গ্রহণ করে নিলো, তখন আল্লাহও তাদের দিল সত্য পথ তথা হিদায়াতের পথ থেকে বাঁকা করে দিলেন। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণেই আল্লাহ তাদের অন্তরকে হিদায়াতের সরল-সঠিক পথ থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীর দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণেই কুফরীর পথে চলা তাদের জন্য সহজ করে দিলেন। (কাবীর, কুরতুবী)

মূলত যারা নিজেরা বাঁকা পথে চলতে চায়, তাদেরকে বাধ্যতামূলক সরল পথে নিয়ে আসা আল্লাহর নীতি নয়। যারা আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য এগিয়ে যায়, তাদেরকে জোর করে হিদায়াত তথা আনুগত্যের পথে নিয়ে আসা আল্লাহর নিয়ম নয়। আল্লাহ মানুষেকে হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে যে কোনো একটিকে বাছাই করে নেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। তারা হিদায়াতের পথে চলতে চাইলে তিনি সে পথে চলার উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন, ফলে হিদায়াতের পথে চলাটা তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে যারা গুমরাহীর পথে চলতে আগ্রহী সে পথে চলার উপায়-উপকরণের ব্যবস্থাও তিনি করে দেন। যেনো তারা তাদেরকে দেয়া ইচ্ছাকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হিদায়াতের পথ ও গুমরাহীর পথ দুটোকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, হিদায়াতের পথে চললে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি স্বরূপ জান্নাত লাভে ধন্য হবে। আর গুমরাহীর পথে চললে তোমাদের জন্য অনন্তকালের শাস্তি তৈরি আছে। মানুষকে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তার পরীক্ষা নেন। মানুষ চাইলে হিদায়াতের পথে চলে আল্লাহর নিয়ামত লাভে ধন্য হতে পারে ; অথবা গুমরাহীর পথে চলে চিরন্তন শাস্তির যোগ্য হতে পারে। আর ইচ্ছার স্বাধীনতা না দিয়ে বরং তাকে বাধ্যতামূলকভাবে হিদায়াত বা গুমরাহীর পথে পরিচালিত করলে তাকে ভালো বা মন্দ কোনো বিনিময় দান করাই অযৌক্তিক হতো। (তাফহীম)

৬. ঈসা আ.-এর সাথে বনী ইসরাঈলের কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিলো না। তাই তিনি তাদেরকে "হে আমার কাওম' না বলে 'হে বনী ইসরাঈল' বলে সম্বোধন করেছেন অথচ মূসা আ. বনী ইসরাঈলকে 'হে আমার কাওম' বলে সম্বোধন করেছেন।

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ

"হে বনী ইসরাঈল! আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূল সত্য প্রতিপন্নকারী—আমার আগে অবগত—সেই কিতাবের যা আমার সামনে রয়েছে—

مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا

তাওরাতের[৭] এবং (আমি) সুসংবাদ দাতা এমন একজন রাসূলের যিনি আমার পরে আসবেন—তাঁর নাম 'আহমাদ'[৮] ; অতঃপর যখন

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ-হে বনী ইসরাঈল ; إِنِّىٓ-আমি অবশ্যই ; رَسُولُ-রাসূল ; ٱللَّهِ-আল্লাহর; إِلَيْكُم-তোমাদের প্রতি প্রেরিত ; مُّصَدِّقًا-সত্য প্রতিপন্নকারী ; لِّمَا-(আমার আগে আগত) সেই কিতাবের, যা ; بَيْنَ يَدَىَّ-আমার সামনে রয়েছে- ; مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ-তাওরাতের ; وَ-এবং ; مُبَشِّرًا-(আমি) সুসংবাদ দাতা ; بِرَسُولٍ-এমন একজন রাসূলের ; يَأْتِىٓ-যিনি আসবেন ; مِنۢ بَعْدِى-আমার পরে ; ٱسْمُهُۥٓ-(اسم+ه)-তাঁর নাম; أَحْمَدُ-আহমাদ ; فَلَمَّا-অতঃপর যখন ;

বনী ইসরাঈলের এটা ছিলো দ্বিতীয় নাফরমানী। প্রথম নাফরমানী তারা করেছিলো মূসা আ.-এর সাথে তাদের উত্থান যুগে। এ নাফরমানীর ফলে চিরদিনের জন্য তাদের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হলো। এ ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, উম্মতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করে দেয়া। যাতে তারাও বনী ইসরাঈলের মতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে আল্লাহর আযাবকে নিজেদের ওপর আবশ্যিক করে না নেয়। (তাফহীম)

৭. আলোচ্য আয়াতের তিনটি অর্থ হতে পারে এবং তিনটি অর্থই এখানে প্রজোয্য–

এক ঃ আমি কোনো নতুন ও অভিনব নবী নই। আমার আগে মূসা আ. যে দীন বা জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছিলেন, আমিও সেই দীন নিয়ে এসেছি। আমি তাওরাতের সত্যতা ঘোষণা করছি। ইতিপূর্বে আগত সকল রাসূলই তাঁদের আগের নবীদের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমি তার ব্যতিক্রম নই। সুতরাং তোমরা আমার রিসালাতে অবিশ্বাস বা সন্দেহ-সংশয় পোষণ করতে পারো না ।

দুই ঃ আমার নিকট অতীতে নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাব তাওরাতে আমার আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, আমার আগমন তার সত্যতা প্রমাণ করছে।

তিন ঃ আয়াতের পরবর্তী অংশের সাথে মিলিয়ে পড়লে তৃতীয় যে অর্থটি প্রকাশ পায় তাহলো আল্লাহর রাসূল আহমাদ সা.-এর আগমন সম্পর্কে তাওরাতের দেয়া সুসংবাদের সত্যতা ও যথার্থতা আমি ঘোষণা করছি এবং আমি নিজেও তাঁর আগমনের সুসংবাদ তোমাদেরকে দিচ্ছি।

جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ

সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তিনি তাদের কাছে আসলেন, (তখন) তারা বললো—'এটা তো এক প্রকাশ্য যাদু[৮]। ৭. সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম আর কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে রচনা করে

جَآءَهُمْ-তাদের কাছে তিনি আসলেন ; بِالْبَيِّنٰتِ-সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে ; قَالُوْا-(তখন) তারা বললো ; هٰذَا-এটা তো ; سِحْرٌ-এক যাদু ; مُّبِيْنٌ-প্রকাশ্য। ⑦-وَ-আর ; مَنْ-কে; اَظْلَمُ-অধিক যালিম ; مِمَّنِ-(مِنْ+مَنْ)-সেই ব্যক্তির চেয়ে ; افْتَرٰى-যে রচনা করে ; عَلَى-সম্পর্কে ; اللّٰهِ-আল্লাহ ;

এখানে উল্লেখ্য যে, তাওরাতে মুহাম্মাদ সা.-এর আগমনের যে সুসংবাদ দিয়েছিলো বাইবেল পুরাতন নিয়মের ধর্মপুস্তক দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ১৮ এবং ১৫ থেকে ১৯ স্তোত্রে তা উল্লিখিত আছে।

৮. অর্থাৎ আর (আমি) একজন সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের যিনি আমার পরে আসবেন, যাঁর নাম হবে আহমাদ। এখানে ঈসা আ. তাঁর পরে আগমনকারী রাসূলের সুসংবাদ দিয়েছেন, সাথে সাথে তিনি তাঁর নামও বলে দিয়েছেন যে, তাঁর নাম হবে আহমাদ। সেই নবী-ই হলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সা.। সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত মুহাম্মাদ সা.-এর অপর নাম ছিলো আহমাদ। মুসলিম, আবু দাউদ, তায়ালিসী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে আবু মূসা আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ এবং আমি-ই সমবেতকারী।"

রাসূলুল্লাহ সা.-এর আরো যে কয়টি নাম ছিলো তন্মধ্যে ইঞ্জীলে আহমাদ নামটি উল্লেখের কারণ সম্ভবত এটাই ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর আগে আরব দেশে 'আহমাদ' নাম রাখার প্রচলন ছিলো না। এটা একমাত্র রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিশেষ নাম ছিলো। (তাফহীম, মাআরিফ)

উল্লেখ্য যে, বর্তমান খৃস্টান গীর্জা কর্তৃক সমর্থিত চারটি ইঞ্জীলের মধ্যে কোনোটাই ৭০ খৃস্টাব্দের আগে লিখা হয়নি। এসব ইঞ্জীলের লেখকদের মধ্যে কেউ-ই ঈসা আ.-এর শিষ্য নয়। এদের সকলে ঈসা আ.-এর পরে এ ধর্ম গ্রহণ করে ইঞ্জীলগুলো লিখেছিলেন। যোহন লিখিত সুসমাচার লিখা হয়েছে ঈসা আ.-এর এক শতাব্দী পরে। তাছাড়া এগুলোর মূল কপি যা গ্রীক ভাষায় সর্বপ্রথম লিখিত হয়েছিলো তা কোথাও সংরক্ষিত নেই। আর মুদ্রণ যন্ত্র আবিস্কারের আগে যেসব গ্রীক পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন স্থান থেকে খুঁজে খুঁজে একত্র করা হয়েছিলো তন্মধ্যে কোনো একটিও চতুর্থ শতাব্দীর আগেকার নয়। কাজেই তিনশত বছরের মধ্যে এগুলো কতটা রদবদল হয়েছে তা-ও সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। একটি বিশেষ কারণে এ সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, খৃস্টানরা নিজেদের ইঞ্জীলে নিজেদের ইচ্ছামতো পরিবর্তন পরিবর্ধন করা সম্পূর্ণ বৈধ ও সংগত মনে করতো। (তাফহীম)

الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

মিথ্যা কথা[১০], অথচ তাকে ডাকা হচ্ছে ইসলামের দিকে[১১], আর আল্লাহ এমন যালিম কাওমকে সৎপথ দেখান না।

⑧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ

৮. তারা চায় আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে, আর আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিতকারী, যদিও (তা) অপছন্দ করে

الْكَافِرُونَ ⑨ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

কাফিররা[১২]। ৯. তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত (দিক নির্দেশনা) ও সত্য জীবনব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেনো তিনি তাকে বিজয়ী করে দেন

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ⑨

অন্য সকল জীবনব্যবস্থার ওপর ; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে[১৩]।

الْكَذِبَ-মিথ্যা কথা ; وَ-অথচ ; هُوَ-তাকে ; يُدْعٰى-ডাকা হচ্ছে ; اِلَى-দিকে ; الْاِسْلَامِ-ইসলামের ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِى-সৎপথ দেখান না ; الْقَوْمَ-এমন কাওমকে ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিম। ⑧ يُرِيْدُوْنَ-তারা চায় ; لِيُطْفِئُوْا-ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে ; نُوْرَ-নূরকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; بِاَفْوَاهِهِمْ-তাদের মুখের ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مُتِمُّ-পরিপূর্ণভাবে বিকশিতকারী ; نُوْرِهٖ-(نور+ه)-তাঁর নূরকে ; وَلَوْ-যদিও ; كَرِهَ-(তা) অপছন্দ করে ; الْكٰفِرُوْنَ-কাফিররা। ⑨ هُوَ-তিনিই তো ; الَّذِىْ-সেই সত্তা যিনি ; اَرْسَلَ-পাঠিয়েছেন ; رَسُوْلَهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলকে ; بِالْهُدٰى-(ب+ال+هدى)-হিদায়াত (দিক নির্দেশনা) দিয়ে ; وَ-ও ; دِيْنِ-জীবনব্যবস্থা ; الْحَقِّ-সত্য ; لِيُظْهِرَهٗ-যেনো তিনি তাকে বিজয়ী করে দেন ; عَلَى-ওপর ; الدِّيْنِ-জীবনব্যবস্থার ; كُلِّهٖ-অন্য সকল ; وَلَوْ-যদিও ; كَرِهَ-অপছন্দ করে ; الْمُشْرِكُوْنَ-মুশরিকরা।

৯. অর্থাৎ ঈসা আ. কর্তৃক প্রদত্ত সুসংবাদ অনুযায়ী যখন সেই নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদী নিয়ে তাদের নিকট প্রেরিত হলেন তখন তারা এটাকে সুস্পষ্ট যাদু তথা প্রতারণা বলে প্রত্যাখ্যান করলো।

মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াতকে প্রতারণা বলে প্রত্যাখ্যানকারীরা ছিলো বনী ইসরাঈল তথা মূসা আ.-এর কাওম ইয়াহুদী জাতি এবং ঈসা আ.-এর উম্মত খৃস্টান জাতি।

১০. অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত নবীকে মিথ্যা নবুওয়াত দাবীকারী এবং নবীর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কালাম মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে নবীর স্বরচিত বলে প্রত্যাখ্যান কারীদের চেয়ে অধিক যালিম আর কেউ হতে পারে না। এটাই হলো আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ। (তাফহীম)

১১. অর্থাৎ তাদেরকে তো ইসলামের প্রতি-ই আহ্বান করা হচ্ছে, অথচ তারা এটাকে প্রতারণা বলে প্রত্যাখ্যান করছে। সুতরাং সেই লোকদের চেয়ে বড় যালিম বা অত্যাচারী আর কেউ হতে পারে না।

একথাটি আশ্চর্য হয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন সেই লোকদের সম্পর্কে যারা ঈসা আ. ও মুহাম্মাদ সা.-এর মু'জিযাবলী ও প্রমাণাদি দেখার পরও তাদের নবুওয়াত অস্বীকার করছে। (কুরতুবী)

১২. অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী শক্তি আল্লাহর দীন তথা ইসলামকে মুখের ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নেভানোর মতো নির্মূল করে দিতে চায় ; কিন্তু ইসলাম-রূপ আল্লাহর নূরকে এভাবে মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত সূর্যকে মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দেয়া। কারণ গোটা বিশ্বে ইসলামকে অন্য সকল দীন বা জীবনব্যবস্থার ওপর দলীল-প্রমাণ দ্বারা অথবা ক্ষমতা দ্বারা তিনি বিজয়ী ও প্রসারিত করবেন। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—"আমার জন্য আল্লাহ যমীনকে একত্র করে দিয়েছিলেন। তখন আমি পূর্ব-পশ্চিম সবই দেখেছি। আমার জন্য (যমীনের) যতটুকু একত্র করা হয়েছিলো সেই সবের ওপর আমার উম্মতের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে" (মুসলিম) অর্থাৎ এ দীন অচিরেই পূর্ব-পশ্চিমে পৌছে যাবে। (কাবীর, সাফওয়া)

এ আয়াত তৃতীয় হিজরী সনে ওহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়েছে। সেই সময় ইসলাম শুধুমাত্র মদীনা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিলো। আর রাসূলুল্লাহ সা.-ও উদ্ধৃত হাদীসে সেই সময়ই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তখন মুসলমানদের সংখ্যাও কয়েক হাজারের বেশী ছিলো না। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ফলে তারা মানসিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। এমতাবস্থায় আল্লাহর ঘোষণা ও রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম বুঝা না গেলেও উত্তরকালে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিলো। (তাফহীম)

১৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন ইসলাম নামক জীবনব্যবস্থা সহকারে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে, যেনো তিনি ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে অন্য যতসব জীবনব্যবস্থা দুনিয়াতে আছে সেসবগুলোর ওপর বিজয়ী করে দেন। ইসলামী জীবনব্যবস্থা কয়েক প্রকারে বিজয়ী হতে পারে—

এক ঃ সামরিক ও প্রশাসনিক বিজয় অর্থাৎ ইসলামপন্থীরাই ইসলামী বিধি-বিধান মতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। কুরআন এবং সুন্নাহ-ই হবে সেই রাষ্ট্রের সংবিধান। রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে, খোলাফায়ে রাশেদুন এবং তার পরে এভাবে ইসলাম বিজয়ী ছিলো। কুরআন এবং সুন্নাহ-ই ছিলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। অতঃপর বিভিন্ন কারণে ইসলাম বিজয়ের অবস্থানে থাকেনি। ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম আবার বিজয়ী হবে। ইতিমধ্যে ইসলামের বিজয়-আলামত বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

দুই ঃ মূলভিত্তি ও যুক্তিগত বিজয়—রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ বিজয় অব্যাহত রয়েছে। কারণ ইসলামের মূলভিত্তি আল কুরআনের সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী, ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ক্রটিমুক্ত এবং ইসলামী শরীয়তের ভিত্তি ও শাখা-প্রশাখায় কোনো প্রকার দুর্বলতা নেই।

আল কুরআন সকল প্রকার বিকৃতি থেকে মুক্ত আছে ও থাকবে। কেননা এ কিতাবকে সকল প্রকার বিকৃতি থেকে হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। এ কিতাবের বিধান সর্বকালে সকল দেশ ও জাতির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের জন্যই আল কুরআনের বিধান কল্যাণকর।

এসব কারণেই ইসলাম আজ পর্যন্ত দুনিয়ার অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদের ওপর বিজয়ী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এজন্যই সমগ্র দুনিয়াতে ইসলামের প্রতি অধুনা সারা দুনিয়ার মানুষের আগ্রহ ক্রমান্বয়েই বাড়ছে। মানুষ তাদের ভ্রান্ত ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসছে।

সুতরাং ইসলামের বিজয় দ্বারা অন্য ধর্মসমূহের বিলুপ্তি বুঝায় না। এর অর্থ সকল ধর্মের ওপর ইসলামের প্রাধান্য থাকা।

১ম রুকূ' (১-৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা-ই একমাত্র পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় সত্তা। আর সে জন্যই আসমান ও যমীনের সকল সৃষ্টি সদা-সর্বদা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ তথা তাঁর পবিত্রতা মহিমা ঘোষণায় রত আছে।

২. সকল সৃষ্টির মতো মানুষেরও অপরিহার্য কর্তব্য আল্লাহর বিধানের প্রতি অনুগত থাকা তথা সকল কাজে আল্লাহকে স্মরণ রাখা।

৩. মৌখিকভাবে ঈমানের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা এবং জীবনের সকল পর্যায়ে কর্মের মাধ্যমে তা প্রমাণ করা ঈমানের দাবী।

৪. মৌখিক দাবীর সাথে অন্তরের বিশ্বাস ও কাজে তার প্রতিফলন না থাকা নিফাকের পরিচায়ক। আর নিফাক বা মুনাফিকী আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককর ব্যাপার।

৫. মুনাফিকদের স্থান হবে জাহান্নামের তলদেশে যা থেকে মুক্তির কোনো উপায় থাকবে না।

৬. আল্লাহ তা'আলা সেসব মু'মিনকে ভালোবাসেন, যারা আল্লাহর দীন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য সীসাঢালা দেয়ালের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। সুতরাং আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্য আল্লাহর পথে সংগ্রামের বিকল্প নেই।

৭. ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করা একমাত্র জামায়াতবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং জামায়াতী জীবন যাপনই আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার একমাত্র পথ।

৮. সকল নবী-রাসূল-ই দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সুতরাং সত্য-সঠিক ইসলামী আন্দোলনকারীরা যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হবে—এটাই আন্দোলন সঠিক হওয়ার প্রমাণ।

৯. হিদায়াত তথা সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক চাইতে হবে। যারা নিজেরা হিদায়াত পেতে চায় না, আল্লাহ সেসব পাপাচারীকে হিদায়াত দান করেন না।

১০. যারা নিজেরা ঈমান-ইসলামের পথে চলতে আগ্রহী হয়ে এ পথে এগিয়ে আসেন, আল্লাহ তাদেরকে সে পথে এগিয়ে যাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন।

১১. যারা নাফরমানী ও পাপের পথে চলতে আগ্রহী আল্লাহ তাদেরকে সে পথে চলারও যাবতীয় উপায়-উপাদানের ব্যবস্থা করে দেন।

১২. মূসা আ. এবং ঈসা আ. উভয় নবী-ই আল্লাহ-বিরোধী শক্তির চরম বিরোধিতার মুখোমুখী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ পথ থেকে সরে আসেননি। সুতরাং কোনো পরিস্থিতিতেই দীনী আন্দোলন থেকে সরে আসার সুযোগ নেই।

১৩. মূসা আ. এবং ঈসা আ.-এর ওপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবেই আখেরী নবী মুহাম্মাদ সা.-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এটা শেষ নবীর নবুওয়াতের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ।

১৪. সকল নবীর দাওয়াত একই ছিল। সুতরাং শেষ নবীর আগমনের পরে তাঁর ওপর ঈমান আনা সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য।

১৫. শেষ নবীর আগমনের পরে আগেকার সকল নবীর ধর্ম-ই বাতিল হয়ে গেছে। তাই আখিরাতে মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আদৌ নেই।

১৬. ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপের নামান্তর। আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপকারীরা সবচেয়ে বড় অত্যাচারী। আর অত্যাচারীদের আখিরাতে মুক্তি লাভের সুযোগ হবে না।

১৭. আল্লাহ-বিরোধী শক্তি আল্লাহর নূর ইসলামকে নির্মূল করার জন্য যতো চেষ্টা-ই করুক না কেনো, তা কখনো সম্ভব হবে না, কারণ আল্লাহ নিজেই তাঁর নূর তথা ইসলামকে বিকশিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

১৮. কাফির মুশরিকদের জন্য যতোই অসহনীয় হোক না কেনো আল্লাহই তাঁর দীন ইসলামকে বিকশিত করবেন, কেননা কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল মানুষের জন্য ইসলাম-ই হবে একমাত্র সত্য জীবনব্যবস্থা।

১৯. ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যই আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল সা.-কে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। রাসূল তাঁর দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। অতঃপর এ দীনকে বিজয়ী করার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর ওপর চেপেছে।

২০. মুসলিম উম্মাহ-ই ইসলামকে বিজয়ী করার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যার বিনিময়ে আখিরাতে তাদের মুক্তির পথ সুগম হবে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৫

⑩ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ○

১০. হে যারা ঈমান এনেছো ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের[১৪] সন্ধান দেবো—(যা) তোমাদেরকে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি দেবে

⑪ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَ

১১. (তা হলো) তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের[১৫] প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে ও

⑩ يَٰٓأَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; هَلْ-কি ; اَدُلُّكُمْ-(ادل+كم) আমি তোমাদেরকে সন্ধান দেবো ; عَلٰى تِجَارَةٍ-এমন একটি ব্যবসায়ের ; تُنْجِيْكُمْ-(تنجى+كم)-তোমাদেরকে মুক্তি দেবে ; مِنْ-থেকে ; عَذَابٍ-এক আযাব ; اَلِيْمٍ-যন্ত্রণাদায়ক। ⑪ تُؤْمِنُوْنَ-(তা হলো) তোমরা ঈমান আনবে ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের প্রতি ; وَ-এবং ; تُجَاهِدُوْنَ-জিহাদ করবে ; فِىْ سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; بِاَمْوَالِكُمْ-(ب+اموال+كم)-তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে ; وَ-ও ;

১৪. এখানে যে ব্যবসার কথা বলা হয়েছে, তা হলো আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর মধ্যে ব্যবসা। সূরা তাওবার ১১১ আয়াতে বলা হয়েছে—"আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন।" ব্যবসা হলো কোনো বস্তুর বিনিময়ে কোনো বস্তু গ্রহণ করা। মানুষ তার অর্থ, সময়, শ্রম এবং মেধা ও যোগ্যতা বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের জন্য। এ দিক থেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে 'ব্যবসা' বলা হয়েছে। ব্যবসা যেমন ব্যবসায়ীকে দারিদ্র্যের কষ্ট থেকে মুক্ত রাখে, তেমনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর পথে জিহাদও ব্যক্তিকে আখিরাতের কঠিন আযাব থেকে মুক্ত রাখবে। (কাবীর, তাফহীম)

১৫. ঈমানদারদেরকে ঈমান আনার কথা বলে বুঝানো হয়েছে যে, যারা মৌখিকভাবে ঈমান আনার দাবী করছে তারা যেনো পরিপূর্ণভাবে তথা নিষ্ঠাবান মু'মিন হয়ে যায়। মৌখিক ঈমান দ্বারা ঈমান পূর্ণ হয় না। যে বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা হয়েছে তার জন্য সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে তৈরী থাকার মাধ্যমেই ঈমান পরিপূর্ণ হয়।

أَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ⑪ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ

তোমাদের জীবন দিয়ে ; এটাই তোমাদের—তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা তা জানতে[16]। ১২. তিনি (আল্লাহ) ক্ষমা করে দেবেন তোমাদেরকে তোমাদের গুনাহসমূহ এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ

এমন এক জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে বহমান রয়েছে নহরসমূহ আর (রয়েছে) সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে মনোরম বাসগৃহসমূহ

ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ

এটাই মহাসফলতা[17]। ১৩. আর (রয়েছে) অপর একটি জিনিস যা তোমরা পছন্দ করো—(তা হলো) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়,[18]

اَنْفُسِكُمْ-(انفسى+كم)-তোমাদের জীবন দিয়ে ; ذٰلِكُمْ-এটাই তোমাদের ; خَيْرٌ-উত্তম; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জানতে। ⑪ يَغْفِرْ-তিনি (আল্লাহ) ক্ষমা করে দেবেন ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; ذُنُوْبَكُمْ-(ذنوب+كم)-তোমাদের গুনাহসমূহ ; وَ-এবং ; يُدْخِلْكُمْ-(يدخل+كم)-তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন ; جَنّٰتٍ-এমন এক জান্নাতে ; تَجْرِىْ-বহমান রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-যার তলদেশ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ-নহরসমূহ ; وَ-আর ; مَسٰكِنَ-(রয়েছে) বাসগৃহসমূহ ; طَيِّبَةً-মনোরম ; فِىْ جَنّٰتِ-সেই জান্নাতে ; عَدْنٍ-চিরস্থায়ী ; ذٰلِكَ-এটাই ; الْفَوْزُ-সফলতা ; الْعَظِيْمُ-মহা। ⑫ وَ-আর ; اُخْرٰى-(রয়েছে) অপর একটি জিনিস ; تُحِبُّوْنَهَا-(تحبون+ها)-যা তোমরা পছন্দ করো ; نَصْرٌ-(তা হলো) সাহায্য ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; فَتْحٌ-বিজয় ; قَرِيْبٌ-নিকটবর্তী ;

১৬. অর্থাৎ জিহাদ করো দীনের দুশমনদের সাথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে। ইমাম রাযী বলেছেন, জিহাদ তিন প্রকার—

এক ঃ নিজের নফসের সাথে জিহাদ করা তথা নিজের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির পূজা থেকে মনকে বিরত রাখা।

দুই ঃ অন্যান্য সৃষ্টিজগতের সাথে জিহাদ করা। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের কাছে কিছু পাওয়ার লোভ-লালসা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

তিন ঃ আল্লাহর দুশমনদের সাথে জিহাদ করা। অর্থাৎ আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জান-মাল কুরবানী করা। (কাবীর)

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ⑭ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ

আর (হে নবী) আপনি মু'মিনদেরকে (এ) সুসংবাদ দিয়ে দিন। ১৪. হে যারা ঈমান এনেছো তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর সাহায্যকারী, যেমন বলেছিলেন

عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ قَالَ

হাওয়ারীদেরকে[১৯] মারইয়াম-পুত্র ঈসা—"আল্লাহর দিকে (ডাকার কাজে) কে হবে আমার সাহায্যকারী ?" (তখন) বললো

الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَ

হাওয়ারীরা—"আমরাই হবো আল্লাহর সাহায্যকারী[২০] অতঃপর ঈমান আনলো বনী ইসরাঈল থেকে একটি দল এবং

وَ-আর (হে নবী) ; بَشِّرِ-আপনি (এ) সুসংবাদ দিন ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদেরকে। ⑭ يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; كُوْنُوْٓا-তোমরা হয়ে যাও ; اَنْصَارَ - সাহায্যকারী ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; كَمَا-যেমন ; قَالَ-বলেছিলেন ; عِيْسَى-ঈসা ; ابْنُ ; مَرْيَمَ-মারইয়ামের পুত্র ; لِلْحَوَارِيّٖنَ-হাওয়ারীদেরকে ; مَنْ-কে হবে ; اَنْصَارِيْٓ-আমার সাহায্যকারী ; اِلَى-(ডাকার কাজে) দিকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; قَالَ-(তখন) বললো ; الْحَوَارِيُّوْنَ-হাওয়ারীরা ; نَحْنُ-আমরাই হবো ; اَنْصَارُ-সাহায্যকারী ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَاٰمَنَتْ-(ف+امنت)-অতঃপর ঈমান আনলো ; طَّآئِفَةٌ-একটি দল ; مِّنْ-থেকে ; بَنِيْٓ ; اِسْرَآءِيْلَ-বনী ইসরাঈলের ; وَ-এবং ;

১৭. আল্লাহর সাথে কৃত ব্যবসায়ের আসল মুনাফা হলো—প্রথমত, আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া। দ্বিতীয়ত, গুনাহসমূহ মাফ হওয়া। তৃতীয়ত, চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত লাভ করা। এখানে পরকালের জীবনে যে ফল পাওয়া যাবে তা আগে উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, মু'মিনের কাম্য হওয়া উচিত পরকালের সফলতা।

১৮. অর্থাৎ তোমাদের জন্য দুনিয়ার জীবনেও রয়েছে একটি বড় নিয়ামত, যা তোমাদের একান্ত পছন্দ। আর তা হলো আল্লাহর সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়।

এখানে 'নিকটবর্তী বিজয়' দ্বারা তখনকার সময় মক্কা বিজয় বুঝানো হলেও এর দ্বারা পরবর্তীকালের যে কোনো বিজয় হতে পারে। কারণ হক ও বাতিলের সংঘর্ষ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। সুতরাং এর দ্বারা দুনিয়ার যে কোনো স্থানে মু'মিনদের বিজয় সংঘটিত হবে, তাও উদ্দেশ্য হতে পারে।

كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝

কুফরী করলো একটি দল ; অবশেষে আমি সাহায্য করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিলো তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে ফলে তারাই হলো বিজয়ী[২১]।

كَفَرَتْ-কুফরী করলো ; طَّآئِفَةٌ-একটি দল ; فَأَيَّدْنَا-অবশেষে আমি সাহায্য করলাম ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছিলো ; عَلٰى-বিরুদ্ধে ; عَدُوِّهِمْ -তাদের দুশমনদের ; فَأَصْبَحُوْا-(ف+اصبحوا)-ফলে তারাই হলো ; ظٰهِرِيْنَ-বিজয়ী।

১৯. 'হাওয়ারী' হলো ঈসা আ.-এর নির্বাচিত শিষ্যমণ্ডলী। এরাই সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলো। তাঁরা সংখ্যায় ছিলো ১২ (বার) জন। 'হাওয়ারী' শব্দটি 'হুর' শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'হুর' শব্দের অর্থ নির্ভেজাল সাদা'। (জালালাইন)

২০. 'আল্লাহর সাহায্যকারী' দ্বারা এমন কথা বুঝানো হয়নি যে, আল্লাহ কোনো ব্যাপারে তাঁর বান্দাহ বা তাঁর কোনো সৃষ্টির মুখাপেক্ষী। (নাউযুবিল্লাহ)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপ্রতিরোধ্য শক্তি দ্বারা কোনো বান্দাকে বাধ্যতা মূলকভাবে ঈমানদার ও দীনের অনুগত বানান না ; বরং যে সীমিত ক্ষেত্রে বান্দাহকে কুফর বা ঈমান এবং আনুগত্য বা নাফরমানীর স্বাধীনতা তিনি দিয়েছেন, সেসব ক্ষেত্রে বান্দাহকে ঈমানদার ও দীনের অনুগত বানানোর জন্য নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের সাহায্যে উপদেশ, নসীহত, শিক্ষাদান এবং বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার পথ অবলম্বন করেন। যারা স্বেচ্ছায় নিজের আগ্রহে তা গ্রহণ করবে তারা মু'মিন ; যারা তা কাজে পরিণত করে তারা মুসলিম, অনুগত বান্দাহ ও আবিদ ; যারা আল্লাহকে ভয় করে সৎকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করে তারা মুত্তাকী ; সৎকর্মে অগ্রগামীরা মুহসিন। আর যারা নবী-রাসূলের শিক্ষানুসারে নিজের জীবন গড়ার সাথে সাথে আল্লাহর বান্দাহদের এ পথে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে এবং পাপাচারের স্থলে আল্লাহর আনুগত্যের বিধান কায়েমের জন্য নিরন্তর কাজ করে যায় আল্লাহ তাদেরকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর সাহায্যকারী বলে অভিহিত করেছেন।

২১. ঈসা আ.-কে যখন আসমানে তুলে নেয়া হলো, তখন তাঁর উম্মত তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেলো। একদল বললো—তিনি আল্লাহ ছিলেন, তাই তিনি আসমানে উঠে গেছেন। দ্বিতীয় দল বললো—তিনি আল্লাহর পুত্র ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। তৃতীয় দল বললো—তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ছিলেন, আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। এ তৃতীয় দলটি ছিলো প্রকৃত মু'মিন। প্রথম দুটো দল ছিলো কাফির। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মু'মিন দলটির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। মু'মিন দলটিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো। শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর আগমন পর্যন্ত তারা নির্যাতিত ও নির্বাসিত ছিলো। অতঃপর তারা কাফিরদের ওপর বিজয়ী হলো। (কাবীর)

আল্লামা মওদূদী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—ঈসা আ.-এর প্রতি ঈমান এনেছে খৃস্টান ও মুসলমানরা, আর ইয়াহুদীরা তাঁর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে। আর আল্লাহ উভয় জাতিকে ঈসা মসীহর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকারকারী লোকদের ওপর বিজয়ী করেছেন। একথাটি আল্লাহ এখানে এজন্য বলেছেন, যাতে মুসলমান বুঝতে পারে যে, অতীতে যেভাবে ঈসা আ.-এর প্রতি ঈমানদার লোকেরা তাঁকে অস্বীকারকারী লোকদের ওপর বিজয়ী হয়েছিলো, ঠিক তেমনি শেষ নবীর প্রতি ঈমানদার লোকেরাও তাঁকে অমান্যকারী লোকদের ওপর বিজয়ী হবে। (তাফহীম)

২য় রুকূ' (১০-১৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. একজন ব্যবসায়ী যেমন তার ব্যবসায়ে নিজের পুঁজি, শ্রম, মেধা ও যোগ্যতা বিনিয়োগ করে, ঠিক তেমনি আমাদেরকে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির লক্ষ্যে সবকিছু বিনিয়োগ করতে হবে।

২. আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের জান-মাল সবই জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রিত সুতরাং জান-মাল আল্লাহর পথে ছাড়া অন্যত্র ব্যয় করার কোনো অধিকার আমাদের নেই।

৩. আমাদের জান-মাল আল্লাহর নিকট বিক্রিত হলেও আল্লাহ আমাদের কাছেই রেখে দিয়েছেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. আল্লাহর কাছে বিক্রিত আমাদের জান-মাল তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যয় করলেই তাঁর বিনিময়-মূল্য হিসেবে আখিরাতে চিরস্থায়ী জান্নাত পাওয়া যাবে।

৫. আল্লাহর নির্দেশিত পথে তাঁরই দেয়া জান-মাল ব্যয় করতে গিয়ে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যাবে, তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন, তা-ও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।

৬. আখিরাতে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত লাভ করতে পারাই মানব জীবনের একমাত্র ও সবচেয়ে উত্তম সফলতা।

৭. আখিরাতে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত লাভে ব্যর্থ হওয়াই মানব জীবনের চূড়ান্ত ব্যর্থতা।

৮. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর পথে তাঁরই দেয়া জান-মাল দ্বারা জিহাদ করার ফলে দুনিয়াতেও আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ হবে।

৯. দুনিয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় লাভ করা এবং আখিরাতে তাঁর ক্ষমা ও জান্নাত লাভ করার বিকল্প আর কোনো পথ নেই। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিনদের জন্য সর্বোত্তম সুসংবাদ।

১০. আল্লাহ প্রদত্ত সুসংবাদ অনুসারে যারা ঈমান ও জিহাদকে নিজেদের জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেবে, তারাই আল্লাহর সাহায্যকারী বলে গণ্য হবে।

১১. আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা রত আছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন—এটা আল্লাহরই ওয়াদা।

১২. অতীতের নবী-রাসূলদের জীবনে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং ঈমান ও জিহাদের পথেই আমাদেরকে চলতে হবে—এটাই একমাত্র পথ।

নামকরণ

সূরার নবম আয়াতে উল্লিখিত আল জুমু'আহ শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আল জুমু'আহ শব্দ দ্বারা জুমু'আর নামায বুঝানো হয়েছে, এতে জুমু'আর নামাযের কিছু বিধি-বিধান বর্ণিত হলেও শব্দটি সূরার সামষ্টিক শিরোনাম নয়। অন্যান্য সূরার মতো পরিচয় হিসেবে নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। (তাফহীম, সাফওয়া)

নাযিলের সময়কাল

আবু হুরায়রা রা. এবং ইবনে সায়াদের বর্ণনা অনুসারে ৭ম হিজরীতে ইয়াহুদীদের প্রাণকেন্দ্র খায়বার বিজয়ের পর এ সূরার প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। খায়বার বিজয়ে ইয়াহুদীদের বসতিগুলো যখন ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হয়ে গিয়েছিলো তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্বোধন করে সূরার প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন।

সূরার দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতসমূহ হিজরতের পর পরই নাযিল হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. যখন হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হয়ে প্রথম দিনেই জুমু'আর নামায কায়েম করেন। আর এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জুমু'আর নামায ধারাবাহিকভাবে শুরু হওয়ার পর তাদেরকে জুমু'আর নামায তথা দীনী সভা-সম্মেলনের রীতিনীতি ও আদব-কায়দা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই সূরার দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতসমূহ নাযিল করা হয়েছে। (তাফহীম)

আলোচ্য বিষয়

আগেই বলা হয়েছে যে, সূরার প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ ইয়াহুদীদের সম্বোধন করে নাযিল হয়েছে। ইয়াহুদীরা ছিলো আরব উপদ্বীপে 'দাওয়াতে ইসলামী'র বাধাদান-কারী একটি শক্তি। কিন্তু মুসলমানদের হাতে তাদের যখন চূড়ান্তভাবে পতন হয়, তখন তারা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলতে হতো। তখন তাদেরকে সম্বোধন করে সূরার প্রথম রুকূ'তে তিনটি কথা বলা হয়েছে ঃ

এক ঃ ইয়াহুদীরাও রাসূলুল্লাহ সা.-এর আগমনের অপেক্ষায় ছিলো। কারণ তাওরাতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তবে তাদের ধারণা ছিলো, তিনি তাদের মধ্যে তথা বনী ইসরাঈলের মধ্যে আসবেন ; কিন্তু যখন তাদের ধারণার বিপরীত তিনি বনী ইসমাঈল—তাদের ভাষায় উম্মীদের মধ্য থেকে আসলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসলো—শুধু তাই নয়, তারা অন্যান্য লোককেও তাঁর

রিসালাতকে অস্বীকার করতে উৎসাহ দিতে লাগলো এবং বিভিন্নভাবে বাধা দিতে লাগলো। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতসমূহে ইরশাদ করেন যে, নবুওয়াত হলো আল্লাহ তা'আলার দয়ার দান। তিনি যাকে চান তাকেই তিনি তা দান করেন। এটা কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার নয়।

দুই ঃ দ্বিতীয়ত, বলা হয়েছে যে, ইয়াহুদী জাতিকে তাওরাত দিয়ে তার বিধি-বিধান মেনে চলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা তাওরাত থেকে কোনো ফায়েদা লাভ করতে পারেনি। তাদের অবস্থা সেই গাধার মতো যার পিঠে কিতাব বহন করা হয় ; কিন্তু তা থেকে গাধা কিছুমাত্র উপকার লাভে সমর্থ হয় না। আর ইয়াহুদীদের জ্ঞানবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তারা আসমানী কিতাব থেকে লাভবান হতে পারছে না। সুতরাং তারা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট।

তিন ঃ রুকূ'র শেষ দিকে তাদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের দাবি অনুসারে তোমরা যদি আল্লাহর 'আওলিয়া' বা প্রিয় বন্ধু হয়ে থাকো, তাহলে তাঁর সাথে হওয়া সাক্ষাত লাভের জন্য তোমরা মৃত্যু কামনা করো। কারণ মৃত্যু ছাড়া আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভের বিকল্প পথ নেই। আর আল্লাহর প্রিয় বন্ধুগণ তাঁর সাক্ষাত লাভের জন্য সর্বদা উদগ্রীব থাকে। আসলে তোমরা নিজেরাই জানো যে, তোমাদের দাবি সত্য নয়। আর জানো বলেই তোমরা মৃত্যুকে ভয় পাও।

(তাফহীম, যিলাল, সাফওয়া)

সূরার শেষ রুকূ'তে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, যখন তোমরা জুমু'আর জন্য মুয়াযযিনের আযান বা আহ্বান শুনতে পাও তখনই তোমরা তোমাদের বেচাকেনা ছেড়ে দিয়ে এবং জীবনের অন্যসব কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে মাসজিদের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও। (সাফওয়া, রুহুল কুরআন, যিলাল, তাফহীম)

❒

① يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ

১. যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে—যিনি একমাত্র অধিপতি, অতি পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী

الْحَكِيْمِ ② هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ

প্রজ্ঞাময়[১]। ২. তিনিই সেই সত্তা যিনি উম্মীদের[২] মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান এবং

①يُسَبِّحُ-সবকিছুই পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; مَا-যা কিছু আছে; فِى السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে ; الْمَلِكِ-একমাত্র অধিপতি ; الْقُدُّوْسِ-অতি পবিত্র ; الْعَزِيْزِ-মহাপরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمِ-প্রজ্ঞাময়।②هُوَ-তিনিই ; الَّذِىْ-সেই সত্তা যিনি ; بَعَثَ-পাঠিয়েছেন ; فِى-মধ্যে ; الْاُمِّيّٖنَ-উম্মীদের ; رَسُوْلًا-একজনকে রাসূল হিসেবে ; مِّنْهُمْ-(من+هم)-তাদেরই মধ্য থেকে ; يَتْلُوْا-যিনি পাঠ করে শোনান ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; اٰيٰتِهٖ-তাঁর আয়াত-সমূহ ; وَ-এবং ;

১. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি বস্তু আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে এবং সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার অপূর্ণতা ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। ইয়াহুদীরা তাদের বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে যে বিশ্বাস বদ্ধমূল করে রেখেছে যে, মূসা আ. কর্তৃক প্রদত্ত শেষ নবী আগমনের সুসংবাদ অনুসারে তিনি বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে আসবেন—এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা কারো আত্মীয় নন। তিনি পক্ষপাতিত্বের দুর্বলতা থেকে পবিত্র। কোনো জাতি-গোষ্ঠী তাঁর এমন প্রিয়পাত্র নয় যে, তারা যাই করুক না কেনো তাঁর দয়া-অনুগ্রহ তাদের জন্যই বর্ষিত হতে থাকবে। আর কোনো জাতি-গোষ্ঠীর সাথে তার এমন কোনো শত্রুতা নেই যে, তাদের মধ্যে সব রকমের সদগুণ থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁর দয়া-অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকবে। তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়—তিনি যাকে চান তাঁর রিসালাতের জন্য মনোনীত করবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ ও বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্ত। তাঁর সিদ্ধান্ত সকল প্রকার ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত। তিনি মহাপবিত্র, তাই তিনি পক্ষপাতিত্ব থেকেও মুক্ত। তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের শক্তি কারো নেই।

يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝

তাদেরকে পবিত্র-সুসভ্য করেন, আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদান করেন,[৩] যদিও তারা ইতোপূর্বে ছিলো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত[৪]।

يُزَكِّيْهِمْ-(يزكى+هم)-তাদেরকে পবিত্র-সুসভ্য করেন ; وَ-আর ; يُعَلِّمُهُمُ-(يعلم+هم)-তাদেরকে শিক্ষা দান করেন ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; وَ-ও ; الْحِكْمَةَ-হিকমত ; وَإِنْ-(و+ان)-যদিও ; كَانُوْا-তারা ছিলো ; مِنْ قَبْلُ-ইতোপূর্বে ; لَفِيْ ضَلٰلٍ-পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট।

২. উম্মী (امى) অর্থ লেখাপড়া না জানা লোক। এখানে আরব জাতিকে 'উম্মী' বলা হয়েছে। কারণ তাদের অধিকাংশ লোকই লেখাপড়া জানতো না। রাসূলুল্লাহ সা. নিজের অঙুলীর নির্দেশে বলেছেন—মাস এ রকম এ রকম হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি বলেছেন, 'আমরা হলাম উম্মী জাতি, হিসাবও জানি না, লিখতেও জানি না'। যারা লেখাপড়া জানে না তাদেরকে উম্মী বলা হয়েছে—'উম' বা মায়ের উদর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে। কারণ লেখা পড়া পরিশ্রম করেই শিখতে হয়। (যিলাল)

'উম্মী' দ্বারা অ-ইসরাঈলীও হতে পারে, কারণ ইয়াহূদীরা অ-ইসরাঈলী মানুষদেরকে তাদের পরিভাষায় উম্মী বলতো। সূরা আলে ইমরানের ৭৫ আয়াতে বলা হয়েছে—"এটা (তাদের অবিশ্বাস পরায়ণ) এজন্য যে, তারা বলতো উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।"

অ-ইয়াহূদী বা অ-ইসরাঈলী সমাজকেও 'উম্মী' বলা হয়। (যিলাল)

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, যাদের প্রতি কোনো কিতাব নাযিল হয়নি এবং যাদের মধ্যে কোনো নবীও আসেনি তাদেরকে উম্মী বলা হয়েছে। (কাবীর)

৩. আল্লাহ তা'আলা রাসূলের গুণাবলী ও পরিচিতি সম্পর্কে বলছেন যে, রাসূল সা. তাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) আয়াত শোনান, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুগঠিত করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।

তাদেরকে পবিত্র সুসভ্য করেন অর্থ তাদেরকে কুফর, শিরক ও গুনাহ থেকে মুক্ত করেন। এর অর্থ ঈমান দ্বারা তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে দেন।
(কাবীর, ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া)

কিতাব শিক্ষা দেয়ার অর্থ কুরআন শিক্ষা দেন, আর হিকমাত অর্থ রাসূলের সুন্নাহ ও কুরআনী বিধান। (সাফওয়া, ফাতহুল কাদির)

এখানে উল্লিখিত রাসূলের চারটি গুণাবলী প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল। কারণ অতীতের রাসূলগণের কাজও ছিলো এ চারটি। এ সুস্পষ্ট প্রমাণগুলো

③وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ

৩. আর (এ রাসূলকে পাঠানো হয়েছে) তাদের অন্য লোকদের জন্যও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি[৫]; আর তিনি (আল্লাহ) মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়[৬]। ৪. এটা আল্লাহর অনুগ্রহ—

③وَ-আর (এ রাসূলকে পাঠানো হয়েছে) ; اٰخَرِيْنَ-অন্য লোকদের জন্যও ; مِنْهُمْ-তাদের ; لَمَّا يَلْحَقُوْا-যারা এখনো মিলিত হয়নি ; بِهِمْ-(ب+هم)-তাদের সাথে ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি (আল্লাহ) ; الْعَزِيْزُ-মহাপরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়। ④ذٰلِكَ-এটা ; فَضْلُ-অনুগ্রহ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

থাকা সত্ত্বেও ইয়াহুদীরা রাসূলকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে শুধুমাত্র এজন্য যে, তিনি এমন এক জাতির মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন, যাদেরকে তারা 'উম্মী' বলে অবজ্ঞা করে। এটা নিঃসন্দেহে তাদের হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়। (তাফহীম)

৪. অর্থাৎ এ নবীর আগমনের আগে এ জাতি (আরব জাতি) সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় ডুবে ছিলো।

উল্লিখিত কথা দ্বারা মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণ ইয়াহুদীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। ইয়াহুদীদের শত শত বছর ধরে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবদের পাশাপাশি বসবাস করে আসছিলো। তারা আরবদের ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে সুপরিচিত ছিলো। আরবদের জীবনের কোনো একটি দিকও তাদের নিকট গোপন ছিলো না। সেদিকে ইংগীত করে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সা.-এর নেতৃত্বে আরবদের জীবনে যে আমূল পরিবর্তন এসেছে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তোমরা ইয়াহুদীরা। ইসলাম গ্রহণের আগে আরবদের জীবন-যাত্রা কিরূপ ছিলো, আর ইসলাম গ্রহণের পর তাদের মধ্যে যে আমূল পরিবর্তন এসেছে তা তোমাদের সামনে আছে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের জীবনও তোমাদের সামনে রয়েছে। আরবদের জীবনে এ পরিবর্তন সাধন একজন সত্যিকার রাসূলের অবদান ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, এটা বুঝতে তোমাদের কষ্ট হওয়ার কথা নয়। সুতরাং তোমরা মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করতে পারো না। (তাফহীম)

৫. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত ও রিসালাত শুধুমাত্র আরবদের জন্যই নির্ধারিত নয়, বরং দুনিয়ার সেসব জাতি-গোষ্ঠী যারা এখন পর্যন্ত ঈমানদার লোকদের সাথে ঈমানের ভিত্তিতে মিলিত হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যতো লোক ঈমানের ভিত্তিতে মু'মিনদের দলভুক্ত হবে, তাদের জন্যও মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত ও রিসালাত নির্ধারিত। এ আয়াত সেসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যেসব আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে—মুহাম্মাদ সা. সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং চিরকালের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরিত। (তাফহীম)

يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝٤ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ

তিনি যাকে চান তাকে তা দান করেন ; আর আল্লাহ তো সুমহান করুণার অধিকারী।
৫. যাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিলো,

ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ

অতঃপর তারা তা বহন (আমল) করেনি[৭], তাদের উদাহরণ সেই গাধার মতো[৮], যে বই-পুস্তক বহন করে ; কতোই না নিকৃষ্ট সেই জাতির উপমা যারা

يُؤْتِيهِ-(يؤتى+ه)- তিনি তা দান করেন ; مَنْ-যাকে, তাকে ; يَشَاءُ-চান ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ তো ; ذُو-অধিকারী ; الْفَضْلِ-করুণার ; الْعَظِيمِ-সুমহান। ⑤ مَثَلُ- উদাহরণ ; الَّذِينَ-তাদের, যাদেরকে ; حُمِّلُوا-বাহক বানানো হয়েছিলো ; التَّوْرَاةَ- তাওরাতের ; ثُمَّ-অতঃপর ; لَمْ يَحْمِلُوهَا-তারা তা বহন (আমল) করেনি ; كَمَثَلِ- মতো ; الْحِمَارِ-সেই গাধার ; يَحْمِلُ-যে বহন করে ; أَسْفَارًا-বই-পুস্তক ; بِئْسَ- কতোই না নিকৃষ্ট ; مَثَلُ-উপমা ; الْقَوْمِ-সেই জাতির ; الَّذِينَ-যারা ;

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শক্তি-ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার কারণেই এটা সংঘটিত হয়েছে যে, একটি উম্মী জাতির মধ্য থেকে তিনি এমন একজন নবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যার শিক্ষা ও আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষ দুনিয়াতে আসবে সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। এটা মুহাম্মাদ সা. এবং তাঁর আনীত দীন ইসলামের সত্যতার পক্ষে এক জোরালো প্রমাণ।

৭. অর্থাৎ যে লোকের ওপর তাওরাতের বিধিবিধান ও শিক্ষা মেনে চলা এবং তা প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, তারা সে দায়িত্ব পালন করেনি। বিশেষ করে তাওরাতে মুহাম্মাদ সা.-এর আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং তাঁর আগমনের পর তাঁর অনুসরণের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা-ও তারা মানেনি। বরং তাওরাতের ধারক-বাহক হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের সাথে তারাও দুশমনী করেছে। তাদের উদাহরণ সেই গাধার মতো, যার পিঠে কিতাবের বোঝা বহন করা হয়েছে ; কিন্তু সেই কিতাব থেকে গাধা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। গাধার জ্ঞানার্জনের কোনো ক্ষমতা নেই, কিন্তু তাদের মধ্যে কিতাবের জ্ঞান লাভের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা তা থেকে বিরত রয়েছে। অতএব তারা গাধা থেকেও অধম ও নিকৃষ্ট। (সাফওয়া, কুরতুবী)

৮. অর্থাৎ গাধার পিঠে বই-পুস্তকের বোঝা চাপানো হলে যেমন গাধা বুঝতে পারে না বই-পুস্তকে কি বিষয় রয়েছে ; তেমনি তাওরাতের বাহক ইয়াহুদীরাও তাওরাতের বিধি-বিধান মেনে নেয়নি।

كَذَّبُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا

আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে[৯] ; আর আল্লাহ যালিম জাতিকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ৬. (হে নবী !) আপনি বলুন, "হে যারা ইয়াহুদী হয়ে গেছো[১০]

اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاۗءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ

যদি তোমরা মনে করো যে, তোমরাই আল্লাহর প্রিয় বন্ধু[১১] অন্যসব মানুষ ছাড়া, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা হয়ে থাকো

كَذَّبُوْا-মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; بِاٰيٰتِ-আয়াতকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; اللّٰهُ - আল্লাহ ; لَا يَهْدِى-সৎপথে পরিচালিত করেন না ; الْقَوْمَ-জাতিকে ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিম। قُلْ ۝-(হে নবী!) আপনি বলুন ; يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; هَادُوْٓا-ইয়াহুদী হয়ে গেছো ; اِنْ-যদি ; زَعَمْتُمْ-তোমরা মনে করো ; اَنَّكُمْ-(ان+كم)-যে, তোমরাই ; اَوْلِيَاۗءُ-প্রিয় বন্ধু ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া ; النَّاسِ-অন্যসব মানুষ ; فَتَمَنَّوُا-(ف+تمنوا)-তবে তোমরা কামনা করো ; الْمَوْتَ-মৃত্যু ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ - তোমরা হয়ে থাকো ;

৯. অর্থাৎ গাধার উদাহরণ দেয়া হলেও তারা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা গাধা বোধশক্তিহীন প্রাণী ; আর তারা মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত জীবনবিধান ইসলাম থেকে জেনে বুঝে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তারা জ্ঞানপাপী। স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে মিথ্যা বলার অপরাধে তারা অপরাধী।

১০. অর্থাৎ 'হে যারা মূসা আ.-এর প্রচারিত দীন ইসলাম ত্যাগ করে ইয়াহুদীবাদ গ্রহণ করেছো।' ইয়াহুদীদেরকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এজন্য যে, সকল নবী-রাসূলের প্রচারিত দীন ছিলো ইসলাম। মূসা আ.-এর প্রচারিত দীনও ইসলাম ছিলো। নবী-রাসূলদের কেউ ইয়াহুদী ছিলেন না। পরবর্তীকালে ইয়াকূব আ.-এর চতুর্থ পুত্র ইয়াহুদার সাথে সম্পর্কিত করে এ ধর্মের নাম ইয়াহুদী রাখা হয়। এটা ছিলো ইয়াহুদী রাব্বী ও আহবার তথা পাদ্রী-পুরোহিতদের মনগড়া মতবাদ। শত বছর ধরে তারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যেসব আকীদা-বিশ্বাস, রসম-রেওয়াজ মেনে আসছিলো সেগুলোই হলো ইয়াহুদী ধর্মের মূলনীতি। ঈসা আ.-এর জন্মের চার বছর আগে থেকে নিয়ে পঞ্চম খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এ মনগড়া ধর্ম গঠন হতে থাকে। এতে আল্লাহর নবী-রাসূলদের নিয়ে আসা হিদায়াতের নিতান্ত স্বল্প উপকরণই শামিল আছে। তা-ও আবার বিকৃত অবস্থায় এতে শামিল হয়েছে। আর এজন্যই কুরআন মাজীদে তাদেরকে 'হে ইয়াহুদীগণ' না বলে 'হে যারা ইয়াহুদী হয়ে গেছো' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। (তাফহীম)

صٰدِقِيْنَ ۝٧ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

সত্যবাদীদের শামিল[১২]।" ৭. কিন্তু তারা কখনও তা কামনা করবে না—তাদের হাত আগে যা কামাই করে পাঠিয়েছে[১৩] সে কারণে ; আর আল্লাহ এ যালিমদের সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত।

صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদীদের শামিল।⑦ وَ-কিন্তু ; لَا يَتَمَنَّوْنَهٗ-(لا+يتمنون+ه)-তারা তা কামনা করবে না ; اَبَدًا-কখনো ; بِمَا-সেই কারণে যা ; قَدَّمَتْ-আগে কামাই করে পাঠিয়েছে ; اَيْدِيْهِمْ-(ايدى+هم)-তাদের হাত ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-ভালোভাবেই অবগত ; بِالظّٰلِمِيْنَ-(ب+ال+ظلمين)-এ যালিমদের সম্পর্কে।

১১. অর্থাৎ তোমরা যদি অন্যসব লোকদের বাদ দিয়ে নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করে থাকো, তাহলে তোমরা নিজেদের মৃত্যু কামনা করো। কারণ মৃত্যু ছাড়া তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিকল্প পথ নেই। আর আল্লাহর প্রিয়পাত্র হলে তো তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তোমাদের উদগ্রীব থাকাই স্বাভাবিক।

এখানে ইয়াহুদী জাতির আত্মঅহংকার ও অহমিকার প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত ও বাছাইকৃত সম্প্রদায় বলে দাবি করতো এবং আল্লাহর বন্ধুত্ব ও বিশেষ দয়ার হকদার মনে করতো। তারা কখনো বলতো—"আমরা আল্লাহর বরপুত্র ও প্রিয়পাত্র।" (সূরা মায়েদা ঃ ১৮) কখনো বলতো—'ইয়াহুদী ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ১১১) আবার কখনো বলতো—"দিন কতক ছাড়া আমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না।"(সূরা আলে ইমরান ঃ ২৪)। (রুহুল কুরআন, তাফহীম)

১২. অর্থাৎ তোমরা যদি তোমাদের আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে নিজেদের মৃত্যু কামনা করো ; কিন্তু তারা কখনো জীবন দিতে রাজী নয়। তারা এটা জানতো যে, মুহাম্মাদ সা. সত্য নবী ; মৃত্যু কামনা করলেই তাদের মৃত্যু হয়ে যেতো। হাদীসে আছে—রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—"সেই আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, মৃত্যু কামনা করলে কোনো ইয়াহুদী না মরে দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতো না।" (রুহুল মাআনী)

ইয়াহুদীদের প্রয়োজন ছিলো দুনিয়ার বুকে যেনোতেনোভাবে বেঁচে থাকা। কারণ তারা জানতো—যেসব অপকর্ম তারা করেছে, মৃত্যুর পর তাদেরকে সেজন্য কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। সে কারণে তারা না আল্লাহর পথে, না নিজেদের জাতির জন্য, আর না নিজেদের জান-মাল ও ইয্যত-আবরু রক্ষার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলো। তারা মুশরিকদের চেয়েও বেশী কোনো না কোনোভাবে বেঁচে থাকতে লালায়িত ছিলো। তারা কেউ কেউ হাজার হাজার বছর বাঁচার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করতো ; কিন্তু কোনো দীর্ঘ হায়াত-ই তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা

৮ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ

৮. আপনি বলে দিন—"সেই মৃত্যু যা থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ অবশেষে তা অবশ্যই নিশ্চিত তোমাদের সাথে সাক্ষাতকারী, অতঃপর তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে সেই সর্বজ্ঞের সামনে (যিনি জানেন) অদৃশ্য

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

ও দৃশ্য সবই, তখন তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে সেসব সম্পর্কে, যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে।

৮ قُلْ-আপনি বলে দিন ; إِنَّ-নিশ্চিত ; الْمَوْتَ-সেই মৃত্যু ; الَّذِي-যা ; تَفِرُّونَ-তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ ; مِنْهُ-যা থেকে ; فَإِنَّهُ-অবশেষে তা অবশ্যই ; مُلَاقِيكُمْ-(ملقى+كم)- তোমাদের সাথে সাক্ষাতকারী ; ثُمَّ-অতঃপর ; تُرَدُّونَ-তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে; إِلَىٰ-সামনে ; عَالِمِ-সেই সর্বজ্ঞের ; الْغَيْبِ-(যিনি জানেন) অদৃশ্য ; وَ-ও ; الشَّهَادَةِ-দৃশ্য সবই ; فَيُنَبِّئُكُمْ-(ف+ينبؤا+كم)-তখন তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে ; بِمَا-সেসব সম্পর্কে যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা (দুনিয়াতে) করতে।

করতে পারবে না ; কারণ তাদের সমস্ত কৃতকর্মই আল্লাহর দৃষ্টিতে আছে। মৃত্যু ভয়ই ইয়াহুদীদেরকে ভীরু ও কাপুরুষে পরিণত করেছিলো, যার ফলে মদীনা ও খায়রাজে মুসলমানদের চেয়ে তাদের সংখ্যাধিক্য থাকা এবং মুশরিক ও মুনাফিকদের সক্রিয় সাহায্য থাকা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়েছিলো এবং আরব ভূমিতে তাদের শক্তি চূড়ান্তভাবেই চূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। অপরদিকে মুসলমানরা আল্লাহর পথে জীবন দিতে অন্তরের গভীর থেকে কামনা করতো এবং মরণপণ যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিলো, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করছে এবং তাদের এ বিশ্বাসও দৃঢ় ছিলো যে, এ পথে শাহাদাত বরণকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

১৩. ইয়াহুদীদের অপকর্মের খতিয়ান অনেক বড়। যে জন্য তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। তারা আল্লাহর কিতাব তাওরাতে নিজেদের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করেছে। তাওরাতের যে বিধান তাদের মনঃপূত নয়, তা তারা গোপন করেছে। তাওরাতের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াতকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। তারা অনেক নবী-রাসূলকে হত্যা করেছে। এসব অপকর্মের জন্য নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কে তাদের ভালো করেই জানা আছে, এজন্যই তারা মৃত্যু থেকে পালিয়ে থাকতে চাইবেন। (কাবীর, ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া)

১ম রুকূ' (১-৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার অপূর্ণতা ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত। আসমান-যমীনের সবকিছুই সার্বক্ষণিক তাঁর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে।

২. আল্লাহ তা'আলা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাদশাহ। তাঁর সিদ্ধান্তের বিপক্ষে দাঁড়ানোর ক্ষমতা কারো নেই।

৩. আল্লাহ সকল প্রকার দোষ থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ সর্বাধিক ন্যায়-ইনসাফ ও যুক্তির ভিত্তিতে যথার্থ।

৪. আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী। তাই তিনি শক্তিবলে তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সক্ষম।

৫. আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়। সুতরাং তাঁর চেয়ে জ্ঞানময় ও যথার্থ সিদ্ধান্ত আর কেউ গ্রহণ করতে সক্ষম নয়।

৬. উম্মীদের মধ্য থেকে তাদেরই মধ্যে রাসূল পাঠানোর এ সিদ্ধান্ত তাঁর পরাক্রম ও প্রজ্ঞারই পরিচায়ক।

৭. নবী-রাসূলদের কাজ ছিলো মানুষকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনানো, মানুষের জীবনকে কলুষ-কালিমা থেকে মুক্ত করে তাদেরকে পবিত্র ও সুসভ্য বানানো।

৮. মানুষকে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান দান করা এবং সত্যকে চেনার সঠিক বুদ্ধি, যুক্তি ও কৌশল শিক্ষা দান করাও নবী-রাসূলদের কাজ।

৯. নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের প্রদর্শিত পথ ছাড়া অন্য সকল পথই পথভ্রষ্টতা।

১০. মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত জীবনব্যবস্থা ইসলাম শুধুমাত্র তাঁর সময়কালের আরববাসীদের জন্যই ছিলো না, বরং তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত কালের সকল মানুষের জন্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা।

১১. পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

১২. নবুওয়াত-রিসালাত দান মানব জাতির জন্য আল্লাহর এক মহান অনুগ্রহ। তিনিই এ অনুগ্রহ দানের মালিক, তাই তিনি যাকে চান, তা দান করেন।

১৩. মূসা আ.-কে নবুওয়াত দিয়ে এবং তাওরাত কিতাব দিয়ে বনী-ইসরাঈলের মুক্তির জন্য ফিরআউনের নিকট পাঠানো হয়েছিলো ; কিন্তু তারা তাওরাতের বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করেনি।

১৪. তাওরাতের সাথে বনী ইসরাঈল নিকৃষ্ট প্রাণী গাধার ভূমিকা পালন করেছে। তাদের অনেকে আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

১৫. মুহাম্মাদ সা.-কে সর্বশেষ রাসূল হিসেবে মেনে নিয়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ তাওরাতেই রয়েছে ; কিন্তু তারা তা অমান্য করেছে।

১৬. সকল নবী-রাসূলের মতো মূসা আ.-এর প্রচারিত দীনও ছিলো ইসলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও বনী ইসরাঈল মূসা আ.-এর পরবর্তীকালে নিজেদেরকে ইয়াহুদী বানিয়ে নিয়েছিলো।

১৭. তাওরাতের বিধি-বিধানকে ইচ্ছামতো রদবদল করে এবং শব্দ ও অর্থগত বিকৃতি সাধন করে ইয়াহুদীরা মনগড়া ধর্ম বানিয়ে নিয়েছিলো।

১৮. ইয়াহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও মনোনীত সম্প্রদায় বলে ভাবতে থাকে এবং জান্নাত লাভের একমাত্র হকদার বলে দাবি করে ; কিন্তু এটা হলো তাদের অলীক কল্পনা মাত্র।

১৯. যারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র, তারা দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকেই প্রাধান্য দেয় এবং জীবনের চেয়ে মৃত্যুকেই বেশী ভালোবাসে ; কিন্তু ইয়াহুদীদের অবস্থা ছিলো এমন যে, তারা মৃত্যুভয়ে কাতর ছিলো এবং যেনোতেনোভাবে বেঁচে থাকাই ছিলো তাদের আন্তরিক কামনা।

২০. আল্লাহর কিতাব আল কুরআন-এর সাথে মুসলমানদের আচরণও যদি তাওরাতের সাথে ইয়াহুদীদের আচরণের মতো হয় তাহলে মুসলমানদের পরিণতিও ইয়াহুদীদের চেয়ে ভিন্নতর হবে না।

২১. দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে, আমরা মুসলমানরা কুরআনকে আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করতে উঠেপড়ে লেগে আছি। এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

২২. দুনিয়াতে আল্লাহর গযব থেকে বাঁচতে হলে এবং আখিরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পেতে হলে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ অনুসারে জীবন গড়তে হবে।

❖

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৩

﴿٩﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

৯. হে যারা ঈমান এনেছো, জুমু'আর দিন[১৪] যখন নামাযের জন্য (তোমাদেরকে) ডাকা হয়, তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও

وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٠﴾ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ

এবং ছেড়ে দাও বেচা-কেনা[১৫] এটাই তোমাদের—তোমাদের জন্য অতি উত্তম (কাজ) যদি তোমরা জানতে। ১০. অতঃপর যখন নামায শেষ হয়ে যায়

(৯) يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছো ; اِذَا-যখন ; نُوْدِيَ-(তোমাদেরকে) ডাকা হয় ; لِلصَّلٰوةِ-(ل+ال+صلوة)-নামাযের জন্য ; مِنْ يَّوْمِ-দিনে; الْجُمُعَةِ-জুমু'আর; فَاسْعَوْا-(ف+اسعوا)-তখন দ্রুত এগিয়ে যাও ; اِلٰى-দিকে ; ذِكْرِ-যিকিরের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; ذَرُوْا-ছেড়ে দাও ; الْبَيْعَ-বেচা-কেনা ; ذٰلِكُمْ-এটাই তোমাদের- خَيْرٌ-অতি উত্তম (কাজ) ; لَّكُمْ-তোমাদের জন্য ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জানতে। (১০) فَاِذَا-অতঃপর যখন ; قُضِيَتِ-শেষ হয়ে যায় ; الصَّلٰوةُ-নামায ;

১৪. 'জুমু'আহ' একটি ইসলামী পরিভাষা। জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা এ দিনটিকে 'ইয়াওমা আরবা' বলতো। ইসলামে এ দিনটিকে যখন (সালাতের উদ্দেশ্যে) একত্রিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তখনই এ দিনের নামকরণ হয় 'ইয়াওমুল জুমু'আহ'।

নামাযের জন্য ডাকা দ্বারা আযান বুঝানো হয়েছে, যা সারা দুনিয়ায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য প্রত্যেকটি মাসজিদে দেয়া হয়। এখানে এর দ্বারা জুমু'আর দিন যে দ্বিতীয় আযান যা খতীব মিম্বরে বসার পর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে দেয়া হয়, সেই আযান বুঝানো হয়েছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে এ দ্বিতীয় আযান ছাড়া অন্য কোনো আযান নামাযের আগে দেয়া হতো না। রাসূলুল্লাহ সা. মিম্বরে বসলেই বিলাল রা. মাসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। আবু বকর রা. ও ওমর রা.-এর যুগেও এ নিয়মই চালু ছিলো। অতঃপর উসমান রা.-এর যুগে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি 'যাওরা' নামক বাজারের একটি বাড়িতে আযান দিতে নির্দেশ দেন। আবার ইমাম মিম্বরে বসার পর তাঁর সামনে দ্বিতীয়বার আযান দিতে বলা হয়। (রুহুল কুরআন, ফাতহুল কাদীর, কাবীর, কুরতুবী)

فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ

তখন যমীনে (কর্মক্ষেত্রে) ছড়িয়ে পড়ো এবং খুঁজে নাও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে,[১৬] আর (কর্ম ব্যাপদেশে) আল্লাহকে বেশী বেশী[১৭] স্মরণ করো, সম্ভবত তোমরা

فَانْتَشِرُوْا-(ف+انتشروا)-তখন ছড়িয়ে পড়ো ; فِي الْاَرْضِ-যমীনে (কর্মক্ষেত্রে) ; وَ-এবং ; ابْتَغُوْا-খুঁজে নাও ; مِنْ-থেকে ; فَضْلِ-অনুগ্রহ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; اذْكُرُوا-(কর্ম ব্যাপদেশে) স্মরণ করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; كَثِيْرًا-বেশী বেশী ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা ;

১৫. 'দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার' অর্থ গুরুত্ব সহকারে এগিয়ে যাওয়া। এর অর্থ দৌড়ে যাওয়া নয় ; কেননা নামাযের জন্য দৌড়ে যেতে রাসূলুল্লাহ সা. নিষেধ করেছেন।

'আল্লাহর যিকিরের' দিকে অর্থ ইমামের 'খুতবা' বা উপদেশ বাণী এবং নামায উভয়টা। কারণ খুতবা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার জন্য জুমু'আর নামাযকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। জুমু'আর নামায যোহরের বিকল্প, অথচ যোহরের ফরয চার রাকআত। খুতবার জন্যই চার ফরয রাকআতের স্থলে দু'রাকআত করা হয়েছে। সুতরাং খুতবাও জুমু'আর নামাযের অংশ। ওমর রা. জুমু'আর নামাযকে সংক্ষিপ্ত করার কারণ প্রসংগে বলেছেন—"খুতবার জন্যই জুমু'আর নামাযকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। অতএব খুতবা শোনার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে। (আহকামুল কুরআন–জাসসাস)

আর বেচাকেনা ছেড়ে দেয়ার অর্থ যাবতীয় কাজকর্ম পরিত্যাগ করা। এতে ক্রয়-বিক্রয় ও অন্য সব কাজ শামিল রয়েছে। (রুহুল মাআনী)

তবে বিশেষ করে ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে—সে যুগে আশেপাশের জনপদের লোকজন একস্থানে সমবেত হতো। ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে সেখানে পৌঁছতো। লোকজনও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। এ কারণেই ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬. নামায শেষ হয়ে যাওয়ার পর যমীনে ছড়িয়ে পড়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহ বা জীবিকা খুঁজে নেয়ার অর্থ এই নয় যে, নামাযের মতো এটাও ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। বরং এর অর্থ শুধু এতটুকু যে, এটা করা নিষেধ নয়—এর অনুমতি আছে। জুমু'আর আযান শোনামাত্র সব কাজ-কারবার পরিহার করার জন্য আগে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, সে কারণে এখানে বলা হয়েছে যে, নামায শেষ হওয়ার পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়া ও নিজ নিজ পেশাগত কাজে ফিরে যাওয়ার অনুমতি তোমাদের জন্য রয়েছে। (তাফহীম)

আর আল্লাহর অনুগ্রহ খুঁজে নেয়ার অর্থ হলো ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ বা অন্যান্য পেশাগত কাজের মাধ্যমে হালাল রুযী কামাই করা। হালাল রুযীকে আল্লাহর অনুগ্রহ এজন্য বলা হয়েছে যে, রিযিক মূলতঃ আল্লাহরই দান—তাঁরই প্রদত্ত কল্যাণ। আর হালাল রুযী আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ ছাড়া লাভ করা কখনো সম্ভব নয়। (সাফওয়া)

تُفْلِحُونَ ⑪ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ

সফলকাম হবে।[১৮] ১১. আর যখনই তারা দেখে কোনো ব্যবসা অথবা খেল-তামাশা তখন তারা ছুটে যায় সেদিকে এবং আপনাকে রেখে যায়

قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ

দাঁড়ানো অবস্থায়[১৯] ; আপনি বলে দিন—যা আছে আল্লাহর কাছে, তা খেল-তামাশা থেকে ও ব্যবসা থেকে অতি উত্তম[২০] ; আর আল্লাহ্ হলেন

خَيْرُ الرَّازِقِينَ

রিযিকদাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ[২১] ।"

تُفْلِحُونَ-সফলকাম হবে।⑪ وَ-আর ; إِذَا-যখনই ; رَأَوْا-তারা দেখে ; تِجَارَةً-কোনো ব্যবসা ; أَوْ-অথবা ; لَهْوًا-খেল-তামাশা ; انفَضُّوا-তখন তারা ছুটে যায় ; إِلَيْهَا-সেদিকে ; وَ-এবং ; تَرَكُوكَ-(تركوا+ك)-আপনাকে রেখে যায় ; قَائِمًا-দাঁড়ানো অবস্থায় ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; مَا-যা আছে ; عِندَ-কাছে ; اللَّه-আল্লাহর ; خَيْرٌ-অতি উত্তম ; مِّنَ-থেকে ; اللَّهْو-খেল-তামাশা ; وَ-ও ; مِنَ-থেকে ; التِّجَارَة-ব্যবসা; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ হলেন ; خَيْرُ-সর্বশ্রেষ্ঠ ; الرَّازِقِينَ-রিযিকদাতাদের মধ্যে।

১৭. অর্থাৎ হালাল রুযী কামাই করতে গিয়েও আল্লাহকে ভুলে যেও না। বরং তখনো আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ করতে থাকো। (তাফহীম)

এ হুকুম দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে, রুযী-রোযগারের যত উপায়-উপকরণ রয়েছে, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি বিদ্যা বা কৃষিকাজ ইত্যাদিতে সকল অবস্থায়-ই আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, তাঁর দেয়া সীমা লংঘন করবে না। কারো ওপর যুলুম করবে না, আমানতদারী রক্ষা করবে, ধোঁকা দেবে না, মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নেবে না এবং কারো কোনো ক্ষতি করবে না। এটা হলো মনের কর্মের যিকির। তা ছাড়া মুখেও আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে থাকবে। এভাবে যিকির করতে থাকলে তোমরা সফলকাম হবে, অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমাদের রুযী-রোযগারে বরকত হবে এবং আখিরাতে এর উত্তম সাওয়াব বা বিনিময় লাভ করতে সক্ষম হবে।

সাঈদ ইবনে যুবাইর বলেছেন—'আল্লাহর যিকির' অর্থ আল্লাহর আনুগত্য করা ; যে আল্লাহর আনুগত্য না করে মুখে মুখে তাসবীহ পড়লো, সে আল্লাহর যিকিরকারী হবে না। (সাফওয়া বায়হাকীর টীকা)

১৮. "সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে" কথাটির অর্থ এই নয় যে, 'সম্ভবত' কথা দ্বারা

আল্লাহ তা'আলার (আল্লাহ ক্ষমা করুন) কোনো সন্দেহ আছে ; বরং এতে মহামহিম আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে সূক্ষ্ম ওয়াদা দিচ্ছেন। যেমন দুনিয়ার কোনো বাদশাহ তাঁর কোনো কর্মচারীকে এরূপ কথা বললে সেই কর্মচারী এটাকে বাদশাহর নিশ্চিত ওয়াদা হিসেবে মনে করে অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারেই কাজটি করতে থাকে।

১৯. আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইংগীত করা হয়েছে তা সংক্ষেপে এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—একদা জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ সা. মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। ঠিক একই সময়ে মদীনাতে একটি ব্যবসায়ী কাফেলা উপস্থিত হলো। তখন অধিকাংশ সাহাবা সেদিকে দৌড়ে গেলেন। কিন্তু, আমি, আবু বকর, ওমর রা.সহ বারজন রয়ে গেলাম। আর তখনই আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, লোকেরা বের হয়ে গেলেন এবং মাত্র বারজন লোক থেকে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন—"তোমরা যদি সকলেই চলে যেতে এবং একজন লোকও এখানে না থাকতো, তাহলে এ উপত্যকা আগুনের প্রবাহে প্লাবিত হতো।" (দুররুল মানসূর, রুহুল মাআনী)

২০. এ ঘটনায় সাহাবায়ে কিরামের যে ভুলটা দৃষ্টিগোচর হয়, তা তাঁদের ইচ্ছাকৃত ছিলো না, বরং তা ছিলো প্রশিক্ষণের অভাবজনিত কারণে। তাছাড়া হিজরতের পর অল্প কিছু কালের মধ্যেই এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। ফলে সাহাবায়ে কিরামের প্রশিক্ষণও তখন সম্পূর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলো। অপর দিকে মক্কার কাফিররা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে মদীনার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে রেখেছিলো। যার ফলে মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব তীব্র হয়ে উঠেছিলো। দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার উর্ধে উঠে গিয়েছিলো। আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা প্রথমে শিক্ষাসুলভ কোমল ভাষায় সহানুভূতির ভঙ্গিতে জুমু'আর নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। পরে উপদেশের স্বরে বলেছেন যে, জুমু'আর খুতবা শোনা এবং জুমু'আর নামায আদায় করায় আল্লাহর নিকট তোমরা যে সাওয়াব পাওয়ার অধিকারী হবে, তা দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ও খেল-তামাশার তুলনায় অনেক গুণ বেশী উত্তম। (তাফহীম, ইবনে জারীর)

২১. অর্থাৎ আল্লাহ রিযিকদাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ ছাড়া রিযিকদাতা আরো আছে। বরং এর অর্থ হলো, দুনিয়াতে তোমরা যেসব মাধ্যমেই রিযিক পেয়ে থাকো না কেনো, প্রকৃত ও সর্বোত্তম রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা। কুরআন মাজীদে এ জাতীয় কথার অনেক উদাহরণ আছে। যেমন 'স্রষ্টাদের মধ্যে সর্বোত্তম' 'ক্ষমাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম' 'বিচারকদের মধ্যে সর্বোত্তম' ইত্যাদি। সৃষ্টি, রিযিকদান, বিচারকার্য প্রভৃতি গুণবাচক শব্দগুলোর প্রয়োগ মাখলুক বা সৃষ্টির ক্ষেত্রে রূপক ও পরোক্ষ অর্থে এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে করা হয়েছে। (তাফহীম)

২য় রুকূ (৯-১১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. জুমু'আর দিন যখন আযান দেয়া হয় তখন দুনিয়াবী সকল কাজ-কর্ম ছেড়ে মাসজিদের দিকে রওয়ানা হওয়া ওয়াজিব।

২. জুমু'আর প্রথম আযানের পর দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে দ্বিতীয় আযানের সাথে সাথে মাসজিদে পৌঁছার চেষ্টা করা সকলের জন্য উত্তম।

৩. জুমু'আর আযানের সময় থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার বেচা-কেনা, কোনো প্রকার চুক্তি সম্পাদন ও লেন-দেন করা হারাম।

৪. জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য খুতবা শর্ত। সুতরাং খুতবা ছাড়া জুমু'আহ সহীহ হবে না। কারণ খুতবার জন্যই জুমু'আর নামাযকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

৫. জুমু'আর খুতবার বিষয়বস্তু মানুষকে তাকওয়া ও সৎকাজের প্রতি উৎসাহ দান, সামাজিক অনাচার-ব্যভিচার ইত্যাদি রোধ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং অন্যান্য অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দান করা।

৬. জুমু'আর খুতবায় দোয়া করা সুন্নাত। ইমাম দোয়া করবে, আর মুসল্লীরা আমীন বলবে। ইমাম মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করবে এবং ইসলাম-বিরোধীদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করবে।

৭. জুমু'আর জামাত সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম ছাড়া কমপক্ষে তিন জন লোক প্রয়োজন। এ সংখ্যার কমে জুমু'আর জামাত সহীহ হবে না।

৮. জুমু'আর নামায শেষে জীবিকার সন্ধানে যমীনে ছড়িয়ে পড়াতে তথা বেচা-কেনা ও পেশাগত বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়াতে কোনো দোষ নেই।

৯. ইসলামে জুমু'আর নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। যথাযথভাবে জুমু'আর নামায আদায় করা এবং জুমু'আর নামাযের আগে প্রদত্ত খুতবা শোনার মাধ্যমে তদনুযায়ী জীবন গড়তে পারলে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাহানেই কল্যাণ লাভ হবে।

১০. দুনিয়ার সকল বৈধ কর্মে আল্লাহর যিকির-এর মাধ্যমে জীবন যাপন করলে দুনিয়াতে রুযী-রোযগারে বরকত লাভ হবে এবং আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আর এটাই চূড়ান্ত সফলতা।

১১. জুমু'আর খুতবা শোনা এবং জুমু'আর নামায আদায় করলে আল্লাহর নিকট থেকে যে সওয়াব বা বিনিময় পাওয়া যাবে, তা দুনিয়ার সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও খেল-তামাশা থেকে অনেক গুণে উত্তম।

১২. দুনিয়াতে আমরা যাদের বা যেসব মাধ্যমে রিযিক লাভ করে থাকি, তারা বা সেসব মাধ্যম প্রকৃত রিযিকদাতা নয়। প্রকৃত রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা।

১৩. মহান আল্লাহকেই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখাই মু'মিনের ঈমানের দাবি।

১৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বা অন্য কিছুকে রিযিকদাতা হিসেবে বিশ্বাস পোষণ করা শিরক।

❐

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'আল মুনাফিকূন' শব্দ দ্বারা-এর নামকরণ করা হয়েছে। 'আল মুনাফিকূন' শব্দটি 'মুনাফিক' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ মুনাফিকগণ। এ সূরাতে মুনাফিকদের আচরণ ও কর্মনীতি সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এ দিক থেকে সূরার নামটিকে সূরাতে আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামও বলা যায়।

নাযিলের সময়কাল

ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে সংঘটিত বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে অথবা যুদ্ধ থেকে ফেরার পর এ সূরা নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে ৮ আয়াত পর্যন্ত মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, মুনাফিকরা যখন নবী করীম সা.-এর সামনে আসে তখন তাঁকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করে ; কিন্তু তারা এটা আসলে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে না। এরপর নবী সা. ও সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া হয়েছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবায়ে কিরামের সম্বন্ধে মুনাফিকদের অশালীন আচরণ—"রাসূলের দাওয়াত তথা দীন ইসলাম অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সা. ও মুহাজিরদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেয়া হবে"—ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরার ৯ থেকে ১১ আয়াতে মুসলমানদের মতো দুনিয়ার লোভ-লালসায় পড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে দূরে সরে গেলে দুনিয়া ও আখিরাতে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

অবশেষে বলা হয়েছে যে, মৃত্যু আসার আগেই সময় থাকতে আল্লাহর পথে খরচ করো। অন্যথায় মৃত্যু এসে পড়লে তখন আর জীবনকাল বাড়বে না। তখন আফসোস করলে কোনো লাভ হবে না। (সাফওয়া)

এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন 'মুনাফিক' শব্দটি একটি কুরআনী পরিভাষা। এর অর্থ মৌখিক ও কর্মের মাধ্যমে নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়া কিন্তু অন্তরে ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বাস পোষণ করা। (লুগাতুল কুরআন)

'নাফিকান' এবং 'নুফকাতান' গুইসাপের গর্তকে বলা হয়, যার কমপক্ষে দুটো মুখ থাকে। শিকারী তাড়া করলে সে এক মুখ দিয়ে গর্তে ঢুকে অপর মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। কুরআনী পরিভাষায় 'নিফাক' ও 'মুনাফিকী'ও একই ধরনের দু'মুখো নীতির নাম। মুখে সে মু'মিন হওয়ার কথা স্বীকার করে এবং লোক দেখানো নামাযও পড়ে ; কিন্তু সে আন্তরিকভাবে কুফরীর প্রতি আকৃষ্ট থাকে। ইসলাম বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস অন্তরে লালন করে। এমন দু'মুখো নীতির মানুষকে ইসলামী শরীয়ত মুনাফিক নামে অভিহিত করেছে।

দু'মুখো নীতির আরেকটি উদাহরণ হলো অন্তরের বিশ্বাসের দিক থেকে মু'মিন হওয়া। কিন্তু মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মের দিক থেকে কুফরীর পরিচয় দেয়া—এমন লোককে শরীয়ত 'মুনাফিক' বলেনি। এ জাতীয় লোককে বলা হয় 'ফাসিক' ও 'পাপাচারী'। (লুগাতুল কুরআন)

আলোচ্য সূরাতে আগাগোড়াই মুনাফিকদের সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

❐

① اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ

১. (হে নবী !) মুনাফিকরা যখন আপনার নিকট আসে, (তখন) তারা বলে, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই

لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ② اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

তাঁর রাসূল ; এবং আল্লাহ-ই সাক্ষ্য দিচ্ছেন অবশ্যই মুনাফিকরা নিশ্চিত মিথ্যাবাদী[১]।

২. তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে নিজেদের কসমসমূহকে[২]

① اذا-(হে নবী !) যখন ; جَآءَكَ-আপনার নিকট আসে ; الْمُنٰفِقُوْنَ-মুনাফিকরা ; قَالُوْا-(তখন) তারা বলে ; نَشْهَدُ-আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি ; اِنَّكَ-(ان+ك)-নিশ্চয়ই আপনি ; لَرَسُوْلُ-রাসূল ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; اِنَّكَ-(ان+ك)- অবশ্যই আপনি ; لَرَسُوْلُهٗ-(ل+رسول+ه)-তাঁর রাসূল ; وَ-এবং ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই; يَشْهَدُ-সাক্ষ্য দিচ্ছেন ; اِنَّ-অবশ্যই ; الْمُنٰفِقِيْنَ-মুনাফিকরা ; لَكٰذِبُوْنَ- নিশ্চিত মিথ্যাবাদী। ② اِتَّخَذُوْا-তারা ব্যবহার করছে ; اَيْمَانَهُمْ-(ايمان+هم)-নিজেদের কসমসমূহকে ; جُنَّةً-ঢাল হিসেবে ;

১. আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কথা, কাজ এবং বিশ্বাসের মধ্যে বৈপরিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াত এবং যাদের কথা, কাজ এবং বিশ্বাসের মধ্যে মিল আছে, আগের সূরাতে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ সূরাতে মুনাফিক তথা যাদের কথা, কাজ এবং বিশ্বাসের মধ্যে অমিল রয়েছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (কাবীর)

মুনাফিকরা মুখে এবং বাহ্যিক কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে মুহাম্মাদ সা.-কে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করতো ; কিন্তু অন্তর দিয়ে তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকার করতো না। আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও তারা যে কথাটি বলছে তা সত্য।

মনে রাখতে হবে—সাক্ষ্য দানকারীর মুখের কথা এবং তার অন্তরের বিশ্বাসের সমন্বয় থাকলেই সেটা সত্য সাক্ষ্য। এরূপ সাক্ষ্যদাতাকে সবদিক থেকে সত্যবাদী বলা হবে। আর যদি বিষয়টা মূলতঃ মিথ্যা হয়, কিন্তু সাক্ষ্যদাতা সেটাকে সত্য বলে

فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّهُمْ سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا

অতঃপর তারা (লোকদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখছে[৩] নিশ্চয়ই তারা যা করেছে তা অত্যন্ত মন্দ কাজ করেছে। ৩. এটা এজন্য যে, তারা ঈমান এনেছে

فَصَدُّوْا-(ف+صدوا)-অতঃপর তারা (লোকদেরকে) বিরত রাখছে ; عَنْ-থেকে ; سَبِيْلِ-পথ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ; سَاۤءَ-অত্যন্ত মন্দ কাজ করেছে ; مَا-যা তা ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -তারা করেছে। ③ ذٰلِكَ-এটা ; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-এজন্য যে, তারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ;

বিশ্বাস করে, বিশ্বাস অনুযায়ী সাক্ষ্য দেয়, তাহলে একদিকে সে সত্যবাদী, কারণ সে যা সত্য বলে বিশ্বাস করে তদনুযায়ী সাক্ষ্য দিয়েছে, বিষয়টা মূলতঃই মিথ্যা।

আর যদি বিষয়টা সত্য হয়, কিন্তু সাক্ষ্যদাতা সেটাকে মিথ্যা বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে সে তার বিশ্বাসের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়ার কারণে সে সত্যবাদী। কিন্তু সে যদি সেটাকে তার বিশ্বাসের বিপরীত সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে কথাটি সত্য হওয়ার পরও সে মিথ্যাবাদী। মুনাফিকদের অবস্থা এটাই।

২. অর্থাৎ তারা কসম করে নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পেশ করে, যাতে করে তারা মুসলমানদের ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারে। ঢাল যেমন শত্রুর তরবারীর আঘাত থেকে তা ব্যবহারকারীকে রক্ষা করে তেমনি মুসলমানদের ক্রোধাগ্নি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য মুনাফিকরা তাদের কসমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে।

মুনাফিকরা সাধারণত নিজেদের কথা বিশ্বাস করানোর জন্য যেসব কসম করতো, এ আয়াতের উদ্দেশ্য সেসব কসমও হতে পারে। অথবা তাদের মুনাফিকী আচরণ ধরা পড়ার পর, তারা যেসব কসম করে বুঝাতে চাইতো যে, তারা মুনাফিকীর কারণে এসব আচরণ করেনি, সেসব কসমও হতে পারে। তাছাড়া যায়েদ ইবনে আরকামের দেয়া খবরকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যে কসম করেছে সেসব কসমও হতে পারে।

৩. 'সাদ্দু' শব্দের দুটো অর্থ—নিজে বিরত থাকা এবং অন্যকে বিরত রাখা। অর্থাৎ মুনাফিকরা তাদের কসমের দ্বারা আল্লাহর পথ থেকে নিজেরা যেমন বিরত থাকে, তেমনি অন্যদেরকেও বিরত রাখে। তারা তাদের কসমের সাহায্যে মুসলিম সমাজের মধ্যে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করে নেয়ার পর তারা ঈমানের দাবি পূরণ থেকে বেঁচে থাকা ও আল্লাহর রাসূলের হুকুম মানা থেকে বেঁচে থাকার কৌশল বের করে নেয়। আর তারা তাদের মিথ্যা কসমের আড়ালে অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার জন্য ষড়যন্ত্রে মেতে থাকে। তারা মুসলিম পরিচয়ের আড়ালে মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে সহজ-সরল মুসলমানদের মনে ইসলাম সম্পর্কে শোবাহ-সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন কূট-

ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ④ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ

তারপর করেছে কুফরী, তাই মোহর মেরে দেয়া হয়েছে তাদের মনের ওপর, ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারছে না[৪]। ৪. আর যখন আপনি তাদেরকে দেখেন (তখন) আপনাকে চমৎকৃত করবে

ثُمَّ-তারপর ; كَفَرُوا-করেছে কুফরী ; فَطُبِعَ-(ف+طبع)-তাই মোহর মেরে দেয়া হয়েছে; عَلَى-ওপর ; قُلُوبِهِمْ-(قلوب+هم)-তাদের মনের ; فَهُمْ-(ف+هم)-ফলে তারা; لَا يَفْقَهُونَ-তারা কিছুই বুঝতে পারছে না।④ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; رَأَيْتَهُمْ-(رايت+هم)-আপনি তাদেরকে দেখেন ; تُعْجِبُكَ-(تعجب+ك)-আপনাকে চমৎকৃত করবে ;

কৌশল অবলম্বন করে। মুসলমানদের গোপন তথ্য জেনে শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেয়। অমুসলিমদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা দিতে সচেষ্ট থাকে। এ উদ্দেশ্যে তারা এমন সব পথ ও পন্থা প্রয়োগ করে যা তাদের মতো মুসলিম বেশধারী মুনাফিকরা-ই করতে পারে—ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুরা প্রয়োগ করতে পারে না। (তাফহীম)

৪. অর্থাৎ ভালোমন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান লোপ পাওয়া এবং তাদের কার্যকলাপ নিকৃষ্ট হওয়ার কারণ হলো তারা প্রকাশ্যে ঈমান আনলেও ভেতরে ভেতরে তারা কুফরীর প্রতি-ই আকৃষ্ট রয়ে গেছে। (কাবীর)

এর অর্থ এটাও হতে পারে—'তারা ঈমান এনেছে' অর্থ কালিমায়ে শাহাদাত পড়েছে এবং মুসলমানদের মতো কাজকর্মও করেছে। আর 'অতঃপর কুফরী করেছে' অর্থ—তারপর তাদের কুফরীর কথা প্রকাশ পেয়েছে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, 'আমানূ' অর্থ তারা মুসলমানদের সামনে ঈমানের কথা বলেছে—স্বীকৃতি দিয়েছে ; আর 'ছুম্মা কাফারূ' অর্থ—অতঃপর তাদের শয়তানদের সামনে ইসলামের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে কুফরীর কথা স্বীকার করেছে। (কাবীর)

মুনাফিকরা যখন সুস্পষ্ট ঈমানের পথ অবলম্বন অথবা সরাসরি কুফরীর পথ অবলম্বনের পরিবর্তে দু'মুখো মুনাফিকীর পথ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলো তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের অন্তরের ওপর মোহর মেরে দেয়া হলো, ফলে তারা সীরাতুল মুস্তাকীম তথা হিদায়াতের রীতিনীতি গ্রহণের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেললো এবং তাদের নৈতিক অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে গেলো। কথা, কাজ এবং বিশ্বাসের বৈপরিত্ব যে একটা ঘৃণ্য কাজ সে বোধটুকুও তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট থাকলো না। (তাফহীম)

এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার কারণেই বাধ্য হয়ে তারা মুনাফিকী নীতি গ্রহণ করেছে, বরং এর অর্থ হলো—বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করা সত্ত্বেও তারা যখন কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং সঠিক ঈমান গ্রহণের জন্য তাদের নৈতিক যোগ্যতা ছিলো, তা-ও ছিনিয়ে নিয়েছেন। আর তারা নিজেদের জন্য

أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ

তাদের দৈহিক গঠন ; আর যদি তারা কথা বলতে থাকে, আপনি তাদের কথা শুনতেই থাকবেন[৫], যেমন তারা দেয়ালের সাথে খাড়া করে রাখা শুকনো কাঠ[৬] তারা মনে করে

كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○

প্রত্যেকটি শোরগোলকে তাদের বিরুদ্ধে[৭] ; তারাই শত্রু[৮], অতএব আপনি (তাদের থেকে) সতর্ক থাকুন[৯] ; আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন[১০], তাদেরকে উল্টো কোন্ দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।[১১]

أَجْسَامُهُمْ-(اجسام+هم)-তাদের দৈহিক গঠন ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَقُوْلُوْا-তারা কথা বলতে থাকে ; تَسْمَعْ-আপনি শুনতেই থাকবেন ; لِقَوْلِهِمْ-তাদের কথা ; كَاَنَّهُمْ-যেমন তারা ; خُشُبٌ-শুকনো কাঠ ; مُسَنَّدَةٌ-দেয়ালের সাথে খাড়া করে রাখা ; يَحْسَبُوْنَ-তারা মনে করে ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; صَيْحَةٍ-শোরগোলকে ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের বিরুদ্ধে ; هُمْ-তারাই ; الْعَدُوُّ-শত্রু ; فَاحْذَرْهُمْ-(ف+احذر+هم)-অতএব আপনি (তাদের থেকে) সতর্ক থাকুন ; قَتَلَهُمُ-(قتل+هم)-তাদেরকে ধ্বংস করুন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَنّٰى-কোন্ দিকে ; يُؤْفَكُوْنَ-উল্টো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদেরকে।

যে মুনাফিকী নীতি পছন্দ করে নিয়েছে, সে অনুসারে চলার সামর্থ্য ও বুদ্ধি তাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। (তাফহীম)

৫. এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের কিছু কিছু চিহ্ন ও আচরণ বলে দিয়েছেন যে, তাদের দৈহিক গঠন অত্যন্ত সুদর্শন ও সুঠাম এবং তাদের কথাবার্তাও এমন আকর্ষণীয় যে, তা শুনতেই ইচ্ছা করে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, সুঠাম দৈহিক গঠন, সুদর্শন ও বাকপটু ছিলো। তার সংগী-সাথীরাও এমনই ছিলো। তারা যখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাজলিসে হাজির হতো, তখন দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসতো এবং রসাত্মক কথাবার্তা বলতো। তাদের দেখে কেউ ধারণাও করতে পারতো না যে, তাদের চরিত্র কতো হীন ও নীচ।

৬. এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের উদাহরণ দিয়েছেন, তারা যখন দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে, তখন মনে হয়, তারা মানুষ নয় দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা নির্জীব শুকনো কাঠের মতো। তারা যেনো কিছু জানে না বুঝে না। তারা উপকারী কাঠের মতো নয়, সুতরাং তারা অনুপকারী বস্তু মাত্র।

৭. এখানে মুনাফিকদের অপরাধী মন-মানসিকতার চিত্র অংকন করা হয়েছে। তারা বাহ্যিকভাবে মু'মিনের ভূমিকায় অভিনয় করে গেলেও তারা যে মুনাফিক তা তারা

⑤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ

৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়—তোমরা এসো, 'আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন'—তারা (তখন) নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয়, আর আপনি তাদেরকে দেখবেন,

⑤ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; قِيْلَ-বলা হয় ; لَهُمْ-তাদেরকে ; تَعَالَوْا-তোমরা এসো ; يَسْتَغْفِرْ-ক্ষমা প্রার্থনা করবেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; رَسُوْلُ-রাসূল ; اللّٰه-আল্লাহর; لَوَّوْا-তারা (তখন) ঘুরিয়ে নেয় ; رُءُوْسَهُمْ-(رءوس+هم)-নিজেদের মাথা ; وَ-আর ; رَاَيْتَهُمْ-(رايت+هم)-আপনি তাদেরকে দেখবেন ;

ভালো করেই জানতো। আর তাদের অভিনয় যে ধরা পড়ে যেতে পারে এবং তাদের অপরাধ প্রকাশ হয়ে যেতে পারে অথবা তাদের ক্রমাগত অপরাধে অসহ্য হয়ে মুসলমানরা তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে, এজন্য তারা সর্বদা শংকিত থাকতো। আর তাই জনপদে কোনো শোরগোলের শব্দ তাদের কানে আসলেই তারা সেটাকে নিজেদের বিরুদ্ধে কোনো শোরগোল মনে করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো এবং মনে করতো এই বুঝি তাদের সকল কারসাজী ধরা পড়ে গেলো। (তাফহীম)

৮. অর্থাৎ এ মুনাফিকরাই আসল শত্রু। এরা মুসলিম সমাজে লুকিয়ে থাকা গোপন শত্রু ; আর প্রকাশ্য শত্রুর চেয়ে গোপন শত্রু বেশী ভয়াবহ ও মারাত্মক। এরা মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। (রুহুল কুরআন)

৯. অর্থাৎ এসব মুনাফিকের বাহ্যিক, দৈহিক গঠন ও আচরণ দেখে প্রতারিত হয়ো না। কারণ গোপন শত্রুদের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এরা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে। ধোঁকাবাজি করে সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে পারে। (তাফহীম)

১০. অর্থাৎ মুনাফিক-কাফির ধ্বংস হোক। এটা আল্লাহর কথা, তাই এটা বদদোয়া হতে পারে না। আল্লাহ কাকে বদদোয়া করবেন। এটা বদদোয়ামূলক বাক্য হলেও আল্লাহ তা'আলা এটাকে আরবী ভাষার বাকরীতি অনুসারে অভিশাপ ও তিরস্কার অর্থে প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ তারা লানত বা অভিশাপের উপযুক্ত হয়ে গেছে। (লুগাতুল কুরআন)

আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা বদদোয়ার প্রশিক্ষণও হতে পারে। অর্থাৎ কাফিরদের ব্যাপারে এভাবে বদদোয়া করা মু'মিনদের উচিত যে, আল্লাহ তাদেরকে রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিন। (মু'জামুল কুরআন)

১১. তাদের ঈমানের পথ থেকে কুফরী ও মুনাফিকীর পথে কে নিয়ে যাচ্ছে তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় যে, তাদের এ পথের পরিচালক একাধিক। আর তাহলো—শয়তান, অসৎ বন্ধু-বান্ধব, তাদের কু-প্রবৃত্তির চাহিদাসমূহ।

يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۝٦ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে[১২] এবং তারা গর্বিত অহংকারী। ৬. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কিংবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, তাদের জন্য উভয়ই সমান,

لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ۝٧ هُمُ ٱلَّذِينَ

আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না,[১৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচারী কাওমকে হিদায়াতের তাওফীক দেন না[১৪]। ৭. ওরাই তারা যারা

يَصُدُّونَ-তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; مُسْتَكْبِرُونَ-গর্বিত অহংকারী।⑥ سَوَآءٌ-উভয়ই সমান ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; اَسْتَغْفَرْتَ-আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; اَمْ-কিংবা ; لَمْ تَسْتَغْفِرْ-ক্ষমা প্রার্থনা না করেন ; لَهُمْ-তাদের জন্য; لَنْ يَغْفِرَ-কখনো ক্ষমা করবেন না ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَهُمْ-তাদেরকে; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَايَهْدِى-হিদায়াতের তাওফীক দেন না ; الْقَوْمَ-কাওমকে; الْفٰسِقِيْنَ-পাপাচারী।⑦ هُمُ-ওরাই ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ;

কারো অসৎ স্ত্রী-পুত্র, সন্তান-সন্ততি, নিজ বংশ-গোত্রের অসৎ লোকজন তাদেরকে এ পথে চলতে বাধ্য করেছে। (তাফহীম)

১২. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়লে তার কোনো আত্মীয় তাকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বললো যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট চলো, তিনি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন সে মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো এবং বললো যে, আমি তাঁর (রাসূলুল্লাহর) কাছে যাবো না। তাঁকে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করারও প্রয়োজন নেই। সেদিকে ইংগীত করেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (কাবীর)

আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা রাসূলে করীম সা.-এর নিকট ইসতিগফার এবং মাগফিরাত চাওয়ার জন্য আসে না, শুধু এতোটুকুই নয়, মাগফিরাত বা ক্ষমা চাওয়ার কথা শুনেই তাদের মধ্যে গর্ব-অহংকার ও অহমিকা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। দম্ভ সহকারে তারা মাথা ঝাঁকানী দেয় এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট ক্ষমা চাওয়াকে তারা নিজেদের জন্য অপমানজনক মনে করে নিজ নিজ স্থানে অনড় হয়ে বসে থাকে। আসলেই যে তারা মু'মিন নয়, তাদের এ আচরণ থেকেই তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। (তাফহীম)

১৩. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলেন যে, মুনাফিকদের জন্য আপনার ক্ষমা চাওয়া না চাওয়া সমান কথা। কারণ আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না, কেননা আল্লাহ ফাসিকদেরকে সঠিক পথ দেখান না।

يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ

বলে—"আল্লাহর রাসূলের সাথে যারা আছে তাদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না, যাতে তারা সরে পড়ে" অথচ আল্লাহরই জন্য সকল ভাণ্ডার

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝٧ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا

আসমান ও যমীনের ; কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝতে পারে না। ৮. তারা বলে—"আমরা যদি ফিরে যাই

إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ

মদীনাতে, তবে অবশ্য অবশ্যই সম্মানিতরা বের করে দেবে সেখান থেকে হীন ও নীচদেরকে"[১৫] অথচ সম্মান-মর্যাদা তো কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য ও তাঁর রাসূলের জন্য

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

এবং মু'মিনদের জন্য[১৬] কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

يَقُولُونَ-বলে ; لَا تُنْفِقُوا-তোমরা ব্যয় করবে না ; عَلَىٰ-জন্য ; مَنْ-যারা আছে তাদের; عِنْدَ-সাথে ; رَسُولِ-রাসূলের ; اللَّهِ-আল্লাহর ; حَتَّىٰ-যাতে ; يَنْفَضُّوا-তারা সরে পড়ে; وَ-অথচ ; لِلَّهِ-আল্লাহরই জন্য ; خَزَائِنُ-সকল ভাণ্ডার ; السَّمَاوَاتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনের ; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু ; الْمُنَافِقِينَ-মুনাফিকরা ; لَا يَعْلَمُونَ-তা বুঝতে পারে না। ⑧ يَقُولُونَ-তারা বলে ; لَئِنْ-যদি ; رَجَعْنَا-আমরা ফিরে যাই ; إِلَى الْمَدِينَةِ-মদীনাতে; لَيُخْرِجَنَّ-তবে অবশ্য অবশ্যই বের করে দেবে ; الْأَعَزُّ-সম্মানিতরা ; مِنْهَا-সেখান থেকে ; الْأَذَلَّ-হীন ও নীচদেরকে ; وَ-অথচ ; لِلَّهِ-কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য; الْعِزَّةُ-সম্মান-মর্যাদা তো ; وَ-ও ; لِرَسُولِهِ-তাঁর রাসূলের জন্য ; وَ-এবং ; لِلْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদের জন্য ; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু ; الْمُنَافِقِينَ-মুনাফিকরা ; لَا يَعْلَمُونَ-তা জানে না।

অতঃপর সূরা তাওবার ৮০ আয়াত যা আলোচ্য আয়াতের তিন বছর পর নাযিল হয়েছে—তাতে আরো কঠোরভাবে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর না-ই করুন—এমনকি যদি আপনি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না ; কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে ; আর আল্লাহ এসব ফাসিক কাওমকে সঠিক পথের সন্ধান দেন না। এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন যে,

মুনাফিক ও ফাসিক লোক যারা হিদায়াত পেতে আগ্রহী নয়, তাদেরকে তিনি কখনো ক্ষমা করবেন না এবং হেদায়াতের পথও দেখাবেন না।

১৪. এতে বুঝা গেলো যে, মাগফিরাত ও হিদায়াত লাভে আগ্রহী লোকদের জন্যই দোয়া কল্যাণকর হতে পারে। যারা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে নাফরমানী ও ফাসিকীর পথ অবলম্বন করে নিয়েছে, তাদের জন্য অন্য কেউ তো দূরের কথা, স্বয়ং রাসূলে করীম সা.-এর দোয়াও আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। আর যারা হিদায়াত পেতে চায় না, তাদেরকে হিদায়াত দান করা আল্লাহর নিয়ম নয়। আল্লাহর নিয়ম হলো যারা হিদায়াত পেতে চান, তাদেরকেই হিদায়াত দান করা। (তাফহীম)

১৫. এ উক্তিটি ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর। সে মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে হীন ও নীচ এবং নিজে ও নিজের মুনাফিক সাথীদের সম্মানিত মনে করে বলেছিলো—'আমরা মদীনায় পৌঁছে এ কুলাংগারদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেবো।' (ফাতহুল কাদীর, রুহুল কুরআন, সাফওয়া)

যায়েদ ইবনে আরকাম বলেন—"আমি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর একথা রাসূলুল্লাহ সা.-কে বললাম এবং সে যখন স্পষ্ট ভাষায় একথা অস্বীকার করলো এবং কসম করলো, তখন আনসার সমাজের বয়স্ক লোকেরা ও আমার নিজের চাচা আমাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন। এমনকি আমিও যেনো অনুভব করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বুঝি মিথ্যাবাদী এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে সত্যবাদী মনে করছেন। এজন্য আমার এমন দুঃখ হলো, যা জীবনে আর কখনো হয়নি। আমি দুঃখিত অন্তরে নিজের ঘরে বসে থাকলাম। পরে যখন এ আয়াতটি নাযিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর সামনে উপস্থিত হলে তিনি হাসতে হাসতে আমার কান ধরে বললেন, 'ছেলেটির কান সত্যই শুনেছিলো। আল্লাহ নিজেই তার সত্যতা স্বীকার করেছেন।" (ইবনে জারীর, তিরমিযী, তাফহীম)

১৬. অর্থাৎ সম্মান-মর্যাদা মূলতঃ আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের জন্য। কিন্তু এ মুনাফিকরা তা অবহিত নয়।

আল্লাহর সম্মান-মর্যাদা আল্লাহর দীনের শত্রুদেরকে পরাজিত করায়। রাসূল সা.-এর মর্যাদা অন্যসব দীনের ওপর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করায় এবং মু'মিনদের মর্যাদা হলো আল্লাহর দীনের শত্রুদের ওপর আল্লাহ কর্তৃক সাহায্য-সহযোগিতা দান করায়। (রুহুল কুরআন)

মূলতঃ সকল সম্মান-মর্যাদা আল্লাহর সত্তার জন্য নির্দিষ্ট। রাসূলের মর্যাদা রিসালাতের জন্য এবং মু'মিনদের মর্যাদা তাদের ঈমানের জন্য। কিন্তু প্রকৃত সম্মান-মর্যাদায় কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের কোনো অংশ নেই। (তাফহীম)

১ম রুকূ' (১-৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতি এবং লোক দেখানো নেকআমল, আর আন্তরিক বিশ্বাসের দিক থেকে কাফিররাই মুনাফিক।

২. মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কর্মে পরিণত করা—এ তিন-এর সমন্বয়েই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে।

৩. আন্তরিক বিশ্বাস ছাড়া মৌখিক স্বীকৃতি ও লোক দেখানো নেকআমলকারী মুনাফিক।

৪. মৌখিক স্বীকৃতি ও নেকআমল ছাড়া শুধুমাত্র আন্তরিক বিশ্বাসকারী ফাসিক।

৫. রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাদানী জীবনেই মুনাফিকদের উদ্ভব ঘটে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল ছিলো মুনাফিকদের নেতা।

৬. মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতো, আল্লাহর রাসূলের ইমামতিতে নামায আদায় করতো এবং যাকাতও দিতো, তারপরও আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।

৭. তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করে নিজেদের মুসলমানিত্ব প্রমাণ করতে সদা তৎপর ছিলো; কিন্তু এসব কসম তাদেরকে খাঁটি মুসলমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

৮. মুনাফিকরা মূলতঃই কাফির ; কিন্তু তারা মু'মিনের ছদ্মবেশ ধারণ করে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।

৯. কাফিররা ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু, আর মুনাফিকরা বন্ধুর ছদ্মবেশে গোপন শত্রু। প্রকাশ্য শত্রুরা ইসলাম ও মুসলমানদের যে ক্ষতি করতে সক্ষম নয়, ছদ্মবেশী শত্রুরা তা সহজেই করতে সক্ষম।

১০. কাফিরদের চেয়ে মুনাফিকরা ইসলামের জঘন্য শত্রু, তাই তাদের স্থান জাহান্নামের তলদেশে হবে।

১১. অতীতের মুনাফিকীর জন্য খাঁটি অন্তরে তাওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলে, আল্লাহ অবশ্যই নিফাকীর অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

১২. যারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও হিদায়াত পেতে চায় না, আল্লাহ তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ক্ষমা ও হিদায়াত দান করেন না।

১৩. যারা আল্লাহর ক্ষমা ও হিদায়াত লাভে অনিচ্ছুক তাদের অন্তরে হিদায়াত লাভের আর কোনো যোগ্যতাই অবশিষ্ট থাকে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে স্থায়ীভাবে সীলমোহর মেরে দেন।

১৪. সুদৃঢ় আন্তরিক বিশ্বাস ছাড়া আকর্ষণীয় দৈহিক গঠন ও বাহ্যিক বেশ-ভূষা এবং মনোমুগ্ধকর বাকপটুতা দিয়ে আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

১৫. মুনাফিকরা তাদের মুনাফিকী ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সর্বদা-ই ভীত-শংকিত অবস্থায় থাকে। কোনো শোরগোল হলেই তারা সেটাকে তাদের বিরুদ্ধে মনে করে ভয়ে শিউরে উঠে।

১৬. ইসলামী সমাজে মুসলিম পরিচয়ে এ জাতীয় অনেক মুনাফিকের অস্তিত্ব রয়েছে। এরাই ইসলামের শত্রু। মু'মিনদেরকে মুনাফিকদের থেকে সদা সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে।

১৭. যেসব মুনাফিক তাওবা করতে এবং আল্লাহর ক্ষমা পেতে চায় না এবং গর্ব-অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা আল্লাহর লা'নতের উপযুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

১৮. গর্বিত, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী, তাওবা করতে ও ক্ষমা লাভে অনিচ্ছুক এবং অন্তরে সীল-মোহরকৃত মুনাফিকদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন—আল্লাহর দরবারে মুনাফিকদের জন্য এটাই হবে প্রার্থনা।

১৯. আসমান-যমীনের যাবতীয় সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এসব সম্পদের বৈধ অধিকারী আল্লাহর অনুগত মু'মিন বান্দাহগণ।

২০. দুনিয়া-আখিরাতে সকল ইয্যত-সম্মান একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য।

২১. অতঃপর সকল সম্মান-মর্যাদা আল্লাহর রাসূলের—তাঁর রিসালাতের কারণে।

২২. তারপর মু'মিনদের জন্যই সকল সম্মান-মর্যাদা নির্ধারিত তাদের ঈমানের কারণে।

২৩. কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের না কোনো মর্যাদা আছে দুনিয়াতে, আর না আছে তাদের কোনো মর্যাদা আখিরাতে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৩

⑨ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ

৯. হে যারা ঈমান এনেছো,[১৭] তোমাদেরকে যেনো গাফিল করে না দেয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, তোমাদের ধন-সম্পদ, আর না তোমাদের সন্তান-সন্ততি ;[১৮]

⑨ يَٰٓأَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; لَاتُلْهِكُمْ-(لاتله+كم)-তোমাদেরকে যেনো গাফিল করে না দেয় ; اَمْوَالُكُمْ-(اموال+كم)-তোমাদের ধন-সম্পদ ; وَ-আর ; لَا-না ; اَوْلَادُكُمْ-(اولاد+كم)-তোমাদের সন্তান-সন্ততি ; عَنْ-থেকে ; ذِكْرِ-স্মরণ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

১৭. এ আয়াতে সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে। এর মধ্যে খাঁটি মু'মিন, মৌখিক ঘোষণা দানকারী মু'মিন বা মুনাফিক, সবাই শামিল।

সূরার প্রথম রুকূ'তে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছিলো। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই এর সারকথা। আর এজন্যই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ভাগ বসানোর উদ্দেশ্যে বাহ্যত নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিতো। মুহাজির সাহাবীদের পেছনে অর্থ ব্যয় বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিলো, তার পেছনেও একই কারণ নিহিত ছিলো।

আলোচ্য এ দ্বিতীয় রুকূ'তে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেনো মুনাফিকদের মতো দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে আল্লাহ থেকে গাফিল হয়ে না যায়। (মাআরিফ, কুরতুবী)

১৮. যেসব জিনিস দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয় তন্মধ্যে প্রধান দুটো জিনিস হলো—ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, তাই এ দুটো উল্লেখ করা হয়েছে। নচেৎ দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ্য বস্তুই মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয়।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয় ; বরং কোনো কোনো পর্যায়ে হালাল রিযিক অনুসন্ধান এবং সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের খোর-পোষের আল্লাহ প্রদত্ত দা[illegible] পালন করাও অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এ সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু মানুষকে

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۞ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ

আর যারা এরূপ করবে, তবে তারা—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত লোক। ১০. আর তোমরা ব্যয় করো তা থেকে, যে রিযিক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি—

مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ

তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগে[১৯]—তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কেনো অবকাশ দিলেন না

اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ

আরো কিছু সময় পর্যন্ত, তাহলে আমি দান-সাদকা করতাম এবং সৎলোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।[২০] ১১. আর আল্লাহ কখনো অবকাশ দেন না

نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

কোনো ব্যক্তিকে, যখন তার নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে; এবং তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত।

وَ-আর ; مَنْ-যারা ; يَّفْعَلْ-করবে ; ذٰلِكَ-এরূপ ; فَاُولٰٓئِكَ-(ف+اولئك)-তবে তারা ; هُمُ-তারাই ; الْخٰسِرُوْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত লোক। ⑩ وَ-আর ; اَنْفِقُوْا-তোমরা ব্যয় করো ; مِنْ-থেকে ; مَّا-তা, যে ; رَزَقْنٰكُمْ-রিযিক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি ; مِّنْ قَبْلِ-আগে ; اَنْ يَّاْتِيَ-আসার ; اَحَدَكُمُ-(احد+كم)-তোমাদের কারো ; الْمَوْتُ-মৃত্যু ; فَيَقُوْلَ-(ف+يقول)-তখন সে বলবে ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ-(لو+لااخرتني)-কেনো আমাকে অবকাশ দিলেন না ; اِلٰٓى-পর্যন্ত ; اَجَلٍ قَرِيْبٍ-আরো কিছু সময় ; فَاَصَّدَّقَ-(ف+اصدق)-তাহলে আমি দান-সাদকা করতাম ; وَ-এবং ; اَكُنْ-শামিল হয়ে যেতাম ; مِّنَ-মধ্যে ; الصّٰلِحِيْنَ-সৎলোকদের। ⑪ وَ-আর ; لَنْ يُّؤَخِّرَ-কখনো অবকাশ দেন না ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; نَفْسًا-কোনো ব্যক্তিকে ; اِذَا-যখন ; جَآءَ-এসে পড়ে ; اَجَلُهَا-তার নির্দিষ্ট সময় ; وَ-এবং ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; خَبِيْرٌ-পুরোপুরি অবহিত ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করো।

আল্লাহর যিকির বা স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়। আর আল্লাহর যিকিরের অর্থ হলো দুনিয়ার যাবতীয় কাজে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য ও তাঁরই ইবাদাত বা দাসত্ব। (কুরতুবী, মা'আরিফ)

মোটকথা, দুনিয়ার কাজে এমন মশগুল হয়ে যাওয়া, যদ্দরুন আল্লাহকেই ভুলে যায়—ফরয, ওয়াজিব কাজে বিঘ্ন ঘটে—একজন মু'মিনের জন্য এটা কখনো উচিত নয়। আর তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে—"যারা (দুনিয়ার কাজে) এমনভাবে মশগুল হয়ে আল্লাহর যিকির থেকে গাফিল হয়ে পড়ে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"

১৯. অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে আল্লাহর পথে বা কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করো মৃত্যুর আলামত উপস্থিত হওয়ার আগে। কারণ মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়ে গেলে তখন আল্লাহর পথে খরচ করার সুযোগ আর না-ও পেতে পারো। তখন আফসোস করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। (ফাতহুল কাদীর)

২০. অর্থাৎ মৃত্যু এসে পড়লে সকলেই আবারো সময় চাইবে এবং প্রতিজ্ঞা করবে যে, সময় পেলে দান-সাদকাহ করবে এবং নেক্কার হয়ে যাবে। সব সীমালংঘনকারী লজ্জিত হয়ে পড়বে এবং অতীতের ভুল শুধরে নেয়ার জন্য সময় চাইবে। কিন্তু আফসোস তাদেরকে জবাবে বলা হবে—"যখন কারো মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে, তখন আল্লাহ তাকে কখনো অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কিছু করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি ওয়াকেফহাল।" (ইবনে কাসীর)

এ আয়াতে মৃত্যু আসার আগেই দান-সাদকাহ করতে ও ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, "যে ব্যক্তির বায়তুল্লাহর হজ্জ করার এবং যাকাত ওয়াজিব হবার মতো সম্পদ রয়েছে, কিন্তু সে হজ্জও করলো না এবং যাকাতও দিলো না, অতঃপর যখন তার মৃত্যু এসে পড়বে, তখন সে আবার সময় চাইবে।' একথা শুনে এক লোক ইবনে আব্বাস রা.-কে বললো, 'আল্লাহকে ভয় করো যা ইচ্ছা তা মনগড়াভাবে বলো না, সময় চাইবে তো কাফিররা'। তখন ইবনে আব্বাস রা. বললেন—"আমার বক্তব্যের পক্ষে তোমাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করছি," এ বলে তিনি সূরা মুনাফিকূনের আলোচ্য আয়াত পড়ে শুনালেন। (সাফওয়া)

২য় রুকূ' (৯-১১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. প্রতিকূল বা অনুকূল সকল অবস্থাতেই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলাই হলো আল্লাহর যিকির বা স্মরণ।

২. সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণকে অন্তরে জাগরূক রাখাই মু'মিনের কর্তব্য। প্রকৃত মু'মিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় আল্লাহকে কখনো ভুলে যেতে পারে না।

৩. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় পড়ে যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ভুলে গিয়ে মনগড়া জীবন যাপন করবে, শেষ বিচারের দিন তারাই হবে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

৪. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ-ই দান করেন। সুতরাং ধন-সম্পদ আল্লাহর নির্দেশিত পথে খরচ করতে হবে। আর সন্তান-সন্ততির মহব্বতে আল্লাহ প্রদত্ত সীমা লংঘন করা যাবে না।

৫. মৃত্যু এসে পড়ার আগের জীবনকালকে গনীমত মনে করে আল্লাহর দেয়া ধন-মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে আখিরাতের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. মৃত্যু এসে পড়লে তাকে কখনো পেছানো যাবে না। সুতরাং মৃত্যু আসার আগে আগেই সৎকর্মে ধন-মাল ব্যয় করে যেতে পারলে আখিরাতে মুক্তি লাভের আশা করা যেতে পারে।

৭. আমাদের সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কর্মকাণ্ড আল্লাহ তা'আলা খুব ভালো করেই জানেন। তাঁর অবগতির বাইরে কোনো কাজ করার কোনো সুযোগ নেই।

৮. আল্লাহ তা'আলা সব জানেন এবং সব দেখছেন একথা স্মরণে রাখলেই সৎকাজ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকা সহজ হবে।

৯. রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিম্নোক্ত হাদীসটিকে সদা-সর্বদা মনে রাখতে হবে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে হবে—

"পাঁচ অবস্থা আসার আগে পাঁচ অবস্থাকে গুরুত্ব দাও—বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের ; অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে সুস্থতাকে ; দারিদ্র আসার আগে সচ্ছলতাকে ; ব্যস্ততা আসার আগে অবসরকে ; মৃত্যু আসার আগে জীবনকে।" (মিশকাত)

❐

নামকরণ

'তাগাবুন' শব্দের অর্থ হার-জিত বা লাভ-ক্ষতি। সূরার ৯ম আয়াতে কিয়ামতের দিনকে ইয়াওমুত তাগাবুন বলা হয়েছে। উক্ত আয়াত থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

মুফাস্‌সিরদের মতে, সূরাটিতে মাক্কী ও মাদানী উভয় সূরার বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ সূরাটি মাদানী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে। কারো কারো মতে ১ম থেকে ১৩ আয়াত পর্যন্ত মাক্কী জীবনে এবং ১৪ থেকে শেষ পর্যন্ত মাদানী জীবনে নাযিল হয়েছে। এ মতপার্থক্যের কারণ হলো সূরার মধ্যে এমন কোনো ইংগিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে এটাকে মাক্কী বা মাদানী বলে নির্দ্দিষ্ট করা যায়, অথবা সুনির্দ্দিষ্টভাবে সূরার নাযিলকাল উল্লেখ করা যায়।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানব জাতিকে ঈমান ও আনুগত্য গ্রহণ করার আহ্বান জানানো। নিম্নের ধারাবাহিকতায় এ আহ্বান জানানো হয়েছে ঃ

এক ঃ প্রথম চারটি আয়াতে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। এ অংশে আল্লাহর কুদরত, মহত্ব এবং বড়ত্বের আলোচনা করার পর মানুষের মধ্যে আল্লাহকে স্বীকারকারী এবং অস্বীকারকারীদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর আবার তাঁর সিফাত বা গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই ঃ তারপর থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকারকারী তথা আল কুরআনের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ তাদের নবী-রাসূল এবং তাঁদের আনীত কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাদের যে করুণ পরিণতি হয়েছিলো, তোমরা যদি তাদের পথ অনুসরণ করে চলো, তোমাদের পরিণতিও তাদের চেয়ে ভিন্নতর হবে না।

তিন ঃ ১১ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত মু'মিনদেরকে তথা যারা কুরআনের আহ্বানকে গ্রহণ করে নিয়েছে, তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের আবাস ভূমির মালিক এ বিশ্বের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। এ বিশ্ব-জাহান স্রষ্টাহীন নয়। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

তিনি সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে মুক্ত এক সত্তা। বিশ্ব-জগতের সবকিছুই তাঁর গুণগান করেছে।

বলা হয়েছে যে, এ বিশ্ব-জগত এবং এর মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টিরাজি—এগুলো উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি নয়, এর পেছনে রয়েছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার এক মহৎ উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি সে মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই। মানুষ মু'মিন বা কাফির যা কিছু সে হতে চাইবে, আল্লাহ তাকে সে স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাকে তার ইচ্ছা-শক্তিকে একটা সীমা পর্যন্ত প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়েছেন। আর এজন্যই তার ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগের ফলাফল সে অবশ্যই ভোগ করবে।

বলা হয়েছে যে, মানুষকে অবশ্যই তাকে দেয়া স্বাধীনতার প্রয়োগ সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। তাকে অবশ্যই তার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের সামনে হাজির হতে হবে, যিনি বিশ্ব-জগতের সবকিছু অবগত। এমনকি মানুষের মনের গভীর কোণে লুকানো বিষয় সম্পর্কেও অবগত।

অতঃপর অতীতের বিধ্বস্ত জাতিসমূহের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এসব জাতি ইতিহাসের বিষয় হয়ে আছে। একের পর এক এদের উত্থান ও পতন হয়েছে। দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে গিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে তাদের ধ্বংসের যত কারণই থাকুক না কেনো, আল্লাহর নিকটই রয়েছে তার যথার্থ কারণ। এসব জাতির ধ্বংসের দুটো কারণ এখানে উল্লিখিত হয়েছে—

প্রথম কারণ হলো—তাদেরকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ কর্তৃক তাদের কাছে পাঠানো নবী-রাসূলদের কথা মেনে চলতে অস্বীকার করা। যার ফলে তারা বিভিন্ন ভুল পথে চলে নিজেদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করেছে।

দ্বিতীয় কারণ হলো—তারা আখিরাতের চিরন্তন জীবনকে অস্বীকার করেছে। যার ফলে তাদের দুনিয়ার জীবনে এসেছে বিকৃতি, নৈতিক অধঃপতন এবং তাদের কাজ-কর্মে ঢুকে পড়েছে কলুষতা ও নোংরামী। ফলে আল্লাহর আযাব এসে তাদের থেকে দুনিয়াকে পবিত্র করেছে।

এ পর্যায়ে কুরআন অস্বীকারকারীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যদি অতীতের জাতিসমূহের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অনুরূপ আযাব থেকে রক্ষা পেতে চায়, তাহলে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের পথ অনুসরণ করতে হবে। তাদেরকে আরো বলা হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং সেদিন আগের-পরের সকল মানুষই হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। সেদিন সকলের উপস্থিতিতেই হার-জিতের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং কারা মু'মিন ও সৎকর্মশীল ছিলো, আর কারা অবিশ্বাসী ও মিথ্যাবাদী ছিলো তা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং তার ভিত্তিতেই মু'মিনদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাত আর কাফিরদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে।

অতঃপর মু'মিনদেরকে এ বলে নসীহত করা হয়েছে—

এক ঃ দুনিয়ার বিপদ-মসীবত আল্লাহ তা'আলাই বান্দাহর পরীক্ষার জন্য দিয়ে থাকেন। যারা এতে অস্থির-অধৈর্য হয়ে ঈমানের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে, তারা আল্লাহর হিদায়াতরূপ রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এতে করে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া বিপদ-মসীবতও সরে যাবে না।

দুই ঃ ঈমান আনার পরই মু'মিনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে লেগে থাকতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে সরে যাওয়ার কারণে তার যে ক্ষতি হবে তার জন্য সে নিজেই দায়ী। কেননা রাসূল সত্য বিধান পৌঁছে দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেছেন।

তিন ঃ মু'মিন বান্দাহকে সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখতে হবে।

চার ঃ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ মনে করতে হবে এবং মু'মিন ব্যক্তিকে এ সম্পর্কে সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে, যেনো ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের মায়ায় পড়ে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে না পড়ে। আল্লাহর পথে খরচের মাধ্যমেই এ ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব।

পাঁচ ঃ শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের জন্য সাধ্যমতো সচেষ্ট থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সাধ্যের বাইরে কারো ওপর বোঝা চাপান না। মু'মিন ব্যক্তিকে অবশ্যই আল্লাহর ভয় মনে জাগরুক রেখে জীবন যাপন করতে হবে। কথা ও কাজে এবং আচার-আচরণে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা যেনো লংঘিত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে।

❐

① يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ

১. যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে[১] ; সার্বভৌমত্ব তাঁরই[২] এবং সকল প্রশংসাও তাঁর[৩], আর তিনি

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ② هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ

সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।[৪] ২. তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে ; অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কাফির এবং তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মু'মিন[৫]; আর আল্লাহ

①يُسَبِّحُ-পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; مَا-যা কিছু ; فِي السَّمٰوٰتِ-আছে আসমানে ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু ; فِي الْأَرْضِ-আছে যমীনে ; لَهُ-তাঁরই ; الْمُلْكُ-সার্বভৌমত্ব ; وَ-এবং ; لَهُ-তাঁর ; الْحَمْدُ-সকল প্রশংসাও ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; عَلٰى-ওপর ; كُلِّ شَيْءٍ-সবকিছুর ; قَدِيرٌ-সর্বশক্তিমান। ②هُوَ-তিনি ; الَّذِي-সেই সত্তা যিনি ; خَلَقَكُمْ-(خلق+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; فَمِنْكُمْ-অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ; كَافِرٌ-কাফির ; وَ-এবং ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ; مُؤْمِنٌ-মু'মিন ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ;

১. অর্থাৎ পৃথিবী থেকে মহাকাশের দূরতম বিস্তৃতি পর্যন্ত এবং একটি অণু থেকে মহাশূন্যের বিশালাকার ছায়াপথ পর্যন্ত সবকিছুই এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে ভুল-ভ্রান্তি, দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতার সামান্যতম সম্ভাবনাও যদি থাকতো, তাহলে পূর্ণ মানের বিজ্ঞানসম্মত এ বিশ্ব-জগতের অস্তিত্ব ও ব্যবস্থাপনা কখনো সম্ভব হতো না। (তাফহীম)

২. অর্থাৎ তিনিই আসমান-যমীনের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আসমান-যমীনের ওপর সার্বক্ষণিক শাসন পরিচালনা করছেন। এ শাসন-কর্তৃত্বে অন্য কোনো ব্যক্তির সামান্যতম অংশ নেই। পৃথিবীতে সাময়িকভাবে ও সীমিত পর্যায়ে তিনি কাউকে শাসন-কর্তৃত্ব দিয়ে থাকলে তা তার নিজের অর্জিত নয়, বরং যতোদিন চান তা তার অধিকারে থাকে এবং তিনি যখনই চান সেই শাসন-কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন।

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⓷ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ

সে সম্পর্কে সর্বদ্রষ্টা যা তোমরা করো[৬]। ৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে গঠনাকৃতি দান করেছেন এবং সুন্দর-সুশোভন করেছেন ;

بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করো ; بَصِيْرٌ-সর্বদ্রষ্টা। ⓷ خَلَقَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীন ; (ب+ال+حق)-بِالْحَقِّ-যথাযথভাবে ; وَ-এবং ; (صور+كم)-صَوَّرَكُمْ-তোমাদেরকে গঠনাকৃতি দান করেছেন ; (ف+احسن)-فَأَحْسَنَ-এবং সুন্দর-সুশোভন করেছেন ;

৩. অর্থাৎ সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। সৃষ্টিজগতের যে ব্যক্তি বা যে বস্তুর মধ্যে প্রশংসার যোগ্য কোনো গুণ আমরা দেখতে পাই, তা-ও একমাত্র তাঁরই দেয়া। সুতরাং প্রশংসা করতে হবে একমাত্র তাঁর এবং পবিত্রতা মহিমাও ঘোষণা করতে হবে একমাত্র তাঁরই।

৪. অর্থাৎ তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা-মহিমা এজন্য ঘোষণা করতে হবে, কারণ তিনি প্রত্যেক জিনিসের ওপর সর্বময় শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। কোনো শক্তিই তাঁর শক্তি-ক্ষমতা বা ইচ্ছাকে সীমাবদ্ধ বা সংকুচিত করতে পারে না।

৫. অর্থাৎ তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ ; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ এটা অস্বীকার করে কুফরীর পথ গ্রহণ করেছে। অপর কেউ এটাকে বিশ্বাস করে ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে।

অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে কুফরী করতে বা ঈমান আনতে বাধ্য করেননি ; বরং তিনি তোমাদেরকে এ ইখতিয়ার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা চাইলে কুফরীর পথ গ্রহণ করতে পারো, আবার চাইলে ঈমান এনে মু'মিন হয়ে যেতে পারো। অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কে কুফরীর পথ গ্রহণ করছে, আর কে ঈমানের পথ গ্রহণ করছে আল্লাহ সবই দেখছেন।

এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে যে স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা-তো তোমাদের মু'মিন হওয়াই দাবী করে, কিন্তু তারপরও তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সৃষ্ট সুস্থ প্রকৃতির দাবী উপেক্ষা করে কুফরীর পথ অবলম্বন করে নিয়েছে। একটি হাদীসে এর সমর্থন মেলে—"প্রত্যেকটি শিশুই সৎ-প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার মাতাপিতা ও পরিবেশ তাকে ইয়াহুদী, খৃস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।

এ অর্থও এখানে প্রযোজ্য হতে পারে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তোমরা কিছুই ছিলে না। পরে তোমরা অস্তিত্ব লাভ করেছো। তোমাদের অস্তিত্ব লাভ করা আল্লাহর এক মহাদান। এ ব্যাপারটি সম্পর্কে চিন্তা করেই

صُوَرَكُمْ ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ④ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا

তোমাদের আকৃতিকে ; আর তাঁর নিকটই (তোমাদের) ফিরে যাওয়ার স্থান[৭]। ৪. তিনি জানেন যাকিছু আছে আসমানে ও যমীনে এবং তিনি জানেন যা কিছু তোমরা গোপন করো এবং যাকিছু

صُوَرَكُمْ-(صور+كم)-তোমাদের আকৃতিকে ; وَ-আর ; إِلَيْهِ-(الى+ه)-তাঁর নিকটই ; الْمَصِيرُ-(তোমাদের) ফিরে যাওয়ার স্থান।④يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مَا-যা কিছু ; فِى ; السَّمٰوٰتِ-আছে আসমানে ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীন ; وَ-এবং ; يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مَا-যা কিছু ; تُسِرُّونَ-তোমরা গোপন করো ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু ;

তোমাদের মধ্যে একদল ঈমান এনেছে। আর অন্য দল এ চিন্তা-ভাবনা না করে আল্লাহর এ দানকে অস্বীকার করেছে। (কুরতুবী, তাফহীম)

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সকল কাজ-কর্ম দেখছেন। সুতরাং তোমাদের কাজ-কর্ম অনুসারেই তোমাদেরকে পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন।

৭. অর্থাৎ তিনি সত্যই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অথবা এর অর্থ—তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। আর তাহলো—যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, তাদেরকে পুরস্কার দান এবং যারা কুফরী করবে ও মন্দ কাজে লিপ্ত হবে, তাদেরকে শাস্তি দানের জন্য। (কুরতুবী)

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, মানুষের আকার-আকৃতিকে তিনি সুন্দর সুশোভন করেছেন। এর অর্থ হলো—আদম আ.-কে সম্মানিত করে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এর দ্বিতীয় অর্থ হলো—আল্লাহ সমগ্র মানবজাতিকে এতো সুন্দর অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষ অন্য কোনো প্রাণীর আকৃতি গ্রহণ করতে চায় না। মানুষকে অন্য প্রাণীদের মতো না করে দু'পায়ে চলার শক্তি দিয়েছেন। তাকে এমন গঠন-আকৃতি দান করেছেন যে, সে নিজেকে অন্য কোনো আকৃতিতে দেখতে মোটেই রাজী নয়। (কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর)

এখানে 'আকৃতি' দ্বারা শুধুমাত্র বাহ্যিক চেহারাই বুঝায় না, বরং মানুষের সমস্ত দৈহিক ও আংগিক সংগঠন এবং এ দুনিয়াতে কাজ করার জন্য মানুষের যেসব শক্তি-সামর্থ্য, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা প্রয়োজন তা সবই বুঝানো হয়েছে। (তাফহীম)

আয়াতের তৃতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, মানুষের ফিরে যাওয়ার জন্য একমাত্র স্থান হলো আল্লাহর নিকট। অর্থাৎ মানুষকে সুন্দর আকার-আকৃতি ও দৈহিক কাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করে—তাকে জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি ও ভালোমন্দ যাচাইয়ের যোগ্যতা-ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করে তাকে স্বাধীনতা দিয়ে এমনি দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেননি এবং তাকে খেলার ছলেও সৃষ্টি করেননি, বরং তাকে অবশ্যই তার স্রষ্টা আল্লাহর সমীপে হাজির হয়ে এ দুনিয়ায় তার কাজ-কর্ম সম্পর্কে জবাবদিহির সম্মুখীন করা হবে। তবে এ জবাবদিহি

تُعۡلِنُوۡنَ ؕ وَاللّٰہُ عَلِیۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ۝ اَلَمۡ یَاۡتِکُمۡ

তোমরা প্রকাশ করো[৮]; আর আল্লাহ অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও ভালোভাবেই অবগত[৯]।

৫. তোমাদের কাছে কি পৌঁছেনি

نَبَؤُا الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ قَبۡلُ ۫ فَذَاقُوۡا وَبَالَ اَمۡرِہِمۡ وَلَہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ۝

তাদের খবর যারা ইতোপূর্বে কুফরী করেছে ফলে তারা নিজেদের কাজের মন্দফল আস্বাদন করেছিলো এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি[১০]।

تُعۡلِنُوۡنَ-তোমরা প্রকাশ করো ; وَ-আর ; اللّٰہُ-আল্লাহ ; عَلِیۡمٌ-ভালোভাবেই অবগত ; بِذَاتِ-(ب+ذات)-বিষয় সম্পর্কেও ; الصُّدُوۡرِ-অন্তরের। اَلَمۡ یَاۡتِکُمۡ-(الم+يات+كم)-তোমাদের কাছে কি পৌঁছেনি ; نَبَؤُا-খবর ; الَّذِیۡنَ-তাদের যারা ; کَفَرُوۡا-কুফরী করেছে ; مِنۡ قَبۡلُ-ইতোপূর্বে ; فَذَاقُوۡا-(ف+ذاقوا)-ফলে তারা আস্বাদন করেছিলো ; وَبَالَ-মন্দ ফল ; اَمۡرِہِمۡ-(امر+هم)-নিজেদের কাজের ; وَ-এবং ; لَہُمۡ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; اَلِیۡمٌ-যন্ত্রণাদায়ক।

এ দুনিয়ার জীবনে হবে না, বরং তা হবে এ দুনিয়ার জীবনের পরে যে আরেকটি জীবন হবে, সেই জীবনে। সেখানে এ দুনিয়ার আগে-পরের সকল মানুষকে একই সময়ে একই সাথে জড়ো করেই বিচার কার্য শুরু হবে। দুনিয়াতে যারা আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা-ইখতিয়ারকে সঠিক পথ ও পন্থায় ব্যবহার করেছে, তারা হবে পুরস্কৃত। আর যারা তার অপব্যবহার করেছে, তারা হবে শাস্তির যোগ্য। পুরস্কৃতরা হবে চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী। আর দণ্ডপ্রাপ্তরা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

৮. অর্থাৎ তোমরা কিছু গোপন করতে চাইলেও তাঁর নিকট থেকে গোপন করা সম্ভব নয়। আর যা তোমরা প্রকাশ করো তা-তো তিনি অবশ্যই জানবেন। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমাদের গোপন কর্মকাণ্ডও তিনি জানেন ; তাহলে তোমাদের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি জানবেন না, এটা কেমন করে ভাবা যায়।

৯. অর্থাৎ আল্লাহ যেহেতু মানুষের অন্তরে যা লুকানো থাকে তা-ও জানেন সেহেতু তিনি মানুষের কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জানেন। দুনিয়ার বিচারালয়েও অপরাধের মোটিভ বা উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় ; কারণ তা বের করতে না পারলে ন্যায় বিচার করা সম্ভব হয় না। কিন্তু দুনিয়াতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধের বেশীর ভাগই হয় গোপন থাকে, নয়তো প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে অথবা অপরাধীর প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে সুবিচার করা সম্ভব হয় না। আল্লাহর কাছে যেহেতু ব্যক্তির কোনো কাজের নিয়ত বা উদ্দেশ্যও গোপন থাকবে না এবং তাঁর বিচারে বাধা সৃষ্টির ক্ষমতাও কারো থাকবে না, তাই আখিরাতেই দুনিয়াতে কৃত সকল অপরাধের সুবিচার

⑥ذٰلِكَ بِأَنَّهٗ كَانَتْ تَّأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز

৬. তা এ কারণে যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসতেন[১১], তখন তারা বলতো, মানুষই আমাদেরকে পথ দেখাবে[১২] ?

⑥ذٰلِكَ-তা ; بِأَنَّهٗ-(ب+ان+ه)-এ কারণে যে, ; كَانَتْ تَّأْتِيْهِمْ-তাদের নিকট আসতেন; رُسُلُهُمْ-(رسل+هم)-তাদের রাসূলগণ ; بِالْبَيِّنٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে ; فَقَالُوْٓا-(ف+قالوا)-তখন তারা বলতো ; اَبَشَرٌ-(ا+بشر)-মানুষই কি ; يَّهْدُوْنَنَا-(يهدون+نا)-আমাদেরকে পথ দেখাবে ?

সম্ভব। সেখানে মানুষের অসৎকর্মের যথাযথ শাস্তি দেয়া হবে, তেমনি তাদের সৎকর্মেরও প্রতিদান যথাযথভাবে দেয়া হবে।

১০. অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা নিজেদের অপকর্মের তিক্ত ফল ভোগ করেছে, তা তাদের অপরাধের আসল শাস্তি ছিলো না, ছিলো না তা তাদের অপরাধের পূর্ণ শাস্তি। আসল ও পূর্ণ শাস্তি তো তাদেরকে পরকালে ভোগ করতে হবে। তবে দুনিয়াতে তাদের ওপর যে আযাব এসেছে, তা থেকে লোকেরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, যেসব জাতি তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা কুফরীর আচরণ করেছে, তারা ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত কঠিন ও মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছে।

১১. 'বাইয়েনাত' অর্থ সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণ যা তাদের নবীগণ নিয়ে আসতেন এবং যদ্বারা নবুওয়াতের প্রমাণ সাব্যস্ত হতো। তা ছাড়া নবীগণ যা পেশ করতেন তা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সহকারে পেশ করতেন যা অস্বীকার-অমান্য করার যুক্তিসংগত কারণ থাকতো না। আর তাঁদের শিক্ষায় হক ও বাতিল, জায়েয ও নাজায়েয এবং সঠিক পথ ও ভ্রান্ত পথ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে যেতো।

১২. কাফিররা মনে করতো যে, কোনো মানুষ নবী-রাসূল হতে পারে না। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে কাফিরদের এ ভুল ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। মানুষকে হিদায়াত দান করার জন্য কোনো মানুষকে ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী করে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দিয়ে পাঠানো ছাড়া বাস্তব ও যুক্তিসংগত অন্য কোনো উপায় হতে পারে না। কিন্তু কাফিররা এটাকে মেনে নিতে পারেনি। এটাই ছিলো কাফিরদের ধ্বংসের মূল কারণ। পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও এমন লোক দেখা যায়, যারা নবী করীম সা.-এর মানবত্বকে অস্বীকার করে। অথচ কুরআন মাজীদের সূরা কাহাফ-এর ১১০ আয়াতে বলা হয়েছে—"(হে নবী) আপনি বলুন, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয় যে, তোমাদের ইলাহ তো একই ইলাহ।"

সূরা বনী ইসরাঈলের ৯৩ আয়াতে বলা হয়েছে—"(হে নবী) আপনি বলুন, আমার

فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللهُ ۖ وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑦ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ

অতঃপর তারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো, তখন আল্লাহ (তাদের থেকে) বেপরওয়া হয়ে গেলেন ; আর আল্লাহ (হলেন) মুখাপেক্ষীহীন স্বপ্রশংসিত[১৩]। ৭. যারা কুফরী করেছে তারা ধারণা করে নিয়েছে যে,

لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللهِ

তাদেরকে কখনো পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে না,[১৪] আপনি বলে দিন, "হাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে[১৫]। তারপর তোমরা (দুনিয়াতে) যা কিছু করেছো, তা অবশ্যই তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে[১৬] ; আর এটা আল্লাহর জন্য

فَكَفَرُوا-(ف+كفروا)-অতঃপর তারা কুফরী করলো; وَ-ও; تَوَلَّوا-মুখ ফিরিয়ে নিলো ; وَ-তখন ; اسْتَغْنَى-বেপরোয়া হয়ে গেলেন (তাদের থেকে) ; اللهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; اللهُ-আল্লাহ (হলেন) ; غَنِيٌّ-মুখাপেক্ষিহীন ; حَمِيدٌ-স্বপ্রশংসিত। ⑦زَعَمَ-ধারণা করে নিয়েছে ; الَّذِينَ-যারা, তারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; أَنْ-যে, لَنْ يُبْعَثُوا-তাদেরকে কখনো পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে না ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; بَلَى-হাঁ ; وَ-কসম ; رَبِّي-(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের ; لَتُبْعَثُنَّ-তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে ; ثُمَّ-তারপর ; لَتُنَبَّؤُنَّ-তোমাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেয়া হবে ; بِمَا-তা, যা কিছু ; عَمِلْتُمْ-তোমরা (দুনিয়াতে) করেছো ; وَ-আর ; ذَٰلِكَ-এটা ; عَلَى-জন্য ; اللهِ-আল্লাহর ;

প্রতিপালক অতি পবিত্র মহান, আমি কি একজন মানুষ, একজন রাসূল ছাড়া অন্য কিছু—অর্থাৎ আমি একজন মানুষ ও রাসূল ছাড়া অন্য কিছু নই।"

সূরা তাওবার ১২৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল .....।"

বুখারী শরীফের কিতাবুস্ সালাতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে—একদা রাসূলুল্লাহ সা.-এর নামাযে ভুল হয়ে গেলে এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ, নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না-কি আপনি ভুল করেছেন।" তখন রাসূলুল্লাহ সা.-কে ঘটনা অবহিত করার পর তিনি বললেন—'নামাযের ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন করা হলে আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমিও তোমাদের মতো মানুষ, তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই।"

১৩. অর্থাৎ তারা যখন 'মানুষ কিভাবে আমাদেরকে হিদায়াত দেবে'—একথা বলে রাসূলকে অমান্য-অস্বীকার করলো, তখন তাদের হিদায়াত পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে

কোনো পরোয়া করলেন না ; কারণ আল্লাহর ইলাহ বা মাবুদ হওয়ার ব্যাপারটা তাদের মানা না মানার ওপর নির্ভরশীল নয়। তিনি কারো ইবাদাত-বন্দেগীর মুখাপেক্ষী নন। সত্য-সঠিক পথে চলার ফলে মানুষের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে আল্লাহও তাদের থেকে বিমুখ হয়ে গেলেন। ফলে তারা নিজেরাই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে গেলো।

১৪. প্রত্যেক যুগেই মানুষের গুমরাহীর একটি মৌলিক কারণ হলো, আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করা। মক্কার কাফিররাও বলতো যে, মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই, তাই আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে না। তাদের এমন দাবীর সপক্ষে যুক্তিসংগত ও জ্ঞানগত কোনো ভিত্তি নেই।

১৫. আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে পরকাল অবিশ্বাসীদের সামনে কসম করে দৃঢ়তার সাথে পরকাল হওয়ার কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছে। এ থেকে দায়ী বা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের জন্য এ শিক্ষা রয়েছে যে, তাঁরা পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে দৃঢ়তা সহকারে জোরালো ভাষায় দীনের দাওয়াত অস্বীকারকারীদের সামনে দাওয়াত পেশ করবেন। এমনকি কুরআন ও হাদীসে যেসব বিষয় রয়েছে, সেসব বিষয়ে প্রয়োজনে কসম করে পেশ করবেন।

আখিরাত সংঘটিত হওয়াটা একটি যুক্তিসংগত ব্যাপার। কিন্তু নবী ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে চাক্ষুষ জ্ঞানের অধিকারী নয়। তাই নবী ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যাপারে কসম করে আখিরাত সংঘটিত হওয়ার কথা বলতে পারেন না। তবে যেহেতু প্রিয় নবী ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত সত্যবাদী, তদুপরী তিনি কসম করে যে কথা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে সত্য। সুতরাং দায়ীদের জন্য কসম করে দীনের দাওয়াত পেশ করা অসংগত নয়।

আলোচ্য আয়াত ছাড়াও কুরআন মাজীদে আরো দু' জায়গায় কসম করে আখিরাত সংঘটিত হওয়ার কথা বলার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

সূরা ইউনুস-এর ৫৩ আয়াতে বলা হয়েছে—"তারা আপনার কাছে জানতে চায়, এটা (আখিরাত) কি সত্য ? আপনি বলে দিন, হাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম, এটা অবশ্যই সত্য, আর তোমরা তা ব্যর্থ করতে সক্ষম নও।"

সূরা সাবার ৩ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর যারা কুফুরী করেছে তারা বলে, আমাদের ওপর কিয়ামত আসবে না, আপনি বলে দিন, কেনো নয়, আমার প্রতিপালকের কসম, তা অবশ্য অবশ্যই তোমাদের ওপর আসবে।

১৬. মানুষকে কেনো পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে, এ আয়াতাংশে সে প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষ (দুনিয়াতে) যেসব কাজ করেছে, সেসব কাজের শুভ বা অশুভ প্রতিফল দানের জন্যই তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে। আর এটাই যুক্তি, বুদ্ধি ও ইনসাফের দাবী। এমন কিছু হওয়া মহান আল্লাহর

يَسِيْرٌ ۝٨ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

অত্যন্ত সহজ[১৭], ৮. অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি[১৮] ; আর তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই অবহিত।

يَسِيْرٌ-অত্যন্ত সহজ।(৮) فَاٰمِنُوْا-অতএব তোমরা ঈমান আনো ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর প্রতি; وَ-ও ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের প্রতি ; وَ-এবং ; النُّوْرِ-সেই নূরের প্রতি ; الَّذِيْ-যা ; اَنْزَلْنَا-আমি নাযিল করেছি ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করছো ; خَبِيْرٌ-ভালোভাবেই অবহিত।

শানে অসম্ভব যে, তিনি মানুষের মতো একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী-সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে ঈমান ও কুফরের মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা-কর্তৃত্ব দিয়ে এমনিতেই ছেড়ে দিয়েছেন—তাদের থেকে তিনি হিসাব নেবেন না। তা ছাড়া মানুষ আল্লাহর খেয়ালী সৃষ্টিও নয়। সুতরাং দুনিয়া থেকে মৃত্যু হয়ে যাবার পর পৃথিবীর আগে পরের সকল মানুষকেই পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে এবং তাদের সকল কাজেরই শুভ বা অশুভ প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। এটা যুক্তি, বিবেক-বুদ্ধি, ন্যায় ও ইনসাফসম্মত কথা।

আল্লাহ তা'আলাকে খেয়ালী একটি সত্তা মনে করে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনি মানুষকে খেলার ছলে অথবা খেয়ালের বশে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে এমনিতেই ছেড়ে দিয়েছেন—এটাও আল্লাহর শানে অযৌক্তিক ও অশোভনীয় একটি বিশ্বাস। আল্লাহ এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে অনেক উর্ধে।

১৭. এ আয়াতাংশে আখিরাত তথা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন লাভ এবং এ দুনিয়ার সকল কর্মের শুভ বা অশুভ প্রতিদান লাভের সম্ভাব্যতার পক্ষে দ্বিতীয় প্রমাণ। প্রথম প্রমাণ ছিলো আখিরাত বা পরকালীন জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। আর এটা হলো আখিরাতের সম্ভাব্যতার প্রমাণ।

অর্থাৎ এ বিশ্বলোক সৃষ্টি ও এর ব্যবস্থাপনা যে আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব হয়নি, যার পক্ষে দুনিয়াতে মানুষকে সৃষ্টি করা কঠিন ছিলো না, তাঁর পক্ষে এ মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা এবং নিজের সামনে হাজির করে দুনিয়াতে কৃত তাদের যাবতীয় কাজের হিসাব গ্রহণ করা অসম্ভব হবে কেনো ? এটা বরং আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ।

১৮. ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, আখিরাত তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবন অবশ্যম্ভাবী। এখানে বলা হয়েছে, অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আমার নাযিলকৃত নূর-এর প্রতি, আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত।

অর্থাৎ পরকালীন জীবনে যদি শান্তি ও মুক্তি পেতে চাও, তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সা. এবং কুরআন মাজীদ-এর প্রতি ঈমান আনতে হবে।

⑨ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ

৯. (স্মরণ করো !) যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন—সমবেত হওয়ার দিনে[১৯]— সেটা (হবে) হার-জিতের দিন[২০] ; আর যে কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং করবে

⑨ يَوْمَ-(স্মরণ করো) যেদিন ; يَجْمَعُكُمْ-তোমাদেরকে একত্র করবেন ; لِيَوْمِ-দিনে ; الْجَمْعِ-সমবেত হওয়ার ; ذَٰلِكَ-সেটা (হবে) ; يَوْمُ-দিন ; التَّغَابُنِ-হার-জিতের ; وَ-আর ; مَنْ-যে কেউ ; يُؤْمِنْ-ঈমান আনবে ; بِاللَّهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَ-এবং ; يَعْمَلْ-কাজ করবে ;

তবে তোমাদের মৌখিক ঈমান ততোক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মৌখিক দাবী অনুযায়ী কুরআনের বিধান মেনে না চলো, তোমরা ঈমানের মৌখিক দাবী-অনুযায়ী কাজ করছো, না কি তার বিপরীত কাজ করছো, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

এখানে পবিত্র কুরআনকে 'নূর' বা আলো বলা হয়েছে, কারণ আলো যেমন চারপাশের সব জিনিসকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে, ফলে সব জিনিসের পরিচয় সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়, তেমনি কুরআন মাজীদের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, হিদায়াতের সরল-সঠিক রাজপথ এবং ভ্রান্ত ও আঁকাবাঁকা অসংখ্য পথ মানুষের সামনে সমুজ্জ্বল হয়ে যায়। আলো দ্বারা মানুষ যেমন নিকষ কালো অন্ধকার রাতেও পথ খুঁজে নিতে পারে, তেমনি পবিত্র কুরআন দ্বারা গুমরাহীর অন্ধকারেও হিদায়াতের রাজপথ সহজে খুঁজে নিতে পারে। (রুহুল কুরআন, কাবীর, ছাফওয়া, ফাতহুল কাদীর)।

১৯. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের সবাইকে একত্র করা হবে। এ দিনকে একত্র করার দিন এজন্য বলা হয়েছে—কেননা এ দিন দুনিয়ার আদি মানুষ আদম ও হাওয়া আ. থেকে নিয়ে কিয়ামতের কিছুক্ষণ পূর্বে দুনিয়াতে আসা মানুষটি পর্যন্ত সকল মানুষকেই একই স্থানে সমবেত করা হবে।

সূরা হূদ-এর ১০৩ আয়াতেও এ দিনটিকে বলা হয়েছে—"সেদিনটি হবে এমন, যাতে সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে। সেদিন যেসব ঘটনা সংঘটিত হবে, সেসব সকলের উপস্থিতিতে হবে।

সূরা আল ওয়াকিয়ার ৪৯-৫০ আয়াতে বলা হয়েছে—"(হে নবী) আপনি বলে দিন (তাদেরকে) নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী (আগে মৃত্যুবরণকারী) ও পরবর্তী (পরে মৃত্যুবরণকারী) সবাইকেই সেই নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে একত্র করা হবে।"

২০. কিয়ামতের দিনকে এখানে 'ইয়াওমুত তাগাবুন' বা 'হার-জিতের দিন' বলা হয়েছে। কেননা সেদিন কাফিরগণ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দীনকে অস্বীকার করছে তারা মু'মিনদের সামনে হেরে যাবে। এটা হবে চূড়ান্তভাবে হেরে যাওয়া। যার পূর্ণতা বিধান আর কোনো দিন সম্ভব হবে না। (তাফহীম)

صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

সৎকাজ[২১], আল্লাহ তার থেকে তার গুনাহসমূহ মুছে ফেলবেন এবং তাকে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রবহমান থাকবে নহরসমূহ,

خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۹﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا

সেখানে তারা হবে অনন্তকালের বাসিন্দা ; এটাই (হবে) মহাসাফল্য। ১০. আর যারা কুফরী করেছে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে

صَالِحًا-সৎ ; يُكَفِّرْ-মুছে ফেলবেন ; عَنْهُ-তার থেকে ; سَيِّاٰتِهٖ-(سيات+ه)-তার গুনাহসমূহ ; وَ-এবং; يُدْخِلْهُ-(يدخل+ه)-তাকে দাখিল করবেন ; جَنّٰتٍ-এমন জান্নাতে; تَجْرِىْ-প্রবহমান থাকবে ; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-যার তলদেশ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ-নহরসমূহ ; خٰلِدِيْنَ-তারা হবে বাসিন্দা ; فِيْهَاۤ-সেখানে ; اَبَدًا-অনন্তকালের ; ذٰلِكَ-এটাই (হবে) ; الْفَوْزُ-সাফল্য ; الْعَظِيْمُ-মহা। ﴿۱۰﴾ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; وَ-এবং ; كَذَّبُوْا-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ;

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন—"একদল লোককে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়া হবে। আর একদল লোক সেদিন জান্নাতে বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত ভোগ করতে থাকবে—এটাই হলো 'তাগাবুন' বা পরস্পর হারজিত।

২১. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার এবং নেকআমল করার যে কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ শুধুমাত্র মুখে মুখে ঈমান এনেছি বলা এবং মানুষ যাকে নেক আমল বলে মনে করে বা মানুষের মনগড়া নৈতিক মান অনুযায়ী যা নেকআমল তা করা নয়। বরং ঈমান আনতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুসারে। আর নেকআমলও করতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুসারে। এ ঈমানে আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি ঈমান, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি ঈমান এবং তাকদীরের বা ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান শামিল রয়েছে।

কাজেই আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর কিতাবের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর প্রতি ঈমান ও মনগড়া নেকআমল দ্বারা সেই ফল পাওয়া যাবে না, যা এ আয়াতের শেষে উল্লিখিত হয়েছে।

আয়াতের শেষে ঈমান আনয়নকারী ও নেক আমলকারীর জন্য তিনটি নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে—(১) গুনাহসমূহ মুছে দেয়া, (২) জান্নাতে প্রবেশ করা, (৩) জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হওয়া। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান ছাড়াও মানুষের মনগড়া

بِـاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝١٠

আমার আয়াতসমূহকে[২২], তারাই (হবে) জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী বাসিন্দা ; আর (তা) কতোই না মন্দ ফিরে যাওয়ার জায়গা।

بِـاٰيٰتِنَآ-আমার আয়াতসমূহকে ; اُولٰٓئِكَ-তারাই (হবে) ; اَصْحٰبُ-অধিবাসী ; النَّارِ-জাহান্নামের ; خٰلِدِيْنَ-তারা হবে চিরস্থায়ী বাসিন্দা ; فِيْهَا-সেখানে ; وَ-আর ; بِئْسَ-(তা) কতইনা মন্দ ; الْمَصِيْرُ-ফিরে যাওয়ার জায়গা।

নিয়মে ঈমান আনা ও নেকআমল করা দ্বারা উল্লিখিত নিয়ামতগুলো পাওয়া যাবে এমন ভুল ধারণা করা ঠিক নয়।

২২. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে এবং যেসব জিনিসের ওপর ঈমান আনা অপরিহার্য, সেসবকে অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। আর 'আয়াতসমূহ' অর্থ সেসব নিদর্শনসমূহ যদ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব, রাসূলের সত্যতা, পরকালের অনিবার্যতা এবং কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী হওয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। এসব নিদর্শনকে যারা মৌখিক বা কর্ম দ্বারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা। অথবা যারা আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ ও আইন-কানুন মেনে নিতে অস্বীকার করে, তারাও জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। তাদের এ পরিণাম হবে অত্যন্ত মন্দ ও দুঃখময়। (ছাফওয়া, রুহুল কুরআন)

আল্লাহ তা'আলা এখানে নেক্কার ও বদকার উভয় শ্রেণীর লোকদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইতোপূর্বে যে হার-জিতের কথা বলা হয়েছে এটাই হলো তার ব্যাখ্যা। অর্থাৎ এ হার-জিত হবে ঈমান ও কুফরীর দরুন। প্রথম শ্রেণীকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে আর দ্বিতীয় শ্রেণীকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে এবং তাতে তাদেরকে চিরস্থায়ী বাসিন্দা বানানো হবে। (ফাতহুল কাদীর)

১ম রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বিশ্ব-জগতের সার্বভৌম মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, এতে তাঁর কেউ শরীক নেই।

২. আসমান ও যমীনের সকল সৃষ্টি-ই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দিচ্ছে এবং সার্বক্ষণিক তাঁর প্রশংসায় নিয়োজিত রয়েছে।

৩. সকল প্রশংসা পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তা আল্লাহ, কারণ নিরংকুশ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

৪. সকল মানুষের সৃষ্টিগত ফিতরত বা স্বভাব-প্রকৃতির ভিত্তি—ঈমান ও ইসলাম-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কতেক ঈমান ও ইসলামকে অস্বীকার করে কাফির হয়ে যায়।

৫. যারা ঈমান ও ইসলামকে নিজেদের একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়, তারাই মু'মিন হিসেবে আল্লাহর সন্তোষ ও পুরস্কার লাভে সমর্থ হবে।

৬. কাফির ও মু'মিন সকলের আমল বা কর্ম আল্লাহর দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান। সুতরাং তিনি সবাইকে যথাযথ শাস্তি ও পুরস্কার দান করবেন এতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

৭. আল্লাহ তা'আলা যেভাবে আসমান ও যমীনকে সুসমন্বিত ও যথাযোগ্যভাবে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি মানুষকেও তিনি সর্বাঙ্গ সুন্দর গঠনাকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

৮. মানুষের বিশ্বাস ও কর্ম হবে তার গঠনাকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ও সুসমন্বিত ; আর তা একমাত্র ইসলামী বিশ্বাস ও বিধি-বিধান অনুসরণ করার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

৯. আমাদের সকলকে আল্লাহর নিকট-ই ফিরে যেতে হবে। সুতরাং আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করলেই তাঁর কাছে ক্ষমা ও পুরস্কার লাভ সম্ভব হবে।

১০. আল্লাহ তা'আলা আমাদের গোপন-প্রকাশ্য সকল বিশ্বাস ও কাজ সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ; তাই সেখানে কোনো প্রকার ফাঁকিঝুকি দিয়ে পার পাওয়া যাবে না।

১১. আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনের গভীরে উদ্ভূত চিন্তার বুদবুদ সম্পর্কেও ভালো করেই জানেন; সুতরাং আমাদের সকল কাজই খালিস ও বিশুদ্ধ নিয়তের ভিত্তিতে বিচার্য হবে।

১২. ঈমান ও সৎকর্মে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে অতীতের অবিশ্বাসী জাতি-গোষ্ঠী যেভাবে দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের পথে চললে আমাদেরকেও একই পরিণতি ভোগ করতে হবে। দুনিয়ার শাস্তি-ই অবিশ্বাসীদের চূড়ান্ত প্রতিফল নয়, মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনেও তাদের জন্য নির্ধারিত আছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৩. নবী-রাসূলদের আনীত জীবনব্যবস্থা—সর্বশেষে আগত আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের উপস্থাপিত সনাতন জীবনব্যবস্থা ইসলামকে অস্বীকার-অমান্য করার পরিণতিতে আখিরাতের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

১৪. দুনিয়াতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অবিশ্বাস করার কারণেই মানুষ কুফরী, মুনাফিকী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয় ; সুতরাং তাওহীদ ও রিসালাতের সাথে সামান্যভাবেই আখিরাত তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ওপর ঈমান আনতে হবে।

১৫. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত—এ তিনটিই ঈমানের মূল বিষয়। এর কোনোটিকে অবিশ্বাস করলে মু'মিন থাকা যায় না। সুতরাং রাসূলের নির্দেশনা অনুসারে উল্লেখিত বিষয় তিনটির ওপর ঈমান আনতে হবে।

১৬. ঈমানের মৌখিক দাবী ও কিছু কিছু লোক দেখানো কাজ দ্বারা দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব ; কিন্তু সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয় ; কেননা তিনি মানুষের মনের গভীর কোণে লুকানো সকল বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত।

১৭. হাশরের দিন দুনিয়ার আগে-পরের সকল মানুষকে একত্র করা হবে। এতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই।

১৮. শেষ বিচারের দিন যে আল্লাহর ক্ষমা লাভ করতে সক্ষম হবে, সে-ই হবে চূড়ান্ত বিজয়ী এবং সে চিরসুখময় জান্নাতের বাসিন্দা হবে।—কখনো তারা সেখান থেকে বের হবে না।

১৯. আল্লাহ, রাসূল ও আল কুরআন অস্বীকার-অমান্যকারীরা চিরদুঃখময় জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হবে—জাহান্নাম অত্যন্ত ভয়াবহ ও চূড়ান্ত দুঃখময় স্থান।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৮

⑪ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۭ وَاللّٰهُ

১১. কোনো[২৩] বিপদ-মসীবত আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া আপতিত হয় না[২৪], আর যে ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, তিনি তার অন্তরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেন[২৫], এবং আল্লাহ

⑪ مَآ اَصَابَ-আপতিত হয় না ; مِنْ-কোনো ; مُّصِيْبَةٍ-বিপদ-মসীবত ; اِلَّا-ছাড়া ; بِاِذْنِ-অনুমোদন ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; يُّؤْمِنْ-ঈমান রাখে ; بِاللّٰهِ-(بِ+اللّٰهِ)-আল্লাহর প্রতি ; يَهْدِ-তিনি সঠিক পথ দেখিয়ে দেন ; قَلْبَهٗ-(قَلْب+هٗ)-তার অন্তরকে ; وَ-; এবং ; اللّٰهُ-আল্লাহ ;

২৩. এমন এক পরিস্থিতিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো, যখন মুসলমানরা অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন ভোগ করে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আর মদীনার যেসব সত্য পথের অনুসারী লোকেরা যারা এসব মযলুম ও নিরাশ্রয় মুহাজিরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাদের ওপরও নেমে এসেছিলো দ্বিগুণ মসীবত। একদিকে শত শত মুহাজিরকে আশ্রয় দান, অপর দিকে ইসলামের শত্রু সমগ্র আরববাসীর শত্রুতার সম্মুখীন হওয়া। এমতাবস্থায় মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে এসব আয়াত নাযিল হয়েছে। (তাফহীম)

২৪. মু'মিনদের ওপর আপতিত এ কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান-আকীদায় তাকদীরের বিষয় উপস্থাপন করেছেন। বলা হয়েছে যে, তাদের ওপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর হুকুম ও অনুমতিক্রমেই এসেছে। সুতরাং বিপদ-মসীবতে ধৈর্যহারা হয়ে আহাজারী না করে মু'মিনদের কর্তব্য ধৈর্যধারণ করা এবং এটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা হিসেবে মেনে নেয়া। আর বিপদে ধৈর্যধারণ করার দ্বারাই সফলতা লাভ করা সম্ভব।

২৫. অর্থাৎ যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান আছে, তারা কঠিন কোনো বিপদ-মসীবতে পড়লেও তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে তারা সবর অবলম্বন করে এবং এটা আল্লাহ তা'আলাই তাদের দৃঢ় ঈমানের ভিত্তিতে তাদের অন্তরে জাগিয়ে দেন। কার ঈমান কত সুদৃঢ় আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। মু'মিনগণ এ কঠিন পরীক্ষায় পূর্ণ সফলতা সহকারে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ সা. বিস্ময় সহকারে বলেছিলেন—"মু'মিনের অবস্থা সত্যিই বিস্ময়কর। আল্লাহ তার জন্য যে ফয়সালাই করেন, তা তার জন্য কল্যাণকর হয় ; বিপদে পড়লে

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا

সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ[২৬]। ১২. আর তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের ; তবে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে (জেনে রেখো) শুধুমাত্র

عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়াই আমার রাসূলের দায়িত্ব[২৭]। ১৩. আল্লাহ তো তিনি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ; আর আল্লাহর ওপর-ই মু'মিনদের ভরসা রাখা উচিত।[২৮]

بِكُلِّ شَيْءٍ-(ب+كل+شئ)-সবকিছু সম্পর্কে ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ। ⑫ وَ-আর ; أَطِيعُوا-তোমরা আনুগত্য করো ; اللَّهَ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; أَطِيعُوا-আনুগত্য করো ; الرَّسُولَ-রাসূলের ; فَإِنْ-(ف+ان)-তবে যদি ; تَوَلَّيْتُمْ-তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও ; فَإِنَّمَا-তাহলে (জেনে রেখো) শুধুমাত্র ; عَلَى-দায়িত্ব ; رَسُولِنَا-(رسول+نا)-আমার রাসূলের; الْبَلَاغُ-পৌঁছে দেয়াই ; الْمُبِينُ-সুস্পষ্টরূপে। ⑬ اَللَّهُ-আল্লাহ তো তিনিই ; لَا-নেই ; إِلَٰهَ-কোনো ইলাহ ; إِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-যিনি ; وَ-আর ; عَلَى-ওপরই ; اللَّهِ-আল্লাহর ; فَلْيَتَوَكَّلِ-(ف+ليتوكل)-ভরসা রাখা উচিত ; الْمُؤْمِنُونَ-মু'মিনদের।

সে ধৈর্যধারণ করে, আর এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সে শোকর করে, তা-ও তার জন্য কল্যাণকর হয়। এরূপ অবস্থা মু'মিন ছাড়া আর কারো হয় না।" (বুখারী, মুসলিম)

২৬. অর্থাৎ আল্লাহ তার বান্দাহদের সকল অবস্থাই জানেন। তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাহকে কঠিন কোনো পরীক্ষায় ফেললেও তা সেই বান্দাহর বৃহত্তর কোনো কল্যাণের জন্যই করেন। বান্দাহর ঈমানের অবস্থাও তিনি জানেন। তাই কোনো মু'মিন বান্দাহকেই তার সাধ্যের অতীত কোনো পরীক্ষায় ফেলেন না। আর যাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন, তাদেরকেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তাওফীক দান করেন। দুনিয়ায় কোনো বান্দাহকে কোনো পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এবং সে বান্দাহ সে পরিস্থিতিতে তার ঈমানের দাবী কিভাবে পূরণ করছে, তা-ও তিনি জানেন। সুতরাং এ বিষয়ে মজবুত বিশ্বাস রাখাই মু'মিন বান্দাহর উচিত যে, সকল বিপদ-মসীবত আল্লাহর অনুমোদনক্রমেই আসে এবং তাতে তার কোনো না কোনো কল্যাণ নিহিত আছে। আল্লাহ তাঁর বান্দাহর কল্যাণকামী। তিনি তাদেরকে শুধু শুধু বিপদে ফেলেন না।

২৭. অর্থাৎ অবস্থা অনুকূল হোক কি প্রতিকূল হোক সকল অবস্থায়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে অবিচল থাকো। বিপদ-মসীবত দেখে ঘাবড়ে গিয়ে আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। আমার রাসূলের দায়িত্ব

⑭يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ

১৪. হে যারা ঈমান এনেছো, নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের থেকে সতর্ক থেকো ;

وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑮ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ

আর যদি তোমরা (তাদেরকে) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখ ও (তাদের) দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করো এবং মাপ করে দাও, তাহলে (জেনে রেখো) অবশ্যই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু[২৯]। ১৫. তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো শুধুমাত্র

⑭ يَٰٓأَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ- যারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছো ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; مِنْ-কেউ কেউ ; اَزْوَاجِكُمْ-তোমাদের স্ত্রীদের ; وَ-এবং ; اَوْلَادُكُمْ-(اولاد+كم)-তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের ; عَدُوًّا-শত্রু ; لَّكُمْ-তোমাদের ; فَاحْذَرُوْهُمْ-(ف+احذروا+كم)-অতএব তাদের থেকে সতর্ক থেকো ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; تَعْفُوْا-তোমরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো ; وَ-ও ; تَصْفَحُوْا-(তাদের) দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করো ; وَ-এবং ; تَغْفِرُوْا-মাফ করে দাও ; فَاِنَّ-(ف+ان)-তাহলে (জেনে রেখো) অবশ্যই ; اللهَ-আল্লাহ ; غَفُوْرٌ-পরম ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু। ⑮ اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; اَمْوَالُكُمْ-(اموال+كم)-তোমাদের ধন-সম্পদ ; وَ-ও ; اَوْلَادُكُمْ-(اولاد+كم)-তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো ;

তো শুধু তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়া ; তিনি সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। (তাফহীম)

আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে কুরআন অনুসরণের মাধ্যমে, আর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করে। আনুগত্য ছেড়ে দিলে মনে রেখো, রাসূলের দায়িত্ব তোমাদের নিকট রিসালাত পৌঁছে দেয়া। (রুহুল কুরআন)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব আদেশ-নিষেধ দান করেছেন, সর্বক্ষেত্রেই তার অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্যের মতো রাসূলের আনুগত্য করাও ওয়াজিব। (সাফওয়া)

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ যেহেতু নেই। তাই সকল অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থাতে আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের ভরসা করতে হবে।

ইসলামের পরিভাষায় তাওয়াক্কুল হলো উপায়-উপকরণ ব্যবহার করার পর ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করা।

এ তাওয়াক্কুল ইবাদাত। তাই যেসব বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই সেসব বিষয়ে অন্য কোনো সৃষ্টির ওপর গায়েবী ভরসা করা শিরক।

فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا

একটি পরীক্ষা ; আর আল্লাহ্—তাঁর কাছেই রয়েছে (তোমাদের) বিরাট পুরস্কার[৩০]। ১৬. তাই সাধ্যমতো তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো[৩১] ও (তাঁরই আদেশ) শোন এবং মেনে চলো

فِتْنَةٌ-একটি পরীক্ষা ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عِنْدَهُ-তাঁর কাছেই রয়েছে ; أَجْرٌ-(তোমাদের) পুরস্কার ; عَظِيمٌ-বিরাট। ﴿١٦﴾ فَاتَّقُوا-(ف+اتقوا)-তাই তোমরা ভয় করে চলো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; مَا اسْتَطَعْتُمْ-সাধ্যমতো ; وَ-ও ; اسْمَعُوا-(তাঁরই আদেশ) শোন ; وَ-এবং ; أَطِيعُوا-মেনে চলো ;

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই—একথার তাৎপর্য হলো মু'মিনদেরকে কেবলমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করতে হবে।

২৯. 'আযওয়াজ' শব্দটি 'যাওজ'-এর বহুবচন। 'যাওজ' শব্দ দ্বারা স্বামী বা স্ত্রী উভয়ই হতে পারে। আয়াতের অর্থ হলো—তোমাদের স্ত্রী বা স্বামী এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের দীন ও ঈমানের দিক থেকে তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা এদের থেকে সতর্ক থেকো।

স্বামী-স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিদের যেসব প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে এবং তাদেরকে তাদের দীন ও ঈমানের দাবী পালন থেকে বিরত রাখে, এখানে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমাদের স্ত্রী বা স্বামীগণ এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা তোমাদেরকে ভালো কাজ থেকে বিরত রাখে। তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেয়। কখনও তারা অবশ্য করণীয় দীনী কাজ করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তোমাদের এসব স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তান প্রকৃতপক্ষে তোমাদের শত্রু। সুতরাং এ জাতীয় শত্রু থেকে তোমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক।
(রূহুল কুরআন)

কুরআনের এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যদিও বিপুল সংখ্যক মুসলমান এ জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলো এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো, কিন্তু এর হুকুম 'আম' বা সাধারণ। সুতরাং সর্বকালে এর হুকুম অনুরূপ পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হবে। (কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর)

যেসব নারী বা পুরুষ তাদের স্বামী বা স্ত্রী এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে ঈমান আকীদা ও দ্বীন-বিরোধী তৎপরতার সম্মুখীন হয়, তাদের উদ্দেশ্যে তিনটি কথা বলা হয়েছে।

প্রথমত বলা হয়েছে যে, তারা তোমাদের প্রিয়জন হলেও দ্বীন ও ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা তোমাদের দুশমন।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, তাদের থেকে তোমরা সতর্ক থাকো। তারা যেনো তোমাদেরকে তোমাদের আকীদা-বিশ্বাস ও সৎকর্মে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।

وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

আর (তাঁর নির্দেশ মতো) খরচ করো—(এটা) তোমাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর ; আর যারা নিজের মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকলো তবে তারা—তারাই

الْمُفْلِحُونَ ⑯ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ

সফলকাম।[৩২] ১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করো তিনি তা বহুগুণে বাড়িয়ে তোমাদেরকে দান করবেন[৩৩] এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন ;

وَ-আর ; أَنْفِقُوا-(তাঁর নির্দেশ মতো) খরচ করো ; خَيْرًا-(এটা) কল্যাণকর ; لِأَنْفُسِكُمْ-(ل+انفسى+كم)-তোমাদের নিজেদের জন্য ; وَ-আর ; مَنْ-যারা ; يُوقَ-মুক্ত থাকলো ; شُحَّ-সংকীর্ণতা থেকে ; نَفْسِهِ-(نفس+ه)-নিজের মনের ; فَأُولَٰئِكَ-(ف+اولئك)-তবে তারা ; هُمُ-তারাই ; الْمُفْلِحُونَ-সফলকাম। ⑰ إِنْ-যদি ; تُقْرِضُوا-তোমরা ঋণ দান করো ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; قَرْضًا-ঋণ ; حَسَنًا-উত্তম ; يُضَاعِفْهُ-(يضعف+ه)-তিনি তা বহুগুণে বাড়িয়ে দান করবেন ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; وَ-এবং ; يَغْفِرْ-তিনি ক্ষমা করে দেবেন ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ;

তৃতীয়ত বলা হয়েছে যে, তোমরা তাদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর ও সহনশীল আচরণ করবে। এমন কঠোর আচরণ তাদের প্রতি করবে না, যার ফলে তাদের হিদায়াতের সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। অথবা এমন আচরণ করবে না যার ফলে তাদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। যার কারণে মানুষ তোমার আকীদা-বিশ্বাস ও সদাচারকে দায়ী করে।

৩০. অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হলো (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। এরা তোমাদেরকে অবৈধ উপার্জন করতে বাধ্য করে এবং আল্লাহর হক আদায় করা থেকে বিরত রাখতে ও নাফরমানী করতে উৎসাহিত করে। সুতরাং তোমরা নাফরমানীর কাজে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। আর মনে রেখো যে, আল্লাহর কাছেই রয়েছে সেসব লোকের জন্য বিরাট প্রতিদান যারা সন্তান-সন্তুতির মহব্বতের ওপর আল্লাহর আনুগত্য ও মহব্বতকে অগ্রাধিকার দান করেন। (ফাতহুল কাদীর, রুহুল কুরআন)

আবু মালেক আশয়ারী রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন—"তুমি যে শত্রুকে হত্যা করতে পারার কারণে সফল হলে, অথবা সে তোমাকে হত্যা করলে তুমি জান্নাত লাভ করলে, সে তোমার আসল শত্রু নয় ; বরং তোমার আসল শত্রু তোমার ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি। তারপর তোমার শত্রু তোমার মালিকানাধীন ধন-সম্পদ।" (তাবারানী)

৩১. অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করে চলো। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর আইন ও বিধি-বিধান পালনে বাধা দিতে না পারে, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগীতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

আর আল্লাহ অতিশয় গুণগ্রাহী পরম ধৈর্যশীল।[৩৪] ১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য (সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; شَكُوْرٌ-অতিশয় গুণগ্রাহী ; حَلِيْمٌ-ধৈর্যশীল। (১৮) عٰلِمُ-তিনি সর্বজ্ঞ ; الْغَيْبِ-অদৃশ্য ; وَ-ও ; الشَّهَادَةِ-দৃশ্য (সম্পর্কে) ; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহকে ভয় করতে হবে যথাসাধ্য। সাধ্যের অতীত ভয় করা বান্দাহর পক্ষে অসম্ভব। আর আল্লাহ-ও তাঁর বান্দাহর ওপর সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না।

আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেনো কারো নিন্দা বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে, এমন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া-ই মু'মিনের কাজ। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে নিজের ও পরিবার-পরিজনের ক্ষতি হলেও ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। (কুরতুবী)

৩২. অর্থাৎ যারা কৃপণতা এবং ধন-সম্পদের লোভ-লালসা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে এবং যে যে ক্ষেত্রে ধন-মাল ব্যয় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করে নিজের অন্তরের কৃপণতা দূর করতে পেরেছে—নিজেকে লোভ-লালসা মুক্ত বলে প্রমাণ করতে পেরেছে—তারাই কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারবে।

৩৩. এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বিনয় প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ইহসান তথা যে কোনো কল্যাণমূলক কাজে ধন-সম্পদ খরচ করাকে আল্লাহকে করয দেয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত। তাঁর করয গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই। সকল সম্পদের মালিক তিনি। তারপরও তিনি এভাবে বর্ণনা করে ইহসান তথা দান-সাদাকা করণে উৎসাহ দান করেছেন এবং মুহতাজ তথা মুখাপেক্ষী বান্দাহদের প্রতি সহানুভূতি প্রদানে অনুপ্রেরণা দান করেছেন। যে বান্দাহ আল্লাহর দেয়া ধনমাল আল্লাহকে দান করতে কৃপণতা করবে, সে কতোই না দুর্ভাগা। অথচ আল্লাহ তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেয়ার এবং নিজের ক্ষমার মধ্যে শামিল করে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন ....।

৩৪. 'শাকূর' শব্দটি আসমাউল হুসনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর একটি। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে বান্দাহর গুণের অতি বেশী মূল্যায়নকারী। অর্থাৎ সামান্য নেক কাজেও অনেক বেশী বিনিময় দানকারী।

আর বান্দাহর ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হবে—আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণ-অনুকরণে আপ্রাণ প্রচেষ্টাকারী।

আর 'হালীম' শব্দটিও আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সর্বোচ্চ ধৈর্যশীল, অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বশীল সত্তা। খুব বেশী রাগ ও

উত্তেজনার সময়েও যিনি ধৈর্য অবলম্বন করতে সক্ষম—আর তিনি হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। (লুগাতুল কুরআন)

২য় রুকূ' (১১-১৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলার অনুমোদন ছাড়া কোনো বিপদ-মসীবত বান্দাহর ওপর আসে না।

২. আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী বান্দাহকে পরীক্ষাস্বরূপ আগত বিপদ-মসীবতে সবর করার মাধ্যমে এসব পরীক্ষায় সফলকাম হওয়ার তাওফীক দান করেন।

৩. আন্তরিকভাবে দৃঢ় বিশ্বাসী মু'মিন বান্দাহদের সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই অবহিত।

৪. বিপদ-মসীবতে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের অনুসৃত পথ ও পন্থার অনুসরণ করতে হবে।

৫. আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের দেখানো পথের বিপরীত কাজ করলে পরিণতির জন্য নিজেরাই দায়ী থাকবে।

৬. আল্লাহ ছাড়া যেহেতু কোনো ইলাহ নেই, তাই মু'মিন বান্দাহদের সকল নির্ভরতা থাকবে একমাত্র আল্লাহর ওপর।

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর ভালোবাসার ওপর অগ্রাধিকার দান করাই মু'মিনের কর্তব্য। কারণ এদের ভালোবাসাই মানুষকে নাফরমানীতে লিপ্ত করে।

৮. স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা আল্লাহর দীন-এর বিরোধী হবে, তাদের থেকে সর্বদা সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে, যেনো তারা দীনী কাজে বাধা সৃষ্টির সুযোগ না পায়।

৯. স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা দীন-এর বিরোধী তাদের সাথে এমন কঠোরতা দেখানো ঠিক হবে না, যারা ফলে তাদের হিদায়াতের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।

১০. তাদের অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং ক্ষমা করে দেয়াই উচিত। কেননা এর ফলে তাদের হিদায়াতের সম্ভাবনা বাকী থাকে। আর আল্লাহ-ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা বিশেষ। এসবকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুসারে পরিচালনা করতে হবে। তাহলেই এ পরীক্ষায় সফলকাম হওয়া যাবে।

১২. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আশাতীত পুরস্কার পাওয়া যাবে।

১৩. ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিচালনায় আল্লাহর ভয় মনে রেখে তাঁর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানতে হবে এবং মেনে চলতে হবে।

১৪. উল্লিখিত ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার মধ্যে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে কারণ আল্লাহ-ই এসব কিছুর দাতা।

১৫. ধন-সম্পদ আল্লাহর নির্দেশ মতো ব্যয় করা এবং সন্তানদের ব্যাপারে সংকীর্ণতা পরিহার করে উদার মনের পরিচয় দিতে হবে। এক্ষেত্রে এটাই সফলতার উপায়।

১৬. আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ব্যয়িত সম্পদ বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়াকে আল্লাহর নিজের ওপর ঋণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাই বহুগুণে বর্ধিত প্রতিদান পাওয়া সুনিশ্চিত। এছাড়াও আল্লাহর পক্ষে বান্দাহর অপরাধগুলোর ক্ষমা পাওয়াও নিশ্চিত।

১৭. বান্দাহর একনিষ্ঠ সৎকর্মের সর্বাধিক মূল্যায়নকারী হলেন আল্লাহ। তিনি চরম ধৈর্যের সাথে বান্দাহদের সকল কাজ বিচার করেন।

❑

নামকরণ

এ সূরায় তালাকের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে বিধায় এর 'আত তালাক' নামকরণ করা হয়েছে। এদিক থেকে এটা সূরার শিরোনামও বটে।

'তালাক' শব্দের আভিধানিক অর্থ ছেড়ে দেয়া, বিদায় করে দেয়া, বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। শরয়ী পরিভাষায় বিবাহ সূত্রে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর থেকে নিজ অধিকার প্রত্যাহার করানোকে তালাক বলা হয়। (লুগাতুল কুরআন)

নাযিলের সময়কাল

সুনির্দিষ্টভাবে এ সূরার নাযিলকাল ঠিক করা সহজ নয় ; কিন্তু এতোটুকু অবশ্যই বলা যায় যে, সূরা আল বাকারায় তালাকের যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে বুঝার ব্যাপারে লোকেরা যখন ভুল করতে লাগলো এবং বাস্তবেও তাদের ভুল-ভ্রান্তি হতে লাগলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের জন্য এ সূরার আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার পুরো অংশেই তালাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। এসব বিধি-বিধানের মধ্যে রয়েছে—

এক ঃ তালাকে সুন্নী ও তালাকে বিদয়ী সম্বন্ধে আলোচনা। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলে, অতঃপর একসাথে জীবন যাপন অসম্ভব মনে হলে তালাকের উত্তম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যথাসময়ে শরীয়তের বিধান অনুসরণ করে তালাক দিতে বলা হয়েছে। আর তা হলো, সহবাস বিহীন পবিত্র অবস্থায় তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকা।

দুই ঃ তালাকের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। কারণ তালাক হালাল হলেও সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ। অনন্যোপায় অবস্থায় এটাকে হালাল রাখা হয়েছে।

তিন ঃ ইদ্দতকে যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেনো এর সময়কাল দীর্ঘ হয়ে মহিলার ক্ষতি না হয়। আবার সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে 'বংশধারা' তথা 'নসব' মিশ্রিত হয়ে না যায়।

চার ঃ ইদ্দতের বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে 'আয়েসা' তথা ঋতু বন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলা ; নাবালেগ মেয়ে এবং গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে পরিষ্কার করে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশ দান করা হয়েছে এবং কিছু কিছু নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়েছে।

পাঁচ ঃ এসব বিধি-বিধান আলোচনার সাথে সাথে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে। যেনো স্বামী বা স্ত্রী কারোর কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়।

ছয় ঃ ইদ্দত পালনকালীন সময়ে 'নাফকা' তথা ভরণ-পোষণ ও 'সুকনা' তথা থাকার জায়গা প্রদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অবশেষে এসব ব্যাপারে যারা শরয়ী বিধি-বিধানের সীমালংঘন করবে তাদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (সাফওয়া)

❒

① يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ

১. হে নবী ! (আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন) যখন তোমরা (তোমাদের) স্ত্রীদের তালাক দিতে চাও তখন তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও[১] এবং তোমরা ইদ্দতের হিসাব রেখো ;[২]

① يَٰٓأَيُّهَا-হে ; ٱلنَّبِيُّ-নবী (আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন) ; إِذَا-যখন ; طَلَّقْتُمُ- তোমরা তালাক দিতে চাও ; ٱلنِّسَآءَ-(তোমাদের) স্ত্রীদেরকে ; فَطَلِّقُوهُنَّ-(ف+طلقو+هن)-তখন তাদেরকে তালাক দাও ; لِعِدَّتِهِنَّ-(ل+عدة+هن)-তাদের ইদ্দতের জন্য ; وَ-এবং ; أَحْصُوا۟-তোমরা হিসাব রেখো ; ٱلْعِدَّةَ-ইদ্দতের ;

১. অর্থাৎ তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কাউকে তালাক দিতে চাও, তখন একই সাথে তিন তালাক দিয়ে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিও না, যাতে ফিরিয়ে নেয়ার কোনো পথ থাকে না। বরং তাদেরকে ইদ্দত গণনা করার জন্য তালাক দাও। একথার তাৎপর্য দুটো—

এক ঃ ইদ্দত শুরু করার জন্য তালাক দাও—অন্য কথায়, তালাক দেবে এমন সময়, যে সময় থেকে তাদের ইদ্দত শুরু হতে পারে। অর্থাৎ যে 'তুহূর' বা পবিত্র অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংগম হয়নি সে তুহূরে স্ত্রীকে তালাক দাও, যাতে করে পরবর্তী হায়েয থেকে স্ত্রীর ইদ্দত তথা তালাক পরবর্তী অন্তবর্তীকালীন গণনা করা যেতে পারে। আর এটা সেসব স্ত্রীর ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে, যাদের সাথে স্বামীর সংগম হয়েছে—যাদের মাসিক হয় এবং গর্ভ ধারণের সম্ভাবনা রয়েছে।

দুই ঃ দ্বিতীয় তাৎপর্য, তালাক দিলে ইদ্দত পর্যন্তকার সময় পর্যন্ত তালাক দাও। এক সাথে তিন তালাক দিয়ে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তালাক দিও না; বরং এক বা বেশীর পক্ষে দুই তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো। কেননা এ সময়ের মধ্যে যে কোনো সময় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে। এ দৃষ্টিতে সেসব স্ত্রী যারা স্বামী-সংগমপ্রাপ্তা—যাদের মাসিক হয়, যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে এবং যাদের মাসিক শুরু হয়নি অথবা তালাকের সময় যাদের গর্ভবতী হওয়ার কথা জানা গেছে সবাই শামিল। (তাফহীম)

উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে তালাক দেয়া তালাক দেয়ার সুন্নাত পদ্ধতি। এজন্য এ তালাককে 'সুন্নী' তালাক বলা হয়। অর্থাৎ যে 'তুহূর' বা পবিত্র অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সংগম হয়নি, সেই 'তুহূরে' তালাক দেয়া অথবা স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার কথা জানা

যাওয়ার পর তালাক দেয়া এবং একই সাথে তিন তালাক না দেয়াকেই 'তালাকে সুন্নী' বলা হয়।

আর যদি যে তুহুরে স্ত্রীর সাথে সংগম হয়েছে, অথবা স্ত্রীর মাসিক চলাকালীন অবস্থায় তালাক দেয়া হয়, অথবা একই সাথে তিন তালাক দেয়া হয়, তাহলে এ তালাক হবে 'তালাকে বিদয়ী' তথা সুন্নাতের খেলাফ বা নিজেদের মনগড়া পদ্ধতির তালাক। (আহকামুল কুরআন—ছাবুনী)

কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াত হাদীসে রাসূল এবং সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত আমল থেকে ইসলামী ফিকাহবিদগণ তালাকের বিস্তারিত বিধান প্রণয়ন করেছেন। তাঁদের প্রণীত বিধান অনুসারে তালাক প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত (১) তালাকে সুন্নী (২) তালাকে বিদয়ী। তালাকে সুন্নী আবার দু'প্রকার (১) আহসান বা সর্বোত্তম, (২) হাসান বা উত্তম। এ অনুসারে তালাক তিন ভাগে বিভক্ত—(১) আহসান (২) হাসান ও (৩) বিদয়ী।

আহসান তালাক ঃ যে তুহুরে স্ত্রীর সাথে সংগম হয়নি সেই তুহুরে এক তালাক দিয়ে ইদ্দত পূর্ণ হতে দেয়া অর্থাৎ তিন হায়েয পর্যন্ত অতিবাহিত হতে দেয়া।

হাসান তালাক ঃ প্রত্যেক তুহুরে এক তালাক করে তিন তুহুরে তিন তালাক দেয়া।

বিদয়ী তালাক ঃ এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়া অথবা একই তুহুরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিন তালাক দিয়ে দেয়া অথবা হায়েয অবস্থায় তিন তালাক দিয়ে দেয়া অথবা, যে তুহুরে সংগম করা হয়েছে, সেই তুহুরে তিন তালাক দেয়া—এর যে কোনোটাই করা হোক না কেনো, সেটাই 'বিদয়ী তালাক' তথা সুন্নাতের খেলাফ হবে এবং তালাকদাতা গুনাহগার হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী ফিকাহবিদদের সম্মিলিত অভিমত হলো—সুন্নাতের খেলাফ নিয়মে তালাক দিলেও তা কার্যকরী হবে। তবে এজন্য তালাকদাতা গুনাহগার হবে। কারণ হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ সা.-কে এটা জানানো হলে তিনি রেগে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বললেন—"আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা অবস্থায়ও আল্লাহর কিতাব নিয়ে তোমরা খেলা করছো।"

এ থেকে বুঝা যায় যে, সুন্নাতের খেলাফ পদ্ধতিতে তালাক দিলেও তা কার্যকর হবে, না হয় রাসূলুল্লাহ সা. এমন কথা বলতেন না।

অপর এক হাদীসে আছে যে, উবাদা ইবনে সামেত-এর পিতা তাঁর স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়ে ফেললেন। তিনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-কে বিষয়টি জানালে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন—"সে আল্লাহর নাফরমানী করেছে, আর তিন তালাক দ্বারা তার স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাকী নয়শত সাতানব্বই তালাক যুলুম ও সীমালংঘন হিসেবে অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আল্লাহ চাইলে এজন্য তাকে শাস্তি দিতে পারেন, অথবা ক্ষমাও করে দিতে পারেন।"(কাবীর, রাওয়ায়েউল বায়ান, তাফহীম)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

আর তোমরা ভয় করো আল্লাহকে (যিনি) তোমাদের প্রতিপালক ; তোমরা তাদেরকে তাদের বসবাসের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেনো বের হয়ে না যায়[৩]—

إِلَّآ أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ

কোনো স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করা ছাড়া[৪] ; আর এগুলো হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, আর যে কেউ লংঘন করবে

وَ-আর ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; رَبَّكُمْ-(যিনি) তোমাদের প্রতিপালক ; لَا تُخْرِجُوْهُنَّ-(لاتخرجوا+هن)-তোমরা তাদেরকে বের করে দিও না ; مِنْ-থেকে ; بُيُوْتِهِنَّ-তাদের বসবাসের ঘর ; وَ-এবং ; لَا يَخْرُجْنَ-তারাও যেনো বের হয়ে না যায় ; إِلَّآ-ছাড়া ; أَنْ يَّأْتِيْنَ-করা ছাড়া ; بِفَاحِشَةٍ-(ب+فاحشة)-কোনো অশ্লীল কাজ ; مُّبَيِّنَةٍ-স্পষ্ট ; وَ-আর ; تِلْكَ-এগুলো হলো ; حُدُوْدُ-নির্ধারিত সীমা ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; مَنْ-যে কেউ ; يَّتَعَدَّ-লংঘন করবে ;

অপর এক হাদীসে আছে—"তিনটি এমন জিনিস রয়েছে, যা দৃঢ় অন্তরে দিলেও কার্যকর হয়ে যায়, আর হেসে-খেলে দিলেও কার্যকর হয়ে যায়—(তা হলো) 'বিবাহ, তালাক ও রাজায়াত।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

২. ইদ্দতের হিসেব রাখার এ হুকুম পুরুষ, নারী ও তাদের পরিবারের লোকজন সবাইকে লক্ষ্য করে দেয়া হয়েছে। কারণ তালাকের ব্যাপারটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও আদালত সবার জন্য একটি গুরুত্ববহ ঘটনা। তালাক দেয়ার সুনির্দিষ্ট দিন, তারিখ, সময়, ইদ্দত শুরু হওয়ার সময়, ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় ইত্যাদি বিষয়ে পরিষ্কার হিসেব থাকতে হবে। কারণ এর ওপর নির্ভর করবে স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকা না থাকা, স্ত্রীর স্বামীর বাড়িতে বসবাস, খোরপোষ, পারস্পরিক উত্তরাধিকারের বিষয়, পুনঃ বিবাহের অধিকার লাভের বিষয়। তাছাড়া ব্যাপার যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায় তাহলে উল্লিখিত বিষয়গুলো সঠিকভাবে আদালতের সামনে পরিষ্কার না থাকলে সঠিক ফায়সালা দেয়া আদালতের পক্ষে সম্ভব হবে না।

৩. অর্থাৎ স্ত্রীর ইদ্দতকালীন মেয়াদের মধ্যে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে বসবাসের ঘর থেকে বের করে দেয়া, অথবা স্ত্রীর নিজে নিজে বের হয়ে যাওয়া বৈধ নয়।

এ হুকুম এজন্য দেয়া হয়েছে, যাতে ইদ্দত পালন-এর সময়ের মধ্যে স্বামীর মনে স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে, আর স্ত্রীও নিজেকে শুধরে নিয়ে নিজেকে স্বামীর কাছে আকর্ষণীয় করার সুযোগ লাভ করতে পারে। ফলে উভয়ে স্থায়ী বিচ্ছেদের গ্লানী থেকে রক্ষা পেতে পারে।

حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِیْ لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ

আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ, তবে সে নিঃসন্দেহে যুলুম করবে তার নিজের ওপর ; তুমি জানো না, হয়তোবা আল্লাহ এরপর বের করে দেবেন

اَمْرًا ۝٢ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ

কোনো উপায়[৫]। ২. অতঃপর যখন তারা পৌঁছে যাবে (ইদ্দতের) নির্দিষ্ট মেয়াদের শেষ প্রান্তে, তখন তাদেরকে ভালোভাবে (বিবাহ বন্ধনে) আবদ্ধ রাখো অথবা তাদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলো

حُدُوْدَ-নির্ধারিত সীমাসমূহ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَقَدْ ظَلَمَ-তবে সে নিঃসন্দেহে যুলুম করবে ; نَفْسَهٗ-তার নিজের ওপর ; لَاتَدْرِیْ-তুমি জানো না ; لَعَلَّ-হয়তোবা ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; یُحْدِثُ-বের করে দেবেন ; بَعْدَ-পর ; ذٰلِكَ-এর ; اَمْرًا-কোনো উপায়। ② فَاِذَا-অতঃপর যখন ; بَلَغْنَ-তারা পৌঁছে যাবে; اَجَلَهُنَّ-(اجل+هن)-তাদের (ইদ্দতের) (মেয়াদের) শেষ প্রান্তে ; فَاَمْسِكُوْهُنَّ-(ف+امسكو+هن)-তখন তাদেরকে (বিবাহ বন্ধনে) আবদ্ধ রাখো ; بِمَعْرُوْفٍ-ভালোভাবে ; اَوْ-অথবা ; فَارِقُوْهُنَّ-(فارقو+هن)-তাদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলো ;

ইসলামী আইনবিদদের সম্মিলিত অভিমত হলো, ইদ্দতকালে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বাসগৃহ ও খোরপোষের অধিকার রয়েছে। স্বামীর জন্য এ সময়কালে স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেয়া জায়েয নয় এবং স্ত্রীর পক্ষেও এ সময়কালে স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হয়ে পিতার বাড়ীতে বা অন্য কোথাও চলে যাওয়া জায়েয নয়। স্বামী যদি বের করে দেয় তাহলে সে যেমন গুনাহগার হবে, তেমনি স্ত্রী যদি বের হয়ে যায় সে-ও গুনাহগার হবে।

৪. অর্থাৎ ইদ্দত পালনকালীন সময়ে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার বসবাসের ঘর থেকে বের করে দেয়া যাবে না এবং সে নিজেও বের হয়ে যাবে না। তবে সে যদি কোনো প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ, কথাবার্তা ও ঝগড়া-বিবাদ অথবা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে বের করে দেয়া যাবে এবং তার নিজেরও তখন বের হয়ে যাওয়াই উচিত হবে।

৫. অর্থাৎ স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যে সীমা ও বিধি-বিধান দিয়েছেন তা লংঘন করার অর্থ নিজের ওপর নিজে যুলুম করা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারেও আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করা যাবে না এবং এ পর্যায়ে সুন্নাত নিয়মের অনুসরণ করতে হবে ; না হয় কঠিন গুনাহ হবে। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করলে তালাক দেয়ার মতো ঘৃণার্হ কাজেও কল্যাণ আসবে। আল্লাহ

بِمَعْرُوفٍ وَّأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

উত্তম পন্থায়[৬] ; আর সাক্ষী রাখবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়বান লোককে[৭], আর (হে সাক্ষীগণ) তোমরাও সাক্ষ্য দেবে সঠিকভাবে আল্লাহর জন্য ;

بِمَعْرُوفٍ-উত্তম পন্থায় ; وَ-আর ; أَشْهِدُوا-সাক্ষী রাখবে ; ذَوَيْ-দু'জন লোককে ; عَدْلٍ-ন্যায়বান ; مِّنكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্য থেকে ; وَ-আর (হে সাক্ষীগণ) ; أَقِيمُوا-তোমরাও সঠিকভাবে দেবে ; الشَّهَادَةَ-সাক্ষ্য ; لِلَّهِ-আল্লাহর জন্য ;

তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়তো সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে দিতে পারেন। আর স্বামী-স্ত্রীর মিলমিশের অবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে সংরক্ষিত।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "তুমি জানো না হয়তোবা আল্লাহ কোনো উপায় বের করে দিতে পারেন।" এর তাৎপর্য হলো, স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পরে স্বামী হয়তো লজ্জিত হতে পারে এবং ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তার মনে মহব্বত সৃষ্টি হতে পারে। (এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে।) এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, আলাদাভাবে তালাক দেয়াই তালাকের সুন্নাত নিয়ম। একই সাথে তিন তালাক দেয়া হলে আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত কথার কোনো অর্থ হয় না। অর্থাৎ পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার (রাজায়াতের) কোনো সুযোগ না থাকার কারণে মিলমিশের কোনো অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে না। (কাবীর)

৬. মনে রাখতে হবে স্ত্রীকে দাম্পত্য বন্ধনে রাখবে কি রাখবে না সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ থাকবে ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং এটা শুধুমাত্র এক বা দুই তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিন তালাক দেয়া স্ত্রীকে আর স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ ইদ্দতকালে থাকে না। এক বা দুই তালাক দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখার সুযোগ থাকে। তাকে ফিরিয়ে রাখতে চাইলে ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে রাখতে হবে। আর বিদায় করতে চাইলেও ভালোভাবে তার প্রাপ্য পরিশোধ করে দিয়ে বিদায় করতে হবে। কোনো অসদুদ্দেশ্য নিয়ে যেমন ফিরিয়ে রাখাও যাবে না, তেমনি বিদায় দেয়ার ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য পরিশোধ নিয়ে টালবাহানা করা যাবে না।

৭. অর্থাৎ তালাক দেয়ার সময়, অতঃপর ইদ্দত পালনকালীন সময়ে রাজায়াত বা বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দু'জন সাক্ষী রাখতে আলোচ্য আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে। তবে সাক্ষী রাখা উল্লিখিত কাজগুলো কার্যকর হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত নয়। সাক্ষী না রাখলেও উক্ত কাজগুলো তথা তালাক ও রাজায়াত শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য কোনো বিরোধ এড়ানোর জন্য সাক্ষী রাখাটা আবশ্যক। ভবিষ্যতে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হলে স্বামী বা স্ত্রী কেউ যেনো কোনো ঘটনা অস্বীকার করতে না পারে এবং কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় ছাড়া সহজেই বিরোধের ফায়সালা দেয়া যায়।

ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ

এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, যে ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি[৮] আর যে ব্যক্তি ভয় করে চলবে আল্লাহকে, তিনি সৃষ্টি করে দেবেন

لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ

তার জন্য (সংকট থেকে) মুক্তির উপায়[৯]। ৩. আর তিনি এমন উৎস থেকে তাকে রিযিক দান করবেন (যা) সে কল্পনাও করতে পারবে না[১০]; আর যে কেউ আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তাহলে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট ;

ذٰلِكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; يُوْعَظُ-উপদেশ দেয়া হচ্ছে ; بِهٖ-এর দ্বারা ; مَنْ-তাকে, যে ; كَانَ يُؤْمِنُ-ঈমান রাখে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; الْيَوْمِ-দিনের প্রতি ; الْاٰخِرِ-শেষ ; وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; يَّتَّقِ-ভয় করে চলবে ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; يَجْعَلْ-তিনি সৃষ্টি করে দেবেন ; لَّهٗ-তার জন্য ; مَخْرَجًا-(সংকট থেকে) মুক্তির উপায়। ۝ وَّ-আর ; يَرْزُقْهُ-তিনি তাকে রিযিক দান করবেন ; مِنْ-থেকে ; حَيْثُ-এমন উৎস ; لَا يَحْتَسِبُ-(যা) সে কল্পনাও করতে পারবে না ; وَ-আর ; مَنْ-যে কেউ ; يَّتَوَكَّلْ-ভরসা করে ; عَلَى-ওপর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَهُوَ-তাহলে তিনিই ; حَسْبُهٗ-তার জন্য যথেষ্ট ;

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও এ জাতীয় নির্দেশ দিয়ে সূরা আল বাকারার ২৮২ আয়াতে বলা হয়েছে—"তোমরা যখন পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করো, তখন সাক্ষী রাখো।" এখানেও এ নির্দেশের অর্থ এ নয় যে, সাক্ষী রাখা ফরয এবং সাক্ষী না রাখলে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে না ; বরং এর অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতে কোনো প্রকার বিরোধ-বিসম্বাদ সৃষ্টি হলে তার সমাধান সহজ হয় এবং আগেই বিরোধের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সাক্ষী থাকলে কোনো পক্ষই অস্বীকার করার সুযোগ পাবে না। আল্লাহর নির্দেশের মধ্যেই মানুষের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (তাফহীম, কাবীর)

৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে বিশ্বাস ও ভয় করে এবং আখিরাতে জবাবদিহির কথা বিশ্বাস করে এবং স্মরণ রাখে, তাদের জন্য আল্লাহর উপদেশ হলো—তারা আল্লাহর উপদেশ অনুসারেই উল্লিখিত কাজগুলো সম্পাদন করবে। কোনো খাঁটি মু'মিন আল্লাহর উপদেশ পরিপন্থী কোনো কাজ করতে পারে না।

তবে কেউ যদি এসব উপদেশ উপেক্ষা করে—যেমন সুন্নতের বিপরীত নিয়মে তালাক দিয়ে দেয়, ইদ্দতের হিসাব সংরক্ষণ না করে, কোনো যথার্থ কারণ ছাড়া ঘর থেকে বের করে দেয়, স্ত্রীকে জ্বালাতন করার জন্য ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে রাজায়াত করে, অথবা বিদায় দিলে ঝগড়া-বিবাদ করে বিদায় দেয় এবং কোনো ব্যাপারেই কোনো প্রকার সাক্ষী না রাখে, তাহলে এসব কাজের জন্য আইনগত ফলাফলে

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ③ وَاللَّائِي يَئِسْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজ কাজ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্নকারী[১১], নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটা পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন। ৪. আর যারা নিরাশ হয়ে গেছে

إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; بَالِغُ-পরিপূর্ণভাবে সম্পন্নকারী; أَمْرِهِ-(امر+ه)-নিজ কাজ; قَدْ جَعَلَ-নিঃসন্দেহে ঠিক করে রেখেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لِكُلِّ شَيْءٍ-(ل+كل+شئ)-প্রত্যেক জিনিসের জন্য ; قَدْرًا-একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ।④ وَ-আর ; اللَّائِي-যারা ; يَئِسْنَ-নিরাশ হয়ে গেছে ;

কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। কিন্তু এটা প্রমাণ হবে যে, আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি এ ব্যক্তির সঠিক বিশ্বাস নেই। কোনো সাচ্চা মু'মিন এমন কাজ করতে পারে না। (তাফহীম)

৯. অর্থাৎ যে লোক আল্লাহকে ভয় করে কাজ করবে—তথা তালাক দেয়া, রাজায়াত করা বা বিচ্ছেদ ঘটানো ইত্যাদি সকল কাজে আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখে তাঁর উপদেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে, তিনি তাকে দুনিয়ার নানারূপ জটিলতা থেকে মুক্তি দেবেন এবং মৃত্যুর যন্ত্রণা ও কিয়ামত দিনের কঠোর অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের পথ বের করে দেবেন।

এ আয়াত তিলাওয়াত করে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন যে, এর অর্থ দুনিয়ার যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় থেকে, মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে এবং কিয়ামতের কঠোর অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করে দেবেন।

একথা থেকে স্বাভাবিকভাবে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এসব ব্যাপারে যে বা যারা আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখবে না, সে নিজেই নিজের জন্য এমন সব সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করবে, যা থেকে মুক্তির পথ সে দুনিয়াতে খুঁজে পাবে না, আর আখিরাতেও মুক্তি পাবে না।

১০. অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বাড়িতে রাখা, তার খোরপোষের ব্যবস্থা করা এবং বিদায় দিলে তাকে মোহরানা ও প্রয়োজনীয় ব্যবহার দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে বিদায় করা যদিও কোনো ব্যক্তির জন্য কষ্টকর হয়—দরিদ্র লোকের জন্য এটা কষ্টকরই বটে কিন্তু সে যদি আল্লাহকে ভয় করে এসব সহ্য করে এবং আল্লাহর উপদেশ অনুযায়ী কাজ করে তাহলে তিনি এমন উৎস থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করে দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। (তাফহীম)

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে কাজ করতে চান তা পরিপূর্ণভাবে করতে সক্ষম এবং করেনও ; তাঁর কাজে বাধা সৃষ্টি করে অসমাপ্ত রাখার ক্ষমতা কারো নেই। অথবা এর অর্থ আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই বাস্তবায়ন হয়ে থাকে, তা বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধক হওয়ার ক্ষমতা কারো নেই।

مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّٰئِي

ঋতুস্রাব থেকে তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে—যদি তোমরা (তাদের ইদ্দত সম্পর্কে) সন্দেহে থাকো, তাহলে (জেনে রেখো) তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস,[১২] এবং যারা

لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ

(এখনো) ঋতুমতি হয়নি[১৩] তাদেরও (ইদ্দত তিন মাস) আর গর্ভবতী মহিলাদের—তাদের ইদ্দতকাল তাদের গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত[১৪], আর যে কেউ ভয় করে আল্লাহকে

مِنَ-থেকে ; الْمَحِيضِ-ঋতুস্রাব ; مِنْ-মধ্যে ; نِّسَائِكُمْ-তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে ; إِنْ-যদি ; ارْتَبْتُمْ-তোমরা (তাদের ইদ্দত সম্পর্কে) সন্দেহে থাকো ; فَعِدَّتُهُنَّ-(ف+عدة+هن)-তাহলে (জেনে রেখো) তাদের ইদ্দত হবে ; ثَلَٰثَةُ-তিন ; أَشْهُرٍ-মাস ; وَ-এবং ; الَّٰئِي-যারা, তাদেরও ; لَمْ يَحِضْنَ-(এখনো) ঋতুমতি হয়নি ; وَ-আর ; أُولَاتُ الْأَحْمَالِ-গর্ভবতী মহিলাদের ; أَجَلُهُنَّ-(اجل+هن)-তাদের ইদ্দতকাল ; أَن يَضَعْنَ-প্রসব হওয়া পর্যন্ত ; حَمْلَهُنَّ-(حمل+هن)-তাদের গর্ভের সন্তান ; وَ-আর ; مَنْ-যে কেউ ; يَتَّقِ-ভয় করে ; اللَّهَ-আল্লাহকে ;

১২. যেসব মহিলার হায়েয হয় এবং যাদের স্বামী মারা গিয়েছে সূরা বাকারাতে তাদের ইদ্দত সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। এখানে সেসব মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং বেশী বয়সের কারণে হায়েযের আর আশা নেই, যাদের হায়েয এখনো হয়নি এবং গর্ভবতী মহিলাদের সম্পর্কে প্রথমোক্ত দু'শ্রেণীর মহিলার ইদ্দত তিন মাস। আর শেষোক্ত তথা গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত গর্ভ খালাস পর্যন্ত।

১৩. অর্থাৎ কম বয়সের কারণে যাদের এখনও হায়েয শুরু হয়নি ; যাদের হায়েয স্বাভাবিকভাবেই দেরীতে আসে অথবা যাদের আদৌ হয় না (এমন মহিলা বিরল) এদের সবাইর ইদ্দতকাল তিন মাস।

এখানে স্মরণীয় যে, কম বয়সের কারণে যাদের হায়েয এখনো শুরু-ই হয়নি তাদের তালাকের পর ইদ্দতের কথা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হওয়া দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ বয়সে মেয়েদের বিবাহ কেবল জায়েয-ই নয় বরং এ বয়সেও তার সাথে স্বামীর নির্জনবাস ও মেলামেশা জায়েয। কারণ স্বামীর সাথে নির্জনবাস ও মেলামেশা হলেই তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে, নচেৎ তাকে তালাকপ্রাপ্তা হলেও ইদ্দত পালন করতে হবে না। এখানে একথা স্পষ্ট যে, কুরআন মাজীদ বালেগ হওয়ার আগেও মেয়েদের বিবাহ হওয়াকে জায়েয বলেছে, সুতরাং এটাকে নাজায়েয বলে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার কারো

يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۞ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ

তিনি তার প্রত্যেক কাজ তার জন্য সহজসাধ্য করে দেন। ৫. এটা আল্লাহর নির্দেশ যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন ; আর যে ব্যক্তি ভয় করে আল্লাহকে,

يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ۞ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

তিনি তার গুনাহসমূহ তার থেকে মুছে ফেলবেন এবং তার পুরস্কার বড় করে দেবেন।[১৫] ৬. তোমরা তাদেরকে (তোমাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে) বাস করতে দাও (এমন ঘরে) যেখানে তোমরা বাস করো

يَجْعَلْ-তিনি করে দেন ; لَهٗ-তার ; مِنْ اَمْرِهٖ-(من+امر+ه)-তার প্রত্যেক কাজ ; يُسْرًا-সহজসাধ্য। ⑤ ذٰلِكَ-এটা ; اَمْرُ-নির্দেশ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اَنْزَلَهٗۤ-(انزل+ه)-যা তিনি নাযিল করেছেন ; اِلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; يَّتَّقِ-ভয় করে ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; يُكَفِّرْ-তিনি মুছে ফেলবেন ; عَنْهُ-তার ; سَيِّاٰتِهٖ-(سيات+ه)-তার গুনাহসমূহ ; وَ-এবং ; يُعْظِمْ-বড় করে দেবেন ; لَهٗۤ-তার ; اَجْرًا-পুরস্কার। ⑥ اَسْكِنُوْهُنَّ-(اسكنو+هن)-তোমরা তাদেরকে (তোমাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে) বাস করতে দাও ; مِنْ حَيْثُ-(এমন ঘরে) যেখানে ; سَكَنْتُمْ-তোমরা বাস করো ;

নেই। এরূপ মেয়েকে যদি তালাক দেয়া হয় এবং ইদ্দত পালন কালে তার হায়েয শুরু হয়ে যায়, তাহলে হায়েয থেকেই ইদ্দত পালন শুরু করবে। তার ইদ্দত হবে ঋতুমতি মহিলাদের মতো। (তাফহীম, কুরতুবী)

১৪. ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত মতে তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। গর্ভবতী বিধবার ইদ্দত সম্পর্কে ইসলামী আইনবিদদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের মতে তাদের ইদ্দতও গর্ভ খালাস পর্যন্ত। বহু সংখ্যক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং গর্ভবতী বিধবার ইদ্দতকাল গর্ভ খালাস পর্যন্ত। স্বামী-মৃত্যুর পর যখনই তার সন্তান প্রসব হয়ে যাবে তখনই তার ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে। (তাফহীম, বাওয়ায়েউল বায়ান)

১৫. তালাক সংক্রান্ত আলোচনার পর এখানে 'তাকওয়া' অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তালাক দেয়া, ইদ্দতকালীন খোরপোষ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, অতঃপর রাজায়াত করা বা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ব্যাপারে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় মনে রেখে শরয়ী নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে হবে। তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় যদিও মানব জীবনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী থাকা প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু এখানে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উল্লিখিত বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ নির্দেশ উল্লিখিত বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট বলে বুঝতে হবে।

مِّن وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ حَمْلٍ

তোমাদের সামর্থ্যের মধ্যে এবং তাদের ওপর সংকট চাপিয়ে দেয়ার জন্য তাদেরকে উত্যক্ত করবে না[১৬] ; আর যদি তারা গর্ভবতী হয়

فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ

তবে[১৭] তাদের জন্য খরচ করো যে পর্যন্ত না তারা প্রসব করে তাদের গর্ভস্থ সন্তান ; অতঃপর তারা যদি তোমাদের (সন্তানদেরকে) বুকের দুধ পান করায়, তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও ;

مِنْ-মধ্যে ; وُجْدِكُمْ-তোমাদের সামর্থ্যের ; وَ-এবং ; لَاتُضَآرُّوْهُنَّ-(لاتضارو+هن)-তাদেরকে উত্যক্ত করো না ; لِتُضَيِّقُوْا-কষ্ট চাপিয়ে দেয়ার জন্য ; عَلَيْهِنَّ-তাদের ওপর ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; كُنَّ-তারা হয় ; اُوْلَاتِ حَمْلٍ-গর্ভবতী ; فَاَنْفِقُوْا-(ف+انفقوا)-তবে তাদের জন্য খরচ করো ; عَلَيْهِنَّ-তাদের জন্য ; حَتّٰى-যে পর্যন্ত না ; يَضَعْنَ-তারা প্রসব করে ; حَمْلَهُنَّ-তাদের গর্ভস্থ সন্তান ; فَاِنْ-(ف+ان)-অতঃপর যদি; اَرْضَعْنَ-বুকের দুধ পান করায় ; لَكُمْ-তোমাদের (সন্তানদেরকে) ; فَاٰتُوْهُنَّ-(ف+اتوا+هن)-তবে তাদেরকে দিয়ে দাও ; اُجُوْرَهُنَّ-(اجور+هن)-তাদের পারিশ্রমিক ;

স্বামীরা সাধারণত ঘৃণা ও হিংসা বশত স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়। তারা স্ত্রীদের সম্বন্ধে এমনসব কথাবার্তা প্রচার করে থাকে, যার ফলে স্ত্রীদের সম্মানহানী হয় এবং অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। এমনিতেই তালাকপ্রাপ্তা নারীর পুনঃ বিবাহে জটিলতা সৃষ্টি হয়—বিবাহ প্রার্থীরা মনে করে যে, মহিলার নিশ্চয়ই বড় কোনো দোষ আছে, তাই পূর্বের স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। এসব কারণেই এখানে বারবার তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে স্বামীরা আল্লাহকে ভয় করে, তাদেরকে উত্যক্ত না করে, তাদেরকে অনর্থক কষ্ট না দেয় এবং তাদের শরীয়ত নির্ধারিত প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করে দেয়। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করলে তিনি অবশ্যই তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে অনেক বেশী প্রতিদান দেবেন। (বাওয়ায়েউল বায়ান)

১৬. অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়া তোমাদের কর্তব্য এবং কোনো অবস্থাতেই তাকে কষ্ট দেয়ার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ না দিয়ে তাকে উত্যক্ত করো না। গর্ভবতী নারীকেও তার গর্ভস্থ সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তার বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যয়ভার বহন করাও তোমাদের কর্তব্য।

ইসলামী আইনবিদদের সকলের ঐকমত্যে রাজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনরতা স্ত্রী বাসস্থান ও খোরপোষ পাওয়ার অধিকারিণী এবং তা দেয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব।

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ⑦ لِيُنْفِقْ

এবং (দুধ পান করানোর পারিশ্রমিকের বিষয়টি) তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে উত্তম রূপে ঠিক করে নাও[১৮] কিন্তু তোমরা যদি (এ বিষয়ে) পরস্পরকে কষ্টে ফেলো তাহলে তার জন্য অন্য কোনো নারী দুধ পান করাবে[১৯]। ৭. যাতে খরচ করতে পারে

وَ-এবং ; أْتَمِرُوا-(দুধপান করানোর পারিশ্রমিকের বিষয়টি) পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে ঠিক করে নাও ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)- তোমাদের মধ্যে ; بِمَعْرُوفٍ-(ب+معروف)-উত্তম রূপে ; وَ-কিন্তু ; إِنْ-যদি। تَعَاسَرْتُمْ-তোমরা (এ বিষয়ে) পরস্পরকে কষ্টে ফেলো ; فَسَتُرْضِعُ-(ف+سترضع)-তাহলে দুধ পান করাবে ; لَهُ-তার জন্য ; أُخْرَىٰ-অন্য কোনো নারী। ⑦ لِيُنْفِقْ-যাতে খরচ করতে পারে ;

তবে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালে বাসস্থান ও খোরপোষ পাওয়ার অধিকার আছে কিনা এ সম্পর্কে আইনবিদদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের এবং গ্রহণযোগ্য মতে তিন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাও বাসস্থান ও খোরপোষ পাওয়ার অধিকারিণী। স্বামীর ওপর তাকেও বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব।

১৭. অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব যেহেতু তার ইদ্দত, তাই ইদ্দতকালে তার বাসস্থান ও খোরপোষ বহন করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। এতে রাজয়ী তালাক হোক বা বায়েন তালাক হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে আইনবিদদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। তবে যে গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেছে তার ইদ্দত পালনকালীন অবস্থায় বাসস্থান ও খোরপোষ-এর ব্যাপারে মতভেদ আছে।

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম মালেক ও ইমাম যুফারের মতে স্বামীমৃতা মহিলা তার ইদ্দতপালনকালীন সময়ে বাসস্থান ও খোরপোষ পেতে পারে না। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, গর্ভবতী বিধবার জন্য কোনো খোরপোষ নেই।'এ মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

১৮. এখানে আল্লাহ ইরশাদ করেন—"(পরে যদি তারা তোমাদের জন্য সন্তানকে) দুধপান করায় তবে তার পারিশ্রমিক তাদেরকে দিয়ে দাও এবং পারস্পরিক কথাবার্তার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করে নাও।"

এখানে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের সন্তান প্রসবের পর যখন ইদ্দত হয়ে যায়, তখন নবজাত সন্তানকে দুধপান করানোর সমস্যা সম্পর্কে সমাধান দেয়া হয়েছে। মনে রাখা দরকার, যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহাধীন থাকে, সে পর্যন্ত সন্তানকে দুধ পান করানো স্ত্রীর যিম্মায় ওয়াজিব। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—"মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে।"

সুতরাং ওয়াজিব কাজের জন্য তারা পারিশ্রমিক নিতে পারবে না। ইদ্দতকালও যেহেতু বিবাহকালের মধ্যে গণ্য, সেহেতু ইদ্দতকালে সন্তানকে দুধ পান করানোর পারিশ্রমিক তারা নিতে পারে না। তবে সন্তান প্রসবের পর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তখন (সে চাইলে) দুধ পান করানোর পারিশ্রমিক নেয়াকে আলোচ্য আয়াতে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মওদূদী রহ. বলেন, এ নির্দেশ থেকে কতিপয় বিধান বের হয়ে আসে—

এক ঃ স্ত্রী নিজেই তার বুকের দুধের মালিক। তা না হলে তা কোনো শিশুকে পান করানো বাবদ মূল্য গ্রহণ করার অধিকার তার সৃষ্টি হতো না।

দুই ঃ সন্তান প্রসব করার পর সে যখন তার আগের স্বামীর বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলো, তখন শিশুকে দুধ পান করাতে সে আইনগত বাধ্য নয়। তবে যদি শিশুর পিতা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর দুধ পান করাতে চায় এবং সেও সম্মত হয় তবে সে দুধ খাওয়াবে এবং সেজন্য সে পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার লাভ করবে।

তিন ঃ পিতাও এ মায়ের দুধ শিশুকে পান করাতে বাধ্য নয়।

চার ঃ সন্তানের ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব পিতার।

পাঁচ ঃ শিশুকে দুধ পান করানোর অগ্রাধিকার শিশুর মায়ের। মা দুধ পান করাতে অসম্মত হলে অথবা এর অধিক পারিশ্রমিক চাইলে এবং তা দেয়া পিতার সামর্থ্যের বাইরে হলেই কেবল অন্য মহিলার দুধ পান করানো যেতে পারে।

ছয় ঃ অন্য স্ত্রীলোক যদি শিশুর মাতার সমপরিমাণ পারিশ্রমিক দাবী করে, তবে শিশুর মায়ের দাবী অগ্রগণ্য। (তাফহীম)

১৯. অর্থাৎ অবস্থা যদি এমন হয়ে যায় যে, মা যদি দুধ পানের এমন বিনিময় চেয়ে বসে যা দেয়া পিতার পক্ষে অসম্ভব অথবা দেশের প্রচলিত নিয়মের তুলনায় দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে কোনো পারিশ্রমিক-ই দিতে রাজী না হয় তখন অন্য কোনো মহিলাকে দুধ পান করানোর জন্য ঠিক করা যেতে পারে।

এখানে সূক্ষ্ম ভাষায় মাতা-পিতা উভয়কে তিরস্কার করা হয়েছে। কথাটা এ রকম যে, তোমাদের অতীতের তিক্ত সম্পর্কের কারণে তোমাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে, এখন যদি শিশুর দুধ পানের বিষয়টিও ভালোভাবে মীমাংসা করতে না পারো, তাহলে এটা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়। এ পর্যায়ে নারীকে সতর্ক করে বলা হয়েছে—ঠিক আছে তুমি যদি দুধ পান করানোর জন্য অধিক বিনিময় দাবী করে শিশুর পিতাকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করো তবে জেনে রেখো, দুধপানের বিষয়টি শুধুমাত্র তোমার ওপরই নির্ভরশীল নয়, অন্য কোনো নারী দ্বারা-ও একাজ করিয়ে নেয়া যাবে। সাথে সাথে পুরুষকেও বলা হয়েছে, শিশুর মায়ের মাতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে তাকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করা তোমার জন্য সঠিক হবে না। (তাফহীম, সাফওয়া)

ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে ; আর যাকে সীমিত করে দেয়া হয়েছে তার রিযিক, তবে সে খরচ করবে তা থেকে, যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন ; আল্লাহ চাপিয়ে দেন না বেশী বোঝা

نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ○

কোনো ব্যক্তির ওপর তার চেয়ে যার সামর্থ্য তিনি তাকে দিয়েছেন ; আল্লাহ অবশ্যই কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন।[২০]

ذُوْ-ব্যক্তি ; سَعَةٍ-সচ্ছল ; مِنْ-অনুসারে ; سَعَتِهِ-তার সচ্ছলতা ; وَ-আর ; مَنْ-যাকে ; قُدِرَ عَلَيْهِ-সীমিত করে দেয়া হয়েছে ; رِزْقُهُ-(رزق+ه)-তার রিযিক ; فَلْيُنْفِقْ-(ف+لينفق)-তবে সে খরচ করবে ; مِمَّا-তা থেকে যা ; اٰتٰهُ-(اتى+ه)-তাকে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَايُكَلِّفُ-চাপিয়ে দেন না বেশী বোঝা ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; نَفْسًا -কোনো ব্যক্তির ; اِلَّا-তার চেয়ে ; مَا-যার সামর্থ্য ; اٰتٰهَا-(اتى+ها)-তিনি তাকে দিয়েছেন ; سَيَجْعَلُ-অবশ্যই দেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بَعْدَ-পর ; عُسْرٍ-কষ্টের ; يُسْرًا-স্বস্তি।

২০. আলোচ্য আয়াত থেকে যেসব বিধান জানা যায়, সেগুলো হলো—

এক ঃ স্ত্রী এবং সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত।

দুই ঃ ভরণ-পোষণের মান নির্ভর করবে স্বামীর সামর্থ্যের ওপর। স্বামী ধনী হলে তদনুযায়ী ভরণ-পোষণ দিতে হবে। আর যদি স্বামী গরীব হয়, তাহেল তার সামর্থ্য অনুসারে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে—এতে স্ত্রীর সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না।

তিন ঃ খাওয়া-পরার তারতম্য হবে স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। খোরপোষের সুনির্দিষ্ট কোনো মান পরিমাণ নেই।

চার ঃ স্বামী ভরণ-পোষণে অসমর্থ হলে বিবাহ ভঙ্গ করার কোনো সুযোগ নেই। আয়াত থেকে জানা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের খোরপোষ দিতে অক্ষম হলে, খোরপোষ দেয়া তার ওপর ওয়াজিব নয়। কেননা আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না। সুতরাং স্ত্রীকে তালাক দিতে খোরপোষ দানে অক্ষম স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না। (কুরতুবী, আহকামুল কুরআন)

আল্লামা আলূসী রহ. বলেছেন—যেসব স্বামী স্ত্রী-সন্তানের ওয়াজিব ভরণ-পোষণের জন্য নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যেতে থাকেন এবং স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার কোনো দূরভিসন্ধী যাদের মনে থাকে না, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের ইংগীত আলোচ্য আয়াতে আছে। (রুহুল মায়ানী)

১ম রুকূ' (১-৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ সূরায় তালাকের বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলা নবীকে সম্বোধনের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য মু'মিনদেরকে সম্বোধন করেছেন।

৩. বিবাহ যেমন শরয়ী বিধান অনুসারে করতে হবে, তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে হলে, তা-ও শরয়ী বিধান অনুসারে করতে হবে।

৪. তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের শরয়ী বিধান হলো—স্ত্রীর যে তুহুর বা পবিত্র অবস্থায় তার সাথে সংগম হয়নি, সে তুহুরে এক তালাক দিয়ে ইদ্দতকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

৫. ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রী যদি নিজেকে শুধরে নেয়, তাহলে তাকে রুজু করে বা ফিরিয়ে নেয়া শরয়ী বিধান।

৬. যে দোষের জন্য স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে, তা থেকে মুক্ত হয়ে গেলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়াই মু'মিনদের কর্তব্য।

৭. স্ত্রী যদি সংশোধিত না হয়, তাহলে তাকে ইদ্দত শেষে তার মোহরানা দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করতে হবে।

৮. ইদ্দতকালীন অবস্থায় স্ত্রীকে বসবাসের ঘর ও খোরপোষ দিতে হবে।

৯. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দতের যথাযথ হিসাব রাখতে হবে ; কেননা এ হিসাবের ওপর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল।

১০. কোনো প্রকার অশ্লীল কাজের সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া ইদ্দত পালনকৃতা স্ত্রীকে বাসগৃহ থেকে বের করে দেয়া যাবে না।

১১. তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করা নিঃসন্দেহে একটি যুলুম।

১২. সকল ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা মেনে চললে, তিনি সংকট-মুক্তির উপায় বের করে দেন।

১৩. ইদ্দত শেষে স্ত্রীকে বিদায় করার সময় উভয় পক্ষের দু'জন ন্যায়বান লোককে সাক্ষী রাখতে হবে।

১৪. আল্লাহকে ভয় করে সঠিক সাক্ষ্য দেয়া সাক্ষীগণের কর্তব্য।

১৫. যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করা আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমানের পরিচয়।

১৬. স্ত্রীকে ভালোভাবে বিদায় করতে গিয়ে অর্থনৈতিক সংকটে পড়লে আল্লাহ-ই তা থেকে উদ্ধারের এমন উপায় বের করে দেবেন, যা ব্যক্তির ধারণা-কল্পনার বাইরে।

১৭. সকল সমস্যায় আল্লাহর ওপর ভরসাকারীর জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

১৮. আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পিত ও নির্ধারিত কাজ অবশ্যই তিনি পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম—এতে প্রতিবন্ধক হওয়ার ক্ষমতা কারো নেই।

১৯. যেসব মহিলার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে এবং যারা এখনো ঋতুমতী হয়নি, তাদের তালাক পরবর্তী ইদ্দত তিন মাস।

২০. গর্ভবতী মহিলাদের তালাকপরবর্তী ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত।

২১. তালাক, ইদ্দতকাল, রাজায়াত ও পূর্ণ বিচ্ছেদ ইত্যাদির আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানসমূহ আল্লাহর ভয় মনে রেখে যথাযথভাবে মেনে চললে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তির নিশ্চয়তা রয়েছে।

২২. যারা আল্লাহর নির্দেশগুলো যথাযথভাবে মেনে চলবে, তাঁদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে বিরাট পুরস্কার দান করবেন।

২৩. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দতকালীন সময়ে এবং তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী স্ত্রীর বসবাসের ও খোরপোষের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব।

২৪. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি সন্তানকে দুধপান করায় তাহলে সেজন্য পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী।

২৫. পারিশ্রমিকের পরিমাণ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে।

২৬. সন্তানকে দুধপান করানো বিষয় নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে সংকটে ফেলানোর প্রচেষ্টা করা কারো জন্যই সমিচীন হবে না।

২৭. দুধ পান করানোর বিষয়ে যদি উভয়ের মধ্যে সমঝোতা না হয়, তাহলে অন্য মহিলার দুধপান করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২৮. সন্তানের মাতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যথার্থ পারিশ্রমিকের কম দিয়ে মহিলাকে বঞ্চিত করা পুরুষের জন্য উচিত হবে না।

২৯. সন্তানের পিতার আর্থিক সামর্থ্যের অধিক পারিশ্রমিক দাবী করা মহিলার জন্য সমিচীন হবে না।

৩০. সন্তানের পিতা তার সামর্থ্য অনুযায়ী তার সন্তানের জন্য ব্যয় করবে—এটাই সঠিক কাজ।

৩১. সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী এবং অসচ্ছল ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুসারে তাদের সন্তানের জন্য ব্যয় করবে।

৩২. কারো সামর্থ্যের অধিক কোনো দায়িত্বের বুঝা আল্লাহ তা'আলা কারো ওপর চাপিয়ে দেন না।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৮
আয়াত সংখ্যা-৫

⑧ وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا

৮. আর জনপদের অনেকগুলোই তো[21] অবাধ্যতা করেছিলো তাদের প্রতিপালকের এবং তাদের রাসূলদের নির্দেশের ; সুতরাং আমি তাদের হিসাব নিয়েছিলাম—কঠোর হিসাব

وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ⑨ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ○

এবং তাদেরকে আমি শাস্তি দিয়েছিলাম—কঠোর শাস্তি। ৯. ফলে তারা স্বাদ পেয়েছিলো তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফলের[22] আর তাদের কৃতকর্মের পরিণামই ছিলো ক্ষতিগ্রস্ততা।

⑧ وَ-আর ; كَأَيِّنْ-অনেকগুলোই তো ; مِنْ قَرْيَةٍ-জনপদের ; عَتَتْ-অবাধ্যতা করেছিলো ; عَنْ أَمْرِ-নির্দেশের ; رَبِّهَا-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; رُسُلِهِ-(رسول+ه)-তাদের রাসূলদের ; فَحَاسَبْنَاهَا-সুতরাং আমি তাদের হিসাব নিয়েছিলাম ; حِسَابًا-হিসাব ; شَدِيدًا-কঠোর; وَ-এবং ; عَذَّبْنَاهَا-তাদেরকে আমি শাস্তি দিয়েছিলাম; عَذَابًا-শাস্তি ; نُّكْرًا-কঠোর। ⑨ فَذَاقَتْ-(ف+ذاقت)-ফলে তারা স্বাদ পেয়েছিলো ; وَبَالَ-মন্দ ফলের ; أَمْرِهَا-(امر+ها)-তাদের কৃতকর্মের ; وَ-আর ; كَانَ-ছিলো ; عَاقِبَةُ-পরিণামই ; أَمْرِهَا-(امر+ها)-তাদের কৃতকর্মের ; خُسْرًا-ক্ষতিগ্রস্ততা।

২১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, অনেক জনপদই তো তাদের প্রতিপালকের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করেছিলো এবং তাদের নবী-রাসূলগণের আইন-বিধানকে লংঘন করেছিলো যার ফলে আমি তাদের হিসাব নিয়েছি এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি।

অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের কর্মের হিসাব নিয়েছি এবং তাদেরকে ক্ষুধা, অনাবৃষ্টি, মাছুখ বা দৈহিক বিকৃতি, হত্যা ইত্যাদির শিকার বানিয়েছি, আর আখিরাতেও তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। (ফাতহুল কাদীর)

দুনিয়ার শাস্তি তো তারা পেয়েছে কিন্তু আখিরাতের চূড়ান্ত শাস্তি তো হবে শেষ বিচারের পরে ; তা সত্ত্বেও এখানে অতীত কালের শব্দ—'আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি'—ব্যবহার করে তার নিশ্চয়তা বুঝানো হয়েছে।

২২. অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধি-বিধান না মানা এবং তাঁদের আনুগত্য করতে অস্বীকার করার ফলে তাদের কৃতকর্মের এ ফল তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে।

⑩ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ

১০. আল্লাহ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কঠোর শাস্তি (আখিরাতে) ; অতএব, হে জ্ঞানবান লোকেরা—যারা ঈমান এনেছো, তোমরা ভয় করো আল্লাহকে ;

قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ⑪ رَّسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِيُخْرِجَ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন এক উপদেশবাণী। ১১. এমন একজন রাসূলের মাধ্যমে[২৩], যিনি তোমাদের সামনে পাঠ করে শোনান আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ ; যেনো তিনি বের করে আনতে পারেন

⑩ أَعَدَّ-তৈরি করে রেখেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; عَذَابًا-শাস্তি ; شَدِيدًا-কঠোর (আখিরাতে) ; فَاتَّقُوا-অতএব তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; يٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ-(يا+اولى+البا)-হে জ্ঞানবান লোকেরা ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا- ঈমান এনেছো ; قَدْ أَنْزَلَ-নিঃসন্দেহে নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; إِلَيْكُمْ -তোমাদের প্রতি ; ذِكْرًا-এক উপদেশ বাণী। ⑪ رَسُولًا-এমন একজন রাসূলের মাধ্যমে ; يَتْلُوا - যিনি পাঠ করে শোনান ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের সামনে ; آيٰتِ-আয়াতসমূহ ; اللّٰهِ - আল্লাহর ; مُبَيِّنٰتٍ-সুস্পষ্ট ; لِيُخْرِجَ-যেনো তিনি বের করে আনতে পারেন ;

আর এ ফল ছিলো অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর। এটা তো দুনিয়াতে ভোগ করতে হয়েছে, আখিরাতেও তাদেরকে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আখিরাতের শাস্তির কথা পরের আয়াতেই বলা হয়েছে। অতঃপর মু'মিন বান্দাহদেরকে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় মনের গভীরে স্থান দিতে বলা হয়েছে, যাতে করে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর শাস্তির মুখোমুখী হতে না হয়। কারণ তাকওয়া বা আল্লাহভীতির মূলকথাই হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলা। যেহেতু এ কাজ না করার ফলে আগের লোকদের ওপর শাস্তি নেমে এসেছে। তাই তোমরা যদি তাদের মতো আচরণ করো, তোমাদের ওপরও সে শাস্তি নেমে আসতে পারে। সুতরাং হে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা! তোমরা যা-ই করো না কেনো, বিবেক-বুদ্ধি খরচ করে যাঁচাই-বাছাই করে করো।

২৩. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা.-কে তোমাদের নিকট রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন আল্লাহর দেয়া সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআনের বিধি-বিধান তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানোর জন্য। এ কিতাবে রয়েছে হালাল-হারাম সম্পর্কিত যাবতীয় বিধান। তোমরা যদি তা মেনে চলো এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করো, তাহলে তোমরা গুমরাহীর অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভ করে ঈমান ও ইসলামের আলোতে বের হয়ে আসতে পারবে। তোমাদেরকে ঈমানের আলোতে বের করে নিয়ে

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ

তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে[২৪] যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে ; আর যে কেউ ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি

وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ

এবং সৎকাজ করে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে বহমান রয়েছে নহরসমূহ[২৫], সেখানে তারা হবে অনন্তকালের বাসিন্দা—

اَلَّذِيْنَ-তাদেরকে, যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-কাজ করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-সৎ ; مِنَ-থেকে ; الظُّلُمٰتِ-অন্ধকার ; اِلَى النُّوْرِ-আলোতে ; وَ-আর ; مَنْ-যে কেউ ; يُؤْمِنْ-ঈমান আনে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَ-এবং ; يَعْمَلْ-কাজ করে ; صَالِحًا-সৎ ; يُدْخِلْهُ-তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন ; جَنّٰتٍ-এমন এক জান্নাতে ; تَجْرِىْ-বহমান রয়েছে ; مِنْ-দিয়ে ; تَحْتِهَا-(تحت+ها)-যার তলদেশ ; الْاَنْهٰرُ-নহরসমূহ ; خٰلِدِيْنَ-তারা হবে বাসিন্দা ; فِيْهَآ-সেখানে ; اَبَدًا-অনন্তকালের ;

আসার জন্যই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সা.-কে কুরআন মাজীদ দিয়ে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন।

২৪. আল্লামা মওদূদী রহ. বলেছেন—"দুনিয়ার পুঞ্জীভূত কিংবা রকমারী অন্ধকার থেকে জ্ঞান ও অবহিতির আলোকজ্জ্বল পরিমণ্ডলে নিয়ে আসার জন্যই রাসূলকে পাঠানো হয়েছে। যে প্রসংগে একথাটি বলা হয়েছে—তাহলো, তালাক, ইদ্দত, ব্যয়ভার ও খোরপোষ বহন সংক্রান্ত। এ সংক্রান্ত দুনিয়ার অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক পারিবারিক বিধানসমূহ তুলনামূলক অধ্যয়ন করলে আল্লাহ তা'আলার কথার তাৎপর্য বুঝা সহজ হয়ে যাবে যে, বারবার পরিবর্তন ও নিত্য-নতুন আইন-বিধান রচনা করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো একটা জাতি বিবেক ও যুক্তিসংগত স্বাভাবিক ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সাধারণভাবে কল্যাণকর কোনো আইন-বিধান রচনা করতে সমর্থ হয়নি। যেমন আল কুরআন ও তার বহনকারী রাসূল মুহাম্মাদ সা. দেড় হাজার বছর আগে দুনিয়াবাসীকে দিয়েছেন। মূলত কুরআন বা রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনীত বিধান পুনর্বিবেচনা ও রদবদলের কোনো প্রয়োজন আজ পর্যন্তও অনুভূত হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্তও এ বিধান রদবদলের প্রয়োজন হবে না। (তাফহীম)

২৫. অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে এমন জান্নাত যার সুরম্য ভবনসমূহের পাদদেশ দিয়ে বহমান থাকবে নহরসমূহ, যেখান থেকে তাদেরকে আর কখনো বের হতে হবে না। আর কোনো

قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١٢﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার জন্য রিযিকের সর্বোত্তম ব্যবস্থা করবেন। ১২. আল্লাহ তো সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করছেন সাত আসমান এবং যমীনের ও তার অনুরূপ (সৃষ্টি করেছেন)[২৬]

قَدْ أَحْسَنَ-নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ব্যবস্থা করবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَهُ-তার ; رِزْقًا-রিযিকের। ⑫ اللّٰهُ-আল্লাহ তো ; الَّذِىْ-সেই সত্তা যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; سَبْعَ-সাত ; سَمٰوٰتٍ-আসমান ; وَ-এবং ; مِنَ الْأَرْضِ-যমীনেরও ; مِثْلَهُنَّ-(مثل+هن)-তার অনুরূপ (সৃষ্টি করেছেন) ;

দিন তাদের মৃত্যুও হবে না। সেখানে রয়েছে তাদের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু ও মজাদার খাদ্য ও পানীয়।

জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রিযিক প্রশস্ত করে দেবেন। আর সে রিযিক হবে খাদ্য ও পানীয় এবং এমন সব বস্তু যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নেক্কার মু'মিন এবং অলীদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। (সাফওয়া)

এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান কথার মধ্যে মালায়িকা বা ফেরেশতা নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব, কিয়ামত দিবস, তাকদীরের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়া এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসও শামিল রয়েছে।

২৬. অর্থাৎ আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং যমীনও অনুরূপ সৃষ্টি করেছেন, এসবের মধ্য দিয়েই তাঁর নির্দেশ (ওহী) নাযিল হয়, যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন।

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং যমীনও অনুরূপ সৃষ্টি করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই যে অর্থ বুঝা যায় তাহলো যমীনও আসমানের মতো সংখ্যায় সাতটি। কিন্তু মুফাস্সিরীনে কেরামের মধ্যে এ অর্থ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, যমীনও আসমানের মতো সাতটি। এমতটিই কুরআন ও হাদীসের আলোকে অধিক গ্রহণযোগ্য। অপর এক মতে, যমীন একটি, তবে আলোচ্য আয়াতে যে যমীনও অনুরূপ বলা হয়েছে, তার অর্থ সৃষ্টি কৌশল ও নিয়ম-শৃংখলার দিক থেকে যমীনকেও আসমানের অনুরূপ বুঝানো হয়েছে, সংখ্যার দিক দিয়ে নয়। (সাফওয়া, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর)

আল্লামা মওদূদী রহ. তাঁর তাফহীমুল কুরআনে বলেছেন যে, 'যমীনও অনুরূপ' অর্থ বুঝানো হয়েছে। আসমান যেমন অনেকগুলো বানানো হয়েছে যমীনও অনেকগুলো বানানো হয়েছে। এর দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, মানুষের বসবাসের জন্য যমীন যেমন যেখানে যেরূপ অবস্থিত, এ বিশ্বলোকে আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ আরো অনেক

যমীন বানিয়ে রেখেছেন। সে সব যমীনও সেখানে অবস্থিত সবকিছুর জন্য বিছানার মতো অনুকূল সুবিধাজনক ও দোলনার মতো আরামদায়ক। স্বয়ং কুরআন মাজীদের কোনো কোনো স্থানে এ ইংগীতও পাওয়া যায় যে, জীবন সৃষ্টি যে কেবলমাত্র এ যমীন পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয়, তা ঠিক বা চূড়ান্ত কথা নয়। উচ্চতর জগতেও জীবন্ত সত্তার অবস্থিতি রয়েছে। অন্য কথায় আসমানসমূহে এই যে, লক্ষকোটি গ্রহণ-নক্ষত্র ও উপগ্রহ দেখা যায়, সেসব নিতান্তই শূন্য ও বিরাণ নয় ; বরং যমীনের মতো তাতেও এমন বহু স্থান রয়েছে যাতে কতশত দুনিয়া আবাদ হয়ে আছে।

প্রাচীনকালের মুফাস্সিরীনে কিরামের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন—"অন্যান্য পৃথিবীতেও তোমাদের নবীর মতো নবী আছেন, আদমের মতো আদম আছেন, নূহের মতো নূহ, ইবরাহীমের মতো ইবরাহীম ও ঈসার মতো ঈসা আছেন।" ইবনে হাজর আসকালানী তাঁর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে এবং ইবনে কাসীর রহ. তাঁর তাফসীরে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন—"এ বর্ণনাটির সনদ সহীহ, তবে আবু যোহা ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। এজন্য এটা নিতান্ত বিরল ও অপরিচিত হাদীস।" কোনো কোনো আলেম এটাকে মনগড়া আবার কেউ এটা ইসরাঈলী কিংবদন্তী বলেছেন। কিন্তু আসল কথা হলো, কথাটি আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতার বাইরে বলেই এটাকে মনগড়া বলা হয়েছে। নতুবা এটাকে মনগড়া বলার কোনো কারণ নেই। কেননা এতে বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত কোনো কথাই নেই।"

আল্লামা আলূসী তাঁর তাফসীরে এ প্রসংঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন—"এ হাদীসকে সহীহ মনে করে নেয়ার পথে বিবেক-বুদ্ধিগত কোনো বাধা যেমন নেই, তেমনি শরীয়তের দিক দিয়েও কোনো বাধা নেই।" তিনি আরো লিখেছেন, "সম্ভবত পৃথিবীর সংখ্যা সাতটিরও বেশী হবে এবং আকাশও সাতটিরও বেশী হতে পারে। 'সাত' একটি পূর্ণ ও অভিভাজ্য সংখ্যা। এ সংখ্যাটির স্পষ্ট উল্লেখ দ্বারা একথা অনিবার্য হয়ে পড়ে না যে, পৃথিবী সাত-এর বেশী হতে পারবে না।"

তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে—এক আসমান থেকে অন্য আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা। আল্লামা আলূসী লিখেছেন, "এর অর্থ এই নয় যে, এটা ঠিক পরিমাপ করেই এ দূরত্বের পরিমাণ বলা হয়েছে, বরং এরূপ বলা হয়েছে লোকদেরকে দূরত্ব সম্পর্কে বোধগম্য ভাষায় একটা ধারণা দেয়ার জন্য, যেনো লোকেরা সহজে বুঝাতে পারে।"

এখানে উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি আমেরিকার ল্যাণ্ড করপোরেশন নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান করেছে যে, আমাদের এ পৃথিবী যে ছায়াপথে অবস্থিত শুধুমাত্র তার মধ্যেই প্রায় ৬০ কোটি এমন গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে যেসবের প্রাকৃতিক অবস্থা আমাদের এ পৃথিবীর সাথে অনেকটি সাদৃশ্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল। আর সে সবের মধ্যেই প্রাণী ও জীবের বসবাস থাকার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। (তাফহীম)

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ

এসবের মধ্য দিয়েই নাযিল হতে থাকে (আল্লাহর) ওহী[২৭] ; যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ অবশ্যই সকল বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহই

قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

সকল বিষয়কে নিঃসন্দেহে জ্ঞানের সাহায্যে ঘিরে রেখেছেন।

يَتَنَزَّلُ-নাযিল হতে থাকে ; الْأَمْرُ-(আল্লাহর) ওহী ; بَيْنَهُنَّ-এসবের মধ্য দিয়েই ; لِتَعْلَمُوا-যাতে তোমরা জানতে পারো ; أَنَّ-যে, অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; عَلَىٰ-ওপর; كُلِّ-সকল ; شَيْءٍ-বিষয়ের ; قَدِيرٌ-সর্বশক্তিমান ; وَ-এবং ; أَنَّ اللَّهَ-আল্লাহ-ই ; قَدْ ; أَحَاطَ-নিঃসন্দেহে ঘিরে রেখেছেন ; بِكُلِّ-সকল ; شَيْءٍ-বিষয়কে ; عِلْمًا -জ্ঞানের সাহায্যে।

২৭. অর্থাৎ এ সাত আসমান থেকে সাত যমীনে বিধান নাযিল হয়। এর অর্থ আসমান ও পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর বিধান, ফায়সালা এবং নির্দেশসমূহ জারী হতে থাকে। এটা এজন্য যে, যেনো তোমরা জানতে পারো—যে সত্তা এটা করতে সক্ষম, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম ও সামর্থ্যবান। আর যেনো তোমরা একথাও জানতে পারো যে, সবকিছুই তাঁর জানা ও গোচরীভূত। (সাফওয়া)

২য় রুকূ' (৮-১২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অতীতের যেসব জাতি-গোষ্ঠী আল্লাহ এবং তাঁর নবী-রাসূলের আনীত বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো তাদের কৃতকর্মের তিক্ত ফল দুনিয়াতেও ভোগ করেছে, আর আখিরাতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি মজুদ আছে।

২. মুসলমানরাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনীত জীবনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে দুনিয়াতেও শাস্তি ভোগ করছে ; আর আখিরাতের শাস্তিও তাদের জন্য নির্ধারিত আছে।

৩. আখিরাতের কঠোর শাস্তি থেকে রেহাই পেতে হলে এখন থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনীত জীবনব্যবস্থা ইসলামের দিকে মুসলমানদেরকে ফিরে আসতে হবে।

৪. মুসলমানদের ওপর যেসব বিপদ-মসীবত বর্তমান কালে দেশে দেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে।

৫. আল কুরআনের উপদেশাবলী বাস্তবায়ন করে দেখানোর জন্য আল্লাহ রাসূল পাঠিয়েছেন এবং রাসূল তা বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। সুতরাং এ ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন গড়াই জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের দাবী।

৬. ইসলাম-ই একমাত্র আলোক মণ্ডিত জীবনব্যবস্থা, আর অন্যসব ব্যবস্থা-ই হলো নিকষ অন্ধকারময় পথ, যারা আলোময় পথ ছেড়ে অন্ধকার পথে চলে তারাই পথভ্রষ্ট।

৭. ঈমান ও সৎকর্মশীল আলোর পথের দিশারীরাই অনন্ত জীবনে পরিপূর্ণ সুখের আবাস জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে।

৮. জান্নাতের বাসিন্দারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম রিযিক লাভ করবে।

৯. আসমান ও যমীনসমূহ যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র ও ছায়াপথ, তাঁর পক্ষে অগণিত মু'মিন বান্দাহর জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করা মোটেই কোনো কঠিন বিষয় নয়।

১০. আল্লাহ-ই মানুষের কল্যাণে আসমান থেকে ওহীর মাধ্যমে আল কুরআন রূপে শাশ্বত জীবনব্যবস্থা ইসলাম নাযিল করেছেন।

১১. নিঃসন্দেহে আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহর জ্ঞানের আওতা থেকে বাইরে কেউ নেই, কিছু নেই।

❐

নামকরণ

'আত তাহরীম' শব্দের অর্থ হারাম করা বা নিষিদ্ধ করা। সূরার প্রথম আয়াতের 'তুহাররিমু' শব্দ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে 'তাহরীম' বা হারাম করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা আত তাহরীম ৭ম হিজরী বা ৮ম হিজরী সনের কোনো এক সময় নাযিল হয়েছে, এতোটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেননা এ সূরায় যে ঘটনার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তাতে সংশ্লিষ্ট দু'জন মহিলার নামের উল্লেখ হাদীসসমূহের বর্ণনায় পাওয়া যায়। আর এ দু'জন মহিলা হলেন রাসূলুল্লাহ সা.-এর 'আযওয়াজুম মুতাহহারাত' তথা পবিত্র স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের একজন হলেন, সাফিয়া রা.—যার সাথে রাসূলুল্লাহ সা.-এর শুভ পরিণয় হয় খায়বার বিজয়ের পর। আর সর্বসম্মত মতানুসারে খায়বার বিজয় হয় ৭ম হিজরী সনে। সংশ্লিষ্ট অপর মহিলা হলেন মারিয়া কিব্তিয়া রা.—যাকে মিসর অধিপতি মুকাওকিস ৭ম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ সা.-এর খাদেমা হিসেবে উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। আর তাঁর গর্ভেই ৮ম হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে রাসূলুল্লাহ সা.-এর পুত্র ইবরাহীম রা. জন্মলাভ করেন। এ ঘটনা থেকেই এ সূরা নাযিল কাল নির্ধারিত হয়ে যায়। (তাফহীম)

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় এমন কয়েকটি সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ সা.-এর পরিবারের সাথে সম্পর্কিত হলেও এর মূল উদ্দেশ্য মুসলিম পরিবার সৃষ্টি করা এবং মুসলমানদের সামনে একটি আদর্শ ও সুখী পরিবারের নমুনা পেশ করা। এ পর্যায়ে কয়েকটি বিষয় এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে ঃ

এক ঃ সূরার প্রথমে রাসূলুল্লাহ সা.-কে মৃদু তিরস্কারের ভাষায় বলা হয়েছে যে, যা আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে তাকে আপনি স্ত্রীদের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হারাম করে নিচ্ছেন কেনো ? অর্থাৎ মারিয়া কিবতিয়া রা.-কে তো আপনার জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আপনি আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের মন রক্ষার জন্য তার সাথে সহবাসকে হারাম করে নিচ্ছেন কেনো ?

এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হালাল-হারাম করা এবং জায়েয না-জায়েযের সীমা নির্ধারণ করার অধিকার-ইখতিয়ার অকাট্যভাবে ও সুনির্দিষ্টরূপে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে নিবদ্ধ। কোনো নবী-রাসূলই উক্ত অধিকার ও ইখতিয়ার রাখেন না।

নবী-রাসূলগণ তাঁদের নবুওয়াত-রিসালাতের দায়িত্বের কারণে কোনো জিনিসকে হারাম বা হালাল বলে তখনই ঘোষণা দিতে পারেন, যখন এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো ইশারা-ইংগিত থাকে। তা (সেই ইংগিত) কুরআন মাজীদে তথা প্রত্যক্ষ ওহীতে থাকুক কিংবা পরোক্ষ ওহীতে সেই ইংগীত থাকুক। যেখানে কোনো মোবাহ জিনিসকে হারাম করার অধিকারও কোনো নবী-রাসূলকে দেয়া হয়নি, সেখানে কোনো হারামকে হালাল করা বা কোনো হালালকে হারাম সাব্যস্ত করার অধিকার অন্য কোনো মানুষের থাকতে পারে না।

দুই ঃ অতঃপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাহলো—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গোপনীয়তা রক্ষা না করা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার একান্ত গোপন বিষয়গুলো যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে দাম্পত্য জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সা. হাফসা রা.-এর কাছে কিছু গোপন কথা আমানত রেখে দিলেন, কিন্তু হাফসা রা. তা আয়েশা রা.-এর কাছে প্রকাশ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. একথা জানতে পেরে রাগান্বিত হলেন এবং তাঁদেরকে তালাক দিতে উদ্যত হলেন।

তিন ঃ অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে রাসূলের স্ত্রীগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ দেখা দিলে তাদেরকে কঠোরভাবে এ সূরায় তিরস্কার করা হয়েছে। অতঃপর তাঁদেরকে এ বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ চাইলে তাঁর রাসূলকে বর্তমান স্ত্রীদের চাইতেও উত্তম স্ত্রীর ব্যবস্থা করতে পারেন।

চার ঃ সূরার শেষদিকে দুটো উদাহরণ পেশ করা হয়েছে-(১) একজন নেক বান্দাহর অধিনে কাফির স্ত্রীর (২) কাফির স্বামীর অধীনে একজন নেক্‌কার স্ত্রীর। এ উদাহরণ পেশ করে রাসূলের স্ত্রীগণকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, রাসূলের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তারা কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যদি না তাদের আমল ভালো হয়। (সাফওয়া)

সূরার আলোচ্য বিষয়সমূহ থেকে যে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তাহলো—

ক. সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, আল্লাহ তা'আলা কোনো জিনিসকে নিজ থেকে হালাল বা হারাম করার কোনো অধিকার নবী-রাসূলদের দেননি।

খ. নবী-রাসূলদের জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়গুলোও আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে সংশোধিত ও পরিমার্জিত যাতে তাঁদের জীবন মানুষের জন্য অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

গ. নবী-রাসূলদের দৃশ্যমান কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি যে পরিপূর্ণরূপে সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে গেছে, তা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, যাতে করে রাসূলের জীবন মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

ঘ. নবী-রাসূলদের জীবনে সংঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহর ইচ্ছায়ই সংঘটিত হয়েছে এবং তিনি সেগুলো সংশোধন করে দিয়ে তাঁদের জীবনকে নির্মল করেছেন। এটা এজন্য করা হয়েছে, যাতে নবী-রাসূলদের মানবত্ব প্রকাশিত হয় এবং সেসব পরিস্থিতিতে মানুষ নবীর জীবন থেকেই পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য দিক-নির্দেশনা লাভ করতে পারে।

ঙ. আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ ও নিখুঁত। মানুষের ঈমান ও আমলের বিচারে কারো প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। কোনো মহান ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের কারণে বিচার কার্যে কোনো হেরফের হবে না। এ পর্যায়ে রাসূলের পবিত্র স্ত্রীগণের সামনে উদাহরণ হিসেবে নূহ আ. ও লূত আ.-এর স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। নবীদের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহর আযাব থেকে দুনিয়াতে রক্ষা পায়নি, আর আখিরাতেও পাবে না। অপরদিকে আল্লাহর জঘন্য দুশমন ফিরআউনের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার রহমত লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন—আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের মনোরম বাগানে বাসগৃহ তৈরি করে রেখেছেন। এ পর্যায়ে মারইয়াম আ.-এর উদাহরণও পেশ করা হয়েছে। যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত পরীক্ষায় ধৈর্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

চ. এ সূরার আলোচনায় এটাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ওহীর মাধ্যমে কুরআন মাজীদে লিপিবদ্ধ জ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। যেমন হাফসা রা. কর্তৃক তার কাছে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা.-এর গোপন কথা আয়েশা রা.-কে জানিয়ে দেয়া। এ বিষয়টি কুরআন মাজীদের কোনো আয়াতে উল্লেখিত নেই যে, হে নবী! আপনার অমুক স্ত্রী তার কাছে বর্ণিত আপনার গোপন কথাটি আপনার অমুক স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন যে, এটা আমাকে আমার সর্বজ্ঞানী আল্লাহ জানিয়েছেন। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ছাড়াও রাসূলের নিকট ওহী আসতো। বস্তুত রাসূলের কথা, কাজ ও অনুমোদন সবই ওহীর ভিত্তিতেই সম্পাদিত হয়েছে।

❑

① يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ

১. হে নবী ! কেনো আপনি তা হারাম করেছেন, যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন[১] ? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছেন[২]

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ② قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ

আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[৩] ২. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের কসম থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন[৪], আর তোমাদের অভিভাবক আল্লাহ এবং তিনি

①يَاَيُّهَا-হে ; النَّبِىُّ-নবী ; لِمَ-কেনো ; تُحَرِّمُ-আপনি হারাম করেছেন ; مَا-তা, যা ; اَحَلَّ-হালাল করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَكَ-আপনার জন্য ; تَبْتَغِىْ-আপনি চাচ্ছেন ; مَرْضَاتَ-সন্তুষ্ট করতে ; اَزْوَاجِكَ-(ازواج+ك)-আপনার স্ত্রীদেরকে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; غَفُوْرٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু।②قَدْ فَرَضَ-নিঃসন্দেহে ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; تَحِلَّةَ-মুক্ত হওয়ার ; اَيْمَانِكُمْ-তোমাদের কসম থেকে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَوْلٰكُمْ- তোমাদের অভিভাবক ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ;

১. অর্থাৎ হে নবী! আপনি আল্লাহর হালাল করা জিনিস নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার যে কাজটি করেছেন, তা আল্লাহ্ অপসন্দ করেছেন। এখানে আল্লাহ্ 'কেনো করেছেন' বলে নবীকে প্রশ্ন করে কারণ জানতে চাননি ; বরং এ প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর হালাল করা জিনিসকে হারাম করার ক্ষমতা বা ইখতিয়ার কারো থাকতে পারে না ; এমন কি স্বয়ং নবী করীম সা.-এরও এ অধিকার ছিলো না। যদিও এটা শরয়ী বিধান ছিলো না। এটা শুধু ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাঁর নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত থাকার কারণে তাঁর উম্মতের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিলো যে, কোনো হালাল জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়াতে কোনো দোষ নেই এবং তারাও রাসূলের অনুসরণে সেই জিনিসকে হারাম বলে মনে করতে শুরু করবে। আর এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ কাজের জন্য মৃদু তিরস্কার করেছেন এবং এ হারাম বা হালাল করে নেয়ার এ কাজ থেকে বিরত থাকার হুকুম দিয়েছেন।

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝٣ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ

সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়[৫]। ৩. আর (স্মরণীয়) যখন নবী তাঁর স্ত্রীদের কোনো একজনের কাছে কিছু কথা গোপনে বলেছিলেন[৬] ; অতঃপর যখন সে তা প্রকাশ করে দিলো

الْعَلِيمُ-সর্বজ্ঞ ; الْحَكِيمُ-প্রজ্ঞাময়। ③-وَ-আর ; إِذْ-(স্মরণীয়) যখন ; أَسَرَّ-গোপনে বলেছিলেন ; النَّبِيُّ-নবী ; إِلَىٰ-কাছে ; بَعْضِ-কোনো একজনের ; أَزْوَاجِهِ-তাঁর স্ত্রীদের ; حَدِيثًا-কিছু কথা ; فَلَمَّا-অতঃপর যখন ; نَبَّأَتْ-সে প্রকাশ করে দিলো ; بِهِ-তা ;

২. অর্থাৎ নবী সা.-এর স্ত্রীগণ চেয়েছিলেন যে, তিনি এরূপ করেন, তাই তিনি তাদের মন রক্ষার জন্য এ হারাম করার কাজটি করেছেন। এজন্য শুধুমাত্র নবী সা.-কেই সতর্ক করে দেয়া হয়নি, বরং এ সাথে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকেও সাবধান ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে তাঁদের ওপর যে কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। যার ফলে তাঁরা নবী সা.-এর দ্বারা এমন একটা কাজ করিয়েছেন, যার দরুন একটা হালাল জিনিস হারাম হয়ে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছিলো। (তাফহীম)

৩. অর্থাৎ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তিনি আপনার দ্বারা সংঘটিত বিষয় তথা হালালকে হারাম করে নেয়ার এ কাজের জন্য আপনাকে পাকড়াও করবেন না। তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (রুহুল কুরআন)

৪. অর্থাৎ কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যমে তোমাদেরকে কসম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অতএব হে নবী! আপনি হালাল জিনিসকে হারাম করে নেয়ার সময় যে কসম করেছেন, তা কাফ্ফারা আদায় করে ভেঙ্গে দিন।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ-ই তোমাদের প্রভু, অভিভাবক ও বন্ধু। তিনি সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় সত্তা। তিনি তোমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করেন তা তোমাদের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর। তিনি তাঁর প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও হিকমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেকসম্মত। তাই তোমাদের কর্তব্য হলো, তাঁর সিদ্ধান্তসমূহের আনুগত্য করা। তিনি তোমাদের জন্য যা হালাল করেছেন তা হালাল হিসেবে মেনে নেয়া এবং তিনি যা হারাম করেছেন তা হারাম হিসেবে মেনে নেয়া। কারণ, তিনি যা করেছেন বা যে বিধান দিয়েছেন তা-ই একমাত্র জ্ঞান, হিকমত ও যুক্তি-নির্ভর। সুতরাং তাঁর বিধান পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা কোনো মতেই মানুষের জন্য কল্যাণের হতে পারে না।

৬. যে গোপন কথাটি প্রকাশ করার কারণে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, সে ব্যাপারে তাফসীরবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তা হাসিলের জন্য সেই গোপন কথাটি জানা প্রয়োজন নেই, যে কথাটি আল্লাহও প্রকাশ করেননি।

وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ

এবং আল্লাহ তা তাঁর (নবীর) নিকট প্রকাশ করে দিলেন, তিনি তার কিছু অংশ ব্যক্ত করলেন, আর কিছু প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকলেন ; অতঃপর যখন তিনি (নবী) তাকে (তাঁর স্ত্রীকে) সে সম্পর্কে জানালেন

قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ

সে (তাঁর স্ত্রী) বললো, আপনাকে এটা কে জানিয়েছে! তিনি বললেন, আমাকে সর্বজ্ঞ—যিনি সব খবর রাখেন[৭] তিনিই জানিয়েছেন। ৪. তোমরা উভয়ে যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো তবে (তা তোমাদের জন্য উত্তম) নিঃসন্দেহে ঝুঁকে পড়েছে

قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ

তোমাদের উভয়ের অন্তর (সরল পথ থেকে)[৮] আর যদি তোমরা তাঁর (নবীর) বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করো[৯], তবে (জেনে রেখো) আল্লাহ—তিনিই তাঁর বন্ধু এবং জিবরীল ও নেক্কার মু'মিনগণ (তাঁর সাহায্যকারী)[১০],

وَ-আর ; أَظْهَرَهُ-তা প্রকাশ করে দিলেন ; اَللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلَيْهِ-তাঁর (নবীর) নিকট ; عَرَّفَ-তিনি ব্যক্ত করলেন ; بَعْضَهُ-তার কিছু অংশ ; وَ-আর ; أَعْرَضَ-বিরত থাকলেন ; عَنْ-প্রকাশ করা থেকে ; بَعْضٍ-কিছু অংশ ; فَلَمَّا-অতঃপর যখন ; نَبَّأَهَا-তিনি (নবী) তাকে (তার স্ত্রীকে) জানালেন ; بِهِ-সে সম্পর্কে ; قَالَتْ-সে (তাঁর স্ত্রী) বললো ; مَنْ-কে ; أَنْبَأَكَ-আপনাকে জানিয়েছে ; هٰذَا-এটা ; قَالَ-তিনি বললেন ; نَبَّأَنِيَ-আমাকে জানিয়েছেন তিনিই ; الْعَلِيْمُ-যিনি সর্বজ্ঞ ; الْخَبِيْرُ-যিনি সব খবর রাখেন। ④ إِنْ-যদি ; تَتُوْبَا-তোমরা উভয়ে তাওবা করো; إِلَى-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর; فَقَدْ صَغَتْ-তবে (তা তোমাদের জন্য উত্তম) নিঃসন্দেহে ঝুঁকে পড়েছে ; قُلُوْبُكُمَا-তোমাদের উভয়ের অন্তর (সরল পথ থেকে) ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; تَظٰهَرَا-তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো ; عَلَيْهِ-তাঁর (নবীর) বিরুদ্ধে ; فَإِنَّ-তবে (জেনে রেখো); اللّٰهَ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনিই ; مَوْلٰهُ-তাঁর বন্ধু ; وَ-এবং ; جِبْرِيْلُ-জিবরীল ; وَ-ও ; صَالِحُ-নেক্কার ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনগণ (তাঁর সাহায্যকারী) ;

মূলতঃ আয়াতটি নাযিলের আসল উদ্দেশ্য হলো—রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্ত্রীদেরকে সতর্ক করার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য দীনী দায়িত্বে নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের স্ত্রীদেরকে সতর্ক করা, যাতে তারা তাদের স্বামীদের পদমর্যাদা ও দীনী দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে গোপনীয় বিষয়গুলো সংরক্ষণ করে। তারা যদি গোপনীয় বিষয়গুলো সংরক্ষণে অবহেলা করে তাহলে একইভাবেই

وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝ عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ

আর (অন্য) ফেরেশতাগণও অতঃপর (তাঁর) সাহায্যকারী। ৫. যদি তিনি তোমাদেরকে তালাক দেন, তবে অচিরেই তাঁর প্রতিপালক তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী তাঁকে দান করবেন[১১]

وَ-আর ; الْمَلٰٓئِكَةُ-(অন্য) ফেরেশতাগণও ; بَعْدَ ذٰلِكَ-অতঃপর ; ظَهِيْرٌ-(তার) সাহায্যকারী। ⑤ عَسٰى-অচিরেই ; رَبُّهٗٓ-তাঁর প্রতিপালক ; اِنْ-যদি ; طَلَّقَكُنَّ-তোমাদেরকে তালাক দেন ; اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ-তাঁকে দান করবেন ; اَزْوَاجًا-স্ত্রী ; خَيْرًا-উত্তম ; مِّنْكُنَّ-তোমাদের চেয়ে ;

এমন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় বিষয়ও প্রকাশ হয়ে যেতে পারে, যার ফলে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় কাজে বিরাট বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। আর সাধারণত স্ত্রীরাই স্বামীর গোপন বিষয় জানার সুযোগ পেয়ে থাকে। সুতরাং স্বামীর গোপন বিষয় সংরক্ষণ করা তাদের একান্ত কর্তব্য।

৭. অর্থাৎ আমাকে এ সংবাদ সে জানায়নি যাকে তুমি গোপন কথাটি বলে দিয়েছো। বরং আমাকে জানিয়েছেন আমার রব আল্লাহ, যিনি মানুষের সকল প্রকার তৎপরতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত এবং যিনি দুনিয়ার যেখানে যা কিছু ঘটুক না কেনো, সেসব কিছুর-ই খবর রাখেন। সুতরাং তাঁর অগোচরে কোনো কিছুই ঘটা সম্ভব নয়।

৮. অর্থাৎ তোমাদের অন্তর সঠিক চিন্তা-চেতনা থেকে সরে গিয়েছে। তোমাদের কর্তব্য ছিলো রাসূলুল্লাহ সা. যা পছন্দ করেন, তোমাদেরও তা পছন্দ করা এবং তিনি যা অপছন্দ করেন, তা অপছন্দ করা। অর্থাৎ তাঁর পছন্দ-অপছন্দের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা ; কিন্তু তোমাদের চিন্তা-চেতনা এ পথ থেকে সরে গিয়ে তাঁর চাহিদা ও রুচি-পছন্দের বিপরীত দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সুতরাং তোমাদের তাওবা করা দরকার, তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

৯. অর্থাৎ তোমরা যদি একে অপরের সহায়তায় নবীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকো, তাহলে জেনে রাখো যে, আল্লাহ তাঁর মনিব, মালিক। আর জিবরাঈল ও সকল নেক্কার ঈমানদার লোকেরা এবং অন্য সকল ফেরেশতা তাঁর সংগী-সাথী ও সাহায্যকারী। তোমাদের এ সংঘবদ্ধতার দরুন রাসূলের কোনো ক্ষতি হবে না। তোমরা কোনোভাবেই তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

১০. অর্থাৎ যার অভিভাবক, বন্ধু, মনিব আল্লাহ এবং জিবরাঈল সকল নেক্কার মু'মিন বান্দাহগণ ও সকল ফেরেশতা যার সংগী-সাথী-সাহায্যকারী, তাঁর বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না ; বরং নিজেরই ক্ষতি ডেকে আনবে।

১১. অর্থাৎ নবী সা. যদি তোমাদের সব কয়জনকে তালাক দিয়ে দেন, তাহলে তাঁকে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব নয়। এ থেকে জানা যায়

مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ○

(যারা হবে) ইসলাম গ্রহণকারিণী, ঈমান গ্রহণকারিণী[১২], আনুগত্যকারিণী[১৩], তাওবাকারিণী,[১৪] ইবাদাতকারিণী,[১৫] রোযা পালনকারিণী[১৬], অকুমারী ও কুমারী।

مُسْلِمٰتٍ-(যারা হবে) ইসলাম গ্রহণকারিণী ; مُؤْمِنٰتٍ-ঈমান গ্রহণকারিণী ; قٰنِتٰتٍ-আনুগত্যকারিণী ; تٰٓئِبٰتٍ-তাওবাকারিণী ; عٰبِدٰتٍ-ইবাদাতকারিণী ; سٰٓئِحٰتٍ-রোযা পালনকারিণী ; ثَيِّبٰتٍ-অকুমারী ; وَّ-ও ; اَبْكَارًا-কুমারী।

যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্ত্রীদের সকলেই দলাদলীতে শরীক ছিলেন। তাই আলোচ্য আয়াতে সবাইকে সম্বোধন করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। (তাফহীম)

রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণও মানুষ ছিলেন, তাই তাঁদের থেকে বিভিন্ন সময় যেসব অসঙ্গত আচরণ প্রকাশ পেতো তা ছিলো নারী চরিত্রের মানবীয় বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য এবং উম্মাহাতুল মু'মিন তথা মু'মিনকুলের মাতা হওয়ার মর্যাদার সাথে তা সামঞ্জস্যশীল ছিলো না। আর এজন্যই মহান আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাম্বীহ (সতর্ক) করেছেন।

১২. মুসলিমাত অর্থ ইসলামের বিধি-বিধান মান্যকারিণী। আর মু'মিনাত অর্থ সরল মনে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণকারিণী। অতএব যে স্ত্রী সরল মনে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে এবং নিজের চাল-চলন, স্বভাব-প্রকৃতি ও আচার-আচরণে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও দীন ইসলামের প্রতি ঈমান পোষণ করে, সে-ই উত্তম স্ত্রীর প্রথম বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

১৩.'কানিতাত' অর্থ আল্লাহর অনুগত সাথে সাথে নিজ স্বামীরও অনুগত।

১৪. 'তায়িবাত' অর্থ তাওবাকারিণী। এ গুণাবলীর মানুষ সদা-সর্বদা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সেজন্য অনুতপ্ত ও অনুশোচনাকারী হয়ে থাকে। এ চরিত্রের মানুষ কখনো অহংকারী-ঔদ্ধত্য হয় না এবং স্বভাবগতভাবে বিনয়ী, নম্র, ধৈর্যশীল ও উদার হয়।

১৫. 'আবিদাত' অর্থ ইবাদাতকারিণী। আল্লাহর ইবাদাত-ই একজন নারীকে উত্তম স্ত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। একজন আবিদা নারী কখনো সেসব নারীদের মতো হতে পারে না, যারা আল্লাহর ইবাদাত করে না এবং আল্লাহ, রাসূল, কিতাব, আখিরাত সম্পর্কে গাফিল। 'আবিদা' তথা ইবাদাতগোজার হওয়ার কারণে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্ধারিত সীমাসমূহ কখনো লংঘন করতে দুঃসাহস করে না।

১৬. 'সায়িহাত'-এর অর্থ সায়িমাত তথা রোযা পালনকারিণী। সায়িহাত শব্দটি 'সিয়াহাতুন' শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পৃথিবীতে ভ্রমণ করা। প্রাচীনকালে পীর-পুরোহিত ও দরবেশগণ বেশী বেশী ভ্রমণ করতেন এবং এ সময় তাদের নিকট কোনো পাথেয় না থাকার কারণে বেশীরভাগ সময়ই তাদেরকে উপবাস থাকতে হতো। এ দিক থেকে 'সিয়াহাত' শব্দটি সিয়াম-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আয়েশা রা. ইরশাদ

⑥يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

৬. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর[১৭]

⑥يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; قُوْٓا-তোমরা রক্ষা করো ; اَنْفُسَكُمْ-তোমাদের নিজেদেরকে ; وَ-এবং ; اَهْلِيْكُمْ-তোমাদের পরিবারবর্গকে ; نَارًا-সেই আগুন থেকে ; وَّقُوْدُهَا-যার ইন্ধন হবে ; النَّاسُ-মানুষ ; وَ-ও ; الْحِجَارَةُ-পাথর ;

করেছেন, 'সিয়াহাতু হাযিহীল উম্মাতিস সিয়াম' অর্থাৎ এ উম্মাতের দরবেশী হলো রোযা। এর দ্বারা শুধুমাত্র ফরয রোযা বুঝানো হয়নি ; বরং এর দ্বারা নফল রোযাও শামিল।

১৭. অর্থাৎ জাহান্নামের ইন্ধন বা জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। সুতরাং মানুষের জন্য সর্বপ্রথম কাজ হবে আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শুধুমাত্র নিজেকে রক্ষা করার মধ্যে মানুষের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, আল্লাহ তা'আলা যে পরিবারের দায়িত্ব তার ওপর দিয়েছেন, সে পরিবারের সদস্যদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য এবং তাদেরকে আল্লাহর পছন্দের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সাধ্যমত ইসলামী শিক্ষা দান করার ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদেরকে জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

সন্তান-সন্ততিকে শুধুমাত্র দুনিয়াতে সুখী-সচ্ছল করে রেখে যাওয়ার প্রচেষ্টায় জীবন শেষ না করে, আগে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা করতে হবে, তাদেরকে জাহান্নামের জ্বালানী হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য সবচেয়ে বেশি চিন্তা ও চেষ্টা চালাতে হবে। সূরা আশ শুআরার ২১৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ("জাহান্নামের) ভয় দেখাও তোমার নিকটবর্তী স্বজনদেরকে।"

সূরা ত্ব-হার ১৩২ আয়াতে বলা হয়েছে—"তোমার পরিবার-পরিজনদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও এবং এর ওপর সুদৃঢ় থাকো।"

পরিবার-পরিজনের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কর্তৃক বর্ণিত এবং বুখারীতে সংকলিত হয়েছে—"জেনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে, শাসকও রাখাল এবং তাকে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর বাড়ী এবং তার সন্তান-সন্ততির ওপর দায়িত্বশীলা, তাকে সে সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"

জাহান্নামের জ্বালানী মানুষ ও পাথর হওয়ার ব্যাখ্যার প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীরবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও তাদের সকলের ব্যাখ্যা-ই সঠিক হওয়ার

عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

সেখানে (নিয়োজিত) রয়েছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের শক্তিধর ফেরেশতারা ; তারা আল্লাহর নাফরমানী করে না সে বিষয়ে যা তিনি তাদেরকে আদেশ করেন এবং তারা তা-ই করে যা তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়।[১৮]

⑦ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৭. হে যারা কুফরী করেছো, তোমরা আজ ওজর পেশ করো না, তোমাদেরকে তো শুধুমাত্র তারই প্রতিদান দেয়া হচ্ছে, যা তোমরা করতে।[১৯]

عَلَيْهَا-সেখানে (নিয়োজিত) রয়েছে ; مَلٰٓئِكَةٌ-ফেরেশতারা ; غِلَاظٌ-নির্মম হৃদয় ; شِدَادٌ-কঠোর স্বভাবের শক্তিমান ; لَا يَعْصُوْنَ-তারা নাফরমানী করে না ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; مَا-সে বিষয়ে যা ; اَمَرَهُمْ-(امر+هم)-তিনি তাদেরকে আদেশ করেন ; وَ-এবং ; يَفْعَلُوْنَ-তারা করে ; مَا-তা-ই যা ; يُؤْمَرُوْنَ-তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়। ⑦ يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছো ; لَا تَعْتَذِرُوْا-তোমরা ওযর পেশ করো না ; الْيَوْمَ-আজ ; اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; تُجْزَوْنَ-তোমাদেরকে তো প্রতিদান দেয়া হচ্ছে ; مَا-তারই, যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করতে।

অবকাশ রয়েছে। কেউ বলেছেন, মানুষ দ্বারা কাফির-মুশরিক এবং পাথর দ্বারা মুশরিকদের তৈরী পাথর মূর্তী বুঝানো হয়েছে। কারো মতে মানুষ দ্বারা কাফির এবং পাথর দ্বারা গন্ধকের পাথর বুঝানো হয়েছে। আধুনিক তাফসীরবিদদের মতে পাথর দ্বারা পাথুরে কয়লা বুঝানো হয়েছে। পাথুরে কয়লা আবিষ্কার হওয়ার আগে পাথর জ্বালানী-হওয়ার বিষয়টি আশ্চর্যজনক থাকলেও বর্তমানে এ বিষয়টি তেমন নয়। কারণ সবাই এখন জানে যে, সাধারণ আগুনের তাপ থেকে পাথুরে কয়লার আগুন অনেক বেশী উত্তপ্ত।

১৮. অর্থাৎ সেসব ফেরেশতাদেরকে যখন যে নির্দেশ-ই দেয়া হবে—যে অপরাধীকে যে ধরনের শাস্তি দিতে হুকুম করা হবে তারা সে ধরনের শাস্তি-ই দেবে তাদের মধ্যে কোনো দয়া মায়ার চিহ্নও থাকবে না।

১৯. আলোচ্য ৭ ও এর আগের ৬নং আয়াতের ভাষায় মুসলমানদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। প্রথম আয়াতে নিজেকে ও পরিবার-পরিজনকে ভয়াবহ আযাব থেকে রক্ষার নির্দেশ রয়েছে; আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে কাফিরদেরকে আযাব দেয়ার সময় বলা হবে, আজ তোমাদের কোনো ওযর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না, তোমাদেরকে তো সেই কর্মেরই ফল দেয়া হবে যে কর্ম তোমরা করেছিলে। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আখিরাতে কাফিরদের সাথে একই আযাবের যোগ্য হয়ে যাবার মতো কার্যকলাপ ও কর্মনীতি থেকে মুসলমানদেরকে এ দুনিয়াতেই দূরে সরে থাকতে হবে।

প্রথম রুকূ' (১-৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইসলামের শরয়ী বিধানের প্রণেতা একমাত্র আল্লাহ ; এতে হস্তক্ষেপের অধিকার কারো নেই।

২. আল্লাহর কৃত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার অধিকার কোনো নবী-রাসূলের-ই ছিলো না।

৩. অতঃপর কিয়ামত পর্যন্তও শরয়ী বিধানে মৌলিক পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন হবে না।

৪. মুসলমানদেরকে পুরোপুরী সন্দেহ-সংশয় মুক্ত হয়ে এ বিধানের মূলনীতি অনুসারে জীবন গড়ার সংগ্রাম করতে হবে।

৫. শরয়ী বিধানের অজ্ঞতা প্রসূত বিপরীত কর্মকাণ্ডের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং দৃঢ় আশা রাখাতে হবে যে, আল্লাহ অবশ্যই সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

৬. কোনো শপথ করলে তা অবশ্যই পুরো করতে হবে। কোনো অসঙ্গত শপথ হলে তা অবশ্যই কাফ্ফারা আদায় পূর্বক ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

৭. সকল ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করতে হবে, মনে রাখতে হবে আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থাই আমাদের জন্য একমাত্র কল্যাণের ব্যবস্থা।

৮. আল্লাহকেই অভিভাবক ও একমাত্র বন্ধু মনে করতে হবে ; কারণ তিনিই সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

৯. ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ, দীনী ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই দীনী জ্ঞান দানে সুযোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

১০. স্বামীদের স্ত্রীদের নারীসুলভ ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। স্ত্রীদেরকে অবশ্যই স্বামীদের পদমর্যাদা, ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজেদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১১. রাসূলুল্লাহ সা.-এর মর্যাদা সমস্ত মানব জাতির মধ্যে সর্বোচ্চ। তাঁর স্ত্রীগণ মুসলিম উম্মাহর মাতার মর্যাদায় আসীন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সামান্যতম বিচ্যুতিও ছোট করে দেখেননি।

১২. আল্লাহর রাসূলের আনীত জীবনাদর্শের বিপরীত পথে চলে কোনো মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করতে পারে না। কারণ আল্লাহ এ আদর্শের পৃষ্ঠপোষক, আর জিবরীল, নেক্কার মু'মিনগণ ও সমস্ত ফেরেশতা এর সাহায্যকারী।

১৩. আদর্শ মুসলিম নারীর বৈশিষ্ট্য হলো, তারা হবে—মুসলিম, মু'মিন, কানিতা, তায়েবা, আবিদা ও সায়িমা।

১৪. আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হবে, আখিরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা। এ লক্ষ্যে কাজ করলে দুনিয়াতেও শান্তি লাভ করা সম্ভব হবে।

১৫. শুধুমাত্র নিজের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না। নিজের স্ত্রী-পুত্র তথা পরিবার-পরিজন ও অধিনস্তদের মুক্তির জন্যও সচেষ্ট থাকতে হবে।

১৬. এ লক্ষ্যে তাদেরকে দীনী শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

১৭. স্মরণ রাখতে হবে জাহান্নামের জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর এবং তার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারাও হবে নিষ্ঠুর-নির্দয় ও কঠোর স্বভাবের শক্তিমান সত্তা।

১৮. ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশের বাইরে কোনো কাজই করে না এবং দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করার ক্ষমতাও কোনো মানুষের নেই।

১৯. আমাদের বিশ্বাস ও কাজকর্ম যদি কাফির-মুশরিকদের মতো হয়, তাহলে আমাদেরকেও তাদের মতো পরিণতি বরণ করতে হবে—এ ব্যাপারে আমাদেরকে সদা সচেতন থাকতে হবে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-২০
আয়াত সংখ্যা-৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ ⑧

৮. হে যারা ঈমান এনেছো ; তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো খাঁটি-তাওবা[২০] ; আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের থেকে মিটিয়ে দেবেন

⑧ يَاأَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছো ; تُوبُوا-তোমরা তাওবা করো ; إِلَى-কাছে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; تَوْبَةً-তাওবা ; نَصُوحًا-খাঁটি ; عَسَىٰ-আশা করা যায় ; رَبُّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালক ; أَنْ-যে ; يُكَفِّرَ-মিটিয়ে দেবেন ; عَنْكُمْ-তোমাদের থেকে ;

২০. 'তাওবাতুন নাসূহা' অর্থ খাঁটি তাওবা, যার মধ্যে লোক দেখানো ও মুনাফিকী মানসিকতা থাকবে না।

'তাওবাতুন নাসূহা'-এর আভিধানিক অর্থের দিক থেকে এটা হবে এমন তাওবা যার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে। সে নিজেকে সংশোধন করে নেবে এবং জীবনকে এমন সুন্দর করে গড়ে তুলবে যে, অন্যেরা তাকে দেখে উপদেশ গ্রহণ করবে।

আর শরীয়তের দিক থেকে এর অর্থ, তা এমন তাওবা হবে যার মধ্যে ছয়টি শর্ত পাওয়া যাবে। শর্ত ছয়টি হলো ঃ (১) যা ঘটেছে তার জন্য লজ্জিত হওয়া ; (২) অবহেলিত কর্তব্যের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিয়ে তা সম্পাদন করা ; (৩) যার হক বা অধিকার নষ্ট করা হয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া ; (৪) যাকে কষ্ট দেয়া হয়েছে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া ; (৫) ভবিষ্যতে এ গুনাহে লিপ্ত হবে না বলে প্রতিজ্ঞা করা এবং (৬) নিজেকে নফসের আনুগত্যে নিয়োগ করে যে স্বাদ আস্বাদন করা হয়েছে এবং আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত করা হয়েছে, তাওবা করে তাকে আল্লাহর আনুগত্যের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করাতে হবে। (তাফহীম, কাশশাফ)

ওমর রা. 'তাওবাতুন নাসূহার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—কোনো গুনাহের জন্য তাওবা করার পর পুনরায় সেই গুনাহ করা তো দূরের কথা, তা করার ইচ্ছা পর্যন্ত করা যাবে না—এটাই হলো 'তাওবাতুন নাসূহা'র মূলকথা। (ইবনে জারীর)

আলী রা. এক বেদুইনকে দ্রুত তাওবা-ইস্তিগফারের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে দেখে বললেন—'এতো মিথ্যাবাদীদের তাওবা' অতঃপর তাঁকে সহীহ তাওবা কিরূপ সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি ইতোপূর্বে উল্লিখিত শর্ত ছয়টি উল্লেখ করেন। (তাফহীম, কাশশাফ, রুহুল মাআনী)

سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ

তোমাদের গুনাহসমূহ এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন (এমন) জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবহমান রয়েছে নহরসমূহ[২১] ; সেদিন আল্লাহ অপদস্থ করবেন না

النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

নবীকে ও তাদেরকে, যারা তাঁর সামনে দিয়ে ঈমান এনেছে[২২], তাদের নূর তাদের সামনে দিয়ে এবং তাদের ডানদিক দিয়ে (আলোকিত করে আগে আগে) দ্রুত চলতে থাকবে—

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

তারা বলতে থাকবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ; নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[২৩]

سَيِّاٰتِكُمْ-তোমাদের গুনাহসমূহ ; وَ-এবং ; يُدْخِلْكُمْ-(يدخل+كم)-তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন ; جَنّٰتٍ-(এমন) জান্নাতে ; تَجْرِيْ-প্রবহমান রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-যার তলদেশ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ-নহরসমূহ ; يَوْمَ-সেদিন ; لَا يُخْزِي-অপদস্থ করবেন না ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; النَّبِيَّ-নবীকে ; وَ-ও ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে, যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; مَعَهٗ-(مع+ه)-তাঁর সাথে ; نُوْرُهُمْ-(نور+هم)-তাদের নূর ; يَسْعٰى-(আলোকিত করে আগে আগে) দ্রুত চলতে থাকবে ; بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ-তাদের সামনে দিয়ে ; وَ-এবং ; بِاَيْمَانِهِمْ-তাদের ডান দিক দিয়ে ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলতে থাকবে ; رَبَّنَآ-হে আমাদের প্রতিপালক ! اَتْمِمْ-পরিপূর্ণ করে দিন ; لَنَا-আমাদের জন্য ; نُوْرَنَا-(نور+نا)-আমাদের নূরকে ; وَ-এবং ; اغْفِرْ-ক্ষমা করে দিন ; لَنَا-আমাদেরকে ; اِنَّكَ-নিশ্চয়ই আপনি ; عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ-সকল বিষয়ে ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান।

২১. অর্থাৎ গুনাহগারের গুনাহ সাফ করে তাওবা কবুল করা এবং তাকে জান্নাত দেয়া আল্লাহর ওপর আবশ্যকীয় নয় ; এটা আল্লাহর একান্ত দয়া-অনুগ্রহ মাত্র। সাথে সাথে বান্দাহকে একথাও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বান্দাহকে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভের আশা রাখতেই হবে। তাঁর ক্ষমা থেকে কখনো নিরাশ হওয়া চলবে না, তবে গুনাহ করলে তিনি ক্ষমা করে দেবেন এ ভরসায় গুনাহ করাও চলবে না। (তাফহীম, মাআরিফ)

২২. অর্থাৎ নবী ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মু'মিনরা কখনো আখিরাতে লাঞ্ছনার শিকার হবেন না। লাঞ্ছনার শিকার হবে বিদ্রোহী ও নাফরমান বান্দাহরা। আখিরাতে কাফির-মুশরিকরাই লাঞ্ছনার শিকার হবে।

⑨ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ

৯. হে নবী ! আপনি কাফিরদের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন[২৪] আর তাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম ;

وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑩ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ۚ

এবং তা কতোই না মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল। ১০. যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য আল্লাহ নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেছেন ;

كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا

তারা উভয়ে ছিলো আমার নেক বান্দাহদের মধ্যে দুই বান্দাহর অধীনে (স্ত্রী), কিন্তু তারা তাঁদের (স্বামীদের) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা[২৫] করেছিলো ; ফলে তাঁরা তাদের (স্ত্রীদের) কাজে আসেনি—

⑨ يَاَيُّهَا-হে ; النَّبِيُّ-নবী ; جَاهِد-আপনি জিহাদ করুন ; الْكُفَّارَ-কাফিরদের ; وَ-ও ; الْمُنٰفِقِيْنَ-মুনাফিকদের ; وَ-এবং ; اغْلُظْ-কঠোর হোন ; عَلَيْهِمْ-তাদের প্রতি ; وَ-এবং ; مَاْوٰىهُمْ-তাদের শেষ ঠিকানা ; جَهَنَّمُ-জাহান্নাম ; وَ-আর ; بِئْسَ-তা কতই না মন্দ ; الْمَصِيْرُ-প্রত্যাবর্তন স্থল। ⑩ ضَرَبَ-পেশ করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ; مَثَلًا-উদাহরণ ; لِّلَّذِيْنَ-তাদের জন্য যারা; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; امْرَاَتَ-স্ত্রী ; نُوْحٍ-নূহের; وَ-ও ; امْرَاَتَ-স্ত্রী ; لُوْطٍ-লূতের ; كَانَتَا-তারা উভয়ে ছিলো ; تَحْتَ-অধীনে (স্ত্রী) ; عَبْدَيْنِ-দুই বান্দাহর ; مِنْ-মধ্যে ; عِبَادِنَا-আমার বান্দাহদের ; صَالِحَيْنِ-নেক; فَخَانَتٰهُمَا-(ف+خانتا+هما)-কিন্তু তারা তাঁদের (স্বামীদের) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো ; فَلَمْ يُغْنِيَا-ফলে তাঁরা কোনো কাজে আসেনি ; عَنْهُمَا-তাদের (স্ত্রীদের) ;

২৩. অর্থাৎ মু'মিন বান্দাহগণ আখিরাতের সেই নিকষ কালো অন্ধকারে তাদের ঈমান ও সৎকর্মের আলোতে চলতে থাকবে। তাদের সামনে ও ডানে থেকে সেই আলো তাদের সাথে সাথে চলতে থাকবে। আর কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকরা কঠিন অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরবে। তাদের দুরবস্থা দেখে মু'মিনদের আশংকা হবে—না জানি তাদের আলোও নিভে যায়, তাই তারা তাদের মহান রবের কাছে আবেদন জানাবে তিনি যেনো তাদের আলো নিভিয়ে না দেন এবং আলোর ভুবন জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত তাদের আলো তাদের সাথে থাকে। আর এ আলো দেয়া বা না দেয়ার সর্বময় সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে।

২৪. পূর্বের আয়াতে মু'মিনদেরকে নিষ্ঠার সাথে তাওবা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে নবী সা.-কে ইসলামের হিফাযতের উদ্দেশ্যে দীনের দুশমনদের সাথে

مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ﴿١١﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ

কিছুমাত্র আল্লাহর মুকাবিলায় ; এবং তাদেরকে বলা হলো—"তোমরা উভয়ে জাহান্নামে ঢুকে পড়ো প্রবেশকারীদের সাথে। ১১. আর আল্লাহ্ তাদের জন্য উদাহরণ পেশ করেছেন যারা

اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

ঈমান এনেছে, ফিরআউনের স্ত্রীর—স্মরণীয় যখন সে প্রার্থনা করেছিলো—"হে আমার প্রতিপালক। আপনি আমার জন্য জান্নাতে আপনার নিকট একখানা ঘর বানিয়ে দিন

وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢﴾ وَمَرْيَمَ

আর আমাকে মুক্তি দান করুন ফিরআউন ও তার অপকর্ম থেকে[২৬] এবং মুক্তি দিন আমাকে অত্যাচারী এ জাতি থেকে। ১২. আর (উদাহরণ পেশ করেছেন) মারইয়ামের (যে ছিলো)

مِنْ-মুকাবিলায় ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; شَيْـًٔا-কিছুমাত্র ; وَ-এবং ; قِيْلَ-তাদেরকে বলা হলো ; ادْخُلَا-তোমরা উভয়ে ঢুকে পড়ো ; النَّارَ-জাহান্নামে ; مَعَ-সাথে ; الدّٰخِلِيْنَ-প্রবেশকারীদের। ⑪ وَ-আর ; ضَرَبَ-পেশ করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَثَلًا-উদাহরণ ; لِّلَّذِيْنَ-তাদের জন্য যারা ; اٰمَنُوا-ঈমান এনেছে; امْرَاَتَ-স্ত্রীর ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের; اِذْ-স্মরণীয় যখন ; قَالَتْ-সে প্রার্থনা করেছিলো ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; ابْنِ-আপনি বানিয়ে দিন ; لِيْ-আমার জন্য ; عِنْدَكَ-(عند+ك)-আপনার নিকট ; بَيْتًا-একটি ঘর ; فِي الْجَنَّةِ-জান্নাতে ; وَ-আর ; نَجِّنِيْ-মুক্তি দান করুন ; مِنْ-থেকে ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউন ; وَ-ও ; عَمَلِهٖ-তার অপকর্ম থেকে ; وَ-এবং ; نَجِّنِيْ-মুক্তি দিন আমাকে ; مِنَ-থেকে ; الْقَوْمِ-এ জাতি ; الظّٰلِمِيْنَ-অত্যাচারী। ⑫ وَ-আর (উদাহরণ পেশ করেছেন) ; مَرْيَمَ-মারইয়ামের ;

জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামের দুশমন দু'শ্রেণীর। এক শ্রেণী বাইরে থেকে দীনের দুশমনী করে থাকে, এরা হলো কাফির-মুশরিক আর এক শ্রেণী মুসলিম উম্মাহর ভেতর থেকেই ইসলামের দুশমনী করে, এরা হলো মুনাফিক। আলোচ্য আয়াতে এ উভয় শ্রেণীর সাথে জিহাদ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাফির-মুশরিকদের সাথে জিহাদ করতে প্রয়োজনে তরবারীর সাহায্যে নিতে হবে ; অপরদিকে মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করতে প্রথমত যবান ও দলীল প্রমাণের মাধ্যমে জিহাদ করতে হবে। অতঃপর তাদের প্রতিও কঠোর হতে হবে। দাওয়াত দান ও শরয়ী বিধি-বিধান বাস্তবায়নে যেমন তাদের সাথে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তেমনি শরয়ী সীমারেখা সংরক্ষণেও এ উভয় শ্রেণীর দুশমনদের প্রতি কঠোর হতে হবে। (ফাতহুল কাদীর)

২৫. 'বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো'—একথার অর্থ এ নয় যে, তারা কোনো অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েছিলো এবং এর অর্থ হলো, তারা দীন ও ঈমানের সাথে একমত পোষণ করেনি। তারা কুফরী করেছিলো। নূহ আ.-এর স্ত্রীর নাম ছিলো 'ওয়াহেলা'। সে তাঁর (নূহের) জাতির লোকদের নিকট বলতো যে, 'নূহ একটা পাগল।' আর লূত আ.-এর স্ত্রীর নাম ছিলো 'ওয়ায়েলা'। সে লূত আ.-এর দুশমনদেরকে লূত আ.-এর নিকট আগমনকারী মেহমানদের সম্পর্কে দিনে ধোঁয়া সৃষ্টির মাধ্যমে এবং রাতে আগুন জ্বালিয়ে সংবাদ পৌঁছাতো। এটাই ছিলো তাদের খিয়ানত তথা বিশ্বাসঘাতকতার নমুনা। নচেত কোনো নবীর স্ত্রী-ই চারিত্রিক অনৈতিক কাজে জড়িত হয়নি। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন—"কোনো নবীরই কোনো স্ত্রী ব্যভিচারিণী বা দ্বিচারিণী হয়নি।" বস্তুত এ দু' নারীর অপরাধ ছিলো তারা তাদের স্বামীদের আনীত দীন গ্রহণ করেনি এবং স্বামীর শত্রুদের সাথে দীনী সম্পর্ক রাখতো।

বস্তুত আলোচ্য দু' নারীর উল্লেখ করার কারণ হলো, এদের উদাহরণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দু' স্ত্রী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সময়কালের অনাগত মুসলিম মহিলাদেরকে এ বলে সতর্ক করে দেয়া যে, ঈমান না থাকলে কোনো নবীর সুবাদে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। কাফিরদেরকে তাদের কুফরী ও নবীর প্রতি দুশমনীর জন্যই শাস্তি দেয়া হবে। কুফরী করতে থাকলে নবীর সাথে সম্পর্কও কাউকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। যেমন পারেনি নূহ আ. ও লূত আ.-এর স্ত্রীদেরকে। (ফাতহুল কাদীর, রুহুল কুরআন)

২৬. আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের জন্য অপর এক নারীর উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি হলেন, ফিরআউন-এর স্ত্রী 'আছিয়া'। তিনি ছিলেন, মু'মিনা এবং তিনি মূসা আ.-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। সর্বকালের মু'মিন মহিলাদের জন্য তাঁকে আদর্শ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আছিয়া ছিলেন সে যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাটের স্ত্রী। সম্রাটের বিশাল অট্টালিকায় অত্যন্ত প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি বসবাস করতেন। কিন্তু তিনি এসব ভোগ বিলাসিতা পায়ে ঠেলে দীন ও ঈমান গ্রহণ করলেন এবং ফিরআউনের অমানবিক যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হলেন। তিনি ফিরআউনের আল্লাহদ্রোহী এবং যুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভের জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন করেছেন এবং জান্নাতে আল্লাহর সান্নিধ্যে একটি ঘর লাভের আবেদন পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আবেদন কবুল করেছেন এবং তাঁকে ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেছেন। হাসান বসরী রহ. বলেছেন যে, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে তুলে নিয়েছেন এবং সেখানে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত।

এ নবীর উদাহরণ পেশ করে রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্ত্রীগণ এবং পরবর্তী কালের মু'মিনদের স্ত্রীদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, একজন আল্লাহদ্রোহী যালিম শাসকের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ঈমান, সৎকর্ম ও যুলুম-নির্যাতনে ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে আছিয়া পরিস্থিতি মুকাবিলা করেছেন, সকল মুসলিম মহিলাকে তাঁর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করতে হবে।

ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ

ইমরানের কন্যা[২৭]- যে তার লজ্জাস্থানকে হিফাযত করেছিলো[২৮] অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম[২৯] এবং সে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলো।

بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝

তার প্রতিপালকের বাণীসমূহ ও তাঁর কিতাবসমূহকে ; আর সে ছিলো অনুগত ইবাদাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[৩০]

اِبْنَتَ-(যে ছিলো) কন্যা ; عِمْرٰنَ-ইমরানের ; الَّتِىْٓ-যে ; اَحْصَنَتْ -হিফাযত করেছিলো ; فَرْجَهَا-(فرج+ها)-তার লজ্জাস্থানের ; فَنَفَخْنَا-(ف+نفخنا)-অতঃপর আমি ফুঁকে দিয়েছিলাম ; فِيْهِ-তার মধ্যে ; مِنْ-থেকে ; رُّوْحِنَا-আমার রূহ ; وَ-এবং ; صَدَّقَتْ-সে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলো ; بِكَلِمٰتِ-বাণীসমূহ ; رَبِّهَا -তার প্রতিপালকের ; وَ-ও ; كُتُبِهٖ-(كتب+ه)-ও তাঁর কিতাবসমূহকে ; وَ-আর ; كَانَتْ -সে ছিলো ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الْقٰنِتِيْنَ-অনুগত ইবাদাতকারিণীদের।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ সূরা নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর মনে কষ্ট পাওয়ার মতো কোনো কাজ করেননি।

২৭. 'ইমরানের কন্যা' দ্বারা ঈসা আ.-এর মাতা মারইয়াম আ.-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি ইয়াহুদীদের যুলুম-নির্যাতনের মুকাবিলায় যে ধৈর্য ও সহনশীলতার নমুনা পেশ করেছেন এবং আল্লাহর প্রতি ইখলাস, আনুগত্য ও বিনয়ের আদর্শ স্থাপন করেছেন, তা-ই আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, এ দু'জন মহিলা ছিলেন পাক-পবিত্র, মু'মিনা, সত্যবাদী ও ইবাদাতকারিণী। এরা মুসলিম মহিলাদের জন্য আদর্শ-স্থানীয় ও অনুসরণীয়। সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিলের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণের সামনে এ দু'জন মহিলার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এ দু'জন মহিয়সী মহিলার দৃষ্টান্ত সর্ব যুগের সকল মহিলার জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। (যিলাল)

২৮. আল্লাহ তা'আলা 'আহসানাত ফারজাহা' কথাটি উল্লেখ করার মাধ্যমে মারইয়াম আ. সম্পর্কে ইয়াহুদীদের মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। ইয়াহুদীরা প্রচার করতো যে, তাঁর গর্ভে ঈসা আ.-এর জন্ম অবৈধভাবে হয়েছিলো (নাউযুবিল্লাহ)। সূরা নিসার ১৫৬ আয়াতে এ মিথ্যাবাদীদের মিথ্যা কথাকে 'বুহতানে আযীম' তথা চরম মিথ্যা দোষারোপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (তাফহীম)

২৯. অর্থাৎ জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে মারইয়াম আ.-এর আঁচলে আল্লাহর হুকুমে রূহ ফুঁকে দেন, আর আল্লাহর হুকুমেই জিবরাঈল আ.-এর এ ফুঁকের প্রভাব মারইয়াম আ.-এর জরায়ুতে পৌছে যায় এবং ঈসা আ.-কে তিনি গর্ভে ধারণ করেন। (জালালাইন)

৩০. অর্থাৎ সেসব বিধানাবলী যা কিতাবসমূহের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। 'কালিমাতে রাব্বিহা' বলে আসমানী কিতাবের শরয়ী বিধানাবলীকে বুঝানো হয়েছে। আর তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতি অনুগত বান্দাহগণের শামিল ছিলেন।

২য় রুকূ' (৯-১২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. 'তাওবাতুন নাসূহা' এমন তাওবা যার পর কোনো গুনাহ করা তো দূরের কথা, গুনাহের কথা চিন্তা বা কল্পনা করা যায় না। এমন নিষ্ঠাপূর্ণ তাওবা করতে পারলেই সকল গুনাহের ক্ষমা পাওয়া যাবে এবং জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে।

২. না বুঝেশুনে মুখে মুখে তাওবা-ইসতিগফারের দু'আ উচ্চারণ করলেই গুনাহ মাফ হবে না। বরং নিজ গুনাহের কথা স্মরণ করে ভবিষ্যতে গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার চূড়ান্ত ওয়াদা দিয়ে তাওবা করতে হবে।

৩. আখিরাতে আল্লাহর ক্ষমা লাভের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ করতে পারাটাই মানব জীবনের চূড়ান্ত সফলতা ; আর আখিরাতের ব্যর্থতা-ই চূড়ান্ত ব্যর্থতা।

৪. মুহাম্মাদ সা. কর্তৃক আনীত দীন ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী মু'মিনগণ অবশ্যই আখিরাতে মুক্তিলাভ করবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৫. কবর থেকে হাশর পর্যন্ত সুদীর্ঘ নিকষ কালো অন্ধকার পথে মু'মিনরাই ঈমানের আলোক মশাল নিয়ে পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।

৬. কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকরা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে হাতড়ে মরবে। কেননা তারা দুনিয়াতে ঈমান থেকে বঞ্চিত ছিলো, তাই তারা সেখানে আলো থেকে বঞ্চিত হবে।

৭. দুনিয়াতে ঈমানী শক্তি কম-বেশী হওয়ার ফলে আখিরাতে আলোর উজ্জ্বলতা কম-বেশী হবে।

৮. মু'মিনরাও আলো হারিয়ে ফেলার ভয়ে আল্লাহর নিকট আলোর পূর্ণতার জন্য আবেদন জানাবে।

৯. ইসলামের দুশমনরা দু' শ্রেণীর—এক শ্রেণীর দুশমন প্রকাশ্য, তারা হলো কাফির-মুশরিক। আর অপর শ্রেণী—মুসলিম ছদ্মবেশধারী গোপন শত্রু মুনাফিক।

১০. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে উভয় শ্রেণীর শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১১. কাফিরদের সাথে লড়তে হবে অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে, আর মুনাফিকদের সাথে লড়তে হবে যবান ও দলীল-প্রমাণের সাহায্যে।

১২. কাফির ও মুনাফিকদের শেষ আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম—এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কেননা এটা আল্লাহর কিতাবেরই কথা।

১৩. আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলামকে মৌখিক বা কার্যত অস্বীকারকারী কাফির ও মুনাফিকদের আখিরাতে মুক্তির কোনো পথ নেই।

১৪. কোনো নবী-রাসূলের সাথে কোনো না কোনো সম্পর্ক থাকলেও ঈমান ছাড়া তা কোনো কাজে আসবে না।

১৫. কোনো পীর-ফকীর, গাউস-কুতুব-এর সাথে সম্পর্ক আখিরাতে মুক্তির ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসবে না—এমনকি নবী-রাসূলদের সাথে সম্পর্কও কোনো কাজে আসবে না, যদি ঈমান না থাকে।

১৬. নূহ আ.-এর স্ত্রী ও লূত আ.-এর স্ত্রী—এ দু'জন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়নি ; কারণ তারা ছিলো আল্লাহর দীনের বিরোধী।

১৭. বাহ্যিকভাবে মুসলিম পরিচিতি, কিন্তু গোপনে ইসলামের শত্রুদের সাথে যোগসাজসে থাকা মুনাফিকীর লক্ষণ। মুনাফিকদের স্থান হবে জাহান্নামের তলদেশে।

১৮. মুসলিম নারীদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে যে, কোনো সৎলোকের স্ত্রী হলেই আখিরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে না। তার জন্য অবশ্যই নিজের ঈমান ও সৎকর্মের পুঁজি থাকতে হবে।

১৯. ঈমান ও সৎকর্মের পুঁজি থাকার কারণে ফিরআউনের মতো চরম বিদ্রোহীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আছিয়ার আল্লাহর ক্ষমা এবং জান্নাত লাভ সম্ভব হয়েছে।

২০. দীন বিরোধী কোনো স্বামীর স্ত্রী যদি মু'মিনা ও মুসলিমা হয়ে থাকে, তাকে ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়ার জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে।

২১. আল্লাহর কুদরতের এক জ্বলন্ত নিদর্শন হলো মারইয়াম আ. এবং আল্লাহর নির্দেশে পিতা ছাড়া তাঁর গর্ভে জন্মলাভকারী ঈসা রূহুল্লাহ আ.।

২২. মারইয়াম আ. ছিলেন পবিত্রতা ও সতীত্বের মূর্ত প্রতীক। তাঁর পবিত্রতার ফলেই আল্লাহ স্বীয় রূহ থেকে ফুঁকে দেয়ার মাধ্যমে তিনি গর্ভবতী হন।

২৩. অত্র সূরায় মারইয়াম আ.-এর পবিত্রতা ও সতীত্বের প্রমাণ আল্লাহ তা'আলা নিজেই দিয়েছেন।

❐

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের বাক্যাংশ 'বিয়াদিহীল মূল্‌ক' থেকে 'আল মুল্‌ক' শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'আল মূলক' অর্থ সর্বময় রাজত্ব ও কর্তৃত্ব।

নাযিলের সময়কাল

বিষয়বস্তুর আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে। এ সূরার অধ্যয়নকারী অশেষ কল্যাণ ও বরকত লাভের অধিকারী হয়, তাই এর আরেক নাম 'তাবারাকা'। এর অধ্যয়নকারী কবর আযাব থেকে নাজাত পায় এবং তার ওপর আযাব আসাকে প্রতিরোধ করে বলে আরো দুটো নাম—'মুনজিয়া' অর্থ নাজাত দানকারী ও 'মানিয়া' অর্থ প্রতিরোধকারী। (রুহুল মাআনী, ফাতহুল কাদীর)

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় অন্যান্য মাক্কী সূরার মতো ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মানুষের মনে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসসমূহ সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং তারা যাতে এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।

সূরার শুরু থেকে পাঁচ আয়াতে আল্লাহর সর্বময় ও সার্বভৌম ক্ষমতার বর্ণনা দিয়ে সৃষ্টিজগতে তাঁর তুলনাহীনতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিজগতে আতিপাতি করে খুঁজেও কোথাও কোনো খুঁত বা অসামঞ্জস্য বের করতে পারবে না। এ জগতে তোমাদের পরীক্ষার জন্য জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রেখে তোমাদের মধ্যে সৎকর্মশীলদের সৎকর্মকে বাস্তবে প্রমাণ করে দিতে পারেন।

৬ থেকে ১১ আয়াতে আল্লাহর সাথে কুফরী করার ভয়াবহ পরিণতির কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং জাহান্নামের রোষানল সম্পর্কে বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

১২ থেকে ১৪ আয়াতে মানুষের ছোট-বড় ও গোপন-প্রকাশ্য সকল কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ যে পূর্ণ ওয়াকিফহাল তার বর্ণনা দিয়ে সৎকর্মশীলদের শুভ পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫ থেকে ২৩ আয়াতে মুত্তাকী মানুষের সামনে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, কুদরত ও সৃষ্টি কৌশলের উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, এ পৃথিবীর প্রকৃতি ও ভূ-পৃষ্ঠকে আমি নরম ও চলনোপযোগী করে সৃষ্টি করেছি এবং আকাশকে শূন্যলোকে ঝুলিয়ে রেখেছি। বায়ুমণ্ডলকে পক্ষীকূলের উড়ে বেড়ানোর উপযোগী করে সৃষ্টি করেছি।

সুতরাং তোমাদের যদি ভূমির তলদেশে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়, অথবা তোমাদের ওপর আকাশ থেকে কংকর বর্ষণ করে ধ্বংস করে দিতে যদি চান তাহলে তোমাদেরকে রক্ষা করার মতো কেউ আছে কি ? সুতরাং তোমরা তাঁর সম্মুখে অবনত হও, তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দাও এবং তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতা ইখতিয়ার ও অধিকারকে মেনে নাও। ইতোপূর্বে যারা তাঁকে মেনে নেয়নি, তাদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। তোমাদের নিকট এমন কোনো বাহিনী নেই, যারা তোমাদেরকে আল্লাহর মুকাবিলায় তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে। তিনি যদি তোমাদের জীবন জীবিকা বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের জন্য তার ব্যবস্থা করার মতো কেউ আছে কি ? অতএব এসব বাস্তব সত্যসমূহ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তার প্রতি তোমাদের ঈমান আনা উচিত। আসলে তোমাদেরকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে শোনা, দেখা ও বুঝার জন্য অন্তর দিয়েছেন—এসব ব্যবহার করে তাঁর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এসব কথা মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ ও নিরংকুশ ক্ষমতা ইখতিয়ারকে নির্ভেজালভাবে বিশ্বাসী করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে ।

২৪ থেকে ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে ; কিন্তু সেই সুনির্দিষ্ট সময়টা একমাত্র আল্লাহই জানেন। নবী-রাসূলগণ সংঘটিতব্য সেই মহাসত্য সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দেয়ার জন্যই আদিষ্ট ; তার সময়কাল বলে দেয়া তাঁদের দায়িত্ব নয়। তোমরা যখন তোমাদের চোখের সামনে তা সংঘটিত হতে দেখবে। তখন তোমরা ভীত-বিহ্বল কম্পমান হয়ে পড়বে এবং সেই মুহূর্তে তোমাদের করণীয় সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

অবশেষে ২৮ থেকে ৩০ আয়াতে মক্কার কাফিরদের সেসব অবাঞ্ছিত কথার জবাব দেয়া হয়েছে, যা তারা রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে বলতো। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে অশালীন গালি-গালাজ করতো এবং মু'মিনদের ধ্বংস কামনা করতো। এ পর্যায়ে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর সংগী-সাথীসহ ধ্বংস হোক অথবা তাঁদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, তাতে তোমাদের ভাগ্যের কোনোই পরিবর্তন হবে না। তোমাদের ব্যাপার সম্পর্কে তোমাদেরকেই চিন্তা করতে হবে। আল্লাহর শাস্তি যদি তোমাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়, তাহলে তোমাদেরকে তা থেকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা মু'মিনদেরকে পথভ্রষ্ট বলে ধারণা করছো ; কিন্তু আসলে কারা পথভ্রষ্ট তা একদিন অবশ্যই উদঘাটিত হবে।

সূরার শেষাংশে বিশেষভাবে মক্কার কাফিরদের সামনে এবং সাধারণভাবে সকল মানুষের সামনে এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখো—যে পানির ওপর তোমাদের জীবন নির্ভরশীল তা যদি এ মরুময় ও পর্বত সংকুল অঞ্চল থেকে নিয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ ভূ-গর্ভের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে এমন কে আছে, যে তোমাদের তা পুনরায় ফিরিয়ে এনে দিতে পারে ? এসব কিছু চিন্তা-ভাবনা করে তোমাদের অবশ্যই আল্লাহর ওপর ঈমান আনা কর্তব্য।

① تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ② نِ الَّذِىْ

১. অতীব মহান বরকতময়[১] সেই সত্তা, যার হাতে রয়েছে (বিশ্ব-জাহানের) সর্বময় কর্তৃত্ব[২] এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৩] ২. যিনি

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ○

সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন। যেনো তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।[৪] কে তোমাদের মধ্যে কাজের দিক থেকে উত্তম ; আর তিনিই একমাত্র মহাপরাক্রমশালী পরম ক্ষমাশীল[৫]।

①تَبٰرَكَ-অতীব মহান বরকতময় ; الَّذِىْ-সেই সত্তা ; بِيَدِهِ-যার হাতে রয়েছে ; الْمُلْكُ-(বিশ্ব-জাহানের) সর্বময় কর্তৃত্ব ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ-সকল বিষয়ে ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান।②الَّذِىْ-যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; الْمَوْتَ-মৃত্যু ; وَ-ও ; الْحَيٰوةَ-জীবন ; لِيَبْلُوَكُمْ-যেনো তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন; اَيُّكُمْ-তোমাদের মধ্যে কে ; اَحْسَنُ-উত্তম ; عَمَلًا-কাজের দিক থেকে ; وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; الْعَزِيْزُ-একমাত্র মহাপরাক্রমশালী ; الْغَفُوْرُ-পরম ক্ষমাশীল।

১. 'তাবারাকা' শব্দটি 'বারাকাহ' শব্দ থেকে গৃহীত। এ শব্দ দ্বারা আল্লাহর গুণ প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ নিজ গুণাবলীতে সীমাহীন, ব্যাপক, অসীম ও বিরাট সত্তার নিয়ন্ত্রণেই সর্বময় ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি কল্যাণ ও প্রাচুর্যের সীমাহীন মালিক। তাঁর কল্যাণময়তার কোনো শেষ নেই, সীমা নেই। কল্যাণের অন্তহীন ঝর্ণাধারা তাঁর সত্তা থেকেই সদা প্রবহমান।

২. 'মুল্‌ক' শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের মালিকানা, পরিচালনার দায়িত্ব, আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক যাবতীয় অধিকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই রয়েছে। হাত শব্দ দ্বারা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার বুঝানো হয়েছে।

৩. অর্থাৎ যখন যেভাবে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছা ও কাজে বাধা দেয়ার শক্তি কারো নেই। তিনি সবকিছুই করতে সক্ষম।

৪. আলোচ্য আয়াতে প্রাণীর জন্য মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবী মানুষের সৃষ্টি যেমন উদ্দেশ্যহীন নয়, তেমনি তাদের মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টিও

﴿٣﴾ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۖ

৩. (তিনি সেই সত্তা) যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে[৬] ; তুমি দয়াময়ের সৃষ্টিতে কোনো খুঁত দেখতে পাবে না।[৭]

الَّذِىْ③-(তিনি সেই সত্তা) যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন; سَبْعَ-সাত ; سَمٰوٰتٍ-আসমান; طِبَاقًا-স্তরে স্তরে ; مَا تَرٰى-তুমি দেখতে পাবে না ; فِىْ خَلْقِ-সৃষ্টিতে ; الرَّحْمٰنِ-দয়াময়ের ; مِنْ-কোনো ; تَفٰوُتٍ-খুঁত ;

উদ্দেশ্যহীন নয়, আয়াতে জীবনের আগে মৃত্যুর উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ প্রথমে মৃতই ছিলো। অতঃপর তাদেরকে জীবন দান করা হয়েছে। এ মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে এটা পরীক্ষা করে দেখা যে, দুনিয়ার জীবনকালে কারা তাদের কাজ-কর্মে সৎ ও সুন্দর হয় আবার কারা তাদের কাজ-কর্মে অসৎ ও অসুন্দর হয়। মানুষের জীবনকালে তার জড় দেহটি হচ্ছে তার রূহ বা আত্মার বিচরণ ও অবস্থানের একটি বাহন মাত্র। এ বাহন সৃষ্টির আগে তার আত্মার কাজ-কর্মের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। দেহটিকে আত্মার বাহন হিসেবে সৃষ্টি করে তাকেই 'হায়াত' বা জীবন নামকরণ করা হয়েছে। আর এ বাহন সৃষ্টির আগে আত্মার সম্পর্ক যখন দেহের সাথে ছিলো না এবং আবার যখন দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, সে অবস্থাটিকে মৃত্যু নাম দেয়া হয়েছে। আর এ মৃত্যু ও জীবন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কেউ এ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না।

এ আয়াত থেকে এ ইংগিতও পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভালো বা মন্দ কাজ করার উপাদান রয়েছে। সূরা আশ শামসের ৮ আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি তাদের মধ্যে ভালো ও মন্দের উপাদান রেখে দিয়েছি।"সুতরাং এ সৎস্বভাব ও অসৎ স্বভাবের সমন্বয়ে গঠিত মানুষের মধ্যে কারা ভালো ও উত্তম কাজ করে, আর কারা মন্দ ও অনুত্তম কাজ করে তা পরীক্ষা করাই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। এ আয়াত থেকে এটাও বুঝা যায় যে, ভালো-মন্দের মাপকাঠি নির্ধারণ করাও পরীক্ষার্থীর কাজ নয়। অতএব কোন্‌টি ভালো আর মন্দ তা নির্ধারণকারীও মানুষ নিজে নয়, বরং আল্লাহ-ই। আর তাই কোন্‌ কাজ ভালো আর মন্দ তা আগে থেকে জেনে নেয়া পরীক্ষার্থীর জন্য অত্যাবশ্যক। কারণ পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া না হওয়ার ওপরই ফলাফল নির্ধারিত হবে। আর ভালো কাজ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শুভ প্রতিফল এবং মন্দ কাজ করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে মন্দ প্রতিফল ভোগ করতে হবে। এটাই পরীক্ষার দাবী। কেননা প্রতিদান না দেয়া হলে পরীক্ষা-ই অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ তা'আলা কখনো অর্থহীন কাজ করেন না।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াবান ও ক্ষমাশীল। মানুষের প্রতি তিনি যালিম ও কঠোর

فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ④ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ

আবার দৃষ্টি ফেরাও, দেখতে পাচ্ছ কি কোনো ত্রুটি[৮] ৪. অতঃপর বার বার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখো—ফিরে আসবে

اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ⑤ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ

তোমার নিকট (তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে। ৫. আর নিঃসন্দেহে আমি সাজিয়ে দিয়েছি[৯] নিকটবর্তী আসমানকে[১০] আলোকমালা দিয়ে

فَارْجِعِ-(ف+ارجع)-আবার ফেরাও ; الْبَصَرَ-দৃষ্টি ; هَلْ تَرٰى-দেখতে পাচ্ছ কি ; مِنْ-কোনো ; فُطُوْرٍ-ত্রুটি। ④ثُمَّ-অতঃপর ; ارْجِعِ-ফিরিয়ে দেখো ; الْبَصَرَ-দৃষ্টি ; كَرَّتَيْنِ-বারবার ; يَنْقَلِبْ-ফিরে আসবে ; اِلَيْكَ-তোমার নিকট ; الْبَصَرُ-(তোমার) দৃষ্টি ; خَاسِئًا-ব্যর্থ ; وَّ-ও ; هُوَ-সে (দৃষ্টি) ; حَسِيْرٌ-ক্লান্ত হয়ে। ⑤وَ-আর ; لَقَدْ زَيَّنَّا-নিঃসন্দেহে আমি সাজিয়ে দিয়েছি ; السَّمَآءَ-আসমানকে ; الدُّنْيَا-নিকটবর্তী ; بِمَصَابِيْحَ-(ب+مصابيح)-আলোকমালা দিয়ে ;

নন। তিনি দুষ্কৃতকারীদেরকে শাস্তি দিতে পুরোপুরি সক্ষম। কেউ তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করতেও সক্ষম নয় ; কিন্তু কোনো অপরাধী যদি দুষ্কর্ম ছেড়ে দিয়ে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চায়, তবে তিনি ক্ষমা করে দেন।

৬. আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে স্তরে স্তরে সাতটি আসমান সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এ আসমানসমূহ পরস্পর সংলগ্ন না-কি দুটো আসমানের মধ্যে শূন্যমণ্ডল রয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি। তবে রাসূলুল্লাহ সা.-এর মিরাজ রজনীর ঘটনা সম্বলিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি এক আসমান থেকে অন্য আসমানে গমন করেছেন। দু'টো আসমানের মধ্যে শূন্যমণ্ডল না থাকলে 'গমন' কথাটির কোনো মর্মই থাকে না। অতএব হাদীসের মর্ম অনুসারে দুটো আসমানের মধ্যে শূন্যমণ্ডল অবস্থিত। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।

৭. অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কোথাও কোনো অসামঞ্জস্যতা বা অসংগতি নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে যেখানে যেভাবে এবং আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তার চেয়ে সুসংগত ও সুন্দর কোনো সৃষ্টি হতে পারে না।

৮. অর্থাৎ হাজারো চেষ্টা-গবেষণা করেও আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কোথাও কোনো খুঁত, অসংগতি, অসুন্দর ও বিশৃংখলা বের করা যাবে না। এ ব্যাপারে যতোই চেষ্টা-সাধনা করা হোক না কেনো। সকল চেষ্টা-ই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ আল্লাহ-ই এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা বারবার চেষ্টা করে দেখো, কোনো খুঁত বের করতে পার কিনা। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে আগমনকারী সকল জ্বিন-ইনসান চেষ্টা চালিয়েও আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কোনো খুঁত বা অসংগতি বের করতে পারবে না।

وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝ وَلِلَّذِيْنَ

এবং সেগুলোকে বানিয়েছি শয়তানদের জন্য মেরে তাড়ানোর উপকরণ[১১], আর তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি জাহান্নামের শাস্তি। ৬. আর তাদের জন্য রয়েছে—যারা

وَ-এবং ; جَعَلْنٰهَا-(جعلنا+ها)-সেগুলোকে বানিয়েছি ; رُجُوْمًا-মেরে তাড়ানোর উপকরণ ; لِّلشَّيٰطِيْنِ-শয়তানদের জন্য ; وَ-আর ; اَعْتَدْنَا-তৈরী করে রেখেছি ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; عَذَابَ-শাস্তি ; السَّعِيْرِ-জাহান্নামের। ⑥وَ-আর ; لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্য রয়েছে যারা ;

৯. 'সামাউদ দুনিয়া' অর্থ আমাদের নিকটবর্তী আসমান, যার তারকারাজি ও গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। আর যেসব গ্রহ-নক্ষত্র দেখতে যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয়, তা দূরবর্তী আসমানের সাথে সংযুক্ত। আর যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়েও যেগুলো দেখা যায় না, সেগুলো আরো দূরের আসমানের সাথে সংযুক্ত।

১০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানকে তারকা ও নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। 'মাসাবীহ' শব্দটি অনির্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ বাতিগুলো বহু বিরাট ও অনন্য সাধারণ। এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ এ বিশ্ব-জগতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন নিঃশব্দ ও নির্জন বানাননি। এটাকে তারকারাজি দ্বারা অত্যন্ত সুন্দর, মনোহর, উজ্জ্বল ও সুসজ্জিত করেছেন। রাতের অন্ধকারে এর ঝকমকে উজ্জ্বল রূপ দেখে মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে আর স্রষ্টার সুনিপুণ কুদরত দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে।

১১. অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রে বিস্ফোরণের কারণে নিক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ড মহাশূন্যে ঘুরতে থাকে। সেগুলো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-এর আওতায় এসে পড়লে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে থাকে। এসব উল্কা পতনের মধ্য দিয়ে কোনো জ্বিন শয়তানের ঊর্ধগমন সম্ভব হয় না এবং কোনো প্রকার আসমানী সিদ্ধান্ত গোপনে জেনে নেয়া তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না। সুতরাং যেসব গণক দাবী করে যে, তাদের অনুগত শয়তানদের মাধ্যমে তারা গায়েবের খবর পেয়ে থাকে এবং তারা সঠিকভাবে মানুষের ভাগ্য গণনা করতে পারে—প্রাচীন আরববাসীরা গণকদের সম্পর্কে এমন ধারণাই পোষণ করতো—তাই কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে তাদের ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে—বলা হয়েছে যে, গণকদের দাবী এবং জাহেলী আরবদের ধারণা আদৌ সত্য নয়। কারণ শয়তানদের পক্ষে ঊর্ধজগতে গমন এবং গায়েবের খবর জেনে নেয়ার কোনো সুযোগ-ই নেই।

আল্লাহ তা'আলা গ্রহ-নক্ষত্রসমূহকে কেনো সৃষ্টি করেছেন—এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, তিনটি উদ্দেশ্যে আল্লাহ গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন (১) আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। (২) অন্ধকার রাতে জলে স্থলে দিক নির্ণয়ের জন্য। (৩) শয়তানদের বিতাড়নের জন্য। (খাযেন ইবনে কাসীর)

كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑦ إِذَآ أُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا

তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে[১২] জাহান্নামের শাস্তি ; আর তা গন্তব্যস্থান হিসেবে কতোই না মন্দ। ৭. যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তারা শুনতে পাবে তার

كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; بِرَبِّهِمْ-(ب+رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের সাথে ; عَذَابُ-শাস্তি ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; وَ-আর ; بِئْسَ-কতোই না মন্দ ; الْمَصِيْرُ-তা গন্তব্যস্থান হিসেবে।⑦ إِذَآ-যখন ; أُلْقُوْا-তারা নিক্ষিপ্ত হবে ; فِيْهَا-তাতে ; سَمِعُوْا-তারা শুনতে পাবে ; لَهَا-তার ;

১২. 'কুফর' শব্দের আভিধানিক অর্থ-গোপন করা, ঢেকে রাখা। এ থেকে অস্বীকার করার অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় যারা সত্যকে গোপন রেখে অস্বীকার করে তারাই কাফির। আর এভাবেই এ শব্দকে ঈমানের বিপরীত অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। ঈমানের অর্থ হলো মেনে নেয়া, স্বীকার করা ; আর কুফরী অর্থ হলো—অমান্য করা, অস্বীকার করা। কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে কুফরীর আচরণ বিভিন্নরূপে হতে পারে ঃ

এক ঃ আল্লাহ্ তা'আলাকে আদৌ স্বীকার না করা, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিজের ও বিশ্বের মালিক বলে মানতে অস্বীকার করা ; কিংবা আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় মাবূদ মেনে নিতে অস্বীকার করা।

দুই ঃ আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করেও তাঁর নির্দেশকে জ্ঞান ও আইনের উৎস হিসেবে না মানা।

তিন ঃ আল্লাহর বিধান মেনে চলা উচিত—নীতিগতভাবে এটা মেনে নিয়েও আইন তৈরীর ব্যাপারে নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করা।

চার ঃ নবীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে কোনো নবীকে সত্য এবং কোনো নবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা।

পাঁচ ঃ নবীদের মাধ্যমে যেসব আকীদা-বিশ্বাস, আইন-কানুন, নৈতিক চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-আচরণ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, সেসব সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে অস্বীকার করা।

ছয় ঃ নীতিগতভাবে উল্লিখিত সবকিছুকে মৌখিক স্বীকার করেও কার্যত অস্বীকার করা এবং সেসবের বিরোধিতা করা ; সেসবকে জীবনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ না করা।

কুরআন মাজীদের বর্ণনানুসারে এসবই আল্লাহদ্রোহিতা, অন্য কথায় এসবই কুফর।

তাছাড়া শোকর ও কৃতজ্ঞতার বিপরীত না-শোকরী ও অকৃতজ্ঞতাকে-কুফর আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতিও কুফরী। তাঁর দেয়া নিয়ামতকে নিজের অর্জন বলে গর্ব-অহংকার করাও কুফরী।

شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ

বিকট শব্দ এবং তা উত্তেজিত হতে থাকবে। ৮. তা অতি ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হবে[১৩] ; যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে

خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝٨ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ

তার (জাহান্নামের) ব্যবস্থাপকরা তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি।[১৪] ৯. তারা বলবে—হাঁ, নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিলো, কিন্তু আমরা (তাদেরকে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ নাযিল করেননি

شَهِيْقًا-বিকট শব্দ ; وَّ-এবং ; هِيَ-তা ; تَفُوْرُ-উত্তেজিত হতে থাকবে। (৮) تَكَادُ تَمَيَّزُ-তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে ; مِنَ الْغَيْظِ-অতি ক্রোধে ; كُلَّمَا-যখনই ; اُلْقِيَ-নিক্ষেপ করা হবে ; فِيْهَا-তাতে ; فَوْجٌ-কোনো দলকে ; سَاَلَهُمْ-(سئل+هم)-তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে ; خَزَنَتُهَا-(خزنة+ها)-তার (জাহান্নামের) ব্যবস্থাপকরা ; اَلَمْ يَاْتِكُمْ-(ا+لم يأت+كم)-তোমাদের কাছে কি আসেনি ? نَذِيْرٌ-কোনো সতর্ককারী। (৯) قَالُوْا-তারা বলবে ; بَلٰى-হাঁ ; قَدْ جَآءَنَا-নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে এসেছিলো ; نَذِيْرٌ-সতর্ককারী ; فَكَذَّبْنَا-(ف+كذبنا)-কিন্তু আমরা (তাদেরকে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছি ; وَ-এবং ; قُلْنَا-বলেছিলাম ; مَا نَزَّلَ-নাযিল করেননি ; اللّٰهُ-আল্লাহ ;

১৩. জাহান্নামের আযাবের তিনটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

এক ঃ জাহান্নামের আক্রোশ, দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের শব্দ এবং জাহান্নামীদের চিৎকার ও হাহাকার মিলে একটি বিকট শব্দ দূর থেকে শোনা যাবে।

দুই ঃ জাহান্নামের আগুন সার্বক্ষণিক উথাল-পাথাল ও টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যা কিছুই তাতে নিক্ষেপ করা হোক না কেনো, তাকেই ভাত ফোটাবার মত করে ফোটাতে থাকবে।

তিন ঃ জাহান্নামের আক্রোশের তীব্রতা এতো বেশী হবে। যেনো এখনই তা ফেটে পড়বে। (তাফসীরে কাবীর)

১৪. জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য আনা কাফিরদের প্রতি এ প্রশ্ন এজন্য নয় যে, তাদের কাছে সতর্ককারী নবী-রাসূল এসেছিলো কিনা তা জেনে নেয়া ; বরং এর উদ্দেশ্য হলো তাদের মুখ থেকেই তাদের কাছে নবী-রাসূল আগমনের স্বীকৃতি আদায় করা।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যুক্তিসংগত সকল ব্যবস্থা মানুষকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তারা তা অস্বীকার করতে পারবে না।

مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ

কোনো কিছুই, তোমরাই বরং পড়ে আছো বিরাট বিভ্রান্তিতে[১৫]। ১০. তারা আরো বলবে 'আমরা যদি (তাদের কথা) শুনতাম এবং (বিবেক খরচ করে) বুঝতে চেষ্টা করতাম[১৬]

مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

আমরা জাহান্নামবাসীদের শামিল হতাম না। ১১. অতঃপর তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে[১৭]; অতএব এ জাহান্নামবাসীদের প্রতি (আল্লাহর) লা'নত।

مِنْ شَيْءٍ-কোনো কিছুই ; إِنْ أَنتُمْ إِلَّا-তোমরাই বরং পড়ে আছো ; فِي ضَلَالٍ-বিভ্রান্তিতে ; كَبِيرٍ-বিরাট। ⑩ وَ-আরো ; قَالُوا-তারা বলবে ; لَوْ-যদি ; كُنَّا نَسْمَعُ-আমরা শুনতাম (তাদের কথা) ; أَوْ-এবং ; نَعْقِلُ-(বিবেক খরচ করে) বুঝতে চেষ্টা করতাম ; مَا كُنَّا-আমরা কখনো হতাম না ; فِي أَصْحَابِ-বাসীদের শামিল ; السَّعِيرِ-জাহান্নাম। ⑪ فَاعْتَرَفُوا-(ف+اعترفوا)-অতঃপর তারা স্বীকার করবে ; بِذَنبِهِمْ-(ب+ذنب+هم)-তাদের অপরাধ ; فَسُحْقًا-(فَ+سحقا)-অতএব (আল্লাহর) লা'নত ; لِّأَصْحَابِ-(ل+اصحب)-বাসীদের প্রতি; السَّعِيرِ-জাহান্নাম।

১৫. "তোমরা পড়ে আছো বিরাট বিভ্রান্তিতে"—একথাটি কাফিরদের উক্তি। তারা নবী-রাসূল ও সতর্ককারীদেরকে লক্ষ্য করে একথাটি বলেছিলো।

এটা জাহান্নামের ব্যবস্থাপকদের উক্তিও হতে পারে। তারা কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে কথাটি বলেছিলো।

অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও বিভ্রান্তিতে পড়েছিলে এবং তোমাদেরকে যারা অনুসরণ করে চলেছিলো, তারাও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছিলো। (কাবীর)

১৬. অর্থাৎ আমরা যদি নবী-রাসূল ও দীনের দিকে আহ্বানকারীদের উপদেশ-নসীহত মনোযোগ দিয়ে শুনতাম এবং তাদের কথাগুলো বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে ভেবে দেখতাম, তাহলে আজ আমাদেরকে জাহান্নামে যেতে হতো না।

আলোচ্য আয়াতে 'শোনা'র কাজকে বুঝার আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, প্রথমে নবীর শিক্ষা ও দাওয়াত মনোযোগ সহকারে শোনা অথবা তা লিখিত আকারে হলে মনোযোগ দিয়ে তা পড়ে দেখা হিদায়াত লাভের জন্য পূর্ব-শর্ত। চিন্তা-ভাবনা করে অনুধাবন করা বা বুঝার পর্যায় আসে পরে এবং গ্রহণ বা বর্জন করার পর্যায় তারও পরে আসে। এজন্যই আয়াতে 'শোনার' কথা আগে উল্লিখিত হয়েছে এবং বুঝা বা অনুধাবন করার কথা পরে উল্লিখিত হয়েছে। (কাবীর)

১৭. 'অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নেবে'—এখানে 'যানবুন' তথা অপরাধ শব্দটিকে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ তাদের অপরাধ তো অনেক।

⑫إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑬وَأَسِرُّوا

১২. নিশ্চয়ই যারা না দেখা সত্ত্বেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে,[১৮] তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিশাল পুরস্কার[১৯]। ১৩. আর তোমরা চুপিসারে বলো

⑫إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; يَخْشَوْنَ-ভয় করে ; رَبَّهُمْ-তাদের প্রতিপালককে ; بِالْغَيْبِ-(بِ+ال+غيب)-না দেখা সত্ত্বেও ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; مَّغْفِرَةٌ-ক্ষমা ; وَ-ও ; أَجْرٌ-পুরস্কার ; كَبِيرٌ-বিশাল। ⑬وَ-আর ; أَسِرُّوا-তোমরা চুপিসারে বলো ;

এর কারণ হলো—নবী-রাসূলদের দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করা, অমান্য করা-ই মানুষের জাহান্নামী হওয়ার আসল কারণ, আর তা মূলত একটাই অপরাধ। অন্যান্য গুনাহ খাতা যা মানুষ করে তা এর শাখা-প্রশাখা মাত্র। (তাফহীম)

১৮. 'ঈমান বিল গায়েব' তথা আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস ও ভয় করাই হলো ইসলামী জীবন বিধানে নৈতিকতার মূল। মানুষ তার নিজের বিবেক-বুদ্ধির দাবীতে, দুনিয়ার কোনো ক্ষতির ভয়ে কিংবা দুনিয়ার কোনো শক্তির পাকড়াওয়ের ভয়ে স্থায়ীভাবে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না। কারণ বিবেক-বিবেচনা সকলের এক রকম নয়, তাই ভালো-মন্দের মাপকাঠিতে পার্থক্য সৃষ্টি হতে বাধ্য। মন্দ কাজ করলে দুনিয়াতে ক্ষতি হতে পারে—এটাও নৈতিকতার আলাদা কোনো মানদণ্ড হতে পারে না। মানুষের মানসিকতার ভিন্নতার কারণে কারো মতে ভালো, কারো মতে মন্দ বলে বিবেচিত হতে পারে। সুতরাং এসব কিছু নৈতিকতার স্থায়ী মানদণ্ড হতে পারে না। আবার দুনিয়ার কোনো শক্তির ভয়ও স্থায়ীভাবে মানুষকে মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না ; কারণ সে শক্তির ক্ষমতা সীমিত। সে সবকিছু দেখে না, সবকিছু জানার সুযোগ তার নেই। তাছাড়া সে শক্তির পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য মানুষ অনেক ফন্দি-ফিকির বের করে নিতে পারে। সুতরাং এটাও মানুষকে ভদ্র ও সৎ হিসেবে গড়ে তোলার স্থায়ী মূলনীতি হতে পারে না। কেবলমাত্র ইসলামের মূলনীতিই এ ব্যাপারে একটি স্থায়ী ও বিশ্বজনীন মূলনীতি হতে পারে যা মানুষকে সার্বক্ষণিক মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম। আর তাহলো আল্লাহকে না দেখেও তাঁকে সদা-সর্বদা হাযির-নাযির বলে বিশ্বাস করে, তাঁর পাকড়াওয়ের ভয়ে, তাঁর কাছে জবাবদিহির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা, তাঁর অজ্ঞাতে বা তার আওতার বাইরে গিয়ে কোনো মন্দ কাজ করার উপায় নেই। কারণ তিনি সর্বস্রষ্টা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। সুতরাং নৈতিকতার ইসলামী মানদণ্ডই সর্বকালের সর্বযুগের এবং সার্বজনীন ও স্থায়ী মানদণ্ড যা মানুষকে স্থায়ীভাবে সৎ ভদ্র মানুষে পরিণত করতে পারে।

১৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে না দেখে ও তাঁকে হাযির-নাযির জেনে ভয় করে চলবে, তাদের জন্য দুটো প্রতিদান রয়েছে—এক ঃ দুনিয়াতে চলতে গিয়ে মানবিক দুর্বলতার কারণে যেসব ভুল-ভ্রান্তি ও অপরাধ হয়ে যায়, তাদের এ জাতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে। দুই ঃ আল্লাহভীতি অন্তরে রেখে যারা সৎকর্ম করবে, তাদেরকে বিরাট পুরস্কার দেয়া হবে।

قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑭ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ

তোমাদের কথা, অথবা তা উচ্চৈস্বরে বলো (তাঁর জন্য উভয়ই সমান) নিশ্চয় তিনি অন্তরের গভীরের বিষয়ও ভালোভাবেই অবহিত[২০]। ১৪. তিনি কি জানবেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন[২১]

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ○

অথচ তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী[২২] সম্যক অবহিত।

قَوْلَكُمْ-তোমাদের কথা ; اَوْ-অথবা ; اِجْهَرُوْا-উচ্চৈস্বরে বলো ; بِهٖ-তা (তাঁর জন্য উভয়ই সমান) ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; عَلِيْمٌ-ভালোভাবেই অবহিত ; بِذَاتِ-বিষয়ও ; الصُّدُوْرِ-অন্তরের গভীরের। ⑭ اَلَا يَعْلَمُ-তিনি কি জানবেন না ; مَنْ-যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; وَ-অথচ ; هُوَ-তিনি ; اللَّطِيْفُ-সূক্ষ্মদর্শী ; الْخَبِيْرُ-সম্যক অবহিত।

২০. আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের জন্য এ শিক্ষা রয়েছে—দুনিয়ার জীবনে তাকে একথা সদা-সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, প্রকাশ্য ও গোপন সকল কথা ও কাজকর্ম তো আল্লাহ অবগত আছেন-ই, মনের গোপন-গভীর কোণে লুকায়িত চিন্তা ও কল্পনা-ও তিনি জানেন। সুতরাং তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো কথা বা কাজ করার সাধ্য কারো নেই।

আর কাফিরদের জন্য রয়েছে এ সতর্কবাণী যে, আল্লাহকে ভয় না করে তারা যা কিছুই করুক না কেনো, তার কোনো একটি বিষয়-ও আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। (তাফহীম)

২১. 'আলা ইয়া'লামু মান খালাকা' অর্থ তিনি কি জানবেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন ? অথবা এর অর্থ তিনি কি জানবেন না, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। উভয় অর্থ অনুসারেই এর মর্ম হবে স্রষ্টা তার সৃষ্টি সম্পর্কে অবশ্যই অবগত থাকবেন। এটা হলো একথার প্রমাণ যে, আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন কথা বা কাজ এমন কি মনের গভীরের চিন্তা-কল্পনাও জানেন।

সৃষ্টি তার নিজের সম্পর্কে অনেক বিষয়ই অজ্ঞ থাকতে পারে ; কিন্তু স্রষ্টা কখনও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অনবগত থাকতে পারেন না।

২২. অর্থাৎ তিনি যেহেতু সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছুরই খবর রাখেন এবং তিনি গোপন তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী। তাই সবই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত।

১ম রুকূ' (১-১৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সমস্ত জগতের সার্বভৌম ক্ষমতা ও রাজত্বের একমাত্র মালিক আল্লাহ। তিনি তাঁর সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যে অসীম-অশেষ কল্যাণের অধিকারী। শক্তি-ক্ষমতা সর্বত্র সকল কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত। তাঁর শক্তি-ক্ষমতার আওতামুক্ত কেউ নেই—কিছুই নেই।

২. আল্লাহ জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষার জন্য যে, কারা ভালো কাজ করে।

৩. মৃত্যুকে জীবনের আগে উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ প্রথমে মৃত-ই ছিলো। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে জীবন দান করেছেন।

৪. আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী হলেও তিনি তার সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

৫. আল্লাহর শক্তি ও পরাক্রমের প্রমাণ হলো—তিনি স্তরে স্তরে সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন।

৬. বিশ্ব-জগতের সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁর এ সৃষ্টিজগতের কোথাও কোনো খুঁত বা অসংগতি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৭. দুনিয়ার সকল মানুষ ও জিন সকলে মিলে রাতদিন চেষ্টা চালিয়েও তাঁর সৃষ্টি জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টি থেকে নিয়ে বিরাট-বিশাল কোনো একটি সৃষ্টিতেও কোনো অসংগতি বের করতে সক্ষম হবে না।

৮. দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশকে আল্লাহ তারকারাজি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন, পৃথিবীর নিকষ অন্ধকার দূর করার জন্য এবং তাদ্বারা মানুষকে পথের দিশা দেয়ার জন্য।

৯. তারকারাজির বিস্ফোরিত বিচ্ছিন্ন অংশ উল্কাপিণ্ড আকারে পৃথিবীর দিকে সদা ধাবমান রয়েছে, যাতে কোনো শয়তান (জিন) উর্ধাকাশের দিকে যেতে না পারে।

১০. কোনো জিন শয়তানের পক্ষে অদৃশ্য জগতের কোনো সংবাদ জেনে নিয়ে মানুষের মধ্যে তাদের দোসর কোনো গণককে জানিয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।

১১. শয়তান এবং তার দোসরদের জন্য আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তি তৈরী করে রাখা হয়েছে।

১২. আল্লাহর আইন-বিধান লংঘনকারী কাফিরদের জন্যও নির্ধারিত আছে জাহান্নামের শাস্তি।

১৩. যাদের চূড়ান্ত গন্তব্য হবে জাহান্নাম, সেটাই হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।

১৪. জাহান্নামের আগুনের দাউদাউ করে জ্বলার বিকট শব্দ বহুদূর থেকে শোনা যাবে। তাতে নিক্ষিপ্ত কাফিররা সেই উত্তপ্ত-উত্তেজিত আগুনে টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

১৫. জাহান্নামী কাফিররা জাহান্নামের ব্যবস্থাপকের জিজ্ঞাসার জবাবে বলবে যে, আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলাম।

১৬. নবী-রাসূল, তাঁদের প্রতিনিধি এবং যুগে যুগে নবী-রাসূলদের অবর্তমানে কিয়ামত পর্যন্ত যারা মানুষকে দীন ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে, তারাই সতর্ককারী।

১৭. আল্লাহর দীন অমান্যকারীরা সেদিন তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং তারা নিজেদের অপরাধও স্বীকার করবে কিন্তু তাতে শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

১৮. আখিরাতের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা পেতে হলে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খরচ করে দীনের পথে চলতে হবে।

১৯. ইসলাম-ই কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল মানুষের জন্য একমাত্র দীন বা জীবনব্যবস্থা। এর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না।

২০. অবিশ্বাসী-অমান্যকারীদের ওপর আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে।

২১. আল্লাহকে না দেখেও শুধুমাত্র তাঁর নিদর্শনাবলী দেখে তাঁকে ভয় করে, তাঁর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার।

২২. কারো ভয়ে কৃত সৎকর্মের পুরস্কার পাওয়া যাবে না, যদি তাতে আল্লাহর ভয় না থাকে।

২৩. আল্লাহ মানুষের সকল কথাই শুনতে পান। এমনকি অন্তরের গভীর কোণের পরিকল্পনাও তিনি জানেন—আমাদেরকে একথা মনে রেখেই জীবন যাপন করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১৬

⑮ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ

১৫. তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে ব্যবহারযোগ্য বানিয়ে দিয়েছেন, অতএব তোমরা তাঁর দিকে চলাফেরা করো এবং তাঁরই (দেয়া) রিযিক থেকে খাদ্য গ্রহণ করো ;[২৩]

وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ⑯ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ

এবং পুনর্জীবন লাভ করে ফিরে যেতে হবে তারই কাছে[২৪]। ১৬. তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছো তাঁর সম্পর্কে যিনি আছেন আসমানে[২৫], তিনি ধ্বসিয়ে দেবেন না যমীনকে তোমাদেরকে সহ, অতঃপর তা হঠাৎ

⑮ هُوَ-তিনিই ; الَّذِىْ-সেই সত্তা যিনি ; جَعَلَ-বানিয়ে দিয়েছেন ; لَكُمْ- তোমাদের জন্য ; الْاَرْضَ-যমীনকে ; ذَلُوْلًا-ব্যবহারযোগ্য ; فَامْشُوْا-(ف+امشوا)-অতএব তোমরা চলাফেরা করো ; فِيْ مَنَاكِبِهَا-(في+مناكب+ها)-তার দিকে ; وَ-এবং; كُلُوْا-খাও ; مِنْ-থেকে ; رِزْقِهٖ-তাঁরই (দেয়া) রিযিক ; وَ-এবং ; اِلَيْهِ-তাঁরই কাছে ; النُّشُوْرُ-পুনর্জীবন লাভ করে ফিরে যেতে হবে। ⑯ ءَاَمِنْتُمْ-(ء+امنتم)-তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছো ; مَّنْ-তাঁর সম্পর্কে যিনি ; فِى السَّمَآءِ-আছেন আসমানে ; اَنْ- يَّخْسِفَ-তিনি ধ্বসিয়ে দেবেন না ; بِكُمْ-(ب+كم)-তোমাদেরকে সহ ; الْاَرْضَ-যমীনকে ; فَاِذَا-অতঃপর হঠাৎ ; هِىَ-তা ;

২৩. অর্থাৎ এ পৃথিবী যে তোমাদের জন্য সুগম ও চলাচলের জন্য সহজ হয়েছে এবং তোমাদের জীবন-জীবিকার সকল উপাদান যে সুলভে পাওয়া যাচ্ছে, তা নিজে নিজে হয়ে যায়নি, বরং মহান আল্লাহ তাঁর অসীম হিকমত ও কুদরত দ্বারা এ পৃথিবীতে তোমাদের জন্য নিয়ামতের অফুরন্ত ভাণ্ডার সৃষ্টি করে রেখেছেন।

২৪. অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক ভোগ-ব্যবহার করো, কিন্তু একথা মনে রেখো যে, তোমাদেরকে একদিন আবার তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

২৫. আলোচ্য আয়াত দ্বারা বাহ্যত এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ মণ্ডলে অবস্থান করেন। অথচ আল্লাহ স্থান-কাল-পাত্রের অতীত এক সত্তা—এটাই

تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ

থরথর করে কাঁপতে থাকবে। ১৭. অথবা তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছো কি তাঁর সম্পর্কে যিনি আছেন আসমানে যে, তিনি পাঠাবেন না তোমাদের ওপর এক প্রচণ্ড কংকর বর্ষণকারী ঝড়[২৬] ? তখন তোমরা নিশ্চিত জানতে পারবে কেমন ছিলো

تَمُوْرُ-থরথর করে কাঁপতে থাকবে।(১৭) اَمْ-অথবা ; اَمِنْتُمْ-তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছো কি ; مَنْ-তাঁর সম্পর্কে যিনি আছেন ; فِى السَّمَاءِ-আসমানে ; اَنْ يُرْسِلَ-তিনি পাঠাবেন না ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের ওপর ; حَاصِبًا-এক প্রচণ্ড কংকর বর্ষণকারী ঝড় ; فَسَتَعْلَمُوْنَ-তখন তোমরা নিশ্চিত জানতে পারবে ; كَيْفَ-কেমন ছিলো ;

আহলে সুন্নাতের মত। আর আল্লাহর অবস্থান আকাশে—একথাটি মানুষের উপলব্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে। মানুষ সর্বদাই নিজের তুলনায় যা বড় তাকে ঊর্ধে মনে করে। বড়লোক বললেই তারা মনে করে যে, তারা ওপর স্তরের লোক। একইভাবে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলেই তাদের ধারণা ঊর্ধলোকের দিকে চলে যায়। আর সেজন্যই মানুষ যখন আল্লাহর প্রতি একাগ্রচিত্ত হয় তখন ঊর্ধে তাকায় ঊর্ধে হাত তুলে প্রার্থনা জানায়। বিপদাপদে ঊর্ধে মুখ তুলে ফরিয়াদ জানায়। এদিকে লক্ষ্য রেখেই এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "যিনি আকাশে রয়েছেন।" অন্যথায় আল্লাহ সর্বত্রই বিরাজমান। সূরা বাকারার ১১৫ আয়াতে বলা হয়েছে—"তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও না কেনো সে দিকেই আল্লাহর মুখ রয়েছে" অর্থাৎ সেটাই আল্লাহর দিক। এ আয়াতের মর্মও সে হাদীসের মতো, যে হাদীসে ওমর রা. খাওলা বিনতে সা'লাবা রা. সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "তিনি সেই মহিলা যার অভিযোগ সপ্ত আকাশে শ্রুত ও গৃহীত হয়েছে।" হাদীসে 'সপ্ত আকাশে শ্রুত ও গৃহীত হয়েছে' কথাটি দ্বারা সপ্ত আকাশে আল্লাহর অবস্থানকে বুঝান হয়নি ; বরং আল্লাহ যে অসীম এক সত্তা, সে কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মহান ও অসীম আল্লাহর দরবারে তাঁর ফরিয়াদ শ্রুত ও গৃহীত হয়েছে। মানুষের ধারণার সাথে মিল রেখেই এরূপ উক্তি করা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে—"ওপর ওয়ালা যেনো বিচার করেন"—এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ ওপরে অবস্থান করেন ; ভূতলে করেন না ; বরং এর দ্বারা বুঝান হয়েছে যে, আল্লাহ এক অসীম মহান সত্তা।

২৬. অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের জোরে তোমরা দুনিয়াতে আরামে বসবাস করছো না, মহান আল্লাহর দয়া ও করুণার ছায়া তোমাদের ওপর বিস্তার করে আছে বলেই এ ভূ-পৃষ্ঠে টিকে থাকা ও আরামে বাস করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। তোমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তাঁর হিফাযত ও তত্ত্বাবধানের আওতায় রয়েছে। তিনি চাইলে যে কোনো মুহূর্তেই ভূমিকম্প দিয়ে তোমাদের সবাইকে জীবন্ত মাটিতে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন। অথবা কংকর বর্ষণকারী ঝড় ও ঝঞ্ঝা বায়ু দিয়ে তোমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। তোমাদের জীবনে সার্বক্ষণিক এ ভয় মনে রাখতে হবে।

نَذِيْرِ ﴿١٨﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا

আমার ভয়-প্রদর্শন[২৭]। ১৮. আর নিঃসন্দেহে তাদের আগে যারা ছিলো তারাও মিথ্যা আরোপ করেছিলো, ফলে (দেখো) আমার শাস্তি কেমন (কঠোর) হয়েছিলো[২৮]। ১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না,

إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

তাদের ওপরে (উড়ন্ত) পাখিকুলের প্রতি, তারা ডানা মেলে দেয় এবং গুটিয়ে নেয় ; দয়াবান (আল্লাহ) ছাড়া কেউ-ই তাদেরকে (উড়ন্ত অবস্থায়) ধরে রাখতে সক্ষম নয় ;[২৯] নিশ্চয়ই তিনি সব বিষয় সম্পর্কে

نَذِيْرِ-আমার ভয় প্রদর্শন। ﴿١٨﴾ وَ-আর ; لَقَدْ كَذَّبَ-নিঃসন্দেহে মিথ্যা আরোপ করেছিলো ; الَّذِيْنَ-তারাও যারা ছিলো ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের আগে ; فَكَيْفَ-(ف+كيف)-ফলে (দেখো) কেমন (কঠোর) ; كَانَ-হয়েছিলো ; نَكِيْرِ-আমার শাস্তি। ﴿١٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا-(او+لم يروا)-তারা কি লক্ষ্য করে না ; إِلَى-প্রতি ; الطَّيْرِ-পক্ষীকুলের ; فَوْقَهُمْ-(فوق+هم)-তাদের ওপরে (উড়ন্ত) ; صٰفّٰتٍ-তারা ডানা মেলে দেয় ; وَ-এবং ; يَقْبِضْنَ-গুটিয়ে নেয় ; مَا يُمْسِكُهُنَّ-(ما يمسك+هن)-কেউই (উড়ন্ত অবস্থায়) ধরে রাখতে সক্ষম নয় ; إِلَّا-ছাড়া ; الرَّحْمٰنُ-দয়াময় আল্লাহ ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; بِكُلِّ شَيْءٍ-সব বিষয় সম্পর্কে ;

২৭. 'নাযীর' অর্থ সতর্ককারী ও সতর্কীকরণ উভয়ই হতে পারে। 'সতর্ককারী' দ্বারা মুহাম্মাদ সা.-কে বুঝানো হয়েছে। আর সতর্কীকরণ দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের ওপর যখন আসমানী গযব নেমে আসবে তখন তোমরা আমার রাসূল মুহাম্মাদ সা.-এর সত্যবাদিতা এবং আমার বাণী কুরআনের সতর্কীকরণের যথার্থতা বুঝতে পারবে ; কিন্তু তখন তোমাদের বুঝতে পারা কোনো ফল বয়ে আনবে না। সুতরাং এখনই আমার রাসূল ও আমার কিতাবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুফর ও শির্‌ক ত্যাগ করে ঈমান ও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া তোমাদের কর্তব্য। (কাবীর)

২৮. অতীতের নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি আলোচ্য আয়াতে ইংগীত করা হয়েছে। সেসব জাতির কর্মকাণ্ড ও পরিণতি আজ ইতিহাস হয়ে আছে। তাদের ধ্বংসাবশেষ তাদের ইতিহাসের প্রমাণ বহন করেছে।

২৯. আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মাঝে অসংখ্য নিদর্শন রেখেছেন, যার দ্বারা মানুষ তাঁর কুদরত বা শক্তি ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারে এবং তাঁকে চিনতে পারে। পাখিকে আল্লাহ এমন দেহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, পাখি তার ভারী দেহ নিয়েও আকাশে ভেসে বেড়াতে পারে। সে কখনো ডানা মেলে দিয়ে আবার কখনো ডানা

بَصِيرٌ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ

সম্যক দ্রষ্টা।[৩০] ২০. অথবা দয়াময় (আল্লাহ) ছাড়া এমন কে আছে, যে সে সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে[৩১] ?

إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢١﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ

কাফিররা তো শুধুমাত্র বিভ্রান্তিতে পড়ে আছে। ২১. অথবা তিনি যদি তাঁর (মালিকানায়) রিযিক বন্ধ করে দেন তবে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করতে সক্ষম ?

بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢٢﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي

বরং তারা বিদ্রোহ ও সত্য বিমুখতায় ডুবে আছে। ২২. সে ব্যক্তি কি সঠিক পথপ্রাপ্ত, যে তার মুখে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে চলছে[৩২], নাকি সে ব্যক্তি ? যে চলে

بَصِيرٌ-সম্যক দ্রষ্টা। ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ-অথবা এমন কে আছে ; هَٰذَا الَّذِي-যে ; هُوَ-সে ; جُندٌ-সেনাবাহিনী নিয়ে ; لَّكُمْ-তোমাদেরকে ; يَنصُرُكُمْ-সাহায্য করতে পারে ; مِنْ دُونِ-ছাড়া ; الرَّحْمَٰنِ-দয়াময় (আল্লাহ) ; إِنِ الْكَافِرُونَ-কাফিররা তো পড়ে আছে ; إِلَّا-শুধুমাত্র ; فِي غُرُورٍ-বিভ্রান্তিতে। ﴿٢١﴾ أَمَّنْ-অথবা এমন কে আছে ; هَٰذَا الَّذِي-যে ; يَرْزُقُكُمْ-তোমাদেরকে রিযিক দিতে সক্ষম ; إِنْ-যদি ; أَمْسَكَ-তিনি বন্ধ করে দেন ; رِزْقَهُ-তাঁর (মালিকানার) রিযিক ; بَلْ-বরং ; لَجُّوا-তারা তো ডুবে আছে ; فِي عُتُوٍّ-বিদ্রোহ ; وَ-ও ; نُفُورٍ-বিমুখতায়। ﴿٢٢﴾ أَفَمَنْ-(ا+ف+من)-সে ব্যক্তি কি, যে ; يَمْشِي-চলছে ; مُكِبًّا-উপুড় হয়ে ; عَلَىٰ وَجْهِهِ-তার মুখে ভর দিয়ে ; أَهْدَىٰ-সঠিক পথপ্রাপ্ত ; أَمَّنْ-না-কি সে ব্যক্তি যে ; يَمْشِي-চলে ;

গুটিয়ে নিয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়। তার দেহের ভার বাতাস বহন করে। আল্লাহ-ই তাঁর কুদরতের সাহায্যে পাখিকে শূন্যে ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন। এই বিশ্ব জুড়ে অসংখ্য সৃষ্টি বিচরণ করছে। আকাশে কত রংয়ের কত প্রজাতির পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। এসব নিয়ে যদি চিন্তা-ফিকির করা হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত হয়ে আসবে।

৩০. অর্থাৎ তাঁর এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র পক্ষীকূলের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং বিশ্ব-জগতে সকল সৃষ্টির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা-ই আল্লাহর হাতে রয়েছে। তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলেই বিশ্ব-জগতের সকল সৃষ্টি টিকে আছে। সৃষ্টি প্রতিটি প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ-উপাদান তিনিই যোগান দিচ্ছেন এবং সময়মতো সৃষ্টির কাছে যথা সময়ে ঠিকমত পৌঁছে দিচ্ছেন।

سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ

সোজা হয়ে সরল-সঠিক-মজবুত পথে ? ২৩. আপনি বলে দিন—তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি।

وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ

এবং বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝার শক্তি, তা অত্যন্ত কমই যা তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।[৩৩] ২৪. আপনি বলুন—তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে

سَوِيًّا-সোজা হয়ে ; عَلٰى صِرَاطٍ-পথে ; مُّسْتَقِيْمٍ-সরল-সঠিক-মজবুত। ﴿٢٣﴾ قُلْ-আপনি বলে দিন ; هُوَ-তিনি ; الَّذِيْٓ-সেই সত্তা যিনি ; اَنْشَاَكُمْ-(انشا+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; وَ-এবং ; جَعَلَ-দিয়েছেন ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; السَّمْعَ-শ্রবণশক্তি ; الْاَبْصَارَ-দৃষ্টি শক্তি ; وَ-এবং ; الْاَفْـِٕدَةَ-বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝার শক্তি ; وَ-ও ; قَلِيْلًا-অত্যন্ত কমই ; مَّا-তা, যা ; تَشْكُرُوْنَ-তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। ﴿٢٤﴾ قُلْ-আপনি বলুন ; هُوَ-তিনিই ; الَّذِيْ-সেই সত্তা যিনি ; ذَرَاَكُمْ-তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ; فِي الْاَرْضِ-পৃথিবীতে ; وَ-এবং ; اِلَيْهِ-তাঁরই কাছে ;

৩১. অর্থাৎ রহমান আল্লাহ ছাড়া তোমাদেরকে সাহায্যকারী আর কোনো ব্যক্তি নেই। আল্লাহ যদি তোমাদেরকে শাস্তি দিতে চান, তা থেকে তোমাদের পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে এমন কোনো সেনাবাহিনীও দুনিয়াতে নেই।

৩২. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুটো উদাহরণ পেশ করেছেন। প্রথমত কাফির, দ্বিতীয়ত মু'মিন। কাফিরের উদাহরণ হচ্ছে সে ব্যক্তির মতো, যে উল্টোদিকে মুখ করে চলছে। তার সাথে কোনো ক্ষতিকর জীবজন্তু রয়েছে, তা সে দেখতে পায় না। অথবা পথে গর্ত বা বিপদ-আপদ রয়েছে তা-ও সে দেখতে পায় না। এমন লোক কখনো তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে না। আর না সে নাজাত বা মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে।

আর দ্বিতীয় উদাহরণ হলো মু'মিন ব্যক্তির। মু'মিন ব্যক্তি মাথা উঁচু করে একটি সমতল বড় সড়কের ওপর দিয়ে চলছে। অর্থাৎ তার গন্তব্যস্থল জানা রয়েছে। তার পথ শুধুমাত্র একটি, আর তাহলো ইসলামের পথ অর্থাৎ আল্লাহর পথ। (কাবীর, যিলাল)

৩৩. অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য জীব-জন্তুর মতো সৃষ্টি করেননি, বরং তোমাদেরকে চোখ, কান এবং বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে এক অভিজাত সৃষ্টি হিসেবে

تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٦﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ

তোমাদেরকে একত্র করা হবে[৩৪]। ২৫. আর তারা বলে, 'কখন (বাস্তবায়িত) হবে এ ওয়াদা'[৩৫] (বলো), যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। ২৬. আপনি বলুন—সেই জ্ঞান তো (আছে) শুধুমাত্র

عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ

আল্লাহরই কাছে ; আর আমি তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট সতর্ককারী[৩৬]। ২৭. অতঃপর যখন তারা তাকে নিকটবর্তী হতে দেখবে, (তখন) বিবর্ণ হয়ে যাবে তাদের চেহারা যারা

تُحْشَرُونَ-তোমাদেরকে একত্র করা হবে। ﴿٢٥﴾ وَ-আর ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; مَتَىٰ-কখন (বাস্তবায়িত) হবে (বলো) ; هَٰذَا-এ ; الْوَعْدُ-ওয়াদা ; إِنْ-যদি ; كُنتُمْ-তোমরা হয়ে থাক ; صَادِقِينَ-সত্যবাদী। ﴿٢٦﴾ قُلْ-আপনি বলুন ; إِنَّمَا-শুধুমাত্র ; الْعِلْمُ-সেই জ্ঞান তো (আছে) ; عِندَ-কাছে ; اللَّهِ-আল্লাহরই ; وَ-আর ; إِنَّمَا-শুধুমাত্র ; أَنَا-আমি তো ; نَذِيرٌ-সতর্ককারী ; مُّبِينٌ-সুস্পষ্ট। ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا-অতপর যখন ; رَأَوْهُ-তারা তাকে দেখবে ; زُلْفَةً-নিকটবর্তী হতে ; سِيئَتْ-(তখন) বিবর্ণ হয়ে যাবে ; وُجُوهُ-চেহারা ; الَّذِينَ-তাদের যারা ;

সৃষ্টি করেছেন। অন্য জীব-জন্তুকে চোখ-কান দেয়া হলেও তাদেরকে ভালো-মন্দ বুঝার এবং বাছ-বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। মানুষ হিসেবে এখানেই তোমরা অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে ব্যতিক্রম। আর এ ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের জন্যই তোমরা আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। এসব উপকরণ যেমন জাগতিক জীবনে চলার বাহন হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন, তেমনি এসব শক্তি ব্যবহার করে সত্য উদঘাটন করা এবং সত্যের দাবী-অনুসারে জীবন পথ বেছে নেয়াও তোমাদের দায়িত্ব। জীব-জন্তুর মতো যেদিকে পথ দেখা যায় সেদিকেই চলতে থাকবে এবং যা শুনবে তা-ই বলবে ও গ্রহণ করবে, এজন্য এসব উপকরণ তোমাদেরকে দেয়া হয়নি ; বরং এসব উপকরণের সাথে বিবেক-বুদ্ধির সমন্বয় ঘটিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের দাবী অনুযায়ী সঠিক পথ বেছে নিয়ে সে পথেই চলতে হবে।

৩৪. অর্থাৎ মৃত্যুর পর তোমরা পৃথিবীর যে যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছো, সবখান থেকে এনে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে।

৩৫. কাফিরদের কিয়ামতের সময় জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য এটা ছিলো না যে, তারা তা জানতে পারলে তা বিশ্বাস করে নিয়ে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে ; বরং তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো কিয়ামতকে অবিশ্বাস করা এবং এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

كَفَرُوا وَقِيلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ

কুফরী করেছে[৩৭] এবং (তাদেরকে) বলা হবে—'এটা সেই জিনিস যা তোমরা চাইতে'। ২৮. আপনি বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি আল্লাহ ধ্বংস করে দেন আমাকে

وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ

ও যারা আমার সাথে আছে তাদেরকে, অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে কে রক্ষা করবে[৩৮] ? ২৯. আপনি বলুন—'তিনিই

كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; وَ-এবং ; قِيلَ-বলা হবে (তাদেরকে) ; هٰذَا-এটা ; الَّذِي-সেই জিনিস ; كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ-যা তোমরা চাইতে। (২৮) قُلْ-আপনি বলুন ; أَرَأَيْتُمْ-তোমরা ভেবে দেখেছো কি ; إِنْ-যদি ; أَهْلَكَنِيَ-ধ্বংস করে দেন আমাকে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-ও ; مَنْ-তাদেরকে যারা ; مَعِيَ-আমার সাথে আছে ; أَوْ-অথবা ; رَحِمَنَا-(رحم+نا)-আমাদের প্রতি দয়া করেন ; فَمَنْ-(ف+من)-তবে কে ; يُجِيرُ-রক্ষা করবে ; الْكٰفِرِينَ-কাফিরদেরকে ; مِنْ-থেকে ; عَذَابٍ-আযাব ; أَلِيمٍ-যন্ত্রণাদায়ক। (২৯) قُلْ-আপনি বলুন ; هُوَ-তিনিই ;

কারণ কিয়ামতের নির্ধারিত সময় বলে দিলেও তারা এটাকে অবিশ্বাস করতেই থাকবে ; কেননা নির্ধারিত তারিখ আসার আগে তাদের বিশ্বাস করার জন্য কোনো প্রমাণ তো আর দেয়া যাবে না। সুতরাং এটাকে মিথ্যা মনে করেই যাবে। নির্ধারিত তারিখ আসলেই কেবল একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। আর তখন তাদের বিশ্বাস কোনো ফল বয়ে আনবে না।

৩৬. অর্থাৎ কিয়ামত যে একদিন সংঘটিত হবে, সে ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্কীকরণের দায়িত্বই আমাকে দেয়া হয়েছে। তার নির্ধারিত তারিখ আমাকে জানানো হয়নি। আর তা জানাটা প্রয়োজনও নয়। এখন তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করে যদি নিজেদের প্রস্তুতি গ্রহণ করো তবেই তোমরা লাভবান হবে। দুনিয়ার সব সৃষ্টির জন্ম ও মৃত্যু যেমন আছে তেমনি এ দুনিয়ারও ধ্বংস অনিবার্য এবং এটা একদিন সংঘটিত হবেই। এতে কোনো সন্দেহ-ই নেই।

৩৭. অর্থাৎ ফাঁসির আসামীকে যখন ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার চেহারা যেমন হয় কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের চেহারাও তেমনি হয়ে যাবে। তখন তারা চিরতরে হতাশ হয়ে যাবে।

৩৮. মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে যখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াত বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকলো এবং বিভিন্ন গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো,

الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ

পরম দয়াময়, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁরই ওপর ভরসা করছি[৩৯], অতএব অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কে সে, যে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। ৩০. আপনি বলে দিন—

اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۤؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاۤءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

তোমরা ভেবে দেখেছো কি যদি তোমাদের (কূয়াগুলোর) পানি মাটির গভীরে নেমে যায়, তবে কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবহমান পানি ?[৪০]

اَلرَّحْمٰنُ-পরম দয়াময় ; اٰمَنَّا-আমরা ঈমান এনেছি ; بِهٖ-তাঁর প্রতি ; وَ-এবং ; عَلَيْهِ-তাঁরই ওপর ; تَوَكَّلْنَا-ভরসা করছি ; فَسَتَعْلَمُوْنَ-(ف+ستعلمون)-অতএব অচিরেই তোমরা জানতে পারবে ; مَنْ-কে যে ; هُوَ-সে ; فِيْ ضَلٰلٍ-পড়ে আছে ভ্রান্তিতে ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট। ﴿٣٠﴾ قُلْ-আপনি বলে দিন ; اَرَءَيْتُمْ-তোমরা ভেবে দেখেছো কি ; اِنْ-যদি; اَصْبَحَ-নেমে যায় ; مَاۤؤُكُمْ-তোমাদের (কূয়াগুলোর) পানি ; غَوْرًا-মাটির গভীরে; فَمَنْ-তবে কে ; يَّاْتِيْكُمْ-(ياتى+كم)-তোমাদেরকে এনে দেবে ; بِمَاۤءٍ-পানি ; مَّعِيْنٍ-প্রবহমান।

তখন কাফিরদের মধ্যে জ্বালা-পোড়া আরম্ভ হলো ঃ তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র করা শুরু করলো, ঘরে ঘরে তাঁর জন্য বদ দোয়া করা, যাদু টোনা করে তাঁকে ধ্বংস করে দেয়া এমনকি তাঁকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র হতে থাকলো। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সা.-কে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে একথা বলার জন্য শিখিয়ে দিলেন যে, আপনি তাদেরকে বলুন, আমাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া অথবা আল্লাহর রহমতে বেঁচে থাকাতে তোমাদের কি লাভ হবে ? তোমাদের উচিত, আল্লাহর আযাব এসে পড়লে তোমরা তা থেকে কিভাবে রেহাই পাবে সে চিন্তা করা এবং এখন থেকেই সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য আমরা তো তাঁর ওপর ঈমান এনেছি, তাঁরই ওপর ভরসা রাখি, যাবতীয় কাজ-কর্ম তাঁরই নির্দেশ মতো করার চেষ্টা করছি, কিন্তু তোমরা তো তাঁকে অবিশ্বাস করছো, তোমরা তোমাদের কাহিনী, শক্তি-সামর্থ্য, ধন-সম্পদ, বাতিল পরামর্শ দাতা এবং দেব-দেবীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছো। সুতরাং আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের যোগ্য পাত্র আমরা—তোমরা নও।

৪০. অর্থাৎ যেসব কূপের পানির ওপর তোমাদের জীবন নির্ভরশীল, এগুলোর পানি যদি ভূ-গর্ভে নেমে যায়, তাহলে তোমাদের দেব-দেবীরা এসব কূপে পুনরায় পানির প্রবাহ এনে দিতে পারবে ? অবশ্যই না, তাহলে তোমরা কেনো আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেসব দেব-দেবীর উপাসনা করো ? এখন তোমরা চিন্তা করে দেখো, আমরাই পথভ্রষ্ট, না কি তোমরা।

২য় রুকূ' (১৫-৩০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ভূ-পৃষ্ঠকে প্রাণীকূলের বাসোপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ।

২. প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। আর এ মানুষের জন্যই সবকিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩. মানুষের একমাত্র কর্তব্য হলো শুধুমাত্র আল্লাহর-ই দাসত্ব করা, এবং তাঁরই বিধি-বিধান মেনে চলা।

৪. ভূ-পৃষ্ঠকে মানুষের জন্য সুযোগ করার কারণেই প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করা মানুষের জন্য সহজ হয়েছে।

৫. দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষে মানুষকে আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে—এর বিকল্প কোনো স্থান নেই।

৬. আল্লাহর বিধি-বিধান অমান্য করলে এবং তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, তিনি যে কোনো মুহূর্তে ভূমিকম্প দিয়ে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন।

৭. অতীতের বিদ্রোহী জাতিগুলোর মতো আল্লাহ আসমান থেকে পাথর বর্ষণকারী বৃষ্টি দিয়েও মানুষকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। সুতরাং এ ভয় মনে রেখেই আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮. নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত আসমানী কিতাবের সতর্কবাণী উপেক্ষাকারী জাতিসমূহের করুণ পরিণতি থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৯. দুনিয়া এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সা. ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কুরআনের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে।

১০. সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরত তথা শক্তি-সামর্থ্যের অসংখ্য প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমান মানুষের কাজ।

১১. শূন্যে ডানা মেলে উড়ন্ত পাখিকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখেন একমাত্র আল্লাহ। এটাও তাঁর কুদরতের এক নিদর্শন।

১২. আমাদের দেখা, না দেখা সবকিছুই তিনি দেখেন। সুতরাং তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে বা তাঁর অজ্ঞাতে কোনো কিছুই ঘটতে পারে না।

১৩. আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করা অথবা আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্য করার কোনো শক্তিই যেহেতু নেই, সেহেতু তাঁর বিধান মেনে চলার বিকল্পও নেই।

১৪. আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর সৃষ্ট মানুষের রিযিক সাময়িক বন্ধ করে দেন, তাহলে তা চালু করারও কোনো শক্তি নেই। অতএব তিনি রিযিক দিলে কেউ তা বন্ধ করারও নেই।

১৫. আল্লাহ ছাড়া কাউকে রিযিকদাতা মনে করা কুফরী।

১৬. মানুষের জন্য সঠিক ও স্বাভাবিক কাজই হলো আল্লাহর এককত্বে, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার না করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে জীবন যাপন করা।

১৭. মানুষের জীবন যাপনের সঠিক ও স্বাভাবিক পথটিই হলো ইসলাম। ইসলাম ছাড়া আর অন্য কোনো পথ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

১৮. মানুষের শোনা, দেখা ও বুঝার শক্তির দাবী মানুষ একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে এবং তাঁরই হুকুম মেনে চলবে।

১৯. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে যেমন পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি তিনি আবার সকলকে তাঁর সামনে একত্র করবেন।

২০. সেদিন সবাইকে দুনিয়ার জীবনের সকল কর্মের হিসেব দিতে হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২১. সেদিনটি কবে হবে, তার জ্ঞান কোনো সৃষ্টির নেই। সেই জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই সংরক্ষিত।

২২. নবী-রাসূলদেরকে সেদিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে।

২৩. হিসাবের দিনকে চাক্ষুস দেখে নবী-রাসূলদের সতর্কীকরণ উপেক্ষাকারী কাফিরদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যাবে।

২৪. হিসাবের দিনকে অস্বীকারকারী কাফিরদেরকে সেদিন বলা হবে—এটাই সেই দিন যেটাকে তোমরা মিথ্যা মনে করে উপেক্ষা করতে।

২৫. আখিরাতে অবিশ্বাসী কাফিরদের জেনে রাখা উচিত যে, ইসলামপন্থীদের ধ্বংস বা আল্লাহর রহমতে বেঁচে থাকায় তাদের পরিণতিতে কোনো রকম হের-ফের হবে না।

২৬. মু'মিনদের অবশ্যই আল্লাহর প্রতি ঈমানকে সুদৃঢ় ও মজবুত করতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহর ওপর সর্বাবস্থায় ভরসা রাখতে হবে।

২৭. দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়া মাত্র অবিশ্বাসীরা তাদের বিভ্রান্তি ও মু'মিনদের সঠিক পথে থাকার প্রমাণ পেয়ে যাবে ; কিন্তু তখন সংশোধনের আর কোনো উপায় থাকবে না।

২৮. আল্লাহ পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিলে তার সরবরাহ ঠিক রাখার শক্তি কারো নেই—একথা অবিশ্বাসীদের ভেবে দেখা উচিত।

❑

নামকরণ

এ সূরার দু'টো নাম। একটি হলো 'নূন' আর অপরটি হলো 'আল ক্বালাম'। দু'টো নামই সূরার শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরা নাযিলের সুনির্দিষ্ট সময়কাল জানা না গেলেও আলোচ্য বিষয়ের আলোকে বলা যায় যে, মক্কা শরীফে রাসূলের মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নও-মুসলিমদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগলো এবং কাফিরদের বিরোধিতাও প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো, তখনই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

শানেনুযূল

মক্কায় দীন-ইসলাম-এর প্রচার শুরু হলে সর্বপ্রথম খাদীজাতুল কুবরা রা., আবু বকর রা., আলী রা., যায়েদ রা. ও উম্মে আয়মান রা. ইসলাম গ্রহণ করলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সা.-কে ওহীর মাধ্যমে নামাযের তালিম দেয়া হলো। কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ সা. ও নও মুসলিমদের এ অভিনব ইবাদাত-অনুষ্ঠান দেখে বিস্মিত হলো। মক্কার ঘরে ঘরে ও অলিতেগলিতে মুসলমানদের এ নবতর ইবাদাত অনুষ্ঠান ও আল কুরআনের বিস্ময়কর বাণীর কথা মুখে মুখে আলোচিত হতে লাগলো। কাফিররা এটাকে তাদের শির্‌কী মতবাদের ওপর একটি আঘাত মনে করতে লাগলো। কারণ লোকেরা আল কুরআনের প্রবল আকর্ষণে বিমোহিত হয়ে শির্‌কী মতবাদ ছেড়ে এ নবতর দীন গ্রহণ করতে শুরু করলো। ফলে কাফির নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে উঠলো। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে নানাভাবে উপহাস, তিরস্কার ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে লাগলো। এমনকি তাঁকে উন্মাদ-পাগল বলে আখ্যায়িত করতেও ছাড়লো না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি এ সূরা নাযিল করে তাঁকে সান্ত্বনা দান করেন।

আলোচ্য বিষয়

আলোচ্য সূরার বিষয়বস্তু তিনটি ঃ (১) ইসলাম বিরোধী কুফরী শক্তির আপত্তি এ সমালোচনার জবাব দান, (২) তাদেরকে সতর্ককরণ ও উপদেশ দান এবং (৩) রাসূলুল্লাহ সা. ও মু'মিনদেরকে ধৈর্যধারণ ও আদর্শের ওপর অবিচল থাকার উপদেশ দান।

১ম থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত মহানবী সা.-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, হে নবী! যে কুরআনের জন্য কাফিরগণ আপনাকে উন্মাদ-পাগল বলে আখ্যায়িত করছে, সেই কুরআনই তাদের অযৌক্তিক ও মিথ্যা অপবাদের জবাব দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সেই

কুরআনই প্রমাণ দেয় যে, আপনি উন্মাদ বা পাগল নন। আপনি সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী। প্রকৃতপক্ষে পাগল কারা, তা আপনিও দেখতে পাবেন এবং তারাও বুঝতে সক্ষম হবে। আপনি তাদের সাথে কোনোরূপ নমনীয়তা ও সমঝোতা করবেন না। তারা আপনার বিরুদ্ধে যতোই দুর্নাম ও বিরোধিতার তুফান সৃষ্টি করুক না কেনো আপনি আল্লাহর ওপর পর্বতের মতো অটল থাকবেন, আপনার বিজয় সুনিশ্চিত। অতঃপর মক্কার বিশিষ্ট কুরাইশ নেতার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে তার কথা ও কাজের অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

১৭ থেকে ৩৩ আয়াতে আগের কালের একটি বাগানের মালিকদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের মালিক হয়েও তাঁর নিয়ামতের না-শোকরী করেছে। ফলে তারা আল্লাহর গযবের শিকার হয়ে সর্বহারা হয়ে গেছে। অবশ্য তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করে নিজেদেরকে শুধরে নিয়েছে। আর তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। তাদের বাগানটি যে তাদের জন্য আল্লাহর পরীক্ষা ছিলো তা বুঝানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে মহানবী সা.-ও ছিলেন মক্কাবাসীদের জন্য আল্লাহর পরীক্ষা বিশেষ, তারা যদি তাঁর উপস্থাপিত শিক্ষা ও জীবনাদর্শ মেনে নিয়ে নিজেদের জীবনে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতো, তাহলে তাদের ইহকাল ও পরকাল সুখ-শান্তিতে ভরে উঠতো। এটাই ছিলো বাগানের ঘটনা বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য।

৩৪ আয়াত থেকে ৪৭ আয়াত পর্যন্ত কাফিরদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে এবং নবী করীম সা.-কে সম্বোধনের মাধ্যমে সমালোচনা ও উপদেশ দান করা হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যথার্থ ন্যায় পরায়ণ ও সুবিচারক। তিনি তাঁর সুবিচারের নীতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যই পরকালে তাঁর অনুগত মুত্তাকী-পরহেযগার লোকদেরকেই পুরস্কৃত করবেন। মুত্তাকী-পরহেযগার বান্দাহদেরকে পুরস্কৃত না করে অবাধ্য ও বিদ্রোহী কাফির-মুশরিকদেরকে পুরস্কৃত করার যে ধারণা কাফির-মুশরিকরা পোষণ করে, তা নিতান্ত অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন ধারণা। তারা ইহকালে ধন-সম্পদ লাভ করে এ ধোঁকায় পড়ে আছে যে, পরকালেও তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। তারা এ ধারণাও করছে যে, তারা যা কিছু করছে সেটাই নির্ভুল ও কল্যাণকর কাজ। এ ধোঁকায় পড়ে তারা ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকেই যাচ্ছে। অথচ তারা তা বুঝতে পারছে না।

৪৮ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে কারীম সা.-কে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিদ্রোহীদের সকল তৎপরতার মুখে দৃঢ় প্রত্যয়, ধৈর্য ও মনোবল সহকারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উপদেশ দান করা হয়েছে। অবশেষে ইউনুস আ.-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তাঁর মতো ধৈর্যহারা না হওয়ার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

❖

৬৮. সূরা আল ক্বালাম-মাক্কী

রুকূ'-২ আয়াত-৫২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

①نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ②مَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ

১. নূন (আল্লাহ-ই এর অর্থ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ) কসম কলমের এবং যা তারা (ফেরেশতারা) লিপিবদ্ধ করে তার[১]। ২. (হে নবী) আপনি আপনার প্রতিপালকের রহমতে পাগল[২] নন।

③وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ④وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ⑤فَسَتُبْصِرُ

৩. আর অবশ্যই আপনার জন্য রয়েছে নিশ্চিত অফুরন্ত[৩] পুরস্কার। ৪. আর অবশ্যই আপনি সুমহান চরিত্রের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) আছেন।[৪] ৫. তবে অচিরেই আপনিও দেখবেন

①نٓ-নূন (আল্লাহ-ই এর অর্থ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ) ; وَ-কসম ; الْقَلَمِ-কলমের ; وَ-এবং ; مَا-যা, তার; يَسْطُرُوْنَ-তারা (ফেরেশতারা) লিপিবদ্ধ করে। ②مَآ-নন ; اَنْتَ-আপনি; بِنِعْمَتِ-রহমতে ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; بِمَجْنُوْنٍ-পাগল। ③وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; لَكَ-আপনার জন্য রয়েছে ; لَاَجْرًا-নিশ্চিত পুরস্কার ; غَيْرَ مَمْنُوْنٍ-অফুরন্ত। ④وَ-আর ; اِنَّكَ-(ان+ك)-অবশ্যই আপনি আছেন ; لَعَلٰى-ওপর (প্রতিষ্ঠিত) আছেন ; خُلُقٍ-চরিত্রের ; عَظِيْمٍ-সুমহান। ⑤فَسَتُبْصِرُ-তবে অচিরেই আপনিও দেখবেন ;

১. 'ক্বালাম'-এর কসম দ্বারা সেই কলম বুঝানো হয়েছে, যা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল বিষয় এবং সকল বস্তু সম্পর্কে লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করে রাখার নিদের্শ দিয়েছেন। কারো কারো মতে এর দ্বারা সেই কলম বুঝানো হয়েছে, যদ্বারা 'যিকির' তথা কুরআন মাজীদ লেখা হতো।

২. রাসূলুল্লাহ সা. নবুওয়াত দাবীর আগে একজন সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও উত্তম চরিত্রের মানুষ হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। তাঁর সততা, বিচার-বুদ্ধির ওপর ছিলো তাদের সন্দেহাতীত আস্থা-বিশ্বাস। কিন্তু যখন তিনি তাদের সামনে কুরআন মাজীদ পেশ করলেন, তখন তারা তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করলো। তাদের এসব মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন লিখার 'কলম' এবং মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কসম করে বলছেন যে, তাদের কথা মিথ্যা। এখানে রাসূলুল্লাহ সা.-কে সম্বোধন করে কথা বলা হলেও মূলতঃ কাফিরদের মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ করা হয়েছে। কাফিরদের অভিযোগ যে মিথ্যা তার প্রমাণের জন্য আল কুরআনই যথেষ্ট।

৩. অর্থাৎ কাফিররা আপনাকে যেসব মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে এ দাওয়াত দান থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছে আর আল্লাহ আপনার জন্য রেখেছেন অফুরন্ত ও চিরস্থায়ী পুরস্কার।

وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾ بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ

এবং তারাও দেখবে—৬. যে, তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত। ৭. নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক—তিনি ভালোভাবেই জানেন তার সম্পর্কে যে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে ;

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

এবং তিনি হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও ভালো করেই জানেন। ৮. অতএব আপনি মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ করবেন না। ৯. তারা আশা করে—যদি আপনি নমনীয় হন তবে তারাও নমনীয় হবে[5]।

وَ-এবং ; يُبْصِرُوْنَ-তারাও দেখবে। ⑥ بِأَيِّكُمُ-যে, তোমাদের মধ্যে কে ; الْمَفْتُوْنُ-বিকারগ্রস্ত। ⑦ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; هُوَ-তিনি ; اَعْلَمُ-ভালোভাবেই জানেন ; بِمَنْ-তার সম্পর্কে যে ; ضَلَّ-বিভ্রান্ত হয়ে গেছে ; عَنْ-থেকে ; سَبِيْلِهِ-তাঁর পথ ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; اَعْلَمُ-ভালোভাবেই জানেন ; بِالْمُهْتَدِيْنَ-হিদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কেও। ⑧ فَلَا تُطِعْ-(ف+لاتطع)-অতএব আপনি অনুসরণ করবেন না ; الْمُكَذِّبِيْنَ-মিথ্যাবাদীদের। ⑨ وَدُّوْا-তারা আশা করে ; لَوْ-যদি ; تُدْهِنُ-আপনি নমনীয় হন ; فَيُدْهِنُوْنَ-(ف+يدهنون)-তবে তারাও নমনীয় হবে।

কারণ আপনি তাঁর বান্দাদের হিদায়াতের জন্য বিরোধিদের এসব কটূক্তি ও যুলুম-নির্যাতন সহ্য করে আপনার দায়িত্ব পালনে সুদৃঢ় আছেন।

৪. অর্থাৎ আপনি যে পাগল নন, তার প্রমাণ হলো আপনার উন্নত নৈতিক চরিত্র। আপনার সুমহান চরিত্রের দ্বারা আপনি কাফিদের সকল অপনিন্দা, যুলুম-অত্যাচারকে উপেক্ষা করে দীনের দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আপনি নীতি-নৈতিকতার উচ্চস্তরে অবস্থান করছেন। এ কাজ কোনো দুর্বল চরিত্র ও নীতিহীন লোকের পক্ষে সম্ভব হতো না। এমন মহান ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মানুষ কখনো পাগল হতে পারে না। যে পাগল তার কোনো নীতিই নেই। নীতিহীন লোকই বরং পাগল।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর চরিত্র সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা.-এর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, "তাঁর চরিত্র হলো আল কুরআন।" সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোতে আয়েশা রা.-এর এ উক্তি বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. ছিলেন কুরআন মাজীদের জীবন্ত রূপ। কুরআনের নির্দেশগুলো তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাস্তবায়িত করে চলতেন এবং নিষেধাজ্ঞাগুলো বর্জন করে চলতেন। তিনি মুখে যেমন মানুষকে কুরআন শুনিয়েছেন তেমনি বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এমন কি বহু অমুসলিম তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর আল্লাহ যার উন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়েছেন তার চেয়ে বড় সাক্ষী আর কিছুই হতে পারে না। সীরাত তথা

⑩ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ⑪ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ⑫ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

১০. আর আপনি এমন কোনো ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না, যে কথায় কথায় কসম করে, (যে) লাঞ্ছিত[৬]। ১১. (যে) পেছনে নিন্দাকারী, (যে) চোগলখোর। ১২. (যে) ভালো কাজে বাধাদানকারী,[৭] সীমালংঘনকারী, পাপাচারী।

⑩ وَ-আর ; لَاتُطِعْ-আপনি অনুসরণ করবেন না ; كُلَّ-এমন কোনো ব্যক্তির, যে ; حَلَّافٍ-কথায় কথায় কসম করে ; مَّهِينٍ-(যে) লাঞ্ছিত। ⑪ هَمَّازٍ-(যে) পেছনে নিন্দাকারী ; مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ-(যে) চোগলখোর। ⑫ مَّنَّاعٍ-(যে) বাধাদানকারী ; لِّلْخَيْرِ-ভালো কাজে ; مُعْتَدٍ-সীমা লংঘনকারী ; أَثِيمٍ-পাপাচারী।

জীবন চরিতের গ্রন্থগুলোতে মহানবীর অতুলনীয় চরিত্রের যাবতীয় দিকগুলোর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

৫. অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে আপনি যদি কিছু কাটছাট করেন, তারাও বিরোধিতার ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় হবে। এটা হলো তাদের দর কষাকষি, যেমন মানুষ ব্যবসা বা লেন-দেনের ক্ষেত্রে করে থাকে। কিন্তু আকীদা-বিশ্বাস ও ব্যবসার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। আকীদা-বিশ্বাসের ধারক তার বিশ্বাসের ব্যাপারে কোনো ছাড় দিতে রাজী হতে পারে না। তাঁর আদর্শই তার কাছে সবচেয়ে বড়। এজন্য সে সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ; কিন্তু তাঁর আকীদা-আদর্শের ক্ষেত্রে এতোটুকু ছাড় দিতে পারে না।

কাফিররা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সামনে অনেক লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলো—সুন্দরী নারী, প্রচুর অর্থ-সম্পদ এবং শাসন ক্ষমতা; কিন্তু তিনি বলে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি আমার এক হাতে সূর্য ও অন্য হাতে চন্দ্র এনে দাও, তবুও আমি আমার আদর্শ প্রচার থেকে বিরত হতে পারি না। আমার আদর্শের ব্যাপারে কোনোই আপোষ নেই। দুনিয়াবী ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা. ছিলেন অত্যন্ত কোমল কিন্তু দীনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন পর্বতের মতো অনড় এবং ইস্পাতের চেয়েও কঠিন।

৬. 'হাল্লাফ' অর্থ কথায় কথায় 'কসম'কারী। এমন লোক সত্যবাদী নয়। সে নিজেও জানে যে, কসম না করলে লোক তার কথা বিশ্বাস করবে না।

'মাহীন' অর্থ হীন, নীচ, ইতর ও জঘন্য প্রকৃতির লোক। অত্যধিক কসমকারী ব্যক্তি তার কসমের দ্বারা মানুষকে তার কথা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে। এর দ্বারা সে নিজেকে অবিশ্বস্ত, হীন ও লাঞ্ছিত রূপে প্রকাশ করে। সে যে অবিশ্বস্ত তা তার কসমই প্রমাণ করে দেয়।

৭. 'খায়ের'-এর দু' অর্থ এবং যাবতীয় কল্যাণকর কাজ। অর্থাৎ সে অত্যন্ত কৃপণ। কাউকে কানাকড়ি দিতেও সে রাজী নয়, তাছাড়া সে সকল প্রকার ভালো কাজে বাধা দেয়। ইসলামের মতো কল্যাণকর একটি জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করতেও সে মানুষকে বাধা প্রদান করে। মানুষের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর কাজ হলো, আখিরাতে তার

عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝١٣ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۝١٤ إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا

১৩. (যে) বদ মেজাজী[৮] তা ছাড়া জারজ[৯]। ১৪. এজন্য যে, সে মালিক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতির[১০]। ১৫. যখন তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হয়

قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ۝١٥ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝١٦ إِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَا

(তখন) সে বলে—'আগেকার লোকদের রূপকথা'। ১৬. শীঘ্রই আমি তার নাকে দাগ লাগিয়ে দেবো[১১]। ১৭. নিশ্চয়ই আমি পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম

১৩ عُتُلٍّ-(যে) বদ মেজাজী ; بَعْدَ ذٰلِكَ-তাছাড়া ; زَنِيْمٍ-জারজ। ১৪ أَنْ كَانَ-এজন্য যে, ذَامَالٍ-সে মালিক ধন-সম্পদ ; وَ-ও ; بَنِيْنَ-সন্তান-সন্তুতির। ১৫ إِذَا-যখন ; تُتْلٰى-পাঠ করা হয় ; عَلَيْهِ-তার কাছে ; اٰيٰتُنَا-আমার আয়াত ; قَالَ-(তখন) সে বলে ; أَسَاطِيْرُ-রূপকথা ; الْأَوَّلِيْنَ-আগেকার লোকদের। ১৬ سَنَسِمُهٗ-শীঘ্রই আমি দাগ লাগিয়ে দেবো তার ; عَلَى الْخُرْطُوْمِ-নাকে। ১৭ إِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; بَلَوْنٰهُمْ-(بلونا+هم)-আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি ; كَمَا-যেমন ; بَلَوْنَا-পরীক্ষা করেছিলাম ;

মুক্তির ব্যবস্থা। আর তা একমাত্র ইসলামী আদর্শ গ্রহণ এবং সেমতে জীবন গড়ার দ্বারাই সম্ভব। (তাফহীম, খাযেন)

৮. 'উতুল্লিন' এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও পেটুক। সাথে সাথে ঝগড়াটে। চরিত্রহীন ও পাষাণ হৃদয়। অশ্লীল গাল-মন্দকারী এবং গোঁড়া কাফির ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। (তাফহীম, খাযেন)

৯. 'যানীম' শব্দটি আরবী ভাষায় ব্যভিচারপ্রসূত জারজ সন্তানকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, অথচ সে পরিবারের সদস্য নয়। এ শব্দ দ্বারা যাকে বুঝানো হয়েছে, সে সম্ভবত মক্কায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছিলো। এর আগে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারাও সেই একই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। সে ব্যক্তি এতোই পরিচিত ছিলো যে, কুরআন মাজীদে তার নাম উল্লেখ না করে তার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেছে। এতেই মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, এ বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা কার কথা বলা হয়েছে।

১০. অর্থাৎ আলোচ্য ব্যক্তির অনেক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি থাকার কারণেই সে এমন চরিত্রের হয়েছে। এমন লোকের কাছে যখন আল্লাহর আয়াত তথা কুরআন পাঠ করা হয়, তখন সে বলে যে, এগুলো তো প্রাচীন কালের কিস্‌সা-কাহিনী মাত্র।

১১. 'খুরতূম' অর্থ হাতির শুড়। আলোচ্য লোকটি নিজেকে বড় নেতা মনে করতো। তাই ব্যঙ্গ করে তার নাককে শুড় বলা হয়েছে। নাকে দাগ দেয়ার অর্থ তাকে দুনিয়াতে অপমান করা। আখিরাতেও সে ব্যক্তি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। শরীরের অন্য স্থানের

أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ○

বাগানের মালিকদেরকে[১২] যখন তারা কসম করেছিলো যে, তারা তা (ফসল) ভোরে ভোরেই কেটে নেবে। ১৮. আর তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি[১৩]।

أَصْحٰبَ-মালিকদেরকে ; الْجَنَّةِ-বাগানের ; إِذْ-যখন ; أَقْسَمُوا-তারা কসম করেছিলো যে ; لَيَصْرِمُنَّهَا-তারা তা (ফসল) কেটে নেবে ; مُصْبِحِينَ-ভোরে ভোরেই। (১৮) وَ-আর ; لَا يَسْتَثْنُونَ-তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি।

দাগ ঢেকে রাখা যায় কিন্তু নাকের দাগ ঢেকে রাখার উপায় নেই। সে লোকটিকে সমাজের মানুষের কাছে অপরাধী রূপে চিহ্নিত করে চিরতরে লাঞ্ছিত অপমানিত করার উদ্দেশ্যে নাকে দাগ কাটার কথা বলা হয়েছে।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এর অর্থ নাক কাটা। যেমন বদরের যুদ্ধের দিন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার নাক কেটে দেয়া হয়েছিলো। আয়াতে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে।

তবে এ ধরনের লোক সর্ব যুগেই সমাজে দেখা যায়।

১২. কুরআন মাজীদের সূরা কাহাফের ৩২ আয়াত থেকে ৪৩ আয়ত পর্যন্ত উপদেশ দেয়ার জন্য দু'বাগান মালিকের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এখানেও একইভাবে বাগান-মালিকদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

বিভিন্ন তাফসীরে উল্লেখিত আছে যে, ইয়ামন-এর কোনো একটি বাগান-মালিক ছিলো একজন ধার্মিক তথা আল্লাহ-ভীরু লোক। সে বাগানের ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করতো। তার মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র বাগানের ফসলের স্বল্পতা ও তাদের পরিবারের লোক সংখ্যা বিবেচনা করে গরীব-মিসকীনদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ দান করা বন্ধ করে দিলো। কিন্তু তাদের কোনো একজন এ মনোভাবের বিরোধিতা করলো। সে গরীব-মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো। তবে অন্যরা এর বিরোধী ছিলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, পরদিন ভোরে ভোরে মিসকীনদের দল আসার আগেই তারা ফসল কেটে নিয়ে আসবে। তাদের এ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ গরীব-মিসকীনদের বঞ্চিত করা এবং ফসল কাটার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ইনশাআল্লাহ না বলা তথা আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর না করার অপরাধে রাতের বেলা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-বায়ু দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের বাগানের ফসল ধ্বংস করে দিলেন। খুব ভোরে তারা বাগানে গিয়ে ফসলের অবস্থা দেখে ভাবল যে, তারা ভুল পথে এসেছে—এটা তাদের বাগান নয়। পরে তারা সঠিক কারণ বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজেদেরকে শুধরে নিলো। আয়াতে এ ঘটনার দিকেই ইংগীত করা হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ তারা এতে ব্যতিক্রমের কথা চিন্তা করেনি। এ আয়াতের দু'টো ব্যাখ্যা হতে পারে ঃ (১) অর্থাৎ তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি। এটা এজন্য যে, তারা তাদের

﴿١٩﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

১৯. অতঃপর আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার (বাগানের) ওপর আঘাত হানলো এক বিপর্যয়, আর তখন তারা ছিলো ঘুমন্ত। ২০. ফলে তা (বাগানটি) কাটা ফসলের মতো হয়ে গেলো।

﴿٢١﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَانطَلَقُوا

২১. অতঃপর ভোরেই তারা একে অপরকে ডেকে বলতে লাগলো যে,—২২."তোমরা যদি ফসল সংগ্রহকারী হও, (তাহলে) ভোরে ভোরেই তোমাদের শস্য ক্ষেতে চলো।"[১৪] ২৩. অতঃপর তারা চলল

وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَوْا

এমতাবস্থায় যে, তারা চুপে চুপে বলছে—২৪. যেনো কোনো মিসকীন আজ তাতে তোমাদের কাছে কোনোমতেই ঢুকতে না পারে। ২৫. আর তারা ভোরে ভোরেই যাত্রা করলো[১৫]

(১৯) فَطَافَ-(ف+طاف)-অতঃপর আঘাত হানল ; عَلَيْهَا-তার (বাগানের) ওপর ; طَائِفٌ-এক বিপর্যয় ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; وَ-আর তখন ; هُمْ-তারা ; نَائِمُونَ-ছিলো ঘুমন্ত। (২০) فَأَصْبَحَتْ-(ف+اصبحت)-ফলে তা (বাগানটি) হয়ে গেলো ; كَالصَّرِيمِ-কাটা ফসলের মতো। (২১) فَتَنَادَوْا-(ف+تنادوا)-অতঃপর তারা একে অপরকে ডেকে বলতে লাগলো ; مُصْبِحِينَ-ভোরেই। (২২) اَنِ-যে ; اغْدُوا-(তাহলে) ভোরে ভোরেই চলো ; عَلَىٰ حَرْثِكُمْ-(على+حرث+كم)-তোমাদের শস্যক্ষেতে ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হও ; صَارِمِينَ-ফসল সংগ্রহকারী। (২৩) فَانْطَلَقُوا-(ف+انطلقوا)-অতঃপর তারা চললো ; وَهُمْ-এমতাবস্থায় যে, তারা ; يَتَخَافَتُونَ-চুপে চুপে বলছে। (২৪) اَنْ-যেনো ; لَّا يَدْخُلَنَّهَا-তাতে কোনোমতেই ঢুকতে না পারে ; الْيَوْمَ-আজ ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের কাছে ; مِّسْكِينٌ-কোনো মিসকীন। (২৫) وَ-আর ; غَدَوْا-তারা ভোরে ভোরেই যাত্রা করলো ;

ক্ষমতার ওপর অতি বেশী আস্থাশীল ছিলো। তারা মনে করেছিলো, তাদের সিদ্ধান্তে তারা সফল হবে। তাদের কাজে কেউ বাধা দিতে পারবে না। (২) এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে—তারা ফকীর-মিসকিনদের দেয়ার জন্য কিছু বাদ রাখেনি। বাগানের ফল-ফসল সবটুকুই নিজেদের জন্য নিতে চেয়েছিলো। তারা তাদের পিতার অনুসরণ করেনি। (কাবীর)

১৪. এখানে 'ক্ষেত' শব্দ ব্যবহার দ্বারা বুঝা যায় যে, বাগানে ফলগাছের ফাঁকে ফাঁকে শস্য ক্ষেতও ছিলো।

عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ

(এ ধারণায় যে,) তারা (মিসকীনদেরকে) বাধা দিতে সক্ষম। ২৬. তারপর তারা যখন তা (ফসলের ক্ষেত) দেখলো তারা বললো, "আমরা নিশ্চয়ই ভুল পথের পথিক—২৭. বরং আমরা

مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ﴿٢٨﴾ قَالُوْا

দুর্ভাগা-বঞ্চিত[১৬]। ২৮. তাদের মধ্য থেকে মধ্যম লোকটি (ভালো লোকটি) বললো—"আমি তোমাদেরকে বলিনি, এখনও কেনো তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করছো না।[১৭] ২৯. তারা বললো—

عَلٰى-এ ধারণায় যে, ; حَرْدٍ-বাধা দিতে (মিসকিনদেরকে) ; قٰدِرِيْنَ-তারা সক্ষম। ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا-(ف+لما)-তারপর যখন; رَاَوْهَا-(راو+ها)-তারা তা (ফসলের ক্ষেত) দেখলো; قَالُوْٓا-তারা বললো– اِنَّا-আমরা নিশ্চয়ই ; لَضَآلُّوْنَ-(ل+ضالون)-ভুল পথের পথিক। ﴿٢٧﴾ بَلْ-বরং ; نَحْنُ-আমরা ; مَحْرُوْمُوْنَ-দুর্ভাগা বঞ্চিত। ﴿٢٨﴾ قَالَ-বললো ; اَوْسَطُهُمْ-তাদের মধ্যে থেকে মধ্যম লোকটি (ভালো লোকটি) ; اَلَمْ اَقُلْ-আমি কি বলিনি ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; لَوْلَا-এখনও কেনো ; تُسَبِّحُوْنَ-তোমরা (আল্লাহর) পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করছো না। ﴿٢٩﴾ قَالُوْا-তারা বললো—

১৫. অর্থাৎ তারা ভোরে ভোরে দ্রুত যাত্রা করলো এ বিশ্বাসে যে, তারা মিসকীনদেরকে বাধা দিতে সক্ষম এবং মিসকীনরা আসার আগেই তারা ফল-ফসল সংগ্রহ করে নিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে যাবে।

১৬. বিধ্বস্ত বাগান দেখার পর তাদের অবস্থা এবং তাদের কথোপকথনের কিছুটা চিত্র এখানে আল্লাহ তা'আলা তুলে ধরেছেন। তারা যখন বাগান দেখলো তখন তারা বলে উঠলো—'আমরা পথ ভুলে অন্য জায়গায় এসে পড়েছি, না বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এর অর্থ এটা হতে পারে যে, তারা বাগান দেখে প্রথমে পথ ভুলে অন্যত্র যাওয়ার কথা ভাবলো। পরে ভালোভাবে দেখে বুঝতে পারলো যে, এটাই তাদের বাগান, তাদের খারাপ উদ্দেশ্য ও কৃপণতার কারণে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা বাগান দেখার পর তাদের পথভ্রষ্টতার কথা বুঝতে সক্ষম হলো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গরীব-দুঃখীদের বঞ্চিত করার মানসিকতার জন্য তারা নিজেরাই বঞ্চিত হয়ে গেছে।

১৭. তাদের মধ্যকার ভালো লোকটি যে নসহীত তার সাথীদেরকে করেছে আল্লাহ তা'আলা তা-ই এখানে তুলে ধরেছেন। সে তার সাথীদেরকে বলেছে—আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছেন, তার কথা স্মরণ করে তাঁর পবিত্রতা-মহিমা প্রকাশ

سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٣٠ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ۝٣١ قَالُوْا

"আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছি ; নিশ্চিত আমরা ছিলাম (তখন) যালিম। ৩০. অতঃপর তারা শুরু করলো একে অপরকে দোষারোপ করতে[১৮]। ৩১. তারা বলতে লাগলো—

يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝٣٢ عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ۝

হায়! আমাদের দুর্ভোগ, আমরা তো অবশ্যই সীমালংঘনকারী ছিলাম। ৩২. আশা করা যায় আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এর বদলে দান করবেন এর চেয়ে উত্তম (বাগান), আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের প্রতি মনযোগী হলাম।"

۝٣٣ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৩. শাস্তি তো এমনই (হয়ে থাকে) আর আখিরাতের শাস্তি নিশ্চিত সবচেয়ে কঠিন ; যদি তারা (তা) জানতে পারতো (তবে কতোই না ভালো হতো)।[১৯]

سُبْحٰنَ-পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করছি ; رَبِّنَآ-আমাদের প্রতিপালকের ; اِنَّا-নিশ্চিত আমরা ; كُنَّا- ছিলাম (তখন) ; ظٰلِمِيْنَ-যালিম। ۝٣٠ فَاَقْبَلَ-অতঃপর তারা শুরু করলো ; بَعْضُهُمْ-তারা একে ; عَلٰى بَعْضٍ-অপরকে ; يَّتَلَاوَمُوْنَ-দোষারোপ করতে। ۝٣١ قَالُوْا-তারা বলতে লাগলো ; يٰوَيْلَنَآ-হায়! আমাদের দুর্ভোগ ; اِنَّا-আমরা তো অবশ্যই ; كُنَّا-ছিলাম ; طٰغِيْنَ-সীমালংঘনকারী। ۝٣٢ عَسٰى-আশা করা যায় ; رَبُّنَآ-আমাদের প্রতিপালক ; اَنْ يُّبْدِلَنَا-এর বদলে দান করবেন আমাদেরকে ; خَيْرًا-উত্তম (বাগান) ; مِّنْهَآ-এর চেয়ে ; اِنَّآ-আমরা অবশ্যই ; اِلٰى-প্রতি ; رَبِّنَا-আমাদের প্রতিপালকের ; رٰغِبُوْنَ-মনযোগী হলাম। ۝٣٣ كَذٰلِكَ-এমনই (হয়ে থাকে) ; الْعَذَابُ-শাস্তি তো ; وَ-আর ; لَعَذَابُ-নিশ্চিত আযাব ; الْاٰخِرَةِ-আখিরাতের ; اَكْبَرُ-সবচেয়ে কঠিন ; لَوْ-যদি ; كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-তারা (তা) জানতে পারতো (তবে কতোই না ভালো হতো)।

করার কথা আমি কি তোমাদেরকে বলিনি ? এখন দেখো তোমাদের অবস্থা কেমন হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সে লোকটির ইচ্ছা অন্য রকম ছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ও অন্যদের মতের সাথে একমত হয়ে গেলো। সে একাই হকের ওপর ছিলো ; কিন্তু সে তার মতের ওপর অনড় থাকতে পারেনি। ফলে সে-ও অন্যদের মতো বঞ্চিত হয়ে গেলো।

১৮. অতঃপর তারা এ বঞ্চনার জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগলো। অবশেষে নিজেদের ভাগ্য-বিড়ম্বনার জন্য নিজেদেরকেই দোষারোপ করতে লাগলো।

১৯. ঘটনার বর্ণনা থেকে আল্লাহ তা'আলা উপসংহারে বলছেন যে, পার্থিব জগতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করার পরিণতি হিসেবে এমন শাস্তিই নেমে আসে। আর পরকালেও তাদের জন্য থাকবে বিরাট শাস্তি। কিন্তু মানুষ সে শাস্তি সম্পর্কে অবগত নয় বলেই তাতে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় না।

১ম রুকূ' (১-৩৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা কলমের কথা উল্লেখ করেছেন, কারণ কলমের সাহায্যেই ফেরেশতারা লাওহে মাহফূযে কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ করেছে।

২. মুহাম্মাদ সা.-এর রিসালাত এবং আল কুরআন যে আল্লাহর বাণী তার জন্য আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

৩. দুনিয়ার সকল মানুষ রাসূল ও আল কুরআনকে অবিশ্বাস করলেও রাসূল ও তাঁর আনীত কিতাব যে সত্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪. রাসূলের ওপর কাফির-মুশরিকদের উত্থাপিত সকল অভিযোগ-ই মিথ্যা, তার সাক্ষী আল্লাহ তা'আলা।

৫. মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষ একমাত্র মহানবী সা.-এর সাক্ষীও আল্লাহ তা'আলা।

৬. রাসূলের আনীত জীবনব্যবস্থা এবং কুরআন মাজীদের দেখানো পথই যে, একমাত্র সত্য-সঠিক, তা মানুষ অবশেষে বুঝতে সক্ষম হয় ; কিন্তু আর সংশোধনের পথ থাকে না।

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিদ্রোহী সকল মানুষই মানসিক বিকারগ্রস্ত।

৮. মু'মিনরাই মানসিক বিকার থেকে মুক্ত—এতে কোনোই সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

৯. মানসিক বিকারগ্রস্ত ইসলাম বিরোধী শক্তি এবং সুস্থ মানসিকতার অধিকারী মু'মিনদের সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই অবগত।

১০. আল্লাহদ্রোহী মিথ্যাবাদী শক্তির কোনো পরওয়া মু'মিনরা করতে পারেন না।

১১. দীনের ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই। ইসলাম-বিরোধী শক্তির সাথে কোনো আপোষ নেই।

১২. ধন-সম্পদ ও অধিক সন্তান-সন্ততির অধিকারী, কথায় কথায় কসমকারী, পাপাচারী, ইসলাম বিরোধী, প্রতিপত্তিশালী, অহংকারী ব্যক্তি মু'মিনের অনুসরণীয় হতে পারে না।

১৩. পেছনে নিন্দাকারী, সৎকর্মে বাধা দানকারী, সীমালংঘনকারী ব্যক্তিদের সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে দীনের কাজ করে যাওয়াই মু'মিনের কাজ।

১৪. উপরোল্লিখিত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিরাই আল্লাহর বাণীকে গুরুত্বহীন মনে করে এড়িয়ে চলে। সুতরাং তাদেরকেও এড়িয়ে চলতে হবে।

১৫. এ জাতীয় লোকদের পরিণতি দুনিয়াতেও মর্মান্তিক হয়ে থাকে ; আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।

১৬. এ সূরায় বর্ণিত বাগান মালিকদের দৃষ্টান্ত শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ।

১৭. ধনীদের অর্জিত সম্পদে গরীব-মিসকীনদের সুনির্দিষ্ট আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার রয়েছে। এ অধিকার স্বীকার না করলে দুনিয়াতে বঞ্চিত হতে হবে এবং আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে।

১৮. সকল বৈধ কাজের আগে আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতা স্বীকৃতি দেয়া তথা ইনশাআল্লাহ বলা মু'মিনের কর্তব্য।

১৯. আল্লাহর ইচ্ছা ও রহমতের আনুকূল্য ছাড়া কোনো কাজ সুসমাপ্ত হতে পারে না।

২০. সকল বৈধ কাজে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেই কাজ শুরু করতে হবে।

২১. সত্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে—কোনো মতেই বাতিলের সাথে আপোষ করা যাবে না।

২২. নিজের ভুল বুঝার অনুভূতি আসা মাত্রই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সঠিক পথ অনুসরণে এগিয়ে যেতে হবে।

২৩. কোনো অন্যায় কাজ নিজের দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেলে তখন অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে কোনো লাভ নেই।

২৪. কুরআন মাজীদে উল্লিখিত উপমা, ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে সুখময় করাই বুদ্ধিমত্তা এবং সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-১৯

৩৪ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ৩৫ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ

৩৪. নিশ্চয়ই[২০] মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহ। ৩৫. আমি কি মুসলিম তথা অনুগতদেরকে (দানের ক্ষেত্রে) করে দেবো

كَٱلْمُجْرِمِينَ ৩৬ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ৩৭ أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ

অপরাধিদের মতো ? ৩৬. তোমাদের কি হয়েছে তোমরা কেমন ফায়সালা দিচ্ছো[২১]। ৩৭. অথবা, তোমাদের কাছে কি কোনো কিতাব[২২] আছে যাতে

৩৪ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; لِلْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে ; عِنْدَ-কাছে ; رَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ; جَنّٰتِ-জান্নাতসমূহ ; النَّعِيْمِ-নিয়ামতপূর্ণ। ৩৫ اَفَنَجْعَلُ-(ا+ف+نجعل)-আমি কি করে দেবো ; الْمُسْلِمِيْنَ-মুসলিম তথা অনুগতদেরকে ; كَالْمُجْرِمِيْنَ-(ك+ال+مجرمين)-অপরাধিদের মতো। ৩৬ مَا-কি হয়েছে ; لَكُمْ-তোমাদের ; كَيْفَ-কেমন ; تَحْكُمُوْنَ-ফায়সালা তোমরা দিচ্ছ। ৩৭ اَمْ-অথবা ; لَكُمْ-তোমাদের কাছে কি; كِتٰبٌ-কোনো কিতাব আছে ; فِيْهِ-যাতে ;

২০. মক্কার কাফির সরদারগণ বলতো—এ পার্থিব জগতে আমরা যেসব ধন-সম্পদ অর্জন করেছি এতেই প্রমাণ হয় যে, আমরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র। একইভাবে আখিরাতেও আমরা সুখ-সম্পদের মধ্যে থাকবো এবং আরাম-আয়েশ ভোগ করবো। অপরদিকে তোমরা বর্তমানেও দুঃখ-দৈন্যতার মধ্যে আছো, আর পরকালেও এমনি দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকবে। কাফির সরদারদের এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ কথার জবাব দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলোতে।

২১. অর্থাৎ তোমরা যে সুদৃঢ় ধারণা করে রেখেছো, দুনিয়াতে তোমরা যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে আনন্দে মেতে আছো, তেমনি আখিরাতেও একইভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। আর আমার অনুগত বান্দাহরা দুনিয়াতে যেমন দুঃখ-দৈন্যতার মধ্যে থেকেও আমার দীন-ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে নিরত রয়েছে। তারা পরকালেও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকবে। তোমাদের এ ধারণার পেছনে কি কোনো প্রমাণ আছে ? এটা নিঃসন্দেহে তোমাদের অলৌকিক ধারণা।

মূলত এমন ধারণা করা যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী। এ বিশাল বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এমন বিবেক-বুদ্ধিহীন হতে পারেন না যে, তিনি তাঁর অনুগত ও

تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ

তোমরা পাঠ করো—৩৮. যে, নিশ্চিত তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সেসব বিষয় যা তোমরা পসন্দ করো। ৩৯. অথবা তোমাদের সাথে আমার এমন কোনো প্রতিশ্রুতি আছে যা বলবৎ

إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤٠﴾

কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ? যে, তোমাদের জন্য নিশ্চিত তা-ই হবে যা তোমরা ফায়সালা করবে ? ৪০. (হে নবী) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন—তাদের মধ্যে কে এর (তাদের এ বিশ্বাসের) যামিনদার[২৩]।

﴿٤١﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ۚ فَلْيَأْتُوْا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ

৪১. অথবা তাদের কোনো শরীক (উপাস্য) আছে কি ? তারা তাদের শরীকদেরকে নিয়ে আসুক ; যদি তারা সত্যবাদী[২৪], হয়ে থাকে। ৪২. (স্মরণ করুন) যেদিন উন্মুক্ত করে দেয়া হবে

تَدْرُسُوْنَ-তোমরা পাঠ করো। ﴿٣٨﴾ اِنَّ-যে, নিশ্চিত ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য রয়েছে ; فِيْهِ-তাতে ; لَمَا-সেসব বিষয় যা ; تَخَيَّرُوْنَ-তোমরা পসন্দ করো। ﴿٣٩﴾ اَمْ-অথবা ; لَكُمْ-তোমাদের সাথে কি ; اَيْمَانٌ-এমন কোনো প্রতিশ্রুতি আছে ; عَلَيْنَا-আমার ; بَالِغَةٌ-যা বলবৎ ; اِلٰى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; اِنَّ-যে, নিশ্চিত ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; لَمَا-তা-ই হবে যা ; تَحْكُمُوْنَ-তোমরা ফায়সালা করবে। ﴿٤٠﴾ سَلْهُمْ-(হে নবী !) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন ; اَيُّهُمْ-তাদের মধ্যে কে ; بِذٰلِكَ-এর (তাদের এ বিশ্বাসের) ; زَعِيْمٌ-যামিনদার। ﴿٤١﴾ اَمْ-অথবা কি ; لَهُمْ-তাদের ; شُرَكَاءُ-কোনো শরীক (উপাস্য) আছে ; فَلْيَاْتُوْا-তাহলে তারা নিয়ে আসুক ; بِشُرَكَائِهِمْ-তাদের শরীকদেরকে ; اِنْ-যদি ; كَانُوْا-তারা হয়ে থাকে ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ﴿٤٢﴾ يَوْمَ-(স্মরণ করুন) যেদিন ; يُكْشَفُ-উন্মুক্ত করে দেয়া হবে ;

না-ফরমান বান্দাহদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করবেন না। কারা তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চললো এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকলো, আর কারা তাঁর আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা না করে, সব রকমের না-ফরমানী ও যুলুম-অত্যাচার চালালো, তা তিনি দেখবেন—এমন ধারণা সুস্থ চিন্তার ফসল নয়।

২২. অর্থাৎ তোমাদের কাছে কি কোনো কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমরা এসব কথা পেয়েছো ?

২৩. 'যাঈম' শব্দটির অর্থ 'মুখপাত্র' কোনো ব্যক্তি বা দলের পক্ষ থেকে মনোনীত দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আয়াতের অর্থ হলো—'হে নবী, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন

عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ

পায়ের গোছা পর্যন্ত (অর্থাৎ রোজ কিয়ামতে চরম সংকটের দিন)[২৫] এবং তাদেরকে ডাকা হবে সিজদা করার জন্য তখন তারা (তা করতে) সক্ষম হবে না। ৪৩. তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে—

تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِىْ

তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে হীনতা ; আর নিঃসন্দেহে দুনিয়াতে তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হতো, অথচ তারা ছিলো (তখন) সুস্থ (কিন্তু তারা সাড়া দিতো না)।[২৬]
৪৪. অতএব (তাদেরকে) আমার হাতে ছেড়ে দিন[২৭]

عَنْ سَاقٍ-পায়ের গোছা পর্যন্ত (অর্থাৎ রোজ কিয়ামতে চরম সংকটের দিন); وَّ-এবং; يُدْعَوْنَ-তাদেরকে ডাকা হবে ; إِلَى السُّجُوْدِ-সিজদা করার জন্য ; فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-তখন তারা (তা করতে) সক্ষম হবে না। ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً-অবনত থাকবে ; أَبْصَارُهُمْ-তাদের দৃষ্টি ; تَرْهَقُهُمْ-(ترهق+هم)-তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে ; ذِلَّةٌ-হীনতা ; وَ-আর ; قَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ-নিঃসন্দেহে তাদেরকে (দুনিয়াতে) ডাকা হতো ; إِلَى-জন্য ; السُّجُوْدِ-সিজদা করার ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ছিলো (তখন) ; سٰلِمُوْنَ-সুস্থ (কিন্তু তারা সাড়া দিতো না)। ﴿٤٤﴾ فَذَرْنِىْ-অতএব (তাদেরকে) আমার হাতে ছেড়ে দিন ;

যে, তাদের পক্ষ থেকে এমন কোন্ ব্যক্তি দায়িত্বশীল, যে আল্লাহর নিকট থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের শান্তিময় জীবনের সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছে যে, দুনিয়ার মতো আখিরাতেও তারা আরাম-আয়েশে থাকবে' ?

২৪. অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা-বিশ্বাস ভ্রান্ত। আর তোমাদের সেসব ধারণা বিবেক-বুদ্ধি এবং যুক্তি বিরোধীও বটে। আল্লাহর কোনো কিতাবেও এমন কিছু তোমাদের ধারণা-বিশ্বাসের সঠিকতার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তা ছাড়া তোমাদের মধ্যকার কেউ এমন দাবীও করেনি যে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরকালে তোমাদেরকে জান্নাত দেয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। অথবা তোমাদের উপাস্য দেব-দেবীরা কেউ একথা বলতে সক্ষম নয় যে, তোমাদেরকে জান্নাত দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট থেকে সম্মতি আদায় করে নিতে তারা সমর্থ। সুতরাং তোমাদের সকল ধারণা-বিশ্বাসই ভ্রান্ত।

২৫. 'পায়ের নলা উলংগ হয়ে যাওয়া' দ্বারা কঠিন বিপদের কথা বুঝানো হয়েছে। এটা আরবী ভাষার একটি বাগধারা। মানুষ যখন দুঃসময়ের মুখোমুখি হয় তখন দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করতে গিয়ে তার পায়ের দিকটা অনাবৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু সে দিকেই তার কোনো খেয়াল থাকে না।

وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ○

আর যারা এ বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, শীঘ্রই আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে পাকড়াও করবো এমনভাবে যে, তারা টেরও পাবে না[২৮]।

﴿٤٥﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٦﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ○

৪৫. আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি ; নিশ্চয়ই আমার কৌশল[২৯] অত্যন্ত মযবুত। ৪৬. না-কি আপনি তাদের কাছে চাচ্ছেন (রিসালাত প্রচারের জন্য) কোনো পারিশ্রমিক, ফলে তারা সে জরিমানায় ভারাক্রান্ত[৩০]।

وَ-আর ; مَنْ-যারা ; يُكَذِّبُ-মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ; بِ-এ-هَٰذَا ; الْحَدِيثِ-বাণীকে ; سَنَسْتَدْرِجُهُمْ-(سنستدرج+هم)-শীঘ্রই আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করবো ; مِنْ حَيْثُ-এমনভাবে যে, لَا يَعْلَمُونَ-তারা টেরও পাবে না। ④⑤ وَ-আর ; أُمْلِي-আমি অবকাশ দিয়ে থাকি ; لَهُمْ-তাদেরকে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; كَيْدِي-(كيد+ى)-আমার কৌশল ; مَتِينٌ-অত্যন্ত মযবুত। ④⑥ أَمْ-না-কি ; تَسْأَلُهُمْ-(تسئل+هم)-আপনি তাদের কাছে চাচ্ছেন ; أَجْرًا-কোনো পারিশ্রমিক (রিসালাত প্রচারের জন্য) ; فَهُمْ-(ف+هم)-ফলে তারা ; مِنْ مَغْرَمٍ-সে জরিমানায় ; مُثْقَلُونَ-ভারাক্রান্ত।

অন্য বর্ণনায় এর অর্থ সত্য উদঘাটিত হওয়া অর্থ বুঝানো হয়েছে। উভয় বর্ণনার মমার্থ হলো কিয়ামত-এর কঠিন সময় যেদিন মানুষ দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে থাকবে এবং তার সামনে সকল গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে যাবে। আয়াতে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে।

২৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে কারা আল্লাহর ইবাদাত করতো, আর কারা আল্লাহর দীনের বিরোধী ছিলো, সেদিন সিজদার হুকুম দেয়া এবং তা পালন করতে পারা না পারার মাধ্যমেই প্রমাণ হয়ে যাবে। দুনিয়ায় যারা আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে জীবন যাপন করেছে তারা কিয়ামতের দিন সিজদা দিয়ে তা প্রমাণ করবে। আর দুনিয়াতে যারা আল্লাহ-রাসূলের দীন-এর বিরোধিতা করেছে, তারা সেখানে সিজদা দিতে সক্ষম হবে না। তখন প্রমাণ হয়ে যাবে যে, তারা দুনিয়াতে দীন ইসলামের বিরোধী ছিলো। তারা দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম সালাত আদায় করেনি। তাদেরকে সালাত আদায়ের জন্য ডাকা হলে, তারা সে ডাকে সাড়া দিতো না। সে দিন তাই অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে তারা বাধ্য হবে।

২৭. অর্থাৎ হে নবী ! এসব ভ্রান্ত কাফির-মুশরিক ও ইসলাম বিরোধী আমার বাণী কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী শক্তির সাথে বুঝাপড়া করার ব্যাপার আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে যাবো।

﴿٤٧﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٨﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ

৪৭. না-কি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে, ফলে তারা লিখে রাখে[৩১]। ৪৮. অতএব আপনি সবর করুন[৩২] আপনার প্রতিপালকের চূড়ান্ত ফায়সালার অপেক্ষায় এবং আপনি হবেন না

৪৭ أَمْ-না-কি ; عِنْدَهُمُ-(عند+هم)–তাদের কাছে আছে ; الْغَيْبُ-গায়েবের জ্ঞান ; فَهُمْ-(ف+هم)-ফলে তারা ; يَكْتُبُونَ-তারা লিখে রাখে। ৪৮ فَاصْبِرْ-(ف+اصبر)-অতএব আপনি সবর করুন ; لِحُكْمِ-চূড়ান্ত ফায়সালার অপেক্ষায় ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; لَا تَكُنْ-আপনি হবেন না ;

২৮. কাফির-মুশরিক ও দুনিয়া পূজারী লোকদেরকে তাদের অজ্ঞাতে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার পন্থা হলো ন্যায় ও সত্যের দুশমন এসব যালিমদেরকে দুনিয়াতে অধিক পরিমাণে ধন-সম্পদে ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করা, যাতে তারা ধোঁকায় পড়ে যায় এবং মনে করে যে, তারা যা করছে সেটিই সঠিক, তার কাজে কোনো ভুল-ত্রুটি নেই। এভাবে তারা ন্যায় ও সত্যের সাথে কঠোর দুশমনি এবং যুলুম-অত্যাচারে সীমালংঘন করে চলে। তারা বুঝতে পারে না যে, দুনিয়াতে তাদেরকে প্রদত্ত এসব নিয়ামত তাদের ধ্বংসের উপকরণ মাত্র।

২৯. 'কাইদী' শব্দের অর্থ 'আমার কৌশল'—এটা আল্লাহর কথা। 'কাইদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ গোপন ষড়যন্ত্র। অন্যায়ভাবে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র করা কবীরা গুনাহ। কিন্তু কোনো লোকের কর্মদোষে যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, গোপন কৌশল অবলম্বন ব্যতীত কোনো পথ থাকে না, তখন এটা কোনো দূষণীয় কাজ নয়। উল্লিখিত আয়াতে কাফিরদের কর্মদোষে সৃষ্ট অবস্থার প্রতি ইংগীত করেই আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে গোপন কৌশল অবলম্বনের কথা উল্লেখ করেছেন। (তাফহীম)

৩০. এখানে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সা.-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করছেন যে, আপনি কি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছেন যে, তারা এর অর্থ দণ্ডের বোঝায় নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে ? বাহ্যত প্রশ্নটি রাসূলে কারীম সা.-কে সম্বোধন করে করা হলেও মূলত এ প্রশ্ন সেসব লোকদের প্রতি যারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিরুদ্ধতায় সীমালংঘন করেছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে, আমাদের রাসূল কি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছেন যে, তোমরা তা দিতে অপারগ। তিনি একজন নিঃস্বার্থ মানুষ। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। তাঁর কথা মেনে নেয়ার মধ্যেই তোমাদের উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত।

৩১. এ প্রশ্নও বাহ্যত রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে বিরোধীদেরকে করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের নিকট কি লাওহে মাহফুয আছে যে, তারা তাদের শিরক ও কুফরের পরিবর্তে নেকী লিখে নিচ্ছে। আর এজন্যই তারা শিরক ও কুফরীর ওপর অটল হয়ে আছে। এর

كَصَاحِبِ الْحُوتِ ۘ إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَآ أَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ

মাছ ওয়ালার (ইউনুস আ.-এর) মতো,[৩৩] যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে ডেকেছিলেন দুঃখ-ভারাক্রান্ত অবস্থায়[৩৪]। ৪৯. যদি না পৌঁছতো দয়া অনুগ্রহ তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে

كَصَاحِبِ الْحُوتِ-(ك+صاحب+الحوت)-মাছ ওয়ালার (ইউনুস আ.-এর) মতো ; إِذْ-যখন ; نَادٰى-তিনি ডেকেছিলেন ; وَهُوَ-অবস্থায় ; مَكْظُومٌ-দুঃখ-ভারাক্রান্ত। ﴿٤٩﴾ لَوْلَآ-যদি না ; أَنْ تَدٰرَكَهٗ-তাঁর নিকট পৌঁছতো ; نِعْمَةٌ-দয়া-অনুগ্রহ ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّهٖ-(رب+ه)-তাঁর প্রতিপালকের ;

অর্থ এটাও হতে পারে যে, গায়েবী বিষয়সমূহ তাদের নিকট এসে পড়ছে যার ফলে তারা আল্লাহর ওপর কলম ধরছে। আল্লাহর হুকুমের ওপর নিজেদের ইচ্ছামতো হুকুম এবং ফরমান জারী করছে। (কাবীর)

৩২. অর্থাৎ বিরোধিদের পরাজয় এবং তোমাদের বিজয় ও সফলতা লাভের সময় এখনো আসেনি। যতোদিন তা না আসে ততোদিন দীনের তাবলীগ ও প্রচারের পথে আপতিত সকল দুঃখ-কষ্ট ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করে যেতে হবে।

হাদীসে আছে, বনু সাকীফ যখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওপর নানা প্রকার যুলুম-নির্যাতন করতে থাকলো তখন রাসূলের প্রতি এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। অথবা, ওহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমানদের ওপর নানা দুঃখ-কষ্ট আপতিত হলো, তখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। (রুহুল মাআনী)

৩৩. অর্থাৎ হে নবী ! আপনি ইউনুস আ.-এর মতো ধৈর্য্য হারিয়ে নিজ ইচ্ছায় কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। ইউনুস আ.-এর ঘটনার সংক্ষিপ্তসার হলো—তাঁকে আসিরীয় সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো হয়েছিলো। সম্প্রদায়ের বসবাস ছিলো নিনাওয়া নামক শহর ও তার আশপাশে। এ শহরটির অবস্থান ছিলো বর্তমান ইরাকের মুসেল শহরের বিপরীত দিকে দাজলা নদীর পূর্ব তীরে। নিনাওয়া ছিলো রাজধানী শহর। শহরটির ধ্বংসাবশেষ ৬০ মাইল জুড়ে আছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এ জাতি কতো উন্নত ছিলো। এ জাতির প্রতি যখন ইউনুস আ.-কে নবী করে পাঠানো হয়, তখন তাদের লোকসংখ্যা ছিলো এক লক্ষেরও বেশী। আল্লাহর নির্দেশে ইউনুস আ. তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন, কিন্তু তাঁর দাওয়াতে কেউ সাড়া না দেয়ায় তিনি ৪০ দিনের মধ্যে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসার ভয় প্রদর্শন করে শহর ছেড়ে দূরে অবস্থান করতে থাকলেন।

এদিকে ৪০ দিন শেষ হওয়ার আগেই শহরবাসীরা আল্লাহর গযব আসার পূর্বাভাস পেয়ে ইউনুস আ.-এর খোঁজ করতে শুরু করলো। তাদের বিশ্বাস হলো যে, ইউনুস আ. সত্য নবী। তাঁকে না পেয়ে তাদের রাজাসহ সকল মানুষ তাদের পশুপাল নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর দরবারে খালেস তাওবা করলো। আল্লাহ তাদের

لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝٤٩ فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝٥٠

তাহলে অবশ্যই তিনি নিক্ষিপ্ত হতেন খোলা মাঠে, এমতাবস্থায় (অবশ্যই) তিনি হতেন লাঞ্ছিত।[৩৫] ৫০. অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করলেন (নবুওয়াত দিয়ে) এবং তাকে নেক লোকদের শামিল করলেন।

لَنُبِذَ-তাহলে অবশ্যই তিনি নিক্ষিপ্ত হতেন بِالْعَرَاءِ-খোলা মাঠে ; وَ-এমতাবস্থায় ; هُوَ-তিনি হতেন ; مَذْمُومٌ-লাঞ্ছিত। ۝٥٠ فَاجْتَبٰهُ-(ف+اجتبه)-অতঃপর তাঁকে মনোনীত করলেন (নবুওয়াত দিয়ে) ; رَبُّهٗ-তাঁর প্রতিপালক ; فَجَعَلَهٗ-(ف+جعل+ه)-এবং তাকে করলেন مِنَ-শামিল ; الصّٰلِحِيْنَ-নেক লোকদের।

তাওবা কবুল করলেন এবং তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে দিলেন। কিন্তু ইউনুস আ. এসব কিছুই জানতে পারলেন না। ৪০ দিন শেষ হয়ে গেলেও আযাব না আসাতে তিনি তাদের নিকট ফিরে যাবেন না, কারণ লোকেরা তাঁকে মিথ্যাবাদী ভাববে। তিনি অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য ফোরাত নদী পার হতে নৌকায় আরোহণ করলেন। নদীর মাঝখানে গেলে ঝড়ে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো যে, আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন গোলাম রয়েছে, যে মনিবের বিনা অনুমতিতে পালিয়ে এসেছে। ইউনুস আ. আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া দেশত্যাগ করছিলেন তাই তিনি নিজেকেই পলাতক গোলাম বলে ভাবলেন। অতঃপর লটারীতেও তাঁর নাম পরপর তিনবার উঠলে তাকে নদীতে ফেলে দেয়া হলো। আর তখনই আল্লাহর নির্দেশে একটি বিরাট মাছ তাঁকে গিলে ফেললো। তিনি মাছের পেটের অন্ধকারে থেকে এ প্রার্থনা জানালেন—"হে আল্লাহ! আপনার পবিত্র সত্তা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ; আমি অবশ্যই যালিমদের মধ্যে শামিল।" আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং মাছটি আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে নদী-তীরে খোলা ময়দানে উগরে দিলো। তিনি তখন ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। আল্লাহ তা'আলা উক্ত স্থানে একটি ছায়াদার গাছ গজিয়ে দিলেন ; তার ছায়ায় প্রখর রৌদ্র তাপ থেকে নিরাপদ থাকলেন। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর তিনি একটি ঝুপড়ি তৈরী করে তরুলতার ফল খেয়ে জীবন ধারণ করতে থাকলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ব মর্যাদায় ফিরিয়ে নিলেন এবং উক্ত নিনাওয়াবাসীদের হিদায়াতের জন্য সেখানে পাঠালেন। বাকী জীবন তাঁর নিনাওয়াতেই কেটেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইউনুস আ. মূসা ও ঈসা আ.-এর মধ্যবর্তী সময়ের নবী ছিলেন। (তাফহীম, কাসাসুল কুরআন)

৩৪. অর্থাৎ যখন তিনি মাছের পেটের ও সাগরের পানির অন্ধকারে থেকে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—আর আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করে তাঁকে সেই বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর না করতেন এবং দয়া অনুগ্রহ তাঁর ওপর বর্ষিত না হতো, তাহলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত অবস্থায় তাঁর সমাপ্তি হতো।

㊿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ

৫১. আর যারা কুফরী করে যেনো আপনাকে তারা আছড়ে ফেলবে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা[৩৬]—যখন তারা কুরআন শোনে এবং তারা বলে—

إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

নিশ্চয়ই সে পাগল। ৫২. অথচ তা (কুরআন) সমগ্র বিশ্বের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছুই নয়।

৫১-وَ-আর ; اِنْ يَّكَادُ-যেনো ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করে ; لَيُزْلِقُوْنَكَ-(ليزلقون+ك)-আপনাকে আছড়ে ফেলবে ; بِاَبْصَارِهِمْ-(ب+ابصار+هم)-তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা ; لَمَّا-যখন ; سَمِعُوا-তারা শোনে ; الذِّكْرَ-কুরআন ; وَ-এবং ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই সে ; لَمَجْنُوْنٌ-পাগল। ৫২-وَ-অথচ ; مَا-কিছুই নয় ; هُوَ-তা (কুরআন) ; اِلَّا-ছাড়া ; ذِكْرٌ-উপদেশ ; لِّلْعٰلَمِيْنَ-সমগ্র বিশ্বের জন্য।

৩৬. অর্থাৎ আপনি যখন কাফিরদেরকে আমার বাণী পাঠ করে শোনান তখন তারা হিংসায় জ্বলতে থাকে এবং আপনার প্রতি এমন দৃষ্টিতে তাকায় যেনো হিংসার আগুনে তারা আপনাকে ভস্মীভূত করে ফেলবে।

অথবা এর অর্থ—কাফিররা তাদের মধ্যকার কু-দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের কু-দৃষ্টি আপনার ওপর ফেলে আপনাকে ধ্বংস করে ফেলতে চায়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কোনো কু-দৃষ্টি আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর রাসূল সা.-কে সকল প্রকার কু-দৃষ্টি থেকে হিফাযত করেছেন।

২য় রুকূ' (৩৪-৫২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও-এর ভয় মনে রেখে তাঁর নিষেধাজ্ঞা মেনে এবং তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে জীবন যাপন করলে নিঃসন্দেহে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত পাওয়া যাবে।

২. আখিরাতে আল্লাহদ্রোহী এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাহদের পরিণাম কক্ষণো এক হতে পারে না—আর হবেও না।

৩. আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষের শক্তি এবং বিপক্ষ-বিদ্রোহী শক্তির পরিণাম আখিরাতে সমান হবে—এমন কথা এ পর্যন্ত নাযিলকৃত কোনো আসমানী কিতাবেও নেই।

৪. আখিরাতে মানুষের বিশ্বাস ও কর্মের ভিত্তিতে ফায়সালা হবে—এতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই।

৫. কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর এমন কোনো অঙ্গীকার নেই যার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে

যে, তার বিশ্বাস ও কর্ম যা-ই হোক না কেনো, তাকে আল্লাহ আখিরাতে মুক্তি দেবেন এবং জান্নাত দান করবেন।

৬. কোনো পীর-পুরোহিত, ফকীর-দরবেশ এমন কি কোনো নবী-রাসূলও বিশ্বাস ও কর্মের পরিশুদ্ধি ছাড়া কাফির-মুশরিকদের উক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের যামিন হতে পারেন না।

৭. আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা চাইলে সকল মু'মিনকে জাহান্নামে এবং সকল কাফির-মুশরিককে জান্নাতে দিয়ে দিতে পারেন। তবে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর শানে এমন ধারণা কখনো করা যেতে পারে না।

৮. কাফির-মুশরিকদের উপাস্য কোনো দেব-দেবী—যাদেরকে তারা আল্লাহর শরীক মনে করে—এমন দাবী করেনি ; এসব তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়।

৯. কোনো নবী-রাসূল-ই দীনের দাওয়াত তাবলীগ-এর বিনিময়ে ব্যক্তিস্বার্থে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করেননি।

১০. নবী-রাসূলদের মৌলিক চাহিদা ছিলো—মানুষ হিদায়াত লাভ করে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করুক।

১১. আখিরাতে কল্যাণ লাভ তথা আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত লাভ করতে পারাই মানুষের মৌলিক ও স্থায়ী কল্যাণ।

১২. একমাত্র নবী-রাসূলগণই মানবজাতির জন্য আসল ও স্থায়ী কল্যাণকামী। তাঁদের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী আর কেউ নেই, আর হতেও পারে না।

১৩. সকল যুলুম-নির্যাতন-নিপড়নের মুকাবিলা সবর ও সালাতের মাধ্যমে করতে হবে ; এবং এ বিশ্বাস সুদৃঢ়ভাবে পোষণ করতে হবে যে, আল্লাহ অবশ্যই এসব যুলুম-এর প্রতিবিধান করবেন।

১৪. দীনী দাওয়াতের কাজে কখনো ধৈর্যহারা হওয়া যাবে না। ধৈর্যের সাথেই সকল পরিস্থিত মুকাবিলা করতে হবে।

১৫. সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর ফায়সালা-ই চূড়ান্ত—এ বিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

১৬. মু'মিনদেরকে নিজেদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করতে হবে।

১৬. আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমাশীল। তিনিই সকল সংকট থেকে উদ্ধার করে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেবেন—এ বিশ্বাস-কে দৃঢ়ভাবে অন্তরে জাগরুক রাখতে হবে।

১৭. ইসলাম-বিরোধী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশল নিশ্চিত ব্যর্থ হবে—হতে বাধ্য।

১৮. আল কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য পালনীয় একমাত্র উপদেশ বাণী—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

১৭. দুনিয়া-আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ একমাত্র আল কুরআন বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত। এর কোনোই বিকল্প নেই।

❑

সূরা আল হাক্কাহ-মাক্কী
আয়াত ঃ ৫২
রুকূ' ঃ ২

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'আল হাক্কাহ' অর্থ নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরা নাযিলের সঠিক সময় জানা না গেলেও এর বিষয়বস্তু এবং ওমর রা. বর্ণিত হাদীসের আলোকে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে।

ওমর রা. বলেন—ইসলাম গ্রহণের আগে একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হলাম। মাসজিদে হারামে পৌঁছে দেখি তিনি আমার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন এবং নামায পড়ছেন। তিনি নামাযে সূরা আল হাক্কাহ তিলাওয়াত করছিলেন। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে তাঁর তিলাওয়াত শুনছিলাম। আমি পবিত্র কালামের বাচন-ভঙ্গি, বাক্য-বিন্যাস ও ছন্দের ঝংকার শুনে মনে মনে ভাবলাম যে, এ লোকটি নিশ্চয়ই উঁচুদরের একজন কবি হবেন—না হলে এমন মোহনীয় ছন্দের বাক্য কে রচনা করতে পারে ? কুরাইশরা তাকে এজন্যই কবি বলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সা. তিলাওয়াত করলেন ঃ

"এটাতো বাণী এক
মহা সম্মানিত রাসূলের
নহে এটা বাণী
কোনো শায়ের কবির—"

এরপর আমি মনে মনে বললাম—এ বাণী কোনো কবির না হলে, কোনো গণক ঠাকুরের অবশ্যই হবে। আর তখনই রাসূলুল্লাহ সা.-এর মুখে উচ্চারিত হলো—

নহে এটা কথা
কোনো গণক ঠাকুরের
যদিও বিশ্বাসী নও তোমরা
এ বাণী রবের বিশ্ব-জাহানের।"

এসব কথা শোনার পর ইসলাম আমার মনের গভীরে রেখাপাত করলো এবং আমাকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুললো। (মুসনাদে আহমদ, তাফহীম)

এ ঘটনার অনেক পরে ওমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ থেকেই বুঝা যায় যে, সূরা আল হাক্কাহ ওমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের অনেক আগে নাযিল হয়েছিলো।

আলোচ্য বিষয়

সূরার প্রথম রুকূ'তে কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় রুকূ'তে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল কুরআন আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল ; এতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

সূরার ১ম আয়াত থেকে ১২ আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্য অবশ্যই সংঘটিতব্য একটি বিষয়। যেসব জাতি অতীতে কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেছে। এদের মধ্যে ছিলো প্রাচীন আদ, সামূদ ও ফিরআউনের সম্প্রদায়।

১৩ থেকে ১৭ আয়াতে কিয়ামত সংঘটনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

১৮ থেকে ৩৭ আয়াতে পরকালের অনন্ত জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর সকল মানুষ পার্থিব জীবনের হিসাব-নিকাশ দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে সমবেত হবে। পার্থিব জগতে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি ; কিয়ামত, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্মশীল জীবনযাপন করেনি, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং সেখানে তাদেরকে অসম্মানজনক খাদ্য-পানীয় প্রদান করা হবে। তখন কারো কোনো আমল গোপন করা হবে না। সকলের গোপন কথাই তুলে ধরা হবে এবং মু'মিনদের ডান হাতে ও কাফির-মুশরিকদের বাম হাতে তাদের নামায়ে আমল তথা নিজ কর্মের রেকর্ড তুলে দেয়া হবে। মু'মিনরা চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দময় জীবন লাভ করবে।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর অধিকার ও বান্দাহর অধিকার আদায় করেনি, তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না। জাহান্নামই হবে তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান।

৩৮ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আল কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল কুরআন এক সম্মানিত বার্তাবাহকের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। এটা কোনো কবির রচিত কবিতা নয় ; আর না এটা কোনো গণক-ঠাকুরের কাহিনী। বরং এটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতারিত কিতাব। রাসূল যদি নিজের পক্ষ থেকে কিছু রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো, তবে কঠোর হাতে তা দমন করা হতো। তোমাদের কেউ তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারতো না।

অবশেষে বলা হয়েছে যে, এ কুরআন আল্লাহভীরু মানুষদের জন্য উপদেশের ভাণ্ডার বিশেষ। তোমাদের মধ্যে যারা এ কুরআনকে অবিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোভাবেই জানেন। এ কুরআনই হবে অবিশ্বাসীদের জন্য পরকালীন জীবনে অনুশোচনার কারণ। এ কুরআন এক মহাসত্য আল্লাহর কালাম। সুতরাং হে নবী ! আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা ও গুণগানে মশগুল থাকুন। বিরোধিদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের প্রতি আপনি ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

① الْحَاقَّةُ ② مَا الْحَاقَّةُ ③ وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الْحَاقَّةُ ④ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ

১. নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা[১]। ২. কী সেই নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা ? ৩. আর আপনি কি জানেন—সেই নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা কী[২] ? ৪. সামূদ[৩] ও আদ সম্প্রদায় মিথ্যা মনে করেছিলো

①الْحَاقَّةُ-নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা।② مَا-কী ; الْحَاقَّةُ-সেই নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা।③ وَ-আর ; مَآ-কি ; أَدْرٰىكَ-আপনি জানেন ; مَا-কী ; الْحَاقَّةُ-সেই নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা।④ كَذَّبَتْ-মিথ্যা মনে করেছিলো ; ثَمُوْدُ-সামূদ ; وَ-ও ; عَادٌ-আদ সম্প্রদায় ;

১. 'আল হাক্কাহ' শব্দটি 'হাক্কুন' মূল ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ, যা নিশ্চিত সংঘটিত হবে, যার সংঘটন অনিবার্য এবং যার সংঘটনে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এর দ্বারা কিয়ামত বুঝানো হয়েছে।

আগের সূরা আল কলমে রিসালাতের আলোচনার সাথে সাথে কিয়ামত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরায় তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং কিয়ামতে অবিশ্বাসী কতিপয় জাতির পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (রুহুল মাআনী)

২. 'আল হাক্কাহ' সম্পর্কে পরপর দু'বার প্রশ্ন করে শ্রোতাদেরকে বিস্মিত করে দেয়া হয়েছে। যাতে তারা কথার গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং পরবর্তী কথার প্রতি মনযোগী হয়ে উঠে।

৩. অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে যেমন কোনো সন্দেহ নেই তেমনি কিয়ামতকে অবিশ্বাস করলে, তার পরিণাম যে ভয়াবহ হবে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কিয়ামতকে বিশ্বাস করে জীবন যাপন করা, আর অবিশ্বাস করে জীবন যাপন করার মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আগের কালের অবিশ্বাসী জাতি এবং বিশ্বাসী জাতিসমূহ এর সাক্ষী। আল্লাহর দরবারে হিসাব দেয়ার বিষয়কে যারা মিথ্যা মনে করেছে তারা মারাত্মক নৈতিক অতঃপতনে ডুবে গেছে, ফলে তারা (আল্লাহর গযবে) দুনিয়াতেই নিমজ্জিত হয়ে দুনিয়া থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সামূদ জাতি তেমনই একটি অবিশ্বাসী জাতি ছিলো।

بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ

সেই মহাপ্রলয়কে[৪]। ৫. অতঃপর সামূদ সম্প্রদায়—তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো বিকট শব্দ দিয়ে[৫]। ৬. আর আদ সম্প্রদায়—তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এমন বায়ু দিয়ে

صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى

(যা ছিলো) প্রচণ্ড শব্দ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। ৭. তিনি (আল্লাহ) তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন তা সাত রাত ও আট দিন—বিরামহীনভাবে ; তখন আপনি দেখতে পেতেন

الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

সেই সম্প্রদায়কে সেখানে লুটিয়ে পড়ে থাকা অবস্থায়, যেনো তারা মূল থেকে উপড়ে পড়ে থাকা খেজুর গাছের কাণ্ড[৬]। ৮. অতঃপর আপনি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছেন কি?

بِالْقَارِعَةِ-সেই মহাপ্রলয়কে।⑤ فَأَمَّا-অতঃপর ; ثَمُودُ-সামূদ সম্প্রদায় ; فَأُهْلِكُوا-তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো ; بِالطَّاغِيَةِ-বিকট শব্দ দিয়ে।⑥ وَأَمَّا-আর ; عَادٌ-আদ সম্প্রদায় ; فَأُهْلِكُوا-তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো ; بِرِيحٍ-এমন বায়ু দিয়ে ; صَرْصَرٍ-(যা ছিলো) প্রচণ্ড শব্দ বিশিষ্ট ; عَاتِيَةٍ-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ।⑦ سَخَّرَهَا-তিনি (আল্লাহ) তা একাধারে চাপিয়ে রেখেছিলেন ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; سَبْعَ-সাত ; لَيَالٍ-রাত ; وَ-ও ; ثَمَانِيَةَ-আট ; أَيَّامٍ-দিন ; حُسُومًا-বিরামহীনভাবে ; فَتَرَى-(ف+ترى)-তখন আপনি দেখতে পেতেন ; الْقَوْمَ-সেই সম্প্রদায়কে ; فِيهَا-সেখানে ; صَرْعَىٰ-লুটিয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় ; كَأَنَّهُمْ-(كان+هم)-যেনো তারা ; أَعْجَازُ-কাণ্ড ; نَخْلٍ-খেজুর গাছের ; خَاوِيَةٍ-মূল থেকে উপড়ে পড়ে থাকা।⑧ فَهَلْ-অতঃপর কি ; تَرَىٰ-আপনি দেখতে পাচ্ছেন ; لَهُمْ-তাদের ; مِنْ-কাউকে ; بَاقِيَةٍ-অবশিষ্ট।

৪. 'আল কারিয়াহ' শব্দটি 'কারউন' ধাতু থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ মহাবিপদ, বিধ্বংসী দুর্যোগ, মহাপ্রলয়। এর দ্বারা কিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে।

৫. অর্থাৎ 'সামূদ' জাতি কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিলো। তাদেরকে এক প্রচণ্ড শব্দ দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এখানে তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে 'তাগিয়াহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ সীমা অতিক্রমকারী শব্দ। মূলত এর অর্থ সীমালংঘনকারী, বিদ্রোহী, অহংকারী ও পাপাচারী অর্থাৎ তাদেরকে যে, শব্দ দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিলো, তা ছিলো শব্দের উচ্চতর সব সীমালংঘনকারী তথা প্রচণ্ড বিকট শব্দ।

৬. অর্থাৎ কিয়ামতে অবিশ্বাসী 'আদ'জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে বিরামহীন প্রচণ্ড তুফান দিয়ে, যা তাদের ওপর দিয়ে সাত রাত আট দিন প্রচণ্ড বেগে প্রবহমান ছিলো।

⑨وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ⑩ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ

৯. আর লিপ্ত হয়েছিলো—ফিরআউন ও তারা, যারা ছিলো তার আগে এবং উল্টে দেয়া জনপদবাসী-(কাওমে লূত) সেই একই গুরুতর পাপে। ১০. আর তারা অমান্য করেছিলো তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে (লূতকে)

فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ⑪ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ⑫ لِنَجْعَلَهَا

ফলে তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে পাকড়াও করলেন—অত্যন্ত কঠোর পাকড়াও। ১১. যখন পানি সীমা অতিক্রম করেছিলো[৭] তখন নিশ্চিত আমি-ই তোমাদেরকে (তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌকায়।[৮] ১২. যেনো আমি এটাকে করতে পারি

⑨ وَ-আর ; جَاءَ-লিপ্ত হয়েছিলো ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ; وَ-ও ; مَنْ-তারা, যারা ছিলো; قَبْلَهُ-তার আগে ; وَ-এবং ; الْمُؤْتَفِكَٰتُ-উল্টে দেয়া জনপদবাসী (কাওমে লূত) ; بِالْخَاطِئَةِ-(ب+ال+خاطئة)-সেই একই গুরুতর পাপে। ⑩ فَعَصَوْا-আর তারা অমান্য করেছিলো ; رَسُولَ-রাসূলকে (লূতকে) ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; فَأَخَذَهُمْ-(ف+اخذ+هم)-ফলে তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে পাকড়াও করলেন ; أَخْذَةً-পাকড়াও ; رَّابِيَةً-অত্যন্ত কঠোর। ⑪ إِنَّا-নিশ্চিত আমি-ই ; لَمَّا-যখন ; طَغَا-সীমা অতিক্রম করেছিলো ; الْمَاءُ-পানি ; حَمَلْنَٰكُمْ-(حملنا+كم)-আরোহণ করিয়েছিলাম তোমাদেরকে (তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণকে) ; فِي الْجَارِيَةِ-নৌকায়। ⑫ لِنَجْعَلَهَا-(لنجعل+ها)-যেনো আমি এটাকে করতে পারি ;

ফলে তাদের অবস্থা হয়েছিলো ভেতর ফাঁপা উৎপাটিত খেজুর গাছের মতো। তাদের বিশালাকার দেহে মুখ দিয়ে বাতাস ঢুকে ধরাশায়ী খেজুর কাণ্ডের মতো এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখেছিলো।

৭. এখানে সেই মহাপ্লাবনের দিকে ইংগীত করা হয়েছে, যা নূহ আ.-এর সময় সংঘটিত হয়েছিলো। সেই মহাপ্লাবনে পানিতে ডুবে ধ্বংস হয়েছিলো নূহ আ.-এর অবাধ্য জাতি। তবে এ ধ্বংস থেকে একমাত্র তারাই রক্ষা পেয়েছিলো, যারা নূহ আ.-এর কথা মেনে চলেছিলো। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নূহ আ. কর্তৃক তৈরী জাহাযে উঠিয়ে রক্ষা করেছিলেন।

৮. নূহ আ.-এর সময়কার সেই মহাপ্লাবন থেকে যাদেরকে জাহাযে তুলে রক্ষা করেছিলেন তারাই বর্তমান বিশ্বে যতো মানুষ আছে তাদের সকলের পূর্বপুরুষ। আল্লাহ তা'আলা তাই তৎকালীন আরববাসীকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তোমাদেরকে মহাপ্লাবন থেকে জাহাযে উঠিয়ে রক্ষা করেছিলাম। তাই আল্লাহর এ সম্বোধন কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষ দুনিয়াতে আসবে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ (১২) فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ (১৩)

তোমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় এবং সংরক্ষণ করে তা স্মরণকারী কান।[৯]
১৩. অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে—একটি মাত্র ফুঁক[১০]।

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً (১৪) فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ

১৪. আর ঊর্ধে উঠানো হবে পৃথিবী ও পর্বতমালাকে, তারপর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে উভয়কে একই আঘাতে। ১৫. আর সেদিনেই সংঘটিত হবে

الْوَاقِعَةُ (১৫) وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ (১৬) وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ط وَ

মহাপ্রলয়। ১৬. আর আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, ফলে সেদিন তার বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে। ১৭. আর ফেরেশতাগণ তার (আসমানের) কিনারায় অবস্থান করবে, আর

لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; تَذْكِرَةً-একটি শিক্ষণীয় বিষয় ; وَّ-এবং ; تَعِيَهَا-সংরক্ষণ করে তা ; اُذُنٌ-কান ; وَّاعِيَةٌ-স্মরণকারীর। (১২) فَاِذَا-(ف+اذا)-অতঃপর যখন ; نُفِخَ-ফুঁক দেয়া হবে ; فِى الصُّوْرِ-শিঙ্গায় ; نَفْخَةٌ-ফুঁক ; وَّاحِدَةٌ-একটি মাত্র। (১৩) وَّ-আর ; حُمِلَتِ-ঊর্ধে উঠানো হবে ; الْاَرْضُ-পৃথিবী ; وَ-ও ; الْجِبَالُ-পর্বতমালাকে ; فَدُكَّتَا-(ف+دكت)-তারপর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে উভয়কে ; دَكَّةً-আঘাতে ; وَّاحِدَةً-একই। (১৪) فَيَوْمَئِذٍ-(ف+يومئذ)-আর সেদিনেই ; وَّقَعَتِ-সংঘটিত হবে ; الْوَاقِعَةُ-মহাপ্রলয়। (১৫) وَ-আর ; انْشَقَّتِ-ফেটে চৌচির হয়ে যাবে ; السَّمَآءُ-আকাশ ; فَهِىَ-(ف+هى)-ফলে তার ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; وَّاهِيَةٌ-বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে। (১৬) وَّ-আর ; الْمَلَكُ-ফেরেশতাগণ ; عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا-(على+ارجاء+ها)-তার (আসমানের) কিনারায় অবস্থান করবে ; وَ-আর ;

৯. আল্লাহ তা'আলা সামূদ, আদ, ফিরআউন, লূত এবং নূহ আ.-এর অবাধ্য জাতির পরিণামের কথা আলোচনা করেছেন এবং এসব জাতির পরিণামকে পরবর্তী মানুষের জন্য শিক্ষা ও নসীহত গ্রহণের উপকরণ বানিয়েছেন। যাতে করে পরবর্তীকালের মানুষ তাদের কিয়ামতে অবিশ্বাস ও নবীদের কথা অমান্য করার পরিণতির কথা স্মরণ করে আখিরাতে বিশ্বাসী হয় এবং শেষ নবীর আনীত জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করে নিজেদের দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে নেয়।

মানুষ এমন যেনো না হয় যে, এসব ঘটনা শোনে ও তা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ না করে এবং তা ভুলে যায় ; বরং এসব ঘটনা শুনে এবং এসব জাতির পরিণামের কথা মনে রেখে নিজের জীবনকে যেনো সঠিক পথে পরিচালিত করে।

يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٨﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ

আপনার প্রতিপালকের আরশ সেদিন আটজন (ফেরেশতা) নিজেদের ওপর বহন করবে[১১]। ১৮. সেদিন তোমাদেরকে (হিসেবের জন্য) উপস্থিত করা হবে—গোপন থাকবে না (সেদিন) তোমাদের

خَافِيَةٌ ﴿١٩﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿٢٠﴾ إِنِّىْ

কোনো গোপনীয়তা। ১৯. অতঃপর তখন যাকে দেয়া হবে তার কর্মলিপি তার ডান হাতে[১২] তখন সে বলবে—"নাও তোমরা আমার আমল (কর্মলিপি) পড়ে দেখো[১৩] ; ২০. আমি তো নিশ্চিত

يَحْمِلُ-বহন করবে ; عَرْشَ-আরশ ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; فَوْقَهُمْ-নিজেদের ওপর ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; ثَمٰنِيَةٌ-আটজন (ফেরেশতা)। (১৮) يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; تُعْرَضُوْنَ-তোমাদেরকে (হিসাবের জন্য) উপস্থিত করা হবে — لَا تَخْفٰى-গোপন থাকবে না (সেদিন) ; مِنْكُمْ-তোমাদের ; خَافِيَةٌ-কোনো গোপনীয়তা। (১৯) فَأَمَّا-(ف+اما)-অতঃপর তখন; مَنْ-যাকে ; أُوْتِىَ-দেয়া হবে ; كِتٰبَهٗ-(كتب+ه)-তার কর্মলিপি ; بِيَمِيْنِهٖ-(ب+يمين+ه)-তার ডান হাতে ; فَيَقُوْلُ-তখন সে বলবে ; هَاؤُمُ-নাও ; اقْرَءُوْا-তোমরা পড়ে দেখো; كِتٰبِيَهْ-আমার আমল (কর্মলিপি)। (২০) إِنِّىْ-আমি তো নিশ্চিত ;

১০. 'সূর' অর্থ 'শিঙ্গা'। কিয়ামতের দিন ইসরাফীল আ. এতে ফুঁক দিয়ে কিয়ামতের সূচনা করবেন। এ পর্যায়ে ৩টি ফুঁক দেয়ার কথা কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়। প্রথম ফুঁক হবে 'নাফখাতুল ফাযা' তথা ভীত সন্ত্রস্ত করে দেয়ার ফুঁক ও দ্বিতীয় ফুঁক হবে 'নাফখাতুস সা'ক' তথা সকল প্রাণীকে মৃত্যুদানকারী ফুঁক, তৃতীয় ফুঁক হবে 'নাফখাতুল বা'স' বা পুনর্জীবিত করার ফুঁক। আলোচ্য আয়াতে তিনটি ফুঁকের ঘটনাবলী একই সাথে বর্ণিত হয়েছে।

১১. আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশ বহন করবে আট ফেরেশতা। এখানে আট শব্দ দ্বারা 'আটজন' 'আট সারি' বা 'আটদল' সবই হতে পারে। মূলত আলোচ্য আয়াতটি মুতাশাবেহাত এর অন্তর্ভুক্ত।

কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশ বহন করার ধরন কি হবে ? আল্লাহর আরশ-ই বা কেমন ? সেই সময় আরশের ওপর তাঁর অবস্থান কিভাবে হবে ? এসব প্রশ্নের উত্তর মানুষের জানা নেই। আল্লাহ তা'আলা রূপকভাবে মানুষের মধ্যে কিছুটা ধারণা দেয়ার জন্য এ বিষয়গুলো মানুষের বোধগম্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ জাতীয় আয়াতগুলোর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ না করে এসব আয়াতের মর্ম সম্পর্কে আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করাই উচিত।

১২. আগের আয়াতসমূহে কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরার পর এখানে নেক্কার লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের আমলনামা বা কাজের রিপোর্ট তাদের

ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلٰقٍ حِسَابِیَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِیْ عِیْشَةٍ رَّاضِیَةٍ ﴿٢١﴾ فِیْ جَنَّةٍ عَالِیَةٍ ﴿٢٢﴾

ধারণা করেছিলাম যে, আমাকে অবশ্যই হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে[১৪]। ২১. ফলে সে থাকবে মনের মতো আরাম-আয়েশে—২২. উচ্চ মানের জান্নাতে।

ظَنَنْتُ-ধারণা করেছিলাম ; اَنِّیْ-যে, আমাকে অবশ্যই ; مُلٰقٍ-মুখোমুখি হতে হবে ; حِسَابِیَهْ-হিসাবের। ﴿٢١﴾ فَهُوَ-(ف+هو)-ফলে সে থাকবে ; فِیْ عِیْشَةٍ-আরাম-আয়েশে ; رَّاضِیَةٍ-মনের মতো। ﴿٢٢﴾ فِیْ جَنَّةٍ-জান্নাতে ; عَالِیَةٍ-উচ্চ মানের।

ডান হাতে দেয়া হবে। এর দ্বারা তাদের রিপোর্ট যে পরিচ্ছন্ন তা-ই প্রমাণ হবে। আর তখন তারা সকলকে নিজ নিজ রিপোর্ট দেখিয়ে বলবে এসো আমার রিপোর্ট দেখো। ডান হাতে আমলনামা পেয়ে বুঝতে পারবে যে, তাদের হিসাব শেষ হয়েছে—আল্লাহর দরবারে তারা অপরাধী নয় ; বরং নেক্‌কার, চরিত্রবান ও সদাচারী হিসেবেই উপস্থিত হয়েছে। তারা আনন্দিত মনে আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজনকে বলবে যে, আমার ডান হাতে আমলনামা পেয়েছি, তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখো।

আসলে একজন নেক্‌কার মানুষ মৃত্যুর সময় থেকেই বুঝতে পারে, সে সৎকর্মশীল ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে পরকালে যাত্রা করছে, না-কি অসৎ ও পাপাচারী হিসেবে যাত্রা করছে। একজন নেক্‌কার মানুষের সাথে মৃত্যুর সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত একজন মেহমানের মতো আচরণ করা হবে। কিন্তু একজন অসৎ ও পাপাচারী ব্যক্তির সাথে একজন অপরাধী কয়েদীর মতো আচরণ করা হবে।

১৩. অর্থাৎ আমলনামা ডান হাতে পাওয়ার সাথে সাথে খুশীতে তার মন ভরে উঠবে। সে বন্ধু-বান্ধবদেরকে তার সফলতার খবর পৌঁছাবে এবং তার কর্মের প্রতিবেদন দেখিয়ে তা পড়ে দেখার জন্য বলবে। সূরা আল ইনশিকাকের ৭ থেকে ৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব অত্যন্ত দ্রুত ও সহজভাবে নেয়া হবে ; আর সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাবে।"

১৪. অর্থাৎ তারা নিজেদের সৌভাগ্যের কারণ হিসেবে সবাইকে বলবে যে, তারা আল্লাহর নিকট হিসাব দেয়ার ব্যাপারে দুনিয়ার জীবনে গাফিল ছিলো না। বরং একদিন তাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে—একথা স্মরণ রেখে দুনিয়াতে জীবন যাপন করেছে।

এর আরেকটি ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, সে বলবে—আমি ধারণা করেছিলাম, আমার বিচার হবে এবং আমার গুনাহের জন্য পাকড়াও করবেন ; কিন্তু আল্লাহ আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, তিনি আমার গুনাহখাতার দিকে মোটেই দৃষ্টি দেননি। তিনি আমাকে উত্তম প্রতিফল দান করেছেন। (কাবীর, যিলাল)

﴿٢٣﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٤﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٥﴾ وَ

২৩. তার (জান্নাতের) ফল-ফলাদি থাকবে নাগালের মধ্যে। ২৪. (এসব লোককে বলা হবে)—"তৃপ্তির সাথে তোমরা খাও এবং পান করো তার বিনিময়ে যা তোমরা অতীত দিনগুলোতে করে এসেছো। ২৫. আর

أَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ﴿٢٦﴾ وَلَمْ أَدْرِ

তখন যাকে দেয়া হবে তার আমল (কর্মলিপি) তার বাম হাতে[১৫], তখন সে বলবে—"হায় আমার কর্মলিপি যদি আমাকে আদৌ না দেয়া হতো[১৬] ২৬.এবং আমি আদৌ না জানতাম

مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٧﴾ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٨﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ ﴿٢٩﴾ هَلَكَ عَنِّى

আমার হিসাব-নিকাশ কি[১৭]; (তাহলে কতোই না ভালো হতো)। ২৭. হায় তা (সেই মৃত্যুই যা দুনিয়াতে হয়েছিলো) যদি চূড়ান্ত হতো[১৮]; ২৮. আমার ধন-সম্পদ আমার কোনোই কাজে আসলো না—২৯. বিনাশ হয়েছে

(২৩) قُطُوفُهَا-(قطوف+ها)-তার (জান্নাতের) ফল-ফলাদি থাকবে ; دَانِيَةٌ -নাগালের মধ্যে। (২৪) كُلُوا-(এসব লোকদের বলা হবে) তোমরা খাও ; وَ-এবং ; اشْرَبُوا-পান করো ; هَنِيٓـًٔا-তৃপ্তির সাথে ; بِمَآ-তার বিনিময়ে যা ; أَسْلَفْتُمْ-তোমরা করে এসেছো ; فِى الْأَيَّامِ-দিনগুলোতে ; الْخَالِيَةِ-অতীত। (২৫) وَ-আর ; أَمَّا-তখন ; مَنْ-যাকে ; أُوتِىَ-দেয়া হবে ; كِتَٰبَهُ-(كتب+ه)-তার আমল (কর্মলিপি) ; بِشِمَالِهِ-(ب+شمال+ه)-তার বাম হাতে ; فَيَقُولُ-(ف+يقول)-তখন সে বলবে ; يَٰلَيْتَنِى-হায় যদি আমাকে ; لَمْ أُوتَ-আদৌ না দেয়া হতো ; كِتَٰبِيَهْ-আমার কর্মলিপি। (২৬) وَ-এবং ; لَمْ-আমি আদৌ না জানতাম; أَدْرِ مَا-কি ; حِسَابِيَهْ-আমার হিসাব-নিকাশ (তাহলে কতোই না ভালো হতো)। (২৭) يَٰلَيْتَهَا-হায় যদি তা (সেই মৃত্যুই যা দুনিয়াতে হয়েছিলো) ; كَانَتِ-হতো ; الْقَاضِيَةَ-চূড়ান্ত। (২৮) مَآ أَغْنَىٰ-কোনোই কাজে আসলো না ; عَنِّى-আমার ; مَالِيَهْ-ধন-সম্পদ। (২৯) هَلَكَ-বিনাশ হয়েছে ; عَنِّى-আমার ;

১৫. আলোচ্য আয়াতসমূহে কিয়ামতে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপাচারী লোকদের মানসিক অবস্থা কেমন হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। হাশরের মাঠে তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দিয়ে দেয়া হবে। এটা এভাবে হতে পারে যে, তারা আমলনামা নিতে চাইবে না, কারণ তারা তো জানে তাদের কাজের রিপোর্ট খুবই খারাপ। তাই তারা তাদের হাত পেছনে নিয়ে যাবে, আর তখনই পেছন দিক থেকে তাদের বাম হাতে আমলনামা দিয়ে দেয়া হবে।

سُلْطٰنِيَهْ ۝٢٩ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝٣٠ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝٣١ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا

আমার সব ক্ষমতা-প্রতিপত্তি[১৯]। ৩০. (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে)—তাকে ধরো, অতঃপর তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। ৩১. তারপর তাকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দাও। ৩২. আবার এমন এক শিকলে—যার দৈর্ঘ্য

سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝٣٢ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝٣٣ وَلَا يَحُضُّ

সত্তর গজ (ফেরেশতাদের মাপে) এবং তা দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলো। ৩৩. নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিলো না ; ৩৪. এবং সে উৎসাহিত করতো না

سُلْطٰنِيَهْ-সব ক্ষমতা-প্রতিপত্তি। ۝٣٠ خُذُوْهُ-(خذوا+ه)-(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) তাকে ধরো ; فَغُلُّوْهُ-(ف+غلوا+ه)-অতঃপর তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। ۝٣١ ثُمَّ-তারপর ; الْجَحِيْمَ-জাহান্নামে ; صَلُّوْهُ-তাকে ঢুকিয়ে দাও। ۝٣٢ ثُمَّ-আবার ; فِيْ سِلْسِلَةٍ-এমন এক শিকলে ; ذَرْعُهَا-(ذرع+ها)-যার দৈর্ঘ্য ; سَبْعُوْنَ-সত্তর ; ذِرَاعًا-গজ (ফেরেশতাদের মাপে) ; فَاسْلُكُوْهُ-(ف+اسلكو+ه)-এবং তা দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলো। ۝٣٣ اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই সে ; كَانَ لَا يُؤْمِنُ-বিশ্বাসী ছিলো না ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; الْعَظِيْمِ-মহান। ۝٣٤ وَ-এবং ; لَا يَحُضُّ-উৎসাহিত করতো না ;

১৬. অর্থাৎ সবার সামনে আমার আমলনামা দিয়ে আমাকে অপমানিত না করে যে শাস্তি আমার প্রাপ্য তা দিয়ে দিলেই ভালো হতো।

১৭. অর্থাৎ আমার আমলনামা যদি না পেতাম এবং আমার হিসাব-নিকাশ আমি না-ই জানতাম তাহলে কতোই না ভালো হতো।

১৮. অর্থাৎ সে আরো আফসোস করে বলবে—হায় আমার মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হতো—দুনিয়াতে মৃত্যুর পর যদি আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম, দ্বিতীয় কোনো জীবনই যদি না হতো। এখানে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানসিক শাস্তি, শারীরিক শাস্তি থেকেও কষ্টদায়ক।

১৯. 'হালাকা আন্নী সুলতানিয়াহ' আয়াতে উল্লিখিত সুলতানিয়া শব্দের এক অর্থ যুক্তি ও দলীল প্রমাণ। এ অর্থের আলোকে আয়াতের অর্থ হবে—আমি দুনিয়ার জীবনে থাকতে কিয়ামত, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, আমলনামা লাভ ও জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি অবিশ্বাস করে যেসব যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ পেশ করতাম, সেসব আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে আছে। সেসব যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ এখন অসার প্রমাণিত হয়েছে।

আর 'সুলতানিয়াই' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হলো—ক্ষমতা, আধিপত্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি। এ অর্থের আলোকে আয়াতের মর্ম হবে—দুনিয়ার জীবনে অবস্থানকালে

عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٦﴾

অভাবীদের খাদ্য দানে[২০] ; ৩৫. অতএব আজ এখানে তার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই। ৩৬. আর না আছে কোনো খাদ্য ক্ষত থেকে নির্গত রক্ত-পুঁজ ছাড়া

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. যা পাপাচারী ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ খাবে না।

عَلٰى طَعَامِ-খাদ্য দানে ; الْمِسْكِيْنِ-অভাবীদের। ৩৫ فَلَيْسَ-অতএব নেই ; لَهُ-তাঁর ; الْيَوْمَ-আজ ; هٰهُنَا-এখানে ; حَمِيْمٌ-কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু। ৩৬ وَ-আর ; لَا-না (আছে); طَعَامٌ-কোনো খাদ্য ; إِلَّا-ছাড়া ; مِنْ-থেকে ; غِسْلِيْنٍ-ক্ষত-নির্গত রক্ত-পুঁজ। ৩৭ لَا يَأْكُلُهُ-(لا يأكل+ه)-আর কেউ খাবে না ; إِلَّا-ছাড়া ; الْخَاطِئُوْنَ-পাপাচারী।

আমার যে ক্ষমতা, আধিপত্য ও প্রভুত্ব বজায় ছিলো, তা সবই আমার থেকে অপসারিত হয়ে গেছে ; আমি এখন অসহায় ও নিরুপায় হয়ে গেছি। আমার কোনো ক্ষমতা আধিপত্যই আজ আর অবশিষ্ট নেই।

২০. অর্থাৎ এসব পাপাচারী দীন-বিরোধী অবিশ্বাসীদের এ করুণ পরিণতির কারণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিলো না এবং অভাবী লোকদেরকে খাদ্য দান করতে অন্যদেরকে উৎসাহিত করতো না। তাদের অন্তর ছিলো আল্লাহর প্রতি ঈমান শূন্য এবং মানুষের প্রতি দরদ-শূন্য। সুতরাং তারা এমন শাস্তির-ই উপযুক্ত। তাদের অন্তর আল্লাহর প্রতি ঈমান-শূন্য হওয়ার কারণে তা মৃত, উজাড়, নিষ্প্রাণ ও আলোহীন। তারা জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও অধম। দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁর পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করে। এদের অন্তর দুঃস্থ মানবতার প্রতিও সহানুভূতিশীল ছিলো না। অথচ দুঃস্থ মানুষের প্রতি দয়াশীলতা হওয়া মানবীয় বৈশিষ্ট্য। এরা নিজেরা তো দুঃস্থদেরকে খাদ্য দেয়নি, অন্যদেরকেও এরা দুঃস্থদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করেনি। এজন্যই তাদেরকে আজ শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুঃস্থ মানবতার সেবা করা সকলের সামাজিক কর্তব্য এবং বিশেষ করে মু'মিনদের জন্য একটি দীনী কাজও বটে।

১ম রুকূ' (১-৩৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামত অবশ্য অবশ্যই সংঘটিত হবে—কিয়ামতকে যারা কথায় কাজে এবং অন্তর থেকে অবিশ্বাসকারী তারা নিঃসন্দেহে কাফির।

২. অতীতের সামূদ ও আদ জাতি শারীরিক ও বস্তুগত দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলো ; কিয়ামতকে অবিশ্বাস করার কারণে তারা দুনিয়াতেই আল্লাহর গযবে সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে।

৩. কিয়ামত অবিশ্বাস করার অর্থ আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করা।

৪. আখিরাত অবিশ্বাসী জাতির দুনিয়াতে নৈতিক অধঃপতন অনিবার্য। আর নৈতিক অধঃপতনই মানুষকে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত করে দেয়।

৫. সামূদ জাতিকে মর্মভেদী এক বিকট শব্দ দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো।

৬. আদ জাতিকে বিরামহীনভাবে সাত রাত ও আট দিন প্রবহমান এক তুফান দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো।

৭. আল্লাহর কালামকে অবিশ্বাস করে কোনো জাতিই নিজ শক্তির জোরে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে সক্ষম নয়।

৮. আল্লাহর গযবে ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিসমূহের কোনো লোকই আর দুনিয়াতে বেঁচে থাকেনি।

৯. সেসব জাতির বিধ্বস্ত অঞ্চল, বাড়ীঘর, সভ্যতা-সংস্কৃতির নিদর্শনসমূহ কালের সাক্ষী হিসেবে জনমানব শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে।

১০. আখিরাত অবিশ্বাসী ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে ফিরআউনের জাতি যাদের নীল নদে ডুবিয়ে মারা হয়েছিলো। আরো ছিলো তার আগেকার অনেক জাতি-গোষ্ঠী।

১১. কুফরীতে হঠকারী আরেক জাতি হলো কাওমে লূত আ.-এর জাতি। এদের জনপদকে উল্টে দেয়া হয়েছিলো, যা পরবর্তী কালের লোকদের শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ হয়ে আছে।

১২. উল্লিখিত বিধ্বস্ত জাতি-গোষ্ঠীর আগে চরম হঠকারী মানব-গোষ্ঠী ছিলো কাওমে নূহ তথা নূহ আ.-এর জাতি।

১৩. নূহ আ. তাদেরকে সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলেন ; কিন্তু গুটিকতেক লোক ছাড়া আর কেউ ঈমান আনেনি।

১৪. অবশেষে এ হটকারী জাতিকে অবিরাম বৃষ্টি ও ব্যাপক জলোচ্ছ্বাস দিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে দুনিয়াকে আল্লাহ পবিত্র করে দেন।

১৫. 'কাওমে নূহ'-এর যে কয়জন লোক নূহ আ.-এর দাওয়াত গ্রহণ করে আল্লাহ, নবী ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছিলো, তাদেরকে নূহ-এর জাহাযে তুলে রক্ষা করেছিলেন।

১৬. কাওমে নূহ-এর ধ্বংস থেকে যারা নূহ আ.-এর তৈরী জাহাযে উঠে জীবন রক্ষা করেছিলো পরবর্তী মানব গোষ্ঠী তাদেরই বংশধর এবং প্রজন্ম।

১৭. আল কুরআন যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য মানুষের জন্য একমাত্র হিদায়াত-গ্রন্থ তাই এতে বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে সকল মানব গোষ্ঠীর জন্য শিক্ষণীয়.বিষয় রয়েছে।

১৮. দুনিয়াতে যতোদিন আল কুরআনের অধ্যয়ন-অনুসরণ চালু থাকবে ততোদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

১৯. আল কুরআনের জ্ঞানচর্চা তথা অধ্যয়ন-অনুসরণ বন্ধ হয়ে গেলে মানবজাতি মূর্খতার অন্ধকারে ডুবে যাবে—নেমে আসবে জাহিলিয়াতের নিকষ কালো অমানিশা।

২০. জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকার পৃথিবীতে নেমে আসবে কিয়ামত তথা মহাপ্রলয়.।

২১. মহাপ্রলয় কালীন ঘটিতব্য বিভিন্ন ঘটনাবলী কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত আছে। তাছাড়া হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। অধিক অবগতির জন্য সেগুলো দেখে নেয়া যেতে পারে।

২২. কিয়ামতের সূচনা হবে ইসরাফীলের শিঙ্গার প্রথম ফুঁক দ্বারা। এটা হবে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়ার ফুঁক। এ ফুঁকের সাথে সাথে মানুষ ও সকল প্রাণী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করতে থাকবে।

২৩. দ্বিতীয় ফুঁকের সাথে সাথে পৃথিবী ও এর মধ্যকার সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে থাকবে এবং সবকিছুই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

২৪. সেই মহাপ্রলয়ে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে—পৃথিবী ও আকাশের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি শেষ হয়ে যাবে, ফলে আসমান-যমীন একাকার হয়ে যাবে।

২৫. শিঙ্গার তৃতীয় ফুঁকের সাথে সাথে আগে-পরের সমস্ত মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে সমতল হাশরের ময়দানে জমায়েত হবে।

২৬. সেদিন আল্লাহ তাঁর আরশে বিচারকের আসনে বসবেন—ফেরেশতারা আল্লাহর আরশ বহন করে রাখবে।

২৭. মানব জাতির সূচনা লগ্ন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে।

২৮. মানুষের ছোট-বড় সকল তৎপরতার সচিত্র প্রতিবেদন তাদের সামনে পেশ করা হবে—কোনো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়ও বাদ পড়বে না।

২৯. দুনিয়াতে যারা আল্লাহ ও তাঁর নবী-রাসূলের নির্দেশিত ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করে চলেছে, সেদিন তাদের আমলনামা বা কার্যলিপি ডান হাতে গ্রহণ করবে।

৩০. ডান হাতে পাওয়া সৌভাগ্যবান মানুষ আনন্দিত মনে সবাইকে তার আমলনামা দেখিয়ে তা পড়তে বলবে।

৩১. ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুসরণকারী লোকেরা চিরন্তন সুখের আবাস জান্নাত লাভ করে ধন্য হবে।

৩২. কাফির-মুশরিক, মুনাফিক, আল্লাহদ্রোহী শক্তি এবং তাদের অনুসরণকারী শক্তি সেদিন পেছন থেকে বাম হাতে তাদের কর্মলিপি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

৩৩. আল্লাহদ্রোহী, প্রতিপত্তিশালী ধনিক শ্রেণী চরম হতাশায় নিমজ্জিত থাকবে—তাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সেদিন তাদের কোনো কাজেই লাগবে না।

৩৪. জান্নাত লাভকারী ডানপন্থী লোকেরা সেদিন পানাহার ও আরাম-আয়েশে থাকবে—সবাই তাদের নিজ নিজ রুচী ও পসন্দ মাফিক পানাহার ও ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত থাকবে।

৩৫. বামপন্থী ইসলাম-বিরোধী শক্তির দোসরদের সেদিন গলায় লোহার জিঞ্জির লাগিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৩৬. আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে সেদিন জাহান্নামের আগুনের ভেতর বেঁধে রাখা হবে—জাহান্নামীদের ক্ষত থেকে নির্গত রক্ত ও পুঁজ ছাড়া সেদিন যাদের আর কোনো খাদ্য থাকবে না।

৩৭. জাহান্নামে তাদের কোনো সাহায্যকারী বা সান্ত্বনা দানকারী বন্ধুও থাকবে না।

৩৮. অতএব আখিরাতের হিসাব দেয়ার কথা সদা-সর্বদা অন্তরে সজাগ রেখেই জীবনকে পরিচালনা করতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-১৫

﴿٣٨﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٤٠﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

৩৮. অতএব না—[21] আমি কসম করছি তার যা তোমরা দেখছো (সৃষ্টির মধ্যে) ৩৯. আর তার, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। ৪০. নিশ্চয়ই এটা (কুরআন) একজন সম্মানিত রাসূলের[22] বাহিত বাণী।

﴿٤١﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا

৪১. আর এটা কোনো কবির কথা নয় ; তোমরা যা বিশ্বাস করো তা নিতান্ত নগণ্য[23]।
৪২. আর এটা না কোনো গণকের কথা—নিতান্তই নগণ্য তা যে,

৩৮ فَلَآ أُقْسِمُ-(ف+لا+اقسم)-অতএব না-আমি কসম করছি ; بِمَا-তার, যা ; تُبْصِرُونَ-তোমরা দেখছো (সৃষ্টির মধ্যে)। ৩৯ وَ-আর ; مَا-তার, যা ; لَاتُبْصِرُونَ-তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। ৪০ اِنَّهُ-নিশ্চয় এটা (কুরআন) ; لَقَوْلُ-বাণী ; رَسُوْلٍ-রাসূলের ; كَرِيْمٍ-সম্মানিত। ৪১ وَّ-আর ; مَا-নয় ; هُوَ-এটা ; بِقَوْلِ-বাণী ; شَاعِرٍ-কোনো কবির ; قَلِيْلًا-নিতান্ত নগণ্য ; مَّا-তা, যা ; تُؤْمِنُوْنَ-তোমরা বিশ্বাস করো। ৪২ وَ-আর ; لَا-না; بِقَوْلِ-এটা কথা ; كَاهِنٍ-কোনো গণকের ; قَلِيْلًا-নিতান্তই নগণ্য ; مَّا-তা, যা ;

২১. অর্থাৎ তোমরা এ কুরআন ও রাসূল সা. সম্পর্কে যেসব ধারণা করছো, ব্যাপার তা নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, মক্কার কাফির সরদাররা মুহাম্মাদ সা.-কে বিভিন্ন অপবাদ দিতো এবং তা সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করতো। যাতে তাঁর দাওয়াত কেউ গ্রহণ না করে। বিখ্যাত মুফাস্সির মুকাতিল বলেন যে, কাফির সরদার ওয়ালিদ রাসূলুল্লাহ সা.-কে যাদুকর ; আবু জাহেল তাকে কবি এবং উতবা তাঁকে গণক-ঠাকুর বলে মানুষের কাছে প্রচারণা চালাতো এবং তারা মানুষকে তাঁর কথাবার্তা শুনতে নিষেধ করতো। এখানে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। (রুহুল মাআনী, কুরতুবী)

২২. আলোচ্য ৩৮ ও ৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে সৃষ্টি জগতের যা কিছু তোমরা দেখছো এবং আখিরাতের যেসব বিষয় সম্পর্কে তোমাদের চাক্ষুষ কোনো জ্ঞান নেই, সেসব বিষয়ের কসম করে বলছি সেসব বিষয় যেমন সত্য তেমনি এ রাসূলের কথাও সত্য।

৪০ আয়াতে সম্মানিত রাসূল কথাটি দ্বারা মুহাম্মাদ সা.-কে বুঝানো হয়েছে। আর সূরা আত তাকভীরের ১৯ আয়াতে 'ইন্নাহু লা-কাওলু রাসূলিন কারীম' কথাটি দ্বারা

تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾

শিক্ষা (এটা থেকে) তোমরা গ্রহণ করে থাকো। ৪৩. এটা (কুরআন) জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতারিত[২৪]। ৪৪. আর তিনি (নবী সা.) যদি আমার নামে কোনো কথা নিজে রচনা করে নিতেন ;

لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ

৪৫. তাহলে আমি তার ডান হাত সহকারে পাকড়াও করতাম[২৫]। ৪৬. অতঃপর কেটে ফেলতাম তার ঘাড়ের রগ। ৪৭. আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে

تَذَكَّرُوْنَ-তোমরা (এটা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে থাকো। ﴿٤٣﴾ تَنْزِيْلٌ-এটা (কুরআন) অবতারিত ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّ-প্রতিপালকের ; الْعٰلَمِيْنَ-জগতসমূহের। ﴿٤٤﴾ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; تَقَوَّلَ-তিনি (নবী সা.) নিজে রচনা করে নিতেন ; عَلَيْنَا -আমার নামে ; بَعْضَ-কোনো ; الْاَقَاوِيْلِ-কথা। ﴿٤٥﴾ لَاَخَذْنَا-তাহলে অবশ্যই আমি পাকড়াও করতাম ; مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ-তাঁর ডান হাত সহকারে। ﴿٤٦﴾ ثُمَّ-অতঃপর ; لَقَطَعْنَا-কেটে ফেলতাম ; مِنْهُ-তাঁর ; الْوَتِيْنَ-ঘাড়ের রগ। ﴿٤٧﴾ فَمَا-আর নেই, যে ; مِنْكُمْ - তোমাদের মধ্যে ; مِّنْ اَحَدٍ-এমন কেউ ;

জিবরাঈল আ.-কে বুঝানো হয়েছে। উল্লিখিত আয়াত দু'টো থেকে এ ভুল বুঝার অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে যে, কুরআন রাসূলুল্লাহ সা. ও জিবরাঈল আ.-এর বাণী। তাই পরপরই স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে এ কুরআন বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত বাণী। তবে এটা মুহাম্মাদ সা.-কে জিবরাঈলের মুখে এবং মানুষদেরকে মুহাম্মাদ সা.-এর মুখে শোনানো হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ এ কুরআনে বিশ্বাস করো না। এর আরেক অর্থ এটাও হতে পারে যে, কুরআন শোনার পর তোমাদের মন সায় দেয় যে, এটা কোনো মানুষের বাণী হতে পারে না, কিন্তু তোমরা হঠকারিতা বশতঃ এতে ঈমান আনা থেকে বিরত রয়েছো।

২৪. ৩৮ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে কথাটি বলার জন্য কসম করেছেন, তা হলো—এ কুরআন কোনো কবি বা গণক-ঠাকুরের কথা নয় ; এটা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর বাণী। এটা অত্যন্ত মর্যাদাবান রাসূলের মাধ্যমে মানব জাতির কল্যাণে মানুষের নিকট পৌঁছানো হয়েছে। সেই রাসূল যাকে আশৈশব থেকে তোমরা জানো। তাঁর স্বভাব-চরিত্র, সত্যবাদিতা, নীতি-নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা সবই তোমাদের চোখের সামনে। অপর দিকে তাঁর মুখে উচ্চারিত কুরআন-ও তোমরা শুনছো। সুতরাং তোমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, এমন একজন লোকের মুখে হঠাৎ করে এমন

عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ

তা থেকে তাকে রক্ষাকারী[২৬]। ৪৮. আর অবশ্যই এটা (কুরআন) মুত্তাকীদের জন্য নিশ্চিত উপদেশ[২৭]। ৪৯. আর আমি নিশ্চিত জানি যে, তোমাদের মধ্যে রয়েছে মিথ্যারোপকারী[২৮]।

﴿٥٠﴾ وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥١﴾ وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ

৫০. আর এটা (কুরআন) অবশ্যই কাফিরদের জন্য নিশ্চিত অনুতাপ-অনুশোচনার উপরকরণ[২৯]। ৫১. এবং এটা অবশ্যই এক নিশ্চিত সত্য বিশ্বাস করার জন্য।[৩০]

﴿٥٢﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ

৫২. অতএব আপনি পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করুন আপনার মহান প্রতিপালকের নামের[৩১]।

عَنْهُ-তা থেকে ; حٰجِزِيْنَ-রক্ষাকারী। ৪৮ وَ-আর ; اِنَّهٗ-অবশ্যই এটা (কুরআন); لَتَذْكِرَةٌ-নিশ্চিত উপদেশ ; لِلْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীদের জন্য। ৪৯ وَ-আর ; اِنَّا-আমি ; لَنَعْلَمُ-নিশ্চিত জানি ; اَنَّ-যে ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে রয়েছে ; مُكَذِّبِيْنَ-মিথ্যারোপকারী। ৫০ وَ-আর ; اِنَّهٗ-এটা (কুরআন) অবশ্যই ; لَحَسْرَةٌ-নিশ্চিত অনুতাপ-অনুশোচনার উপকরণ ; عَلَى-জন্য ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের। ৫১ وَ-এবং ; اِنَّهٗ-এটা অবশ্যই ; لَحَقُّ-নিশ্চিত সত্য ; الْيَقِيْنِ-বিশ্বাস করার জন্য। ৫২ فَسَبِّحْ-অতএব আপনি পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন ; بِاسْمِ-নামের ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; الْعَظِيْمِ-মহান।

উন্নত ভাষা-সমৃদ্ধ কুরআন কি করে উচ্চারিত হতে পারে। তিনি তো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোনো মানুষের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তিনি কবি নন কখনো কবিতা চর্চা করেননি। তিনি গণক-ঠাকুর নন বা কোনো গণক-ঠাকুরের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্কও নেই। অতএব তোমাদের সিদ্ধান্ত তো এটাই হওয়া উচিত যে, এটা অবশ্যই কোনো মানুষের কথা নয়, বরং এটা বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহরই বাণী ! নচেৎ এ রাসূল এর জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারতেন না এবং এর জন্য এতো কষ্ট স্বীকার করতেন না।

২৫. অর্থাৎ এ রাসূল যদি এ কুরআনের কোনো কিছু রদবদল করতেন অথবা নিজে কিছু রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। কারো মতে এর অর্থ 'তাঁকে আমার ডান হাত দিয়ে ধরে ফেলতাম' উভয় অর্থের মর্ম হলো শক্তি প্রয়োগে তাঁকে একাজ থেকে বিরত রাখতাম। সুতরাং আল কুরআনে রাসূলের কোনো কথার মিশ্রণ নেই এটা সন্দেহাতীত সত্য।

২৬. অর্থাৎ রাসূল যদি এ কুরআনে রদ-বদলের চেষ্টা করতেন, তাহলে তার আগেই তাঁকে কঠোর শাস্তি দিতাম। আর তখন তাঁকে সেই শাস্তি থেকে কোনো মানুষ রক্ষা করতে পারতো না।

২৭. অর্থাৎ আল কুরআন থেকে সেসব মানুষকে পথের দিশা দিতে পারে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে এবং একমাত্র আল্লাহর ভয়ে ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য—করে ভালোকে গ্রহণ করে এবং মন্দকে পরিত্যাগ করে। তাদের মন সদা-সর্বদা কল্যাণমূলক কাজে ধাবিত হয়, ন্যায় ও ইনাসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে। আর যারা দুনিয়ার স্রোতে গা ভাসিয়ে ভেসে চলে, তাদের জন্য এ কুরআন কোনো কল্যাণের বাণী বহন করে না। তারা কুরআন থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পারে না।

২৮. অর্থাৎ কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী লোক তোমাদের মধ্যেই রয়েছে। যারা কুরআনকে মিথ্যা বলে মনে করে, তারা আল্লাহকে ভয় করে না। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে জানেন। তবে তিনি তাদেরকে সাথে সাথে পাকড়াও করবেন না। তিনি তাদেরকে সংশোধনের জন্য অবকাশ দিচ্ছেন।

২৯. অর্থাৎ কুরআনকে মিথ্যা বলে ধারণাকারীরা মৃত্যুর পরেই কুরআনের সত্যতা বুঝতে সক্ষম হবে। কিন্তু তখন তো আফসোস করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। তারা তখন দেখবে কুরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তার আলোকে যারা জীবন গড়েছে তারা কেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে। তখন অস্বীকারকারীরা শুধু আফসোসই করবে।

৩০. অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর সুনিশ্চিত বাস্তব সত্য কালাম। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 'ইয়াকীন' শব্দের অর্থ সুদৃঢ় বিশ্বাস। ইয়াকীনের তিনটি পর্যায় রয়েছে ঃ

এক ঃ ইলমুল ইয়াকীন—এটা এমন বিশ্বাসকে বলা হয়, যা পৃথিবীতে বিদ্যা বা শোনা জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এ ধরনের বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দুই ঃ আইনুল ইয়াকীন—এ বিশ্বাস অর্জিত হয় চাক্ষুষ দেখা জ্ঞানের মাধ্যমে। এরূপ বিশ্বাস অর্জিত হলে তা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

তিন ঃ হাক্কুল ইয়াকীন—এ বিশ্বাস অর্জিত হয় বাস্তব ব্যবহারিক উপলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে। এ বিশ্বাস আইনুল ইয়াকীনের তুলনায় অনেক সুদৃঢ় ও মজবুত হয়।

আল্লাহ তা'আলা একে এ পর্যায়ের বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ কুরআন যারা শোনে, এর বিষয়বস্তু নিয়ে যারা চিন্তা-গবেষণা করে এবং এর বিধি-বিধান যারা নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করে, তাদের অন্তরে কুরআন সম্পর্কে এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মলাভ করে।

৩১. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম। এটা আল্লাহ ভীরু লোকদের জন্য উপদেশ বাণী। কুরআন বিরোধিদের সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ তথা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার খাস রহমত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-কে ওহী নাযিলের জন্য মনোনীত করেছেন।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এ আয়াতটি নাযিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন—'এটা রুকূ'তে রাখ'। অতঃপর যখন 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা'—নাযিল হলো, তখন তিনি বললেন—'একে তোমাদের সিজদায় রাখ' আর এজন্যই 'রুকূ'তে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পড়া ও সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়া এবং উভয়টা তিন তিন বার পড়া উম্মতের সম্মিলিত মতে সুন্নত। কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

২য় রুকূ' (৩৮-৫২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আমাদের দৃশ্যমান আল্লাহর সৃষ্টি-জগত, আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন, শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর জীবন—এসবকিছুই তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

২. আল কুরআন মহান আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর প্রেরীত রাসূল এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৩. আল কুরআন ও মুহাম্মাদ সা.-এর রিসালাত গত চৌদ্দশত বছরের পরীক্ষা-নিরিক্ষায় শতভাগ সত্য বলে প্রমাণিত। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এতে কোনো সংশয় সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

৪. আল কুরআনে কোনো প্রকার রদবদলের কোনো ইখতিয়ার ও ক্ষমতা মুহাম্মাদ সা.-এর ছিলো না। আর কিয়ামত পর্যন্ত কোনো শক্তি এতে কোনো রদবদল করতে সক্ষম হবে না।

৫. দুনিয়ার কোনো হঠকারী যালিম যদি এতে কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করে, তাহলে সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে। এটা পরীক্ষিত সত্য।

৬. আল কুরআনে পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টাকারীকে কেউ আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

৭. কুরআন এমন লোকদের জন্য দিক-নির্দেশনা যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে।

৮. যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, তাদের ঈমান নেই। এমন লোকেরা আল কুরআন থেকে কোনো পথনির্দেশ পাবে না।

৯. আল কুরআনে অবিশ্বাসীরা আখিরাতে আপসোস ও অনুশোচনা করতে থাকবে। কিন্তু সেই আফসোস ও অনুশোচনা তখন তাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না।

১০. কুরআন নিশ্চিত সর্বোচ্চ বিশ্বাসযোগ্য একটি গ্রন্থ—এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

১১. আমাদেরকে আল কুরআনের অনুসারী মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত করায় আমাদের কর্তব্য সদা-সর্বদা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁর পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করা।

❑

নামকরণ

সূরার ৩ আয়াতের "যিল মা'আরিজ" থেকে সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে। মা'আরিজ শব্দের অর্থ 'সিঁড়িসমূহ' শব্দটি বহুবচন। একবচনে মি'রাজ।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরাটি নাযিলের সঠিক সময় জানা না গেলেও আলোচ্য বিষয়ের আলোকে এটাই সুদৃঢ়ভাবে অনুমিত হয় যে, এটাও রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কী জীবনের প্রথম দিকের সূরা। আর এটাও প্রমাণিত যে, পূর্ববর্তী সূরা আল হাক্কাহ ও এ সূরার নাযিলকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি একই ছিলো।

আলোচ্য বিষয়

যেসব লোক কিয়ামত, হাশর-নশর এবং জান্নাত-জাহান্নাম বিশ্বাস করতো না এবং মহানবী সা.-কে বলতো যে, তুমি যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ, তাহলে তা এনে আমাদেরকে দেখিয়ে দাও, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করবো না। এ সূরা মক্কার সেসব কাফিরদের চ্যালেঞ্জের জবাবে নাযিল হয়েছে।

সূরার ১ম থেকে ১৪ আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, জনৈক লোক কিয়ামতের শাস্তি চাচ্ছে ; বিলম্ব হলেও এ শাস্তি অবশ্যই কিয়ামত অবিশ্বাসীদের ওপর আপতিত হবেই। কিয়ামতকে প্রতিরোধ করার কারো কোনো শক্তিই নেই। কেননা আল্লাহ নিজ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। সুতরাং হে নবী! কাফিরদের এসব মূর্খতাসুলভ আচার-আচরণে আপনি উত্তম সবর অবলম্বন করুন। এসব মূর্খ কিয়ামতকে অনেক দূরে বলে ভাবছে, কিন্তু আসলে কিয়ামত অত্যন্ত নিকটে। যেদিন সেই মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে সেদিন আকাশ গলিত ধাতুর মতো হয়ে যাবে, পাহাড়-পর্বতগুলো রঙ্গিন পশমের মতো উড়তে থাকবে। সেদিন হবে অত্যন্ত কঠিন একটি দিন। সেদিন কেউ কারো খবর নেয়ার সুযোগ পাবে না। এমনকি কারো সাথে কারো দেখা হলেও পাশ কেটে চলে যাবে। সেদিন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অপরাধীরা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী সবাইকে মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে ; কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তারা আযাব থেকে রক্ষা পাবে না।

১৫ আয়াত থেকে ১৮ আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখা অবিশ্বাসী কাফিরদের শরীরের চামড়াকে জ্বালিয়ে খসিয়ে ফেলবে। জাহান্নাম থেকে এসব অপরাধীরা কোনো মতেই রক্ষা পাবে না। এসব লোককে জাহান্নাম নাম ধরে ধরে ডেকে জাহান্নামে ঢোকাবে। কারণ এরা আল্লাহর দেয়া সত্য দীন ইসলামকে

প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সম্পদকে আগলে রেখেছে—আল্লাহর নির্দেশিত পথে খরচ করেনি। তার সঞ্চিত সম্পদ তাকে শাস্তি দানের কাজেই ব্যবহৃত হবে।

১৯ থেকে ৩৬ আয়াতে অবিশ্বাসী কাফিরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে। এরপর সেসব লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যারা জাহান্নামের উল্লিখিত কঠিন শাস্তি থেকে মুক্ত থাকবে।

এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, যারা যথানিয়মে নামায কায়েম করে ; গরীব-মিসকীনদের জন্য নিজেদের সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ দান করে ; অপাত্র থেকে নিজেদের যৌনাঙ্গকে হিফাযত করে ; প্রতিশ্রুতি ও আমানত রক্ষা করে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যের সাক্ষ্য দানে অবিচল থাকে—তারাই চিরন্তন সুখের আবাস জান্নাত লাভ করবে। সেখানে তারা সম্মানজনক জীবন যাপন করবে।

৩৭ থেকে ৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হে নবী ! এসব অবিশ্বাসী কাফির দলবদ্ধ হয়ে আপনার কাছে কি জান্নাতে যাওয়ার আশা নিয়ে ভিড় করছে—কখনো এরা জান্নাতে যেতে পারবে না, কারণ জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে ঈমান ও সে অনুযায়ী কাজ করা প্রয়োজন ছিলো তা তারা করেনি। তারা নিজেরাই জানে তারা কি করেছে। জান্নাত লাভের জন্য যে গুণগত মান অর্জন করা প্রয়োজন তাকে তারা অবহেলা করেছে। তবে তাদের জেনে রাখা উচিত, তারা যদি ঈমান না আনে এবং তদনুযায়ী কাজ না করে, তবে আমি তাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম যারা তাদের মতো হবে না—আমি স্বয়ং শপথ করে বলছি যে, আমি তা করতে পূর্ণ মাত্রায় সক্ষম। আমাকে অতিক্রম করে যেতে কেউ সক্ষম নয়। অতএব আপনি তাদেরকে সে পর্যন্ত তাদের অর্থহীন কথাবার্তা ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকতে দিন যেদিন কিয়ামত তাদের সামনে এসে পড়বে আপনি তাদের আচরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। যেদিন কিয়ামত এসে পড়বে সেদিন তারা কবর থেকে বের হয়ে তাদের লক্ষ্য পানে দ্রুত দৌড়াতে থাকবে, সেদিন লজ্জা, অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের দৃষ্টিকে নিম্নমুখী করে ফেলবে। কোনো আক্ষেপ অনুতাপ সেদিন কোনো কাজে আসবে না। সেদিনই হবে তাদের সাথে ওয়াদাকৃত দিন।

❐

রুকূ'-২ ## ৭০. সূরা আল মা'আরিজ-মাক্কী আয়াত-৪৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ② لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ③ مِّنَ اللّٰهِ

১. এক প্রার্থনাকারী[১] এমন শাস্তির আবেদন জানিয়েছে, যা অবধারিত—২. কাফিরদের জন্য, যার কোনো প্রতিরোধকারী নেই। ৩.—(যা আপতিত হবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে—

ذِى الْمَعَارِجِ ④ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ

(যিনি) সিঁড়িসমূহের অধিপতি[২]। ৪. ফেরেশতাগণ এবং রূহ[৩] তার দিকে আরোহণ করে[৪] এমন এক দিনে যার পরিমাণ হলো—

①سَاَلَ-আবেদন জানিয়েছে ; سَآئِلٌ-এক প্রার্থনাকারী ; بِعَذَابٍ-(ب+عذاب)-এমন শাস্তির ; وَّاقِعٍ-যা অবধারিত। ②لِّلْكٰفِرِيْنَ-(ل+ال+كافرين)-কাফিরদের জন্য ; لَيْسَ-নেই ; لَهٗ-যার; دَافِعٌ-কোনো প্রতিরোধকারী। ③مِّنَ-(যা আপতিত হবে) পক্ষ থেকে; اللّٰهِ-আল্লাহর ; ذِى-(যিনি) অধিপতি ; الْمَعَارِجِ-সিঁড়িসমূহের। ④تَعْرُجُ- আরোহণ করে ; الْمَلٰٓئِكَةُ-ফেরেশতাগণ ; وَ-এবং ; الرُّوْحُ-রূহ ; اِلَيْهِ-তার দিকে ; فِىْ يَوْمٍ-এমন এক দিনে ; كَانَ-হলো ; مِقْدَارُهٗ-যার পরিমাণ ;

১. অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে শাস্তির প্রার্থনাকারী ছিলো কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নযর ইবনে হারেস ইবনে কালাদা। সে ইতোপূর্বেকার সূরা আল হাক্কাহ শুনে ঠাট্টা করে বলতে লাগল—যদি এ কথাগুলো সত্য হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ওপর শাস্তি আপতিত হবে।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, নযর ইবনে হারেস একদিন কা'বা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এই বলে প্রার্থনা করেছিলো—'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ তার কথায় ও কাজে সত্য হয়ে থাকলে আপনি আমাদের ওপর পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের ওপর কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত করুন।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করে তার জবাব দেন। (লোবাব, খাযেন, হাক্কানী)

আর 'সায়ালা' শব্দের অর্থ 'প্রশ্ন করা' বা 'জানতে চাওয়া' ধরে নিলেও আয়াতের অর্থ হবে—এক প্রশ্নকারী জানতে চেয়েছে যে, আমাদেরকে যে শাস্তির সংবাদ দেয়া হয়েছে, তা কার ওপর বা কখন সংঘটিত হবে ? অধিকাংশ মুফাস্সির 'সায়ালা' শব্দের 'প্রার্থনা করেছে' অর্থ নিয়েছেন। ইমাম নাসায়ী ইবনে আব্বাসের সূত্রে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন—

خَمۡسِيۡنَ اَلۡفَ سَنَةٍ ④ فَاصۡبِرۡ صَبۡرًا جَمِيۡلًا ⑤ اِنَّهُمۡ يَرَوۡنَهٗ بَعِيۡدًا ⑥ وَّنَرٰىهُ

পঞ্চাশ হাজার বছর[৫]। ৫. অতএব আপনি সবর করুন—উত্তম সবর[৬]। ৬. নিশ্চয়ই তারা ওটাকে (শাস্তিকে) অনেক দূরে দেখছে। ৭. অথচ আমি দেখছি তাকে

خَمۡسِيۡنَ-পঞ্চাশ ; اَلۡفَ-হাজার ; سَنَةٍ-বছর।⑤ فَاصۡبِرۡ (ف+اصبر)-অতএব আপনি সবর করুন ; صَبۡرًا-সবর ; جَمِيۡلًا-উত্তম।⑥ اِنَّهُمۡ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ; يَرَوۡنَهٗ-(يرون+ه)-ওটাকে (শাস্তিকে) দেখছে ; بَعِيۡدًا-অনেক দূরে।⑦ وَ-অথচ ; نَرٰىهُ-আমি তাকে দেখছি ;

নযর ইবনে হারেস ইবনে কালাদাহ বলেছে, "হে আল্লাহ! এটা যদি সত্যিই তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আকাশ থেকে আমাদের ওপর পাথর বর্ষণ করো, অথবা আমাদের ওপর কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল করো।" (কাবীর, কুরতুবী, তাফহীম)

২. 'মি'রাজ' শব্দের বহুবচন 'মা'আরিজ' এর অর্থ সিঁড়িসমূহ বা ধাপসমূহ। আল্লাহ তা'আলাকে সিঁড়িসমূহের অধিপতি বলে তাঁর সীমাহীন মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে—এ শাস্তি মহান সত্তা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে আপতিত হবে ; যার নিকট গমন করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। তাঁর দরবারে পৌঁছার জন্য ফেরেশতাদের একের পর এক ধাপ অতিক্রম করে ওপরের দিকে উঠতে হয়। (তাফহীম)

৩. এখানে 'রূহ' দ্বারা জিবরাঈল আ.-কে বুঝানো হয়েছে। জিবরাঈল আ. ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তাঁকে আলাদা করে তাঁর উচ্চ মর্যাদার দিকে ইংগীত করা হয়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতাদের মধ্যে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। (কাবীর, কুরতুবী)

সূরা শু'আরা'-এর ১৯৩ ও ১৯৪ আয়াতে বলা হয়েছে, 'নাযালা বিহির রূহুল আমীন আলা কাল্‌বিকা' অর্থাৎ এ কুরআন 'রূহুল আমীন' তথা জিবরাঈল আমীন আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন।

৪. ফেরেশতাদের সংখ্যা, তাদের আকার, আকৃতি, তাদের সিঁড়িসমূহ অতিক্রম করে আল্লাহর দরবারে পৌঁছার স্বরূপ আমাদের জানা নেই। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তা স্থান-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, তাই তিনি কোথাও অবস্থান করেন এমন ধারণাও যেহেতু করা যায় না, তাই আলোচ্য আয়াতের সঠিক মর্ম আমাদের বোধগম্য নয়। অতএব এ আয়াতও মুতাশাবিহাত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর সঠিক মর্ম আল্লাহই জ্ঞাত।

৫. আলোচ্য আয়াতের মর্ম হলো—ফেরেশতাদের এবং জিবরাঈল আমীনের আল্লাহর দরবারে পৌঁছতে যে পথ অতিক্রম করতে হয়, সে পথ অতিক্রম মানুষের হিসাবে তথা দুনিয়ার হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছর লাগবে। অথচ ফেরেশতারা সে পথ নিমেষের মধ্যে অতিক্রম করে থাকেন।

তাফসীরবিদদের কারো কারো মতে আয়াতে উল্লিখিত পঞ্চাশ হাজার বছর দ্বারা কাফিরদের পার্থিব শাস্তির দিনগুলোকে দুনিয়ার দিনের পরিমাপ অনুযায়ী বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের পর হবে অন্তহীন জীবন। কিন্তু কিয়ামতের সময়টি মু'মিনের জন্য হবে অত্যন্ত স্বল্পকাল। রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম করে বলছি—এক ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করতে মু'মিনগণ যে সময় ব্যয় করেন, কিয়ামতের এক একটি দিন তাদের নিকট তার চেয়েও কম সময় মনে হবে।

আসলে এ আয়াতটিও মুতাশাবিহাত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর সঠিক মর্ম আমাদের বুঝার বাইরে। একমাত্র আল্লাহ্ই এর সঠিক মর্ম জনেন। কিয়ামতের একদিন কাফিরদের শাস্তির দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের গণনার হাজার হাজার বছর হবে। এ হিসাবটি মানুষের বুঝানোর জন্য একটি রূপক কথা মাত্র। কেননা সূরা আল হজ্জের ৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমাদের প্রতিপালকের একদিন তোমাদের হিসেবের হাজার হাজার বছরের সমান।" আবার সূরা আস সাজদার ৫ আয়াতে বলা হয়েছে—"তাঁর (আল্লাহর) কাছে তা (গোটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিবেদন) পৌঁছে এমন একটি দিনে যা তোমাদের হিসাব অনুসারে এক হাজার বছরের সমান।" আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ্র এক একটা দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর প্রতি এ বলে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি কাফিরদের কথায় সবর অবলম্বন করুন, এরা (আমার) শাস্তিকে দূরে মনে করছে, কিন্তু আমি তো দেখছি তা অতি নিকটে। এসব কথা দ্বারা এ জিনিসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমাদের মন-মানসিকতা, চিন্তা ও দৃষ্টির সংকীর্ণতার জন্য আমরা আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে আমাদের সময়ের মান অনুসারে পরিমাপ করে থাকি, আসলে এসব বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ না করে বিষয়গুলোকে আল্লাহ্র প্রতি সোপর্দ করা উচিত। কেননা সৃষ্টির সূচনা ও আদি সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং আল্লাহ্র পরিকল্পনা সম্পর্কেও আমাদের অবগতির কোনো সুযোগ নেই। এ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি, তাদেরকে দেয়া মেয়াদকাল, কিয়ামত সংঘটনের সময়-কাল, আগে-পরের সব মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে বিচারের জন্য নির্ধারিত সময় ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে জানার আমাদের কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং এ বিষয়গুলো আল্লাহ্র প্রতি সোপর্দ করাই উত্তম। যারা দাবী করে যে, আল্লাহ্র পরিকল্পনা সংক্ষিপ্ত করে এ পৃথিবীর পরিণতিকাল তাদের সামনে নিয়ে আসা হোক এবং তা না করতে পারলে এগুলো সব মিথ্যা কথা—তারা যে নিজেরা একেবারে নির্বোধ তা তাদের দাবী থেকেই প্রমাণিত হয়। (খাযেন, তাফহীম)

৬. 'সাবরুন জামীলুন' অর্থ এমন সবর বা ধৈর্য যাতে রয়েছে দৃঢ়তা ও প্রশান্তি এবং যাতে কোনো প্রকার ক্রোধ, ভয়ভীতি ও আল্লাহ্র ফায়সালার ব্যাপারে কোনো ক্ষোভ সন্দেহ-সংশয় না থাকে। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে সম্বোধন করে কথাটি বলা

قَرِيبًا ۝٧ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝٨ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝٩ وَلَا يَسْئَلُ

অতি নিকটে[৭]। ৮. সেদিন[৮] হয়ে যাবে আকাশ গলিত ধাতুর মতো[৯]। ৯. আর পাহাড়গুলো হয়ে যাবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো[১০]। ১০. এবং জিজ্ঞেস করবে না–

حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝١٠ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ

কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু কোনো বন্ধুকে—১১. তাদের পরস্পরকে সাক্ষাত করানো হবে[১১]; সেদিন অপরাধী ব্যক্তি শাস্তি থেকে (বাঁচার জন্য) মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে

قَرِيبًا-অতি নিকটে। ⑧ يَوْمَ-সেদিন ; تَكُونُ-হয়ে যাবে ; السَّمَاءُ-আকাশ ; كَالْمُهْلِ-(ك+ال+مهل)-গলিত ধাতুর মতো। ⑨ وَ-আর ; تَكُونُ-হয়ে যাবে ; الْجِبَالُ-পাহাড়গুলো ; كَالْعِهْنِ-ধুনিত রঙিন পশমের মতো। ⑩ وَ-এবং ; لَا يَسْئَلُ-জিজ্ঞেস করবে না ; حَمِيمٌ-কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু ; حَمِيمًا-কোনো বন্ধুকে। ⑪ يُبَصَّرُونَهُمْ-(يبصرون+هم)-তাদের পরস্পরকে সাক্ষাত করানো হবে ; يَوَدُّ-চাইবে ; الْمُجْرِمُ-অপরাধী ব্যক্তি ; لَوْ يَفْتَدِي-মুক্তিপণ হিসেবে দিতে ; مِنْ-থেকে (বাঁচার জন্য) ; عَذَابِ-শাস্তি ; يَوْمِئِذٍ-সেদিন ;

হলেও মূলত এ সম্বোধন রাসূল থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল 'দাঈ ইলাল্লাহ' তথা আল্লাহর পথের আহ্বানকারীর জন্য প্রযোজ্য।

৭. কাফিররা পরকালে ও কিয়ামত তথা মহাপ্রলয়ে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে এটাকে অসম্ভব বা দূরে মনে করতো। তাদের ধারণা কিয়ামত, হাশর-নশর, বিচার ও প্রতিদান এবং জান্নাত-জাহান্নাম এসব আদৌ সম্ভব নয় ; তাই তারা এটাকে 'বায়ীদ' বা দূরে মনে করতো। পক্ষান্তরে কিয়ামত যেহেতু অবশ্য সংঘটিতব্য, তাই আল্লাহ তা'আলা এটাকে 'কারীব' তথা অত্যন্ত নিকটে মনে করেন। যা সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত তা অবশ্যই নিকটে। (কাবীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর)

৮. 'ইয়াওমা' দ্বারা কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনটি—যে দিনের পরিমাণ হবে দুনিয়ার হিসেবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অবশ্য এ রকম অনুভূত হবে কাফিরদের কাছে। আর মু'মিনদের কাছে এ দিনটি এক ওয়াক্ত ফরয নামায পড়তে যে সময় লাগে তার চেয়েও সংক্ষিপ্ত মনে হবে।

৯. 'আল মুহল' শব্দের আভিধানিক অর্থ গলিত খনিজ পদার্থ তথা স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ইত্যাদির গলিত রূপ। আয়াতে শব্দটি গলিত ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাসান বসরী রহ. গলিত রৌপ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন।

১০. পাহাড়কে রঙ্গিন পশমের সাথে তুলনা এজন্য করা হয়েছে—কারণ পাহাড়ের রং বিভিন্ন রকমের, যেমন লাল, ধুসর, কালো, মেটে ইত্যাদি কিয়ামতের দিন যখন নিজ

بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَن فِي الْأَرْضِ

তার সন্তান-সন্ততিকে। ১২. এবং তার সঙ্গিনী ও তার ভাইকে। ১৩. আর তার আপন জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকেও, যারা তাকে আশ্রয় দিতো। ১৪. এবং যা কিছু আছে দুনিয়াতে তার

جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ

সবকিছুকে (দিতে চাইবে)—অতঃপর সেসব (যেনো) তাকে (শাস্তি থেকে) বাঁচায়। ১৫. কক্ষণো নয় ; নিশ্চয়ই তা এমন লেলিহান আগুন। ১৬. (যা) মাথার চামড়া পর্যন্ত খসিয়ে নেয়। ১৭. এটা তাকে ডাকবে, যে (সত্যের প্রতি) পীঠ দেখিয়ে

وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾

এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলো। ১৮. আর সঞ্চয় করেছিলো ও আগলে রেখেছিলো (ধন-সম্পদ)[১২]। ১৯. নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলমনা-অস্থির চিত্ত করে[১৩]। ২০. যখন তাকে বিপদ-মসীবত স্পর্শ করে (তখন) হা-হুতাশ করতে থাকে।

بَنِيهِ-তার সন্তান-সন্ততিকে। ⑫ وَ-এবং ; صَاحِبَتِهِ-তার সঙ্গিনী ; وَ-ও ; أَخِيهِ-তার ভাইকে। ⑬ وَ-আর ; فَصِيلَتِهِ-(فصيلة+ه)-তার আপন জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে ; الَّتِي-যারা ; تُؤْوِيهِ-(تئوى+ه)-তাকে আশ্রয় দিতো। ⑭ وَ-এবং ; مَنْ-যা কিছু আছে তার ; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে ; جَمِيعًا-সবকিছুকে (দিতে চাইবে) ; ثُمَّ-অতঃপর ; يُنجِيهِ-(ينجى+ه)-সেসব (যেনো) তাকে (শাস্তি থেকে) বাঁচায়। ⑮ كَلَّا-কক্ষণো নয় ; إِنَّهَا-নিশ্চয়ই তা ; لَظَىٰ-এমন লেলিহান আগুন। ⑯ نَزَّاعَةً-(যা) খসিয়ে নেয় ; لِّلشَّوَىٰ-মাথার চামড়া। ⑰ تَدْعُوا-এটা ডাকবে ; مَنْ-তাকে, যে ; أَدْبَرَ-সত্যের প্রতি পীঠ দেখিয়ে ; وَ-এবং ; تَوَلَّىٰ-(তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলো। ⑱ وَ-আর ; جَمَعَ-সঞ্চয় করেছিলো ; فَأَوْعَىٰ-(ف+اوعى)-ও আগলে রেখেছিলো। ⑲ إِنَّ-নিশ্চয়ই; الْإِنسَانَ-মানুষকে ; خُلِقَ-সৃষ্টি করা হয়েছে ; هَلُوعًا-দুর্বলমনা-অস্থিরচিত্ত করে। ⑳ إِذَا-যখন ; مَسَّهُ-তাকে স্পর্শ করে ; الشَّرُّ-বিপদ-মসীবত ; جَزُوعًا-(তখন) হা-হুতাশ করতে থাকে।

নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত ভারশূন্য হয়ে উড়তে থাকবে, তখন মনে হবে যেনো নানা রঙের ধুনিত পশম উড়ছে। (কাবীর)

১১. 'হামীম' অর্থ আত্মীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব, যারা তাকে সাহায্য করে থাকে। বিপদ-আপদে পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কিয়ামতের দিন এমন ভয়াবহ অবস্থা হবে যে, কোনো আপনজন তার আপনজনের কথা জিজ্ঞেস করবে না। এটা এজন্য

۞وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

২১. আর যখন তাকে স্পর্শ করে কোনো কল্যাণ তখন (সে হয়ে যায়) অত্যন্ত কৃপণ—
২২. সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া[১৪]। ২৩. যারা তাদের নিজেদের সালাত আদায়ে

دَائِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۞ لِّلسَّائِلِ وَ

সবসময় নিষ্ঠাবান[১৫]। ২৪. আর যাদের নিজেদের সম্পদে নির্ধারিত অধিকার আছে—২৫. প্রার্থীর জন্য এবং

(২১) وَ-আর ; إِذَا-যখন ; مَسَّهُ-(مس+ه)-তাকে স্পর্শ করে ; الْخَيْرُ-কোনো কল্যাণ ; مَنُوعًا-তখন (সে হয়ে যায়) অত্যন্ত কৃপণ। (২২) إِلَّا-ছাড়া ; الْمُصَلِّينَ-সালাত আদায়-কারীগণ। (২৩) الَّذِينَ-যারা ; هُمْ-তাদের ; عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ-(على+صلوة+هم)-নিজেদের সালাত আদায়ে ; دَائِمُونَ-সবসময় নিষ্ঠাবান। (২৪) وَ-আর ; الَّذِينَ-যাদের ; فِي أَمْوَالِهِمْ-(فى+اموال+هم)-নিজেদের সম্পদে ; حَقٌّ-অধিকার আছে ; مَّعْلُومٌ-নির্ধারিত। (২৫) لِّلسَّائِلِ-(ل+ال+سائل)-প্রার্থীর জন্য ; وَ-এবং ;

নয় যে, তাদের কারো সাথে কারোর দেখা-সাক্ষাত হবে না ; বরং তাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাত হবে, কিন্তু সবাই নিজ নিজ অবস্থা নিয়ে এতোই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে যার ফলে কাউকে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করার মতো অবকাশ থাকবে না। (ফাতহুল কাদীর, খাযেন)

১২. ১১ থেকে ১৮ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কাফিরদের অবস্থা কেমন হবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে—সেদিন কাফিররা দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইলেও মুক্তি পাবে না। তাদের শাস্তি হবে জাহান্নামের অগ্নিশিখা। এ শাস্তির দুটো কারণ এখানে উল্লিখিত হয়েছে। একটি হলো, সত্যদীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া অর্থাৎ সঠিক অর্থে ঈমান না আনা। আর অপরটি হলো দুনিয়া পূজা ও কৃপণতা। দুনিয়া-পূজারীরা স্বভাবতই কৃপণ হয় ও সম্পদ জমা করে আগলে রাখে। এরা সম্পদের যাকাত দিতে রাজি হয় না। এসব লোকের স্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। জাহান্নামের অগ্নিশিখা তাদেরকে ডাকবে—'হে মুশরিক, হে মুনাফিক, এদিকে এসো'। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, জাহান্নাম কাফির-মুশরিকগণের নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকবে। সাড়া না পেয়ে প্রচণ্ড এক চিৎকার দেবে। অতঃপর পাখী যেমন দানা গিলতে থাকে, তেমনি জাহান্নাম তাদেরকে ধরে ধরে গিলতে থাকবে। (খাযেন, ইবনে কাসীর)

১৩. অর্থাৎ মানুষকে স্বভাবগতভাবে সংকীর্ণমনা, ছোট অন্তর, কৃপণ, অস্থির প্রকৃতির ও অত্যধিক লোভী করে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষের স্বভাবগত এ

الْمَحْرُوْمِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ

বঞ্চিতদের (জন্য)।[১৬] ২৬. আর তারা কর্মফল দিনকে সত্য বলে বিশ্বাস রাখে[১৭]। ২৭. আর যারা নিজেরা

الْمَحْرُوْمِ-বঞ্চিতদের (জন্য)। ㉖ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُصَدِّقُوْنَ-সত্য বলে বিশ্বাস রাখে ; بِيَوْمِ-(ب+يوم)-দিনকে ; الدِّيْنِ-কর্মফল। ㉗ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; هُمْ-নিজেরা ;

দুর্বলতা অপরিবর্তনীয় নয়। আল্লাহর প্রতি যথার্থ ঈমান এবং আল্লাহর দেয়া হিদায়াত তথা দিক-নির্দেশনা অনুসারে জীবন যাপন করলে মানুষ এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। আর এজন্যই মু'মিনদেরকে উল্লিখিত দুর্বলতা থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। (কাবীর, তাফহীম)

১৪. এখানে 'সালাত আদায়কারী'র অর্থ হলো, সে আল্লাহ, রাসূল, কিতাব ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সাথে সাথে এ বিশ্বাস অনুসারে কাজ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আসলে 'সালাত' সে ব্যক্তিই আদায় করে আল্লাহর প্রতি যার ঈমান আছে।

১৫. অর্থাৎ সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ব্যস্ততা, অলসতা বা আরাম-প্রিয়তা সালাত থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। সালাতের সময় হলে সবকিছু ফেলে রেখে তার প্রভুর ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। উকবা ইবনে আমের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, সে পূর্ণ প্রশান্ত অন্তরে বিনয় ও নিষ্ঠা সহকারে সালাত আদায় করে, কাকের মতো ঠোকর মারে না এবং ঠোকর মেরেই সালাত শেষ করে দেয় না। আর সালাত আদায়ের সময় এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে না।

১৬. 'হাক্কুম মা'লূম' তথা নির্ধারিত অধিকার দ্বারা যাকাত বুঝানো হয়নি ; কারণ এ সূরাটি মাক্কী আর যাকাত ফরয হয়েছে মদীনায়। সে হিসেবে এর অর্থ এটাই বুঝা যায় যে, তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করে রাখে। এ নির্ধারিত অংশ প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার মনে করে নিজেরাই তাদেরকে পৌঁছে দেয়।

আর 'সায়িল' বা 'প্রার্থী' দ্বারা পেশাদার ভিক্ষুক বুঝানো হয়নি—সাহায্য প্রার্থনাকারী অভাবী লোক বুঝানো হয়েছে। আর 'মাহরূম' বা বঞ্চিত বলে বেকার রুযী-রোযগারহীন বা উপার্জনের চেষ্টা সত্ত্বেও প্রয়োজন পূরণ করতে অক্ষম ; অথবা আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অভাবে পড়া লোক বুঝানো হয়েছে। এ ধরনের লোক সম্পর্কে যখন নিশ্চিতরূপে জানা যাবে যে, সে বাস্তবিকই বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত, তখন মু'মিন ব্যক্তি তার প্রার্থনার অপেক্ষা না করে নিজেই এগিয়ে এসে তার সাহায্য করবে—এটাই স্বাভাবিক। (তাফহীম)

مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُوْنٍ ○

তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত[১৮] । ২৮. নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি বিপদমুক্ত-নিরাপদ নয়।

﴿٢٩﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا عَلٰٓى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

২৯. আর যারা তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাজতকারী—৩০. তবে তাদের স্ত্রীদের অথবা তাদের মালিকানাধীন দাসীগণ ছাড়া[১৯]

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٣١﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ○

কেননা তারা (সে জন্য) নিশ্চিত নিন্দিত নয়। ৩১. অতএব যারা এদের ছাড়া অন্যদের কামনা করে, তবে তারা—তারাই সীমালংঘনকারী[২০]।

مِنْ-সম্পর্কে ; عَذَابِ-শাস্তি ; رَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ; مُشْفِقُوْنَ-ভীত-সন্ত্রস্ত । ﴿২৮﴾ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; عَذَابَ-শাস্তি ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; غَيْرُ-নয় ; مَأْمُوْنٍ-বিপদমুক্ত-নিরাপদ । ﴿২৯﴾ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; هُمْ-তাদের ; لِفُرُوْجِهِمْ-নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের ; حٰفِظُوْنَ-হিফাযতকারী । ﴿৩০﴾ إِلَّا-তবে ; عَلٰٓى أَزْوَاجِهِمْ-(على+ازواج+هم)-তাদের স্ত্রীগণ ছাড়া ; أَوْ-অথবা ; مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ-মালিকানাধীন দাসীগণ ; فَإِنَّهُمْ-(ف+ان+هم)-কেননা (সে জন্য) তারা নিশ্চিত ; غَيْرُ-নয় ; مَلُوْمِيْنَ-নিন্দিত । ﴿৩১﴾ فَمَنِ-(ف+من)-অতএব যারা ; ابْتَغٰى-কামনা করে ; وَرَآءَ-ছাড়া অন্যদের ; ذٰلِكَ-এদের ; فَأُولٰٓئِكَ-(ف+اولئك)-তবে তারা ; هُمُ-তারাই ; الْعٰدُوْنَ-সীমালংঘনকারী ।

১৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে সে নিজেকে দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহি মুক্ত মনে করে না, বরং সে আন্তরিকভাবে আখিরাতে দুনিয়ার জীবনের বিশ্বাস ও কাজের জবাবদিহিতার কথা বিশ্বাস করে এবং কর্মফল প্রাপ্তির কথাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

১৮. অর্থাৎ ঈমান ও নেকআমল করা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর আযাবের ভয়ে সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। তারা কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের মতো আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় থাকে না।

১৯. অর্থাৎ তারা আল্লাহর নির্ধারিত বৈধ পন্থা ছাড়া কোনো অবৈধ উপায়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ করে না। লজ্জাস্থানের হিফাযত করার অর্থ ব্যভিচার না করা এবং নগ্নতা ও বেহায়াপনা থেকে মুক্ত থাকা।

২০. অর্থাৎ যারা অবৈধ পন্থায় নিজেদের জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে, তারা বৈধতার সীমালংঘনকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। আর সীমালংঘনকারীর স্থান জাহান্নাম।

﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ

৩২. আর তারা যারা নিজেদের আমানতসমূহের ও নিজেদের ওয়াদা প্রতিশ্রুতির সুরক্ষাকারী[২১]। ৩৩. আর তারা যারা নিজেদের সাক্ষ্যদানে অনড়-অটল[২২]

﴿٣٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٥﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ

৩৪. আর তারা, যারা নিজেদের সালাতের প্রতি যত্নশীল থাকে।[২৩] ৩৫. ওরাই জান্নাতসমূহের সম্মানিত বাসিন্দা।

(৩২) وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; هُمْ-তারা ; لِأَمٰنٰتِهِمْ-(ل+امنت+هم)-নিজেদের আমানতসমূহের ; وَ-ও ; عَهْدِهِمْ-(عهد+هم)-নিজেদের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির ; رٰعُوْنَ-সুরক্ষাকারী। (৩৩) وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; هُمْ-তারা ; بِشَهٰدٰتِهِمْ-(ب+شهدت+هم)-নিজেদের সাক্ষ্যদানে ; قَآئِمُوْنَ-অনড়-অটল। (৩৪) وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; هُمْ-তারা ; عَلٰى-প্রতি ; صَلَاتِهِمْ-(صلات+هم)-নিজেদের সালাতের ; يُحَافِظُوْنَ-যত্নশীল থাকে। (৩৫) أُولٰٓئِكَ-ওরাই ; فِيْ جَنّٰتٍ-জান্নাতসমূহের ; مُّكْرَمُوْنَ-সম্মানিত বাসিন্দা।

২১. এখানে 'আমানত' দ্বারা আল্লাহ্ প্রদত্ত দীন ইসলাম, কুরআন এবং সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কিত যা কিছু সোপর্দ করেছেন তা যেমন বুঝানো হয়েছে, তেমনি সামাজিক জীবনে মানুষ পরস্পরের নিকট যেসব বস্তু ও অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখে তা-ও বুঝানো হয়েছে।

আর ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দাহর ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে যেসব ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি—এ উভয়টাই বুঝানো হয়েছে। উল্লিখিত উভয় প্রকার আমানত এবং উভয় প্রকার ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ঈমানী জীবনে অপরিহার্য গুণ। আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন—রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "(সাবধান) যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই এবং যে ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, তার মধ্যে দীনদারী নেই।" (বায়হাকী শো'আবুল ঈমান)

২২. এ সাক্ষ্যদানের মধ্যে ঈমান, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান যেমন শামিল রয়েছে, তেমনি শরয়ী আইনের শাস্তি প্রয়োগের প্রয়োজনে প্রদেয় সাক্ষ্য এবং মানুষের মধ্যকার বিভিন্ন প্রকার সাক্ষ্যও শামিল রয়েছে। এসব সাক্ষ্য প্রকাশ করা যেমন কর্তব্য তেমনি গোপন করা হারাম। আলোচ্য আয়াত থেকে এসব সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা এবং মু'মিনের জীবনে এ গুণাবলী অর্জনের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

২৩. যেসব মহৎ গুণাবলীসম্পন্ন লোক জান্নাত লাভে সম্মানিত হবে, তাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমে বলা হয়েছে যে, তারা সালাত আদায়কারী হবে। সালাতের প্রতি নিষ্ঠাবান হবে। আর শেষেও সালাতের কথা-ই বলা হয়েছে—তারা

সালাতের হিফাযত করবে। সালাতের হিফাযত করার অর্থ হলো—সময়মত সালাত আদায় করা, শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখা, অযু থাকা, অযু করার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ভালোভাবে ধোয়া, সালাতের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো যথাযথভাবে আদায় করা, সালাতের নিয়ম-কানুন পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা এবং আল্লাহর নাফরমানী করে সালাতকে নিষ্ফল করে না দেয়া ইত্যাদি।

১ম রুকূ' (১-৩৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কাফির তথা আল্লাহর বিধানকে অবিশ্বাস-অমান্যকারীদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি তাদের ওপর নিশ্চিত আপতিত হবে—এতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

২. জাহান্নামের সেই চরম শাস্তিকে অবিশ্বাসীদের ওপর থেকে মওকুফ করে দেয়া অথবা সেই শাস্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও কারো নেই।

৩. আল কুরআনে ঘোষিত আল্লাহর এসব শাস্তি ও পুরস্কারের বিধানকে দুনিয়াতে চাক্ষুষ দেখতে চাওয়া চরম হঠকারিতা ও কুফরী।

৪. কাফিরদের শাস্তির এসব বিধি-বিধান মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত । যার ক্ষমতা ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই।

৫. ফেরেশতাদের গতি আলোর গতির চেয়েও অধিক এবং আলোর গতিসম্পন্ন ফেরেশতাদের আল্লাহর দরবারে পৌঁছতে পঞ্চাশ হাজার বছর সময় লাগলে, মহান আল্লাহর কুদরতী অবস্থান ও মর্যাদার উচ্চতা সম্পর্কে ধারণা করা মানবীয় জ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয়।

৬. কিয়ামত অবশ্য সংঘটিতব্য বিষয়—এতে বিশ্বাস করা ঈমানের অপরিহার্য অংশ। সুতরাং এতে সন্দেহ সংশয় পোষণ করা কুফরী। অতএব এ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করতে হবে।

৭. যেহেতু কিয়ামতের সংঘটন-সময় সুনিশ্চিত ও সুনির্ধারিত, তাই ক্রমান্বয়েই তা নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে। অতএব কিয়ামত দূরে নয়।

৮. কিয়ামতের দিন আকাশ বিগলিত ধাতুর মতো তরল রূপ ধারণ করবে এবং পাহাড়গুলোও ধুনিত রঙিন পশমের মতো উড়তে থাকবে।

৯. সেই মহাপ্রলয়ের দিনে মানুষের অবস্থা এমন হবে যে, কোনো স্বজন বা অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব কেউ কারো অবস্থা জিজ্ঞেস করার ফুরসত পাবে না।

১০. কিয়ামতের মহাপ্রলয় ও মহাধ্বংসের দিনে সবাই নিজ নিজ অবস্থা নিয়ে এতোই চিন্তিত ও সন্ত্রস্ত থাকবে যে, সকল আপনজন একে অপরকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।

১১. কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিষয়গুলো মানুষ কিয়ামতের দিন চাক্ষুষ দেখতে পাবে, ফলে সকল সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যাবে। কিন্তু সেই সন্দেহাতীত বিশ্বাস কোনো ফল বয়ে আনবে না।

১২. অপরাধীরা যখন শাস্তির সম্মুখীন হবে তখন তা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের প্রিয়তর আপনজন এবং দুনিয়ার মধ্যকার সবকিছুকেই মুক্তিপণ দিয়ে হলেও শাস্তি থেকে বাঁচতে চাইবে।

১৩. কিয়ামতের দিন অপরাধী মানুষকে কোনো কিছুই শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখা তার মাথার চামড়া পর্যন্ত খসিয়ে ফেলবে।

১৪. যারা সত্য দীনকে উপেক্ষা করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত পথে চলছে, তাদেরকে জাহান্নাম বেছে বেছে তার উদরস্থ করবে।

১৫. এসব অপরাধী দুনিয়াতে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে আগলে রেখেছিলো এবং আল্লাহর নির্দেশিত খাতে ব্যয় করেনি। তাই সেসব সম্পদ শাস্তির কারণ হয়ে দেখা দেবে।

১৬. মানুষকে স্বভাবগতভাবে সংকীর্ণমনা, দুর্বল চিত্ত, কৃপণ, লোভী করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৭. দুর্বল চিত্ততার কারণে মানুষ দুঃখ-দৈন্যতা ও বিপদ-মসীবতে হতাশাগ্রস্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। আবার লোভী হওয়ার কারণে বিপদ-মসীবত ও দৈন্যতা কেটে গিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসলে কৃপণতা করা শুরু করে। তবে প্রকৃত মু'মিনগণ সেসব থেকে ব্যতিক্রম।

১৮. উল্লিখিত দুর্বলতা থেকে মুক্তি লাভের পথ ও পন্থা মানুষকে মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ-ই দেখিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং সেসব দুর্বলতা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে আল্লাহর নির্দেশিত পথ ও পন্থা অনুসরণ করতে হবে।

১৯. উল্লিখিত স্বভাবজাত দুর্বলতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য ঈমানের প্রমাণ হিসেবে প্রথম কাজ হলো—অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে যথারীতি সালাত আদায় করতে হবে।

২০. দ্বিতীয় কাজ হলো—নিজেদের অর্জিত সম্পদের একটা অংশ সাহায্যপ্রার্থী ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত মানুষের জন্য তাদের অধিকার হিসেবে নির্ধারণ করে রাখতে হবে। এ নির্ধারিত অংশ যাকাত এর বাইরে।

২১. তৃতীয় কাজ হলো—এ দুনিয়ার সকল কাজের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে—এ বিশ্বাসকে সার্বক্ষণিক মনে জাগরূক রেখে জীবন যাপন করতে হবে।

২২. চতুর্থ কাজ হলো—আখিরাতে অপরাধীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত কঠিন শাস্তির বিষয়টি স্মরণে রেখে গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

২৩. পঞ্চম কাজ হলো—নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক অনুমোদিত পাত্র ছাড়া অন্যত্র লজ্জাস্থানকে ব্যবহার করা যাবে না।

২৪. স্মরণ রাখতে হবে যে, লজ্জাস্থানকে ব্যবহারের অনুমোদিত পাত্র হলো, নিজের বিবাহিতা স্ত্রীগণ অথবা ক্রীতদাসীগণ। এর বাইরে লজ্জাস্থানকে ব্যবহার করলে সীমালংঘনকারী রূপে বিবেচিত হতে হবে, যার পরিণাম জাহান্নাম।

২৫. স্বভাবজাত দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য ষষ্ঠ কাজ হলো—আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আমানত আল কুরআন নির্দেশিত বিধি-বিধান রক্ষা ও বাস্তবায়নের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

২৬. সপ্তম কাজ—নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক গচ্ছিত আমানত রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

২৭. অষ্টম কাজ—আল্লাহর সাথে বান্দাহর ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি এবং বান্দাহর সাথে বান্দাহর ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

২৮. নবম কাজ—ঈমান, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদানের সাথে সাথে শরয়ী বিধান প্রয়োগের প্রয়োজনে এবং মানুষের মধ্যকার বিভিন্ন প্রকার সাক্ষ্য দানে সুদৃঢ় থাকতে হবে।

২৯. দশম কাজ—সালাতের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। এর অর্থ সালাতের প্রস্তুতি ও আদায় পর্বে যেসব ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব বিধান রয়েছে, তার প্রতি যথার্থ গুরুত্ব দিতে হবে।

৩০. উপরোল্লিখিত কাজগুলো যারা যথারীতি করবে, তারাই হবে জান্নাতের সম্মানিত এবং চিরস্থায়ী মেহমান।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٣٦﴾ فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٧﴾ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ○

৩৬. অতএব (হে নবী) যারা কুফরী করেছে তাদের কি হয়েছে, তারা আপনার দিকে মাথা নিচু করে দৌড়রত, ৩৭.—ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে দলে দলে ?[২৪]

﴿٣٨﴾ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٩﴾ كَلَّا ۖ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ

৩৮. তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হবে[২৫] ? ৩৯. কক্ষণো নয় ; আমি অবশ্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি

مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ○

কোন্ জিনিস থেকে তা তারা জানে[২৬]। ৪০. অতএব না[২৭], আমি কসম করছি সূর্যোদয় স্থানসমূহ এবং সূর্যাস্তের স্থানসমূহের প্রতিপালকের[২৮]—নিশ্চয়ই আমি ক্ষমতাবান—

(৩৬) فَمَالِ-অতএব (হে নবী!) কি হয়েছে ; الَّذِيْنَ-তাদের, যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে; قِبَلَكَ-আপনার দিকে ; مُهْطِعِيْنَ-মাথা নিচু করে দৌড়রত। (৩৭) عَنِ-থেকে ; الْيَمِيْنِ-ডান দিক ; وَ-এবং ; عَنِ-থেকে ; الشِّمَالِ-বাম দিক ; عِزِيْنَ-দলে দলে। (৩৮) اَيَطْمَعُ-আশা করে কি ; كُلُّ-প্রত্যেক ; امْرِئٍ-ব্যক্তিই ; مِّنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে ; اَنْ-যে ; يُّدْخَلَ-তাকে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হবে ; جَنَّةَ-জান্নাতে ; نَعِيْمٍ-নিয়ামতপূর্ণ। (৩৯) كَلَّا-কক্ষণো নয় ; اِنَّا-আমি অবশ্যই ; خَلَقْنٰهُمْ-(خلقن+هم)-তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; مِّمَّا-(من+ما)-কোন্ জিনিস থেকে তা ; يَعْلَمُوْنَ-তারা জানে। (৪০) فَلَآ-অতএব ; اُقْسِمُ-আমি কসম করছি ; بِرَبِّ-প্রতিপালকের ; الْمَشٰرِقِ-সূর্যোদয়-স্থানসমূহ ; وَ-এবং ; وَالْمَغٰرِبِ-সূর্যাস্তের স্থানসমূহের ; اِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; لَقٰدِرُوْنَ-ক্ষমতাবান।

২৪. মক্কার কাফিরগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর চারদিকে ভিড় করে দীন-ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরনের কটূক্তি, বক্রোক্তি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। দরিদ্র মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতো—এসব ছোটলোকগুলো বুঝি অথৈ নিয়ামতের ভাণ্ডার জান্নাতের আশায় পাগলপারা। এরা যদি জান্নাতী হয়, তবে আমরা তাদের অনেক আগেই জান্নাতী হবো। আলোচ্য আয়াতে এসব কাফিরদের উক্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

২৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জান্নাত তো তাদের জন্য যাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। জাগতিক উপায়-উপাদানের মাপকাঠি দিয়ে জান্নাত লাভ করা যাবে যেমন এসব কাফির মনে করেছে। হে নবী ! এসব লোক সত্যের বাণী শুনতে নারাজ, ন্যায় ও সত্যের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য এরা আপনার কাছে ছুটে আসছে, এরা কিভাবে জান্নাতের দাবী করতে সাহস করে ? আল্লাহ কি এসব লোকের জন্যই জান্নাত তৈরি করেছেন ?

২৬. আলোচ্য আয়াতের একটি অর্থ এটা হতে পারে যে, সৃষ্টিগত উপাদানের দিক থেকে সব মানুষ সমান। জান্নাতে যাওয়ার কারণ যদি সেই উপাদান হয় তাহলে কাফির, মু'মিন, সৎ-অসৎ, অত্যাচারী, ন্যায়বান এবং অপরাধী, নিরাপরাধ সবারই জান্নাতে যাওয়া উচিত। কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার জন্য সৃষ্টিগত উপাদান বিচার্য হবে না। জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারিত হবে অর্জিত গুণাবলীর ভিত্তিতে। আর তা হলো —ঈমান ও নেকআমল। একথাটা বুঝার জন্য মানুষের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট। একেবারে সাধারণ একজন মানুষও কোনো চিন্তা-গবেষণা ছাড়া একথা বুঝতে সক্ষম।

আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, এসব লোক নিজেরাই নিজেদেরকে আমার আযাব থেকে নিরাপদ মনে করছে এবং তাদেরকে সতর্ককারী আমার রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। অথচ আমি চাইলে তাদেরকে দুনিয়াতেও শাস্তি দিতে পারি ; আবার তাদের মৃত্যুর পর যখন চাইবো তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠাতেও পারবো। তারা জানে যে, তাদেরকে নগণ্য অপবিত্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিষয়টা সম্পর্কে চিন্তা করলেও তারা আমার পাকড়াও এবং তাদেরকে পুনর্জীবিত করার বিষয় সম্পর্কে ভুল ধারণা করতে পারতো না। (তাফহীম)

২৭. অর্থাৎ তাদের ধারণা ঠিক নয়। এটা জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে কাফিরদের ভুল ধারণার প্রতিবাদ।

২৮. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে সূর্যোদয়ের অনেক স্থান এবং সূর্যাস্তের অনেক স্থানের 'রব' বা প্রতিপালক বলে পরিচয় দিয়েছেন।

'মাশারিক' ও 'মাগারিব' শব্দ দুটো যথাক্রমে 'মাশরিক' ও 'মাগরিব' শব্দের বহুবচন। সূর্য ও পৃথিবী উভয়টি ঘূর্ণায়মান থাকার ফলে সূর্যের উদয়স্থান ও অস্ত স্থানের পরিবর্তন ঘটে। তার স্থান পরিবর্তনের ফলে এমনটা ঘটে। আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা শব্দ দু'টোকে বহুবচনে ব্যবহার করেছেন। পৃথিবীর সব অঞ্চলে একই সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় না। আর এজন্যই সালাত, সাওম ও ঈদ ইত্যাদি ইবাদাতসমূহের সময়েও তারতম্য হয়ে থাকে। এসব দিক থেকে আল্লাহ তা'আলা অনেক উদয়াচল এবং অনেক অস্তাচলের 'রব' বা প্রতিপালক বলে নিজের পরিচয় দান করেছেন।

সূরা আর রাহমানে ১৭ আয়াতে শব্দ দু'টোকে দ্বিবচন উল্লেখ করে 'রাব্বুল মাশরিক্বাঈনি ওয়া রাব্বুল মাগ্‌রিবাঈন' বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দুই উদয়স্থল এবং দুই অস্তাচলের প্রতিপালক। এর মর্ম এই যে, পৃথিবী দুই গোলার্ধে বিভক্ত। এক গোলার্ধে

৪১ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝٤٢ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا

৪১. তাদের বদলে তাদের চেয়ে উত্তম (মানুষ) সৃষ্টি করতে ; এবং আমি পিছিয়ে পড়ে থাকাদের শামিল নই[২৯]। ৪২. অতএব, হে নবী ! আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাক-বিতণ্ডা করতে থাকুক

وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝٤٣ يَوْمَ يَخْرُجُونَ

এবং আনন্দ কৌতুক করতে থাকুক, যে পর্যন্ত না তারা মুখোমুখী হয় তাদের সেদিনের যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে[৩০]। ৪৩. সেদিন তারা বের হবে

৪১ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ-তাদের বদলে সৃষ্টি করতে ; خَيْرًا-উত্তম (মানুষ) ; مِّنْهُمْ-তাদের চেয়ে ; وَ-এবং ; مَا-নেই ; نَحْنُ-আমি ; بِمَسْبُوقِينَ-পিছিয়ে পড়ে থাকাদের শামিল। ৪২ فَذَرْهُمْ-অতএব (হে নবী) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন ; يَخُوضُوا-তারা বাক-বিতণ্ডা করতে থাকুক ; وَ-এবং ; يَلْعَبُوا-আনন্দ-কৌতুক করতে থাকুক ; حَتَّىٰ-যে পর্যন্ত না ; يُلَٰقُوا-তারা মুখোমুখী হয় ; يَوْمَهُمُ-তাদের সেই দিনের ; الَّذِي-যার ; يُوعَدُونَ-ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে। ৪৩ يَوْمَ-সেদিন ; يَخْرُجُونَ-তারা বের হবে ;

সূর্য উদয় হলে তখন অন্য গোলার্ধে সূর্য অস্ত যায়। সুতরাং সূর্য দুই গোলার্ধে দু'বার উদয় হয় এবং দু'বার অস্ত যায়।

সূরা শুআরার ২৮ আয়াত এবং সূরা মুয্যাম্মিলের ৯ আয়াতে শব্দ দু'টোকে একবচন হিসেবে 'রাব্বুল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি' উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এক উদয়স্থল ও এক অস্তস্থলের প্রতিপালক। এর মর্ম হলো—উত্তর ও দক্ষিণ দিকের তুলনায় একটি দিক পূর্ব (মাশরিক) এবং আরেকটি দিক হলো পশ্চিম (মাগরিব)। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই উল্লেখিত দু' সূরার আলোচ্য শব্দ দু'টোকে একবচন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (তাফহীম)

২৯. আল্লাহ্ তা'আলা উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহের মালিক হওয়ার কসম করে যে কথা বলেছেন যে, আমি যেহেতু সকল উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিক, তাই সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র আমার ক্ষমতাই কার্যকর এবং সবকিছু আমারই নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং আমি তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। আমি তোমাদেরকে যখন ইচ্ছা ধ্বংস করে দিতে পারি এবং তোমাদের চাইতে উত্তম কোনো জাতির উত্থান ঘটাতে পারি যারা তোমাদের মতো হবে না। এ কাজে আমাকে অক্ষম করে পেছনে ফেলে কেউ এগিয়ে যেতে পারবে না।

৩০. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কাফিরদেরকে তাদের অর্থহীন বাক-বিতণ্ডা এবং খেল-তামাশায় বিভোর হয়ে থাকতে দিন। কিয়ামত যখন তাদের চোখের সামনে এসে পড়বে, তখন স্বয়ং আমি তাদের

مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً

কবরগুলো থেকে দ্রুতবেগে যেনো তারা কোনো লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছুটছে[৩১]।
৪৪. নতমুখী থাকবে

أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

তাদের দৃষ্টিসমূহ, অপমান-লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে ; এটাই সেদিন যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হতো।

مِنَ-থেকে ; الْأَجْدَاثِ-কবরগুলো ; سِرَاعًا-দ্রুতবেগে ; كَأَنَّهُمْ-(ك+ان+هم)-যেনো তারা ; إِلَىٰ-দিকে ; نُصُبٍ-কোনো লক্ষ্য বস্তুর ; يُوفِضُونَ-ছুটছে। ﴿٤٤﴾ خَاشِعَةً-নতমুখী থাকবে ; أَبْصَارُهُمْ-(ابصار+هم)-তাদের দৃষ্টিসমূহ ; تَرْهَقُهُمْ-(ترهق+هم)-তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে ; ذِلَّةٌ-অপমান লাঞ্ছনা ; ذَٰلِكَ-এটাই ; الْيَوْمُ-সেদিন ; الَّذِي-যার ; كَانُوا يُوعَدُونَ-ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হতো।

সাথে বুঝাপাড়া করবো। রাসূলুল্লাহ সা.-কে এটা জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো—কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন এবং তাঁকে ও মু'মিনদেরকে সান্ত্বনা দান করা। যাতে তাঁরা—কে ঈমান আনলো, আর কে আনলো না সেদিকে নযর না দিয়ে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে দীনী দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। (ছাফওয়া)

৩১. 'নুসুব' শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক অর্থ মূর্তি। এ অর্থের আলোকে আয়াতের অর্থ হবে—কিয়ামতের দিন কাফির-মুশরিকরা কবর থেকে উঠে এমনভাবে দৌড়াতে থাকবে, যেনো তারা তাদের দেব-দেবী বা প্রতিমার বেদীর দিকে দৌড়াচ্ছে। এর আরেক অর্থ হলো—দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল ; যেখানে আগে পৌঁছতে পারা বা না পারার ওপর হারজিত নির্ভরশীল।

২য় রুকূ' (৩৬-৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর নবীর নবুওয়াতকে অমান্য-অস্বীকার করে আল্লাহকে মানার কোনো সুযোগ নেই।

২. আখেরাতে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের জন্য ইতোপূর্বে উল্লিখিত গুণাবলী অর্জন না করে শুধুমাত্র জান্নাত কামনা করা দ্বারা জান্নাত লাভ করা যাবে না।

৩. সৃষ্টিগত উপাদান বা জাগতিক কোনো উপাদানের মাপকাঠি জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা পরিমাপ করা যায় না।

৪. আল্লাহ তা'আলা যে কোনো অবাধ্য জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের স্থলে তাদের চেয়ে উত্তম অন্য কোনো জাতিকে ক্ষমতাসীন করে দিতে পারেন।

৫. দীনী দাওয়াতী কাজে বিরোধীদের কূটতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে। অনর্থক বাক-বিতণ্ডা কোনো সুফল বয়ে আনে না।

৬. বিশ্ব-জগতের একমাত্র প্রভু আল্লাহ ; সকল ক্ষমতার তিনিই একমাত্র মালিক। দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাঁর ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না।

৭. ইসলামকে নিয়ে যেসব বাতিলপন্থী যতোই ঠাট্টা-মস্করা করুক না কেনো, তাদেরকে একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। আর সেদিনই তারা তাদের ঠাট্টা-মস্করার জবাব পাবে।

৮. হাশরের দিন এসব অপরাধী অপমান-লাঞ্ছনায় আচ্ছন্ন চেহারা নিয়ে আনত দৃষ্টিতে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে ছুটতে থাকবে।

৯. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত—এ তিনটি হলো সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মৌলিক বিষয়।

১০. তাওহীদ ও আখিরাতে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে।

১১. রিসালাতে বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে রাসূলকে বাস্তবে পুরোপুরি অনুসরণ করে জীবন গড়তে হবে। আর তা হলেই দুনিয়াতে শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তি ও জান্নাত লাভ করা যাবে।

❑

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত 'নূহান' শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। 'নূহ' প্রাচীনকালের একজন নবীর নাম, যিনি 'লিনাওয়ার' (বর্তমান ইরাকের) অধিবাসী ছিলেন। তিনি আদম আ.-এর দশম স্তরের বংশধর ছিলেন। এ সূরা তাঁর কাহিনী অবলম্বনে নাযিল হয়েছে। এদিক থেকে এটাকে সূরার সার্থক শিরোনামও বলা যেতে পারে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা নূহ রাসূলের মাক্কী জীবনে নাযিল হওয়া সূরাগুলোর অন্যতম। এর নাযিলকাল সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও আলোচ্য বিষয় থেকে অনুমান করা যায় যে, ইসলাম ও মহানবী সা.-এর বিরোধিতা যখন তীব্র হয়ে উঠেছিলো তখনই প্রাচীন ইতিহাস থেকে কাফিররা যেনো শিক্ষা লাভ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে এ সূরা নাযিল করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় নূহ আ.-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ; তবে তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কিস্সা-কাহিনী সবিস্তার বর্ণনা করা নয়। বরং কাফিরদের সতর্কীকরণে যতোটুকু কাহিনী বলা প্রয়োজন ছিলো, ততোটুকুই এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে যে, নূহ আ.-এর সময় সেখানকার জনগণ ও সমাজপতিগণ যে আচার-আচরণ ও ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো, তোমরাও ঠিক একই ভূমিকা গ্রহণ করছো। অতএব তাদের যে পরিণতি ঘটেছে তোমাদের পরিণতিও তা থেকে ভিন্নতর কিছু না-ও হতে পারে। তাদের পরিণতি থেকে তোমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত।

সূরার ১ম থেকে ১৪ আয়াতে নূহ আ.-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ। নির্দেশ অনুসারে লোকদের প্রতি তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগ। তিন দফা মৌলিক দাওয়াত, নূহ আ. কর্তৃক দাওয়াতের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন, জাতির লোকদের দাওয়াত অস্বীকার-অমান্য করা, তাদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ, সমাজপতিদের অহংকার-দাম্ভিকতা ও দাওয়াতের বিরোধিতায় হঠকারিতা দেখানো ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

১৫ থেকে ২০ আয়াতে বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টির পর্যায়ক্রম, আকাশের স্তর বিন্যাস, চাঁদ-সুরুজ সৃষ্টির উপকারিতা, উদ্ভিদের মতো মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতি দান, সে মাটিতেই তাদের বিলীন হওয়া এবং সে মাটি থেকেই তাদের পুনরুত্থান, পৃথিবীকে মানুষের চলাচলের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে সুবিস্তৃত করে দেয়া ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ আলোচনা থেকে আল্লাহ তা'আলা নূহ আ.-এর

মুখে নিজ কুদরত বা ক্ষমতা, মহত্ত্ব-মহানত্ত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং আধিপত্যের একচ্ছত্রতা ইত্যাদি বিষয় তৎকালীন মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন।

২১ থেকে ২৫ আয়াতে জাতির লোকদের হিদায়াত সম্পর্কে নূহ আ.-এর নৈরাশ্যজনক বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার কথা শোনে না। এরা তাদের সমাজনেতা ও গোত্রীয় সরদারদের কথা মেনে চলছে। অথচ এ গোত্রপতিদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাদের ধ্বংসই ডেকে আনছে। এসব সমাজনেতারা আমার ও দীনী দাওয়াতের বিরোধিতায় উচ্চকণ্ঠ ও বিভিন্নমুখী কঠিন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা জনগণকে তাদের প্রতিমা—উদ্দ, সুওয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক ও নসর-এর পূজা পরিত্যাগ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করছে। তারা এভাবে বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবীর দাওয়াত ও তাবলীগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং শিরক-এর অপরাধে এ জাতিকে এক সর্বগ্রাসী প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন। এটা ছিলো তাদের পার্থিব শাস্তি। আর পরকালে তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের শাস্তি।

এখানে উল্লেখ্য যে, নূহ আ.-এর মুখে তাঁর জাতির অবস্থা আল্লাহর দরবারে পেশ করার পর আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাদের ওপর পার্থিব শাস্তি আপতিত হয়। নূহ আ.-এর পক্ষ থেকে তাদের শাস্তির আবেদন তাঁর অধৈর্যের প্রকাশ ছিলো না। তিনি শত শত বছর পর্যন্ত অপরিসীম ধৈর্যের সাথে দীনী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন তাঁর প্রতি ওহী আসল যে, "তোমার এ জাতির যে গুটিকয়েকজন ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ কখনো ঈমান আনবে না।" তখন তিনি তাদের হিদায়াত লাভের ব্যাপারে একেবারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে বদ দোয়া করলেন।

২৬ আয়াত থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত নূহ আ. চরম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁর জাতির বেঈমানদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যে বদদোয়া করেছিলেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন—'হে আমার প্রতিপালক ! আমার জাতির বেঈমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিন। এদের কাউকে আযাব থেকে রেহাই দেবেন না ; এদের কাউকে রেহাই দিলে তারা আপনার মু'মিন বান্দাহদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে এবং দুষ্কৃতকারী ও পাপাচারী জন্ম দেবে।

অবশেষে নূহ আ. তাঁর নিজের ও সঙ্গী-সাথী মু'মিনদের জন্য এবং মাতা-পিতার জন্য এই বলে দোয়া করেছেন যে, 'হে আমার প্রতিপালক ! আপনি আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে, আমার সঙ্গী-সাথী মু'মিনদেরকে এবং সকল যুগের মু'মিন নর-নারীদেরকে আপনার মহাকরুণায় ক্ষমা করে দিন। আর যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবেন না।

❐

① إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ

১. নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাঁর জাতির প্রতি পাঠিয়েছিলাম যে, আপনি আপনার জাতিকে সতর্ক করে দিন, তাদের প্রতি আসার আগে

عَذَابٌ أَلِيمٌ ② قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ③ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَ

এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি[১]। ২. তিনি বলেছিলেন—"হে আমার কাওম ! আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী—৩. (এ বিষয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত (দাসত্ব) করো ও

①اِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; اَرْسَلْنَا-পাঠিয়েছিলাম ; نُوْحًا-নূহকে ; اِلٰى-প্রতি ; قَوْمِهٖ-তাঁর জাতির ; اَنْ-যে ; اَنْذِرْ-আপনি সতর্ক করে দিন ; قَوْمَكَ-আপনার জাতিকে ; مِنْ قَبْلِ-আগে ; اَنْ يَّاْتِيَهُمْ-(ان ياتى+هم)-তাদের প্রতি আসার ; عَذَابٌ-এক শাস্তি ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক।②قَالَ-তিনি বলেছিলেন ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার কাওম ; اِنِّىْ-আমি অবশ্যই ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; نَذِيْرٌ-একজন সতর্ককারী ; مُّبِيْنٌ-প্রকাশ্য। ③اَنْ-(এ বিষয়ে) যে, اعْبُدُوا-তোমরা ইবাদাত (দাসত্ব) করো ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; وَ-ও ;

১. 'আযাবুন আলীম' অর্থ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এর অর্থ কাওমে নূহ-এর ওপর আপতিত প্রলয়ংকরী জালোচ্ছ্বাস ও তুফান। অথবা এর অর্থ আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তিও হতে পারে। নূহ আ.-কে তাঁর জাতির নিকট এ দাওয়াত নিয়ে পাঠানো হয়েছিলো, যেনো তিনি তাদেরকে শিরক ও নৈতিক অনাচার সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। অন্যথায় তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে।

এখানে উল্লেখ্য, 'নূহ' শব্দের অর্থ নিশ্চুপ, অবিচল, স্থির ও অতিশয় ক্রন্দনকারী। তিনি অতিশয় কাকুতি-মিনতী সহকারে আল্লাহর দরবারে কাঁদতেন বলে তাঁর উপাধি 'নূহ' হয়ে যায়। তাঁর মূল নাম ছিল আবদুল গাফ্ফার।

তিনি সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত তাঁর কাওমকে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন ; কিন্তু গুটিকতক লোক ছাড়া তাঁর কাওম তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেনি। এ অত্যাচারী কাওম তাদের নবীর দাওয়াত তো গ্রহণ করেইনি, বরং তাঁকে মারতে মারতে বেঁহুশ করে দিতো। তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বলতেন, "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার কাওমকে ক্ষমা করে দিন, তারা আমাকে চিনতে পারেনি।" (কুরতুবী)

اتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ

ভয় করো তাঁকে আর আনুগত্য করো আমার[২]। ৪. তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন—তোমাদের গুনাহগুলো থেকে[৩] এবং তোমাদেরকে অবকাশ দান করবেন একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত[৪] ;

اتَّقُوْهُ-(اتقوا+ه)-ভয় করো তাঁকে ; وَ-আর ; اَطِيْعُوْنِ-আনুগত্য করো আমার। ④يَغْفِرْ-তিনি ক্ষমা করে দেবেন ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; مِّنْ-থেকে ; ذُنُوْبِكُمْ-(ذنوب+كم)-তোমাদের গুনাহগুলো ; وَ-এবং ; يُؤَخِّرْكُمْ-(يؤخر+كم)-তোমাদেরকে অবকাশ দান করবেন ; اِلٰٓى-পর্যন্ত ; اَجَلٍ-একটি মেয়াদ ; مُّسَمًّى-নির্দিষ্ট ;

২. নূহ আ. তাঁর জাতির সামনে তিনটি বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন—

এক ঃ আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব। এর অর্থ সর্বাবস্থায় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা। এর বাস্তব রূপ হলো—আল্লাহর শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কাজ—তা অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে—আদায় করা ও মেনে চলা। আর দৈনন্দিন জীবনে সকল কিছুর দাসত্ব, আনুগত্য ও গোলামী থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

দুই ঃ তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। তাকওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ—বেঁচে থাকা, বিরত থাকা ও ভয় করা। এর অর্থ এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা যা আল্লাহর অসন্তুষ্টি বা গযবের কারণ হয় এবং নিজেদের বাস্তব জীবনে এমন নীতি গ্রহণ করা যা একজন আল্লাহভীরু মানুষের গ্রহণ করা উচিত।

তিন ঃ নবীর আনুগত্য। এর অর্থ নূহ আ.-এর আনুগত্য। কারণ তিনি নবী হিসেবে তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। (তাফহীম, কাবীর)

৩. অর্থাৎ উল্লিখিত তিনটি বিষয় মেনে নিলে এতোদিন পর্যন্ত ঈমান না এনে যেসব গুনাহ করেছো তা সবই মাফ করে দেয়া হবে। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, বান্দাহর অধিকারের সাথে সম্পর্কিত গুনাহ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ-ই মাফ করে দেবেন।

৪. অর্থাৎ তোমরা যদি আমার দাওয়াতের বিষয় তিনটি মেনে নাও, তাহলে তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দান করবেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, দাওয়াত মেনে না নিলে নির্ধারিত সময়ের আগেই কি মৃত্যুদান করবেন ? মুফাস্‌সিরীনে কিরাম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে, বান্দাহর 'আজল' বা নির্ধারিত সময় দু'প্রকার ঃ (১) 'কাত্‌য়ী' বা অকাট্য ; (২) 'মুয়াল্লাক' বা শর্ত সাপেক্ষ।

'কাত্‌য়ী' বা অকাট্য নির্ধারিত সময়—যেমন অমুক ব্যক্তি একশত বছর বাঁচবে। এতে কম-বেশী হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

আর 'মুয়াল্লাক' বা শর্তসাপেক্ষ—নির্ধারিত সময়, যেমন অমুক ব্যক্তি পঞ্চাশ বছর বাঁচবে তবে আল্লাহর আনুগত্য বা নেক কাজ করলে সত্তর বছর বাঁচবে। আল্লাহ

إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي

নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন আসবে (তখন) তাকে বিলম্বিত করা হবে না[৫] ; যদি তোমরা (তা) জানতে (তবে কতোই না ভালো হতো)।"[৬] ৫. তিনি বললেন,[৭] 'হে আমার প্রতিপালক! আমি অবশ্যই

دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۝ وَإِنِّي

আমার কাওমকে ডেকেছি রাতে ও দিনে। ৬. কিন্তু আমার ডাক (ঈমান থেকে) পলায়ন-প্রবণতা ছাড়া তাদের কিছুই বৃদ্ধি করেনি[৮]। ৭. আর আমি

اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اَجَلَ-নির্ধারিত সময় ; اللّٰه-আল্লাহর ; اِذَا-যখন ; جَاءَ-আসবে ; لَايُؤَخَّرُ-(তখন) তাকে বিলম্বিত করা হবে না ; لَوْ-যদি ; كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-তোমরা (তা) জানতে (তবে কতোই না ভালো হতো)।⑤ قَالَ-তিনি বললেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اِنِّىْ-আমি অবশ্যই ; دَعَوْتُ-ডেকেছি ; قَوْمِىْ-(قوم+ى)-আমার কাওমকে ; لَيْلًا-রাতে ; وَ-ও ; نَهَارًا-দিনে।⑥ فَلَمْ يَزِدْهُمْ-(ف+لم يزد+هم)-কিন্তু তাদের কিছুই বৃদ্ধি করেনি ; دُعَاءِىْ-(دعاء+ى)-আমার ডাক ; اِلَّا-ছাড়া ; فِرَارًا-(ঈমান থেকে) পলায়ন-প্রবণতা।⑦ وَ-আর ; اِنِّىْ-আমি ;

তা'আলা জানেন, সে ব্যক্তি উক্ত কাজ করবে কি না এবং সে কতদিন বাঁচবে— সেটাই তিনি 'লাওহে মাহফুয' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এটাই আজলে কাত্য়ী বা অকাট্য লিপিবদ্ধ সময়। ফেরেশতার নিকট আল্লাহ তা'আলা বান্দাহর যে সময় সীমা জানিয়ে দেন তাতে বান্দার আজলে মুয়াল্লাক বা শর্তসাপেক্ষ নির্ধারিত সময় উল্লেখ থাকে এবং তাতেই পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটানো হয়ে থাকে। একথাই কুরআন মাজীদে সূরা রা'আদ-এর ৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে—"আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছে করেন বহাল রাখেন। আর তাঁর কাছেই রয়েছে মূল কিতাব।" এখানে মূল কিতাব দ্বারা লাওহে মাহফুয বুঝানো হয়েছে। তাতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ফেরেশতার নিকট যে 'আজল' লিপিবদ্ধ আছে, তাতেই পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটে। সুতরাং এ দু'য়ের মধ্যে কোনো বৈপরিত্য বা বিরোধ নেই। (রুহুল মাআনী, মাআরিফ, কাবীর)

৫. এখানে 'আজল' দ্বারা সেই 'আজল' বুঝানো হয়েছে, যা কোনো জাতির ওপর আযাব নাযিল করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো জাতির আযাবের ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর ঈমান আনলেও তাদেরকে আর ক্ষমা করা হয় না। (তাফহীম)

৬. অর্থাৎ আমার মাধ্যমে তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছার পর যে সময়টা অতিবাহিত হচ্ছে তা তোমাদের জন্য একটা অবকাশ। আর এ অবকাশ তোমাদেরকে

كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا أَصَابِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا

যখনই তাদেরকে ডাকি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন[৯]–(তখনই) তারা নিজেদের কানে নিজেদের আঙুল ঢুকিয়ে দেয় এবং তারা ঢেকে নেয় নিজেদেরকে

ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّيٓ دَعَوْتُهُمْ

তাদের নিজেদের কাপড় দিয়ে[১০] ; আর তারা জেদ ধরে এবং তারা অহংকার করার মতোই অহংকার করে[১১]। ৮. অতঃপর আমি তাদেরকে অবশ্যই ডেকেছি

كُلَّمَا-যখনই ; دَعَوْتُهُمْ-(دعوت+هم)-তাদেরকে ডাকি ; لِتَغْفِرَ-যাতে আপনি ক্ষমা করে দেন ; لَهُمْ-তাদেরকে ; جَعَلُوٓا-তারা ঢুকিয়ে দেয় ; أَصَابِعَهُمْ-(اصابع+هم)-নিজেদের আঙুল ; فِيٓ ءَاذَانِهِمْ-(فى+اذان+هم)-নিজেদের কানে ; وَ-এবং ; اسْتَغْشَوْا-তারা ঢেকে নেয় (নিজেদেরকে) ; ثِيَابَهُمْ-(ثياب+هم)-নিজেদের কাপড় দিয়ে ; وَ-আর ; أَصَرُّوا-তারা জেদ ধরে ; وَ-এবং ; اسْتَكْبَرُوا-তারা অহংকার করে ; اسْتِكْبَارًا-অহংকার করার মতোই। ⑧ ثُمَّ-অতঃপর ; إِنِّيٓ-আমি অবশ্যই ; دَعَوْتُهُمْ-(دعوت+هم)-তাদেরকে ডেকেছি ;

দেয়া ঈমান আনার জন্য। এ অবকাশ শেষ হয়ে গেলে আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদের রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। সুতরাং তোমাদের উচিত ঈমান আনার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসা—আযাব আসার সময় পর্যন্ত বিলম্ব না করা। (তাফহীম)

৭. এখানে নূহ আ.-এর সেই আবেদন উল্লেখিত হয়েছে, যা তিনি তাঁর রিসালাতের শেষ যুগে আল্লাহর সামনে পেশ করেছেন। রিসালাতের শুরু থেকে নিয়ে এ আবেদন পেশ করার সময় পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

৮. অর্থাৎ আমি তাদেরকে যতোই দীনের দিকে ডেকেছি, তারা ততোই আমার থেকে দূরে সরে গেছে। আমার দাওয়াতের প্রতি তারা মোটেই কর্ণপাত করেনি।

৯. অর্থাৎ তারা শিরক এবং অনৈতিক কাজ পরিহার করে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেই তারা আপনার ক্ষমা লাভ করতে পারতো।

১০. অর্থাৎ তারা যখন নূহ আ.-এর দাওয়াত শুনতো, তখন কাপড় দিয়ে তাদের মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নিতো। কারণ তারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করতে রাজী ছিলো না। তাদের মুখমণ্ডল ঢাকার কারণ কয়েকটি হতে পারে—এক. তারা নূহ আ.-এর কথা শোনা তো দূরের কথা তাঁর চেহারা দেখতেও রাজী ছিলো না। দুই. নূহ আ. যেনো তাদেরকে চিনতে পেরে তাদের সাথে দীনী দাওয়াতের কথা বলতে না পারেন, এজন্য তারা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নূহ আ.-এর সামনে দিয়ে চলে যেতো।

جِهَارًا ﴿٩﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿١٠﴾ فَقُلْتُ

উচ্চৈস্বরে। ৯. পরে আমিই তাদের কাছে প্রকাশ্যে প্রচার করেছি এবং তাদেরকে চুপে চুপে বলেছি (আমার কথা) একান্ত গোপনভাবে[১২]। ১০. অনন্তর আমি বলেছি—

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١١﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا

তোমরা ক্ষমা চাও তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ; নিশ্চয়ই তিনি হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল। ১১. তিনি আকাশকে (মেঘকে) তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকারী হিসেবে পাঠাবেন।

جِهَارًا-উচ্চৈস্বরে। ⑨ ثُمَّ-পরে ; إِنِّيْ-আমি-ই ; أَعْلَنْتُ-প্রকাশ্যে প্রচার করেছি ; لَهُمْ-তাদের কাছে ; وَ-এবং ; أَسْرَرْتُ-চুপে চুপে বলেছি (আমার কথা) ; لَهُمْ-তাদেরকে; إِسْرَارًا-একান্ত গোপনভাবে। ⑩ فَقُلْتُ-অনন্তর আমি বলেছি ; اسْتَغْفِرُوْا-তোমরা ক্ষমা চাও ; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ; إِنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই তিনি ; كَانَ-হলেন ; غَفَّارًا-অত্যন্ত ক্ষমাশীল। ⑪ يُرْسِلِ-তিনি পাঠাবেন ; السَّمَاءَ-আকাশকে (মেঘকে) ; عَلَيْكُمْ-(على+كم)-তোমাদের ওপর ; مِدْرَارًا-প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকারী হিসেবে।

১১. অর্থাৎ তারা নূহ আ.-এর ন্যায় ও সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করা এবং রাসূলের আনুগত্য করে জীবন যাপন করাকে তাদের মর্যাদা হানিকর মনে করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। এটা ছিলো তাদের চরম অহংকারের প্রমাণ।

১২. এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, নূহ আ.-এর দাওয়াত তিন পর্যায়ে বিভক্ত ছিলো ঃ

এক ঃ প্রথমে তিনি ব্যক্তিগতভাবে গোপনে গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাদেরকে দীনের কথা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। এতে কোনো কাজ না হওয়ায় দাওয়াতের পদ্ধতি পরিবর্তন করেছেন।

দুই ঃ অতঃপর তিনি লোকদেরকে প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। জনসমক্ষে ইসলামের কথাবার্তা আলোচনা করেন। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন।

তিন ঃ প্রকাশ্য দাওয়াতেও আশানুরূপ ফল না পেয়ে গোপন-প্রকাশ্য উভয় দাওয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে যেমন দাওয়াত দিতে থাকেন, তেমনি প্রকাশ্য জনসমাগমেও তাঁর বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। অর্থাৎ তিনি সম্ভাব্য সকল উপায়-উপাদান ব্যবহার করেও মানুষকে দীনের পথে আনতে সক্ষম হননি। (কাবীর, রুহুল মাআনী)

⑫ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ

১২. আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তিনি তোমাদেরকে প্রবৃদ্ধি দান করবেন এবং সৃষ্টি করবেন তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা ও প্রবাহিত করবেন তোমাদের জন্য

أَنْهٰرًا ⑬ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا ⑭ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ⑮ أَلَمْ تَرَوْا

নদ-নদী[১৩]। ১৩. তোমাদের হয়েছেটা কী ? তোমরা আল্লাহর জন্য মহত্ত্ব-মর্যাদা আশা করছো না।[১৪] ১৪. অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে[১৫]। ১৫. তোমরা কি লক্ষ্য করোনি

⑫ وَ-আর ; يُمْدِدْكُمْ-(يمدد+كم)-তোমাদেরকে প্রবৃদ্ধি দান করবেন ; بِأَمْوَالٍ-(ب+اموال)-ধন-সম্পদ দ্বারা ; وَ-ও ; بَنِينَ-সন্তান-সন্ততি ; وَ-এবং ; يَجْعَلْ-সৃষ্টি করবেন; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; جَنّٰتٍ-বাগ-বাগিচা ; وَ-ও ; يَجْعَلْ-প্রবাহিত করবেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; أَنْهٰرًا-নদ-নদী। ⑬ مَا-হয়েছেটা কী ; لَكُمْ-তোমাদের ; لَا تَرْجُونَ-তোমরা আশা করছো না ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; وَقَارًا-মহত্ত্ব-মর্যাদা। ⑭ وَ-অথচ ; قَدْ خَلَقَكُمْ-(قدخلق+كم)-তিনি-ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; أَطْوَارًا-পর্যায়ক্রমে। ⑮ أَلَمْ تَرَوْا-(ا+لم تروا)-তোমরা কি লক্ষ্য করোনি ?

১৩. আল্লাহ তা'আলা নূহ আ.-এর যবানে তাঁর কাওমকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁর কাছে তোমাদের অতীতের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও। তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তাছাড়া তিনি তোমাদের দুনিয়ার জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠকে সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামল করে দেবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে কল্যাণ ও প্রবৃদ্ধি দান করবেন। আর মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে তোমাদেরকে দান করবেন চির সুখময় জান্নাত, যার তলদেশ থেকে প্রবহমান থাকবে ঝর্ণাধারাসমূহ।

কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, ঈমান, তাকওয়া এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চললে তার সুফল ও কল্যাণ পরকালীন জীবনের জন্যই শুধু নয়, দুনিয়ার জীবনেও তার সুফল ও কল্যাণ লাভ করা যায়। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল থেকে এ প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

অপরদিকে আল্লাহদ্রোহিতার আচরণ মানুষের শুধুমাত্র আখিরাতের জীবনকে নয়, দুনিয়ার জীবনকেও সংকীর্ণ করে দেয়।

সূরা ত্ব-হার ১২৪ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো।"

সূরা আল মায়েদার ৬৬ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর যদি তারা (আহলি কিতাব) তাওরাত ও ইন্‌জীল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তার বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠা করতো, তাহলে তারা তাদের ওপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে পানাহার লাভ করতো।"

সূরা আল আ'রাফের ৯৬ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর যদি সেই জনপদবাসীরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া ভিত্তিক জীবন যাপন করতো, তবে আমি অবশ্যই খুলে দিতাম তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ ; কিন্তু তারা অস্বীকার করেছিলো, ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম তার জন্য যা তারা অর্জন করেছিলো।"

সূরা হূদ-এর ৫২ আয়াতে হূদ আ.-এর যবানীতে বলা হয়েছে—"হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে এসো ; তিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের (বিদ্যমান) শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দেবেন ; কিন্তু তোমরা অপরাধে লিপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।"

আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সা.-ও কুরাইশদেরকে বলেছিলেন, একটি কথা যদি তোমরা মেনে নাও, তাহলে আরব ও আজমের শাসনদণ্ডের অধিকারী হয়ে যাবে।

একবার খরাজনিত এক দুর্ভিক্ষের সময় সূরা নূহের ১০ থেকে ১২ আয়াতের নির্দেশনা অনুসারে উমর রা. দোয়া করার জন্য বের হলেন এবং শুধুমাত্র ইস্‌তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করেই শেষ করলেন। সবাই বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তো আদৌ কোনো দোয়া করলেন না ; তিনি বললেন, আমি আকাশের যেসব দরজা দিয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হয় সেসব দরজায় কারাঘাত করেছি। এ বলে তিনি সূরা নূহের উল্লিখিত আয়াতগুলো পাঠ করে শুনিয়ে দেন। (ইবনে কাসীর)

হাসান বসরী রহ.-এর কাছে চার ব্যক্তি চার অভিযোগ পেশ করলে তিনি চার জনকেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দিলেন। অভিযোগ চারটি ছিলো—দারিদ্রতা, অনাবৃষ্টি, সন্তানহীনতা ও ফসলের ফলন কম হওয়া। লোকেরা তাঁকে বললো—আপনি এ লোকদের ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগের জন্য একই পরামর্শ দিচ্ছেন। তখন তিনি সূরা নূহ-এর এ আয়াতগুলো শুনিয়ে দিলেন। (কাশ্‌শাফ)

১৪. 'ওয়াকার' অর্থ সম্মান-মর্যাদা। আয়াতের মর্ম হলো—তোমরা বিশ্ব স্রষ্টা ও বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সম্পর্কে উদাসীন ; অথচ দুনিয়ার ছোট ছোট রাজা-বাদশা, নেতা-নেতৃ, ধনী ও সরদার শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা এমন যে, তাদের মর্যাদা হানিকর কোনো কাজ করলে বিপদে পড়তে হবে। তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, তাঁর প্রভুত্ব, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য এবং তাঁর সার্বভৌমত্বে তোমরা অন্যদেরকে অংশীদার মেনে নাও ; তাঁর প্রদত্ত হুকুম-আহকাম

كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ⑯ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا

কিভাবে আল্লাহ সাতটি আকাশ স্তরে স্তরে সাজিয়ে সৃষ্টি করেছেন[১৬] ? ১৬. আর চাঁদকে স্থাপন করেছেন সেখানে আলো হিসেবে

وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ⑰ وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۙ

এবং সূর্যকে স্থাপন করেছেন বাতিরূপে[১৭]। ১৭. আর আল্লাহ তোমাদের উদগম ঘটিয়েছেন মাটি থেকে—উদগম করার মতো।[১৮]

كَيْفَ-কিভাবে ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; سَبْعَ-সাতটি ; سَمٰوٰتٍ-আকাশ ; طِبَاقًا-স্তরে স্তরে সাজিয়ে। ⑯ وَّ-আর ; جَعَلَ-স্থাপন করেছেন ; الْقَمَرَ-চাঁদকে ; فِيْهِنَّ-সেখানে ; نُوْرًا-আলো হিসেবে ; وَّ-এবং ; جَعَلَ-স্থাপন করেছেন ; الشَّمْسَ-সূর্যকে ; سِرَاجًا-বাতিরূপে। ⑰ وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَنْۢبَتَكُمْ-(انبت+كم)-তোমাদের উদ্গম ঘটিয়েছেন ; مِّنَ-থেকে ; الْاَرْضِ-মাটি ; نَبَاتًا-উদ্গম করার মতো।

নির্দ্বিধায় অমান্য করো। তারপরেও তোমাদের মনে এমন ভয় জাগে না যে, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন—এটা তাঁর বড়ত্ব-মহানত্ব সম্পর্কে তোমাদের অবহেলা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কি হতে পারে। (তাফহীম, রুহুল মাআনী)

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে মানুষের সৃষ্টি সম্পন্ন করেছেন। মানুষ প্রথমত পিতা-মাতার দেহের মধ্যে শুক্রকীটরূপে থাকে। মহান আল্লাহ নিজ কুদরতে মায়ের গর্ভে উভয় শুক্রকীটের মিলন ঘটান। অতঃপর তা পর্যায়ক্রমে রক্তপিণ্ড, মাংসপিণ্ড ও মাংসপিণ্ডের মধ্যে হাড় সংযোজনের পর মানুষের আকৃতি দান করেন। এরপর তাতে প্রাণের সঞ্চার করেন। একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সেখানে প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করে প্রতিপালন করেন। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করিয়ে পর্যায়ক্রমে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় নিয়ে যান। শৈশব-কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যে পৌছে দেন। আলোচ্য আয়াতে এ দিকেই ইংগীত করা হয়েছে। (তাফহীম, রুহুল মাআনী)

১৬. অর্থাৎ তোমরা কি আকাশ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে দেখনি। এখানে 'দেখা' দ্বারা মানুষকে অবগত করা বা মানুষকে সংবাদ দেয়া বুঝানো হয়েছে। (কুরতুবী)

১৭. আল্লাহ তা'আলা চাঁদ ও সুরুজকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। চাঁদকে আলোর সাথে তুলনা করেছেন। কেননা আলোর মধ্যে নমনীয়তা আছে । তা ছাড়া বর্তমান বিজ্ঞান একথা প্রমাণ করেছে যে, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। অন্যের থেকে আলো গ্রহণ করে তা বিকিরণ করে মাত্র। এজন্য চাঁদকে আলোর সাথে তুলনা করা যে বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে, তা আবারো প্রমাণিত হলো। (রুহুল মাআনী)

⑱ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ⑲ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

১৮. অতঃপর তোমাদেরকে তাতেই (সেই মাটিতেই) ফিরিয়ে নেবেন এবং তোমাদেরকে (সেই মাটি থেকেই) বের করে নেবেন—বের করার মতো[১৯]।

১৯. আর আল্লাহ-ই তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন

بِسَاطًا ⑳ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ○

বিছানারূপে[২০]—২০. যাতে তোমরা তার প্রশস্ত পথসমূহে সহজে চলাচল করতে পারো।

⑱ ثُمَّ-অতঃপর ; يُعِيْدُكُمْ-(يعيد+كم)-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন ; فِيْهَا-তাতেই (সেই মাটিতেই) ; وَ-এবং ; يُخْرِجُكُمْ-তোমাদেরকে বের করে নেবেন (সেই মাটি থেকেই) ; إِخْرَاجًا-বের করার মতোই। ⑲ وَ-আর; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; جَعَلَ-করেছেন; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; الْأَرْضَ-যমীনকে ; بِسَاطًا-বিছানারূপে। ⑳ لِتَسْلُكُوْا-তোমরা সহজে চলাচল করতে পারো ; مِنْهَا-তার ; سُبُلًا-পথসমূহে ; فِجَاجًا-প্রশস্ত।

আর সুরুজকে বাতির সাথে তুলনা করার কারণ হলো, সুরুজ বাতির মতোই তার চারপাশের অন্ধকারকে তার আলোর সাহায্যে দূর করে দেয় এবং সবকিছুকে আলোকিত করে এবং দুনিয়াকে সকলের জন্যই আলোময় করে দেয়।
(কাবীর, রুহুল মাআনী, কুরতুবী)

১৮. অর্থাৎ উদ্ভিদ-এর সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধি যেমন হয়ে থাকে, তোমাদের সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধি তেমনই হয়। উদ্ভিদ মাটি থেকেই জন্মে, আবার মাটিতে মিশে যায়। তোমাদেরকেও মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আবার মাটিতেই মিশিয়ে দেয়া হয়। আবার এ মাটি থেকেই তোমাদের উঠানো হবে। উদ্ভিদ তথা গাছপালার সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধি বুঝাতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, মানুষের সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধি বুঝাতেও একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।
(যিলাল, কাবীর, কুরতুবী)

১৯. অর্থাৎ মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টির পর এ পৃথিবীতে পুনর্বাসন করা হয়। আবার তাদেরকে সেই মাটিতেই ফিরিয়ে নেয়া হয়। আবার কিয়ামতের দিন তাদেরকে সেই মাটি থেকেই চূড়ান্তভাবে বের করে আনা হবে। (রুহুল মাআনী)

২০. 'বিসাত' শব্দের অর্থ গালিচা, বিছানা, বিস্তৃত সমতলভূমি। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে সুবিস্তৃত সমতল ভূমি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বিশাল আকারের এ পৃথিবী যদিও গোলাকার কিন্তু আমরা আমাদের চারপাশে তাকালে এটাকে সমতল-ই দেখি। সুতরাং সুবিস্তৃত সমতল হওয়া ও গোলাকার হওয়ার মধ্যে কোনো বৈপরিত্ব নেই।
(রুহুল মাআনী, সাফওয়া)

১ম রুকূ' (১-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের সারকথা ছিলো তিনটি—তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। নূহ আ.-ও তাঁর জাতিকে এ তিনটি বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছিলেন।

২. নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত আল্লাহর হিদায়াত বা দিক নির্দেশনা অমান্য করে জীবন যাপন করলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে—তা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই হতে পারে।

৩. নবী-রাসূলদের দাওয়াতে কোনো দুর্বোধ্যতা নেই। নেই কোনো অস্পষ্টতা ও অযৌক্তিক কথা। সুতরাং এ দাওয়াত গ্রহণ করে ঈমান না আনার কারণ একমাত্র হঠকারিতা।

৪. ঈমান ও আল্লাহভীতি সহকারে রাসূলের আনুগত্য করে অর্থাৎ সকল কাজে রাসূলের জীবন থেকে আলো নিয়ে পথ চললে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানেই প্রকৃত শান্তি নিশ্চিত হয়ে যায়।

৫. দুনিয়ার প্রত্যেকটি মাখলূকের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট আজল বা মেয়াদকাল নির্ধারণ করা আছে। যা 'লাওহে মাহফূয' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

৬. সৃষ্টির আজল বা নির্ধারিত মেয়াদ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ-ই অবগত। আর কেউ তা অবগত হতে পারে না।

৭. আজল বা নির্ধারিত সময় যখন শেষ হয়ে যাবে এবং অন্তিম মুহূর্তটি এসে পড়েছে। তখন এক মুহূর্ত-ও আর বিলম্ব করা হবে না।

৮. মানুষের মধ্যে তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান যারা 'হায়াত' নামক এ মূল্যবান পুঁজিকে যথাযথভাবে কাজে লাগায় এবং মৃত্যুর পরবর্তী কঠিন ও অনিশ্চিত জীবনের জন্য সম্বল যোগাড় করে।

৯. নবী-রাসূলদের সময়কালে যারা তাঁদের দাওয়াতের সরাসরি প্রত্যাখ্যানকারী ছিলো তাদেরকে আল্লাহ তাৎক্ষণিক আসমানী গযব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

১০. নূহ আ.-এর জাতির পরিণতিও সমূলে ধ্বংসের মাধ্যমে হয়েছে। কালে কালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

১১. শেষ নবীর আগমনের পর থেকে মহান আল্লাহ তা'আলা অতীত কালের মতো প্রলয়ংকরী ধ্বংস থেকে মানব জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। এটা মহানবীর বিশ্ব-জগতের জন্য রহমত হওয়ার প্রমাণ।

১২. নূহ আ. তাঁর জাতিকে সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত দীনের দাওয়াত দিয়ে আসছিলেন ; কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেনি।

১৩. নূহ আ. দাওয়াত ও তাবলীগের এমন কোনো পথ ও পন্থা বাকী রাখেনি, যা তিনি অবলম্বন করেননি। কিন্তু সবই অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৪. তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে এবং নূহ আ.-এর আনুগত্যকে গ্রহণ করে নিলে তাদের পূর্বের সকল অপরাধ-ই ক্ষমা করে দেয়া হতো।

১৫. বর্তমানকালে শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত জীবনব্যবস্থা ইসলামকে জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করতে পারলে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

১৬. আমাদেরকে অতীতের সকল অপরাধের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে হবে এবং ভবিষ্যতে আর নাফরমানী না করার অঙ্গীকার করতে হবে, তাহলেই অতীত অপরাধের ক্ষমা পাওয়া যাবে।

১৭. আল্লাহ ও রাসূলের বিধান বাস্তবায়ন করলে দুনিয়াতে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করে দুনিয়াতে স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন।

১৮. আল্লাহর বিধান মেনে চললে তিনি খরা, অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন।

১৯. আর আমাদেরকে তিনি ফল-ফসল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে ভরে দেবেন। আসমান থেকে এবং মাটির নিচ থেকে আমাদের পানাহার-উপাদান সৃষ্টি করে দেবেন।

২০. আমাদেরকে অবশ্যই মহামহীম আল্লাহর সুমহান কুদরত-ক্ষমতা, মহানত্ব, দয়া-অনুগ্রহ ও পাকড়াও সম্পর্কে অন্তরে আযমত বা মর্যাদাকে চির জাগরুক করে রাখতে হবে। তাহলেই আল্লাহর বিধান পালন করে চলা সহজ হয়ে যাবে।

২১. আল্লাহ স্তরে স্তরে সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন, এ সম্পর্কে আমাদেরকে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এটাই ঈমানের দাবী।

২২. তিনি চাঁদকে আলোর আধার হিসেবে বানিয়েছেন এবং সুরুজকে বানিয়েছেন বাতি হিসেবে। এসবই তিনি মানুষের জন্যই বানিয়েছেন।

২৩. উদ্ভিদের মতো মাটি থেকেই মানুষের উদ্গম ;.মাটিতেই আবার প্রত্যাগমন এবং কিয়ামতের দিন সেই মাটি থেকেই তাদের পুনরুত্থান হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২৪. মানুষের চলাচলকে সুগম করার জন্য আল্লাহ পৃথিবীকে সুবিস্তৃত সমতল বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন।

২৫. আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, বিশ্ব-জগতের সবকিছুই আল্লাহ মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন; আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহর দাসত্বকে দুনিয়াতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

২৬. মানুষই 'আশরাফুল মাখলূকাত' যদি তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মেনে দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৮

﴿٢١﴾ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ

২১. নূহ বলেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তারা আমাকে অমান্য-অস্বীকার করেছে[২১] এবং তারা অনুসরণ করেছে তাদের, যাদের (নেতাদের) ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কিছুই বৃদ্ধি করেনি

إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٢﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ

ক্ষতিগ্রস্ততা ছাড়া। ২২. আর তারা (সেসব নেতারা) ষড়যন্ত্র করেছে—ভয়ানক ষড়যন্ত্র[২২]। ২৩. এবং তারা বলেছে (লোকদেরকে) তোমরা কখনো তোমাদের দেব-দেবীগুলোকে পরিত্যাগ করো না এবং কখনো পরিত্যাগ করো না—

﴿٢١﴾ قَالَ-বলেছিলেন ; نُوحٌ-নূহ ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; إِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ; عَصَوْنِي-(عصوا+نى)-আমাকে অমান্য-অস্বীকার করেছে ; وَ-এবং ; اتَّبَعُوا-তারা অনুসরণ করেছে ; مَنْ-তাদের, যাদের ; لَمْ يَزِدْهُ-(لم يزد+ه)-তার কিছুই বৃদ্ধি করেনি ; مَالُهُ-(مال+ه)-তার ধন-সম্পদ; وَ-ও ; وَلَدُهُ-(ولد+ه)-তার সন্তান-সন্ততি ; إِلَّا-ছাড়া ; خَسَارًا-ক্ষতিগ্রস্ততা। ﴿٢٢﴾ وَ-আর ; مَكَرُوا-তারা (সেসব নেতারা) ষড়যন্ত্র করছে ; مَكْرًا-ষড়যন্ত্র ; كُبَّارًا-ভয়ানক। ﴿٢٣﴾ وَ-এবং ; قَالُوا-তারা বলেছে (লোকদেরকে) لَا تَذَرُنَّ-তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না ; آلِهَتَكُمْ-(الهة+كم)-তোমাদের দেব-দেবীগুলোকে ; وَ-এবং ; لَا تَذَرُنَّ-কখনো পরিত্যাগ করো না ;

২১. অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রিসালাতের যে দায়িত্ব দিয়ে আমার জাতির নিকট পাঠিয়েছেন, আমি তাদের কাছে তা যথাযথভাবে পেশ করেছি ; কিন্তু তারা আমার কথা মানেনি ; বরং আমার অবাধ্যাচারণ করেছে। কাওমে নূহ তাঁর আনুগত্য করেনি, তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। তাদের ঈমান প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারকে নূহ আ. অবাধ্যাচরণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

২২. তাদের ভয়ানক ষড়যন্ত্র ছিলো—তারা তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা অন্যদেরকে প্রভাবিত করেছে। সমাজের দুষ্কৃতকারী গুণ্ডাদের নূহ আ.-এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। সাধারণ লোকদেরকে বলেছে যে, তোমরা তোমাদের দেব-দেবীদের পূজা পরিত্যাগ করো না। (কুরতুবী)

وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ

ওয়াদকে, আর না সুওয়াকে ; আর না ইয়াগুস ও ইয়াউক এবং নাসরকে[২৩]। ২৪. আর নিঃসন্দেহে তারা এভাবে পথভ্রষ্ট করেছে আরো অনেককে ; সুতরাং আপনিও বৃদ্ধি করবেন না আর কিছুই

وَدًّا-ওয়াদকে ; وَّ-আর ; لَاسُوَاعًا-না সুওয়াকে ; وَّ-আর ; لَايَغُوْثَ-না ইয়াগুস ; وَ-ও ; يَعُوْقَ-ইয়াউক ; وَ-এবং ; نَسْرًا-নাসরকে। ২৪ وَ-আর ; قَدْ أَضَلُّوْا-নিঃসন্দেহে তারা (এভাবে) পথভ্রষ্ট করেছে ; كَثِيْرًا-আরো অনেককে ; وَ-সুতরাং ; لَاتَزِدِ-আপনিও বৃদ্ধি করবেন না আর কিছুই ;

কুরআন মাজীদের বেশ কয়েক স্থানে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। সূরা আল আ'রাফের ৬০ আয়াতে বলা হয়েছে—"কাওমের সরদাররা বললো, আমরা তো তোমাকে প্রকাশ্য গুমরাহীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি।" সূরা হূদ-এর ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে—"জাতির কাফির লোকেরা বললো, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতো মানুষ ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না। আর আমাদের মধ্যকার নিম্ন শ্রেণীর নির্বোধ লোকেরা ছাড়া আর কাউকে তোমার অনুসরণ করতে দেখি না এবং আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখি না ; বরং আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।" সূরা আল মু'মিনূন-এর ২৪ ও ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে—তাঁর কাওমের কাফির নেতারা বললো—"এ ব্যক্তি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, সে তোমাদের ওপর নেতৃত্ব চায় ; আল্লাহ্ যদি রাসূল পাঠাতে চাইতেন, তবে তিনি অবশ্যই একজন ফেরেশতা পাঠাতেন ; আমরা তো আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি। সেতো এমন এক ব্যক্তি যার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ; সুতরাং তার ব্যাপারে কিছুকাল অপেক্ষা করো।

মক্কার কাফির নেতারাও রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর বিরুদ্ধে প্রায় একই ধরনের কথা বলে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করতো।

২৩. দুনিয়াতে সর্বপ্রথম শির্ক ও মূর্তিপূজার সূচনা করে নূহ আ.-এর জাতি। আদম আ. ও নূহ আ.-এর মধ্যবর্তী সময়ের অনেক আল্লাহভীরু, নামজাদা ও শীর্ষস্থানীয় লোক জনগণের কাছে সুপরিচিত ছিলো। তাঁদের প্রতি জনগণের অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিলো এবং তাদেরকে জনগণ অনুসরণ করতো। যুগের আবর্তনে জনগণের অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং শয়তানের প্ররোচনার ফলে মানুষ তাদের নামে পশু যবেহ করা, বলি দেয়া, তাদের কবরকে সিজদা করা ইত্যাদি কাজ করতে লাগলো এবং ক্রমান্বয়ে তাদেরকে প্রভুর স্থানে বসিয়ে তাদের ইবাদাত করা আরম্ভ করলো। অতঃপর শয়তানের প্ররোচনায় তারা তাদের মূর্তি বানিয়ে তাদের সামনে পূজার উপকরণ পেশ করে যেতে লাগলো। সেসব মূর্তির নাম-ই কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٥﴾ مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا

এসব যালেমদের জন্য পথভ্রষ্টতা ছাড়া।[২৪] ২৫. তাদের (উল্লিখিত) অপরাধের কারণেই তাদেরকে (পানিতে) ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর আগুনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে[২৫] তখন তারা পায়নি

الظّٰلِمِيْنَ-এ যালিমদের জন্য ; اِلَّا-ছাড়া ; ضَلٰلًا-পথভ্রষ্টতা। ﴿٢٥﴾ مِمَّا-কারণেই ; خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ-(خطيئت+هم)-তাদের (উল্লিখিত) অপরাধের ; اُغْرِقُوْا-তাদেরকে (পানিতে) ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে ; فَاُدْخِلُوْا-(ف+ادخلوا)-অতঃপর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ; نَارًا-আগুনে ; فَلَمْ يَجِدُوْا-(ف+لم يجدوا)-তখন তারা পায়নি ;

এ মূর্তিগুলোর মধ্যে 'ওয়াদ' ছিলো বনী কুদা গোত্রের উপাস্য দেবতা। দাওমাতুন জানদালে তারা এর একটি বেদী তৈরী করে রেখেছিলো। 'সূওয়া' ছিলো হোযাইল গোত্রের দেবী। তার মূর্তি ছিলো নারীর অবয়বে তৈরী। 'ইয়াগূস' ছিলো বনী 'তায়'-এর 'আনউম' শাখার 'মাযহীজ' গোত্রের কোনো কোনো শাখার এবং 'সুজাহ' গোত্রের কোনো এক শাখার দেবতা। ইয়ামন ও হিজাযের মধ্যবর্তী 'জুরাশ' নামক স্থানে তার সিংহাকৃতির মূর্তি স্থাপিত ছিলো। আর 'ইয়াউক' ছিলো ইয়ামানের হামদান অঞ্চলের অধিবাসী হামদান গোত্রের দেবতা। এ মূর্তিটি ছিলো ঘোড়ার আকৃতির। আর 'নাসর' ছিলো হিমইয়ার অঞ্চলের 'হিমইয়ার' গোত্রের 'আলে যুলকুলা' শাখার দেবতা। 'বালখা' নামক স্থানে তার মন্দির ছিলো। এটা ছিলো শকুনের আকৃতির।

২৪. নূহ আ.-এর তাঁর জাতির হঠকারী কাফিরদের জন্য বদদোয়া করা মূলত আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছিলো। তিনি সুদীর্ঘকাল তাঁর জাতির লোকদেরকে সত্য দীনের দাওয়াত দিয়ে আসছিলেন। তিনি দাওয়াতী কাজে সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করেছিলেন ; কিন্তু এ হঠকারী জাতি কোনোক্রমেই দাওয়াত গ্রহণ করেনি। তারা আল্লাহর নবীকে মারতে মারতে বেহুঁশ করে ফেলতো। তারা বিভিন্ন উপায়ে নবীকে নির্যাতন করতো। অবশেষে আল্লাহ নূহ আ.-এর প্রতি ওহী নাযিল করে জানিয়ে দিলেন যে, এ জাতির দু-একজন যারা হিদায়াত গ্রহণ করেছে, তারা ছাড়া আর কেউ হিদায়াত গ্রহণ করবে না। এ রকম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো মূসা আ.-এর ক্ষেত্রেও। তিনিও ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। সূরা ইউনুসের ৮৮ ও ৮৯ আয়াতে তা উল্লিখিত হয়েছে—

"মূসা বলেছিলেন—'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে বিলাস-সামগ্রী ও প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়েছেন, যার ফলে তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে গুমরাহ করে দিচ্ছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিন, তারা তো যন্ত্রণাদায়ক আযাব না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না। আল্লাহ বললেন, 'তোমাদের

لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ

নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সাহায্যকারী।[২৬] ২৬. আর নূহ বলেছিলেন— হে আমার প্রতিপালক ! আপনি (কাউকে) এ যমীনের ওপর বাকী রাখবেন না।

لَهُمْ-নিজেদের জন্য; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ; اَنْصَارًا-অন্য কোনো সাহায্যকারী। ﴿٢٦﴾ وَ-আর ; قَالَ-বলেছিলেন ; نُوْحٌ-নূহ ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; لَا تَذَرْ-আপনি বাকী রাখবেন না (কাউকে) ; عَلَى-ওপর ; الْاَرْضِ-এ যমীনের ;

উভয়ের দোয়া গৃহীত হলো, অতএব তোমরা দৃঢ় থাকো এবং কখনো অজ্ঞ লোকদের পথ অনুসরণ করো না।"

মূসা আ.-এর বদ-দোয়ার মতো এ সূরায় উল্লিখিত নূহ আ.-এর বদ-দোয়াও আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে। সূরা হূদ-এর ৩৬ আয়াতে আল্লাহ নূহ আ. সম্পর্কে বলেন—"আর নূহের প্রতি ওহী পাঠানো হলো যে, যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবে না, অতএব তারা যা করছে তার জন্য আপনি দুঃখ করবেন না।"

এরপর একই সূরায় ৩৭ আয়াতে নূহ আ.-কে জলযান তৈরির নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন—"আর আপনি আমার ওহীর নির্দেশ অনুসারে আমার সামনে জলযান তৈরি করুন এবং যারা যুলুম করেছে, তাদের ব্যাপারে আমাকে কোনো কথা বলবেন না, তারা অবশ্যই নিমজ্জিত হবে।"

২৫. অর্থাৎ তাদেরকে তাদের গুনাহের কারণে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে, এরপর তাদেরকে আগুনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। জাহান্নামের শাস্তি তো হবে কিয়ামত তথা হাশর-নশরের পর। তাহলে তাদেরকে ডুবিয়ে মারার পর আগুনে ঢুকিয়ে দেয়ার অর্থ কি ? এ আয়াতের তাফসীরে তাফসীরবিদদের মতে, এর অর্থ বিচারের আগ পর্যন্ত কবর তথা বরযখ-এর জীবনেও যে আযাব হবে, এখানে সেটাকে বলা হয়েছে। এ আয়াত দ্বারাও কবর আযাব প্রমাণিত হয়। (কুরতুবী, কাবীর)

২৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা যেসব দেব-দেবী ও নেতা-নেতৃকে নিজেদের সাহায্যকারী মনে করে তাদের নির্দেশ অনুসারে এবং নিজেদের মনগড়া আইন অনুসারে চলতো, যখন তাদের পানিতে ডুবিয়ে মারা হচ্ছে, তখন কোনো দেব-দেবী ও নেতা-নেতৃ তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।

এ আয়াতে মক্কাবাসীদের জন্য এ সতর্কবাণী রয়েছে যে, তোমরাও যদি আল্লাহর আযাবে পাকড়াও হও, তখন তোমাদের কোনো দেব-দেবী বা তোমাদের কোনো নেতা-নেতৃ—যাদের নির্দেশে তোমরা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করছো, তারা কেউ তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না।

مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٧﴾ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا

এ কাফিরদের মধ্য থেকে—গৃহে বসবাসকারী হিসেবে। ২৭. আপনি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখেন (যমীনে) নিশ্চয়ই তারা আপনার বান্দাহদেরকে গুমরাহ করে ছাড়বে এবং তারা জন্ম দেবে না।

اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٨﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ

দুষ্কৃতকারী চরম কাফির ছাড়া[২৭]। ২৮. হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করে দিন আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং তাদেরকে যারা আমার ঘরে প্রবেশ করেছে—

مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

মু'মিন হিসেবে[২৮], আর (ক্ষমা করুন) মু'মিন পুরুষদেরকে ও মু'মিন নারীদেরকে ; আর যালিমদেরকে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।

مِنَ-মধ্য থেকে ; الْكٰفِرِيْنَ-এ কাফিরদের ; دَيَّارًا-গৃহে বসবাসকারী হিসেবে। ﴿২৭﴾ اِنَّكَ-(ان+ك)-নিশ্চয়ই আপনি ; اِنْ-যদি ; تَذَرْهُمْ-(تذر+هم)-তাদেরকে (যমীনে) অবশিষ্ট রাখেন ; يُضِلُّوْا-তারা গুমরাহ করে ছাড়বে ; عِبَادَكَ-(عباد+ك)-আপনার বান্দাহদেরকে ; وَ-এবং ; لَا يَلِدُوْٓا-তারা জন্ম দেবে না; اِلَّا-ছাড়া ; فَاجِرًا-দুষ্কৃতকারী ; كَفَّارًا-চরম কাফির। ﴿২৮﴾ رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اغْفِرْ-ক্ষমা করে দিন ; لِيْ-আমাকে ; وَ-ও ; لِوَالِدَيَّ-(ل+والدى+ى)-আমার পিতা-মাতাকে ; وَ-এবং ; لِمَنْ-(ل+من)-তাদেরকে যারা ; دَخَلَ-প্রবেশ করেছে ; بَيْتِيَ-আমার ঘরে ; مُؤْمِنًا-মু'মিন হিসেবে ; وَ-আর (ক্ষমা করুন) ; لِلْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন পুরুষদেরকে ; وَ-ও ; الْمُؤْمِنٰتِ-মু'মিন নারীদেরকে ; وَ-আর ; لَا تَزِدِ-কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমদেরকে ; اِلَّا-ছাড়া ; تَبَارًا-ধ্বংস।

২৭. নূহ আ. আল্লাহ-প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, তারা আল্লাহর বান্দাহদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং কাফির ও দুষ্কৃতকারী ছাড়া আর কিছু জন্ম দেবে না। কারণ আল্লাহ ওহী পাঠিয়েছেন যে, "তোমার জাতির যারা ইতোপূর্বে ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না।"

দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারাও এটা বুঝে পেরেছিলেন। কারণ তিনি নয়শত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তাদের কাছে দীনের দাও দিয়ে আসছিলেন। তিনি তাদের স্বভাব প্রকৃতি ভালোভাবে অবগত ছিলেন। বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, কোনো পিতা তার সন্তানকে নিয়ে নূহ আ.-এর সামনে

তাকে দেখিয়ে সন্তানকে বলতো 'এ লোকটি থেকে দূরে থেকো'। এভাবে বড়রা ছোটদেরকে অসীয়ত করতো। ছোটরা বড় হয়ে তাদের পূর্ব-পুরুষের মতো আচরণ শুরু করতো। (কাবীর)

২৮. নূহ আ. নিজের জন্য, স্বীয় পিতা-মাতার জন্য এবং যারা মু'মিন হিসেবে তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এখানে ঘর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে তাফসীরবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ ঘর দ্বারা 'মাসজিদ' ; কেউ নূহ আ.-এর 'নৌকা' আবার কেউ এর দ্বারা 'দীন' বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। (কাবীর)

এখানে 'দীন' অর্থ গ্রহণ করলেই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ হয় বলে মনে হয়। কারণ যারা দীন গ্রহণ করেছে, তারাই মাসজিদে প্রবেশ করেছে এবং তারাই নূহ আ.-এর জলযান বা নৌকায় প্রবেশ করেছে।

২য় রুকূ' (২১-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দাওয়াতী জীবনে সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাছেই নিজেদের অন্তরের সকল কথা পেশ করা দীনের আহ্বানকারীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

২. নবী-রাসূলগণ দীন প্রচারে যে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট চরম ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করেছেন, সেসব সামনে রাখলে দীনের পথে চলা সহজ হবে।

৩. সকল যুগেই দীনের পথের পথিকদেরকে নূহ আ.-এর জাতির লোকদের মতো জনগোষ্ঠীর সাথে মুকাবিলা করতে হয়েছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

৪. দীনের সঠিক দাওয়াত নিয়ে অগ্রসর হলে সেসব পরিস্থিতি অবশ্যই সামনে আসবে, নবী-রাসূল ও অতীতের মু'মিনগণ যেসব পরিস্থিতির মুকাবিলা করেছেন।

৫. সকল যুগে সমাজের শোষক, বিত্তশালী, অসৎ, স্বার্থপর, ইন্দ্রীয় পূজারী ও আল্লাহদ্রোহী নেতারাই দীন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।

৬. উল্লিখিত নেতারাই সাধারণ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে দীনের মুবাল্লিগদের বিরুদ্ধে তাদের কাছে নির্জলা মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে দীন গ্রহণ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখে।

৭. সকল যুগেই শয়তানের দোসররা সেই যুগের নেতা-নেতৃদের মূর্তি বানিয়ে জনপদের বিভিন্ন স্থানে সেগুলো স্থাপন করে, সেগুলোর সামনে গান গেয়ে, ফুল দিয়ে মূর্তিপূজার সূচনা করেছে।

৮. নূহ আ.-এর জাতিই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা করে। ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর মূর্তিগুলো শয়তানের প্ররোচনায়ই নির্মিত ও পূজিত হয়েছিলো।

৯. সমাজের বিত্তশালী শোষক শ্রেণী দরিদ্র-অসহায় জনগোষ্ঠীকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে মূর্তি-সংস্কৃতি ও ইন্দ্রীয়পূজার সুড়সুড়ী প্রদানকারী তথাকথিত সংস্কৃতিতে বিভোর করে রেখে দেয়, যাতে করে তারা তাদের মৌলিক অধিকার আদায়ে সোচ্চার হতে না পারে।

১০. মূর্তি-সংস্কৃতির অক্টোপাস থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে হলে নবী-রাসূলের পথ ও পন্থা অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবে।

১১. কোনো নবী-রাসূলই শির্ক-এর সাথে আপোষ করেননি ; সুতরাং কোনো অবস্থাতে নবী-রাসূলদের নির্দেশিত পথ থেকে সরে যাওয়া যাবে না।

১২. স্মরণ রাখতে হবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনের সাহায্যকারীদের সাথেই সর্বযুগে ছিলেন, বর্তমানেও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন—এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

১৩. কাওমে নূহ, কাওমে ফিরআউন এবং যে সকল জাতি শয়তানের দোসর হিসেবে কাজ করেছে, তাদের পরিণাম যা হয়েছিলো, তেমনি পরিণাম হবে সকল যুগের শয়তানের দোসরদের।

১৪. আল্লাহর শাস্তি যখন যালিমদের ওপর নেমে আসবে তখন দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাদের সাহায্যে কোনো ভূমিকা-ই পালন করতে সক্ষম হবে না।

১৫. আল্লাহ তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারীদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাঁর শত্রুদের বিনাশ করবেন—এটাই আল্লাহর সুন্নাত বা স্থায়ী বিধান। আর আল্লাহর এ স্থায়ী বিধানের কোনো পরিবর্তন নেই।

১৬. আমাদেরকে আল্লাহর কাছে নিজেদের সকল গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে—ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে পিতা-মাতার জন্য এবং সকল মু'মিন নারী-পুরুষের জন্য।

❒

নামকরণ

প্রথম আয়াতে উল্লিখিত 'আল জিন' শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'জিন' দ্বারা আল্লাহর এক অলৌকিক সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। এ সূরায় জিনদের কুরআন শোনা, ইসলাম গ্রহণ এবং নিজ জাতির লোকদের নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরায় জিনদের কুরআন শোনার যে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে তা ঘটেছিলো নবুওয়াতের প্রথম দিকে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াত লাভের আগে জিনরা ঊর্ধজগতের কিছু কিছু খবর আসমান থেকে শুনে নেয়ার সুযোগ পেয়ে যেতো। হঠাৎ তারা দেখতে পেলো যে, সবখানে ফেরেশতাদের কড়া পাহারা নিয়োজিত হয়ে গেছে এবং আসমান থেকে উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে। তারা কোথাও এমন জায়গা পেলো না যেখান থেকে ঊর্ধজগতের কিছু আভাস তারা লাভ করতে পারে। তারা এর কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে পড়লো যে, পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা ঘটেছে যার জন্য এ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. একদল সাহাবীকে নিয়ে মক্কা থেকে উকায বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে 'নাখলা' নামক স্থানে তিনি ফজরের জামাতে ইমামতি করছিলেন। আর এ সময়ই জিনদের একটি অনুসন্ধানী দল ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিলো। কুরআন তিলাওয়াতের আওয়ায শুনে তারা সেখানে থেকে গেলো এবং গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে লাগলো। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র কণ্ঠে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শুনে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে, এটাই সেই ঘটনা, যার কারণে তাদের জন্য ঊর্ধজগতের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনাটি নবুওয়াতের প্রথম দিকের ঘটনা। এ সূরায় যেহেতু এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং এ সূরা নাযিলের সময়কালও রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াতের প্রথম দিক বলে ধারণা লাভ করা যায়।

আলোচ্য বিষয়

সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো—এক দল জিনের কুরআন শোনা এবং নিজ জাতির নিকট ফিরে গিয়ে যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে, সেসব বিষয়ের আলোচনা।

সূরার ১ থেকে ১৫ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, আপনি বলুন যে, আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে একদল জিনের সম্পর্কে, যারা কুরআনের বাণী শুনে নিজ জাতির নিকট গিয়ে বলেছেন যে, আমরা এমন এক বিস্ময়কর বাণী শুনেছি যা মানুষ ও জিন সম্প্রদায়ের জন্য সত্য পথের দিশা

দেয়। আমরা সে বাণীর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা কখনো কাউকে অংশিদার করবো না। তিনি মহান, তাঁর স্ত্রী-পুত্র কিছুই নেই। কিন্তু আমাদের মধ্যেকার নির্বোধরা আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব কথা বলে। আমরা জানতাম মানুষ ও জিন সম্পর্কে আল্লাহ কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারেন না, কিছু কিছু মানুষ জিনদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদের অহমিকা বাড়িয়ে দেয়। আমরা যখন আসমানের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে যাই, তখন কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আমরা বিতাড়িত হই। আমরা ইতোপূর্বে আরশের ফায়সালাকৃত সংবাদ জানার জন্য কোনো এক গোপন স্থানে ওঁত পেতে বসে থাকতাম। কিন্তু এখন কেউ অনুরূপ বসতে চেষ্টা করলে সে জ্বলন্ত শেলের তাড়া খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের মধ্যে অনেক নেক্কার ও পাপিষ্ঠ রয়েছে। আমরা কোনোভাবেই আল্লাহকে পরাভূত করতে সক্ষম নই। আমাদের সকল ক্ষমতাই তাঁর আবেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে। আমরা সত্যের বাণী শুনে তার ওপর ঈমান এনেছি। যারা তাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান আনে, তাদের পুরস্কার অবশ্যই নির্ধারণ করা আছে এবং তাদের শাস্তি পাওয়ার কোনো আশংকা নেই। আমাদের মধ্যে কিছু রয়েছে মুসলমান এবং কিছু অমুসলমান। যারা হিদায়াত গ্রহণ করে, তারা চিন্তা-ভাবনা করেই তা গ্রহণ করে। আর যারা যালিম ও সীমালংঘনকারী তারা চিন্তা-ভাবনা করে না—তারাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

১৬ থেকে ১৯ আয়াতে দুনিয়ার মানুষকে শির্‌ক পরিত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে—যারা শির্‌ক পরিত্যাগ করবে, তারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করতে পারবে। আর যারা শির্‌কে লিপ্ত থাকবে, তারা চরম ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

২০ থেকে ২৩ আয়াতে মক্কার কাফিরদেরকে তিরস্কার করে বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল যখন তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকেন তখন তারা তাঁর ওপর হামলা করতে প্রস্তুত হয়। অথচ আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াই তাঁর দায়িত্ব। অতঃপর রাসূলকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি এদেরকে বলে দিন যে, আমি তো শুধু আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। আমি তো তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখি না। আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো আশ্রয়ও নেই। আল্লাহর বাণী ও হুকুম-আহকাম তোমাদের কাছে পৌঁছে দেয়াই আমার দায়িত্ব। যারা তা অমান্য করবে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

২৪ থেকে ২৮ আয়াতে কাফিরদের হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে যে, আজ যারা রাসূলকে এবং তাঁর দলকে দুর্বল ও অসহায় মনে করে তাঁর ওপর যুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে, তারা কিয়ামত চোখের সামনে দেখার আগে এ অপকর্ম থেকে বিরত হবে না। সেদিন তারা দেখতে পাবে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার দল সংখ্যায় কম।

তারপর নবীকে বলা হয়েছে যে, আপনি বলে দিন যে, কিয়ামত কি অতি নিকটে, না-কি তার নির্দিষ্ট সময় অনেক দূরে। গায়েব বা অদৃশ্য জগতের খবর একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। এ বিষয়ে তিনি কাউকে অবহিত করেননি। তবে তিনি তাঁর রাসূলদের মধ্যে কাউকে গায়েবী কোনো বিষয় অবহিত করতে চাইলে তা তিনি করতে সক্ষম। আর তা তিনি নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই করেন। নবীর দায়িত্ব শুধুমাত্র পয়গাম পৌঁছে দেয়া। এ পয়গাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে সতর্ক প্রহরী নিয়োজিত করেন, যাতে মহান আল্লাহর বাণীসমূহ যথাস্থানে সঠিকভাবে পৌঁছে যায়। আল্লাহ পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত এবং প্রতিটি জিনিস তিনি গুণে গুণে হিসেব করে রেখেছেন।

❑

① قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا إِنَّا سَمِعْنَا

১. (হে নবী) আপনি বলুন—'আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, জিনদের থেকে একটি দল মনোযোগ দিয়ে (আমার কুরআন পাঠ) শুনেছে[১] ; অতঃপর তারা (নিজ জাতির কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা অবশ্যই শুনেছি

①قُلْ-(হে নবী) আপনি বলুন ; أُوْحِيَ-ওহী পাঠানো হয়েছে ; إِلَيَّ-(الى+ى)-আমার প্রতি ; أَنَّهُ-যে ; اسْتَمَعَ-মনোযোগ দিয়ে (আমার কুরআন পাঠ) শুনেছে ; نَفَرٌ-একটি দল ; مِّنَ-থেকে ; الْجِنِّ-জিনদের ; فَقَالُوْٓا-(ف+قالوا)-অতঃপর তারা (নিজ জাতির কাছে গিয়ে) বলেছে ; إِنَّا-আমরা অবশ্যই ; سَمِعْنَا-শুনেছি ;

১. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তিনি যেনো তাঁর সাহাবীদের নিকট জিনদের সম্পর্কে তাঁর প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়েছে তা প্রকাশ করেন। এ নির্দেশ দানের ফায়দা নিম্নরূপ—

এক ঃ সাহাবায়ে কিরাম যেনো জানতে পারেন যে, মুহাম্মাদ সা. যেমন মানুষের নিকট নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তেমনি জিনদের নিকটও প্রেরিত হয়েছেন।

দুই ঃ মানুষ যেনো জানতে পারে যে, জিনেরাও মানুষের মতো শরয়ী হুকুম-আহকাম পালনে আদিষ্ট।

তিন ঃ মানুষ যেনো আরো জানতে পারে যে, জিনেরা তাদের কথা শুনতে পায় এবং তারা মানুষের ভাষা বুঝতে পারে।

চার ঃ কুরাইশ কাফিরদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, জিনেরা কুরআন পাঠ শুনে তাঁর মু'জিযা বুঝতে পেরেছে এবং ঈমান এনেছে ; আর তোমরা কুরআন বুঝতে পেরেও ঈমান আনতে গড়িমসি করছো।

পাঁচ ঃ মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, ঈমানদার জিনেরা তাদের সম্প্রদায়কে ঈমানের দাওয়াত দেয়। (কাবীর)

আলোচ্য আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা. সে সময় জিনদেরকে দেখতে পাননি এবং তারা যে তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনছে তা-ও তিনি জানতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ ঘটনা জানিয়ে দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এ ঘটনা প্রসংগে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে,

قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝١ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝٢

এক অত্যন্ত বিস্ময়কর কুরআন।[২] ২. যা সত্য সঠিক পথ দেখায়, সুতরাং আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি ; এবং আমরা আর কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে অংশিদার বানাবো না[৩]।

قُرْاٰنًا-এক কুরআন ; عَجَبًا-অত্যন্ত বিস্ময়কর।② يَهْدِيْٓ-যা পথ দেখায় ; اِلَى الرُّشْدِ-সত্য-সঠিক ; فَاٰمَنَّا-(ف+امنا)-সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি ; بِهٖ-তার ওপর ; وَ-এবং ; لَنْ نُّشْرِكَ-আমরা আর কখনো অংশীদার করবো না ; بِرَبِّنَآ-(ب+رب+نا)-আমাদের প্রতিপালকের সাথে ; اَحَدًا-কাউকে।

সে সময় রাসূলুল্লাহ সা. জিনদের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করেননি এবং তিনি তাদেরকে দেখেনওনি। (তাফহীম)

তবে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিনদের এ প্রথমবার কুরআন শোনা এবং তাদের উপস্থিতির কথা রাসূলুল্লাহ সা. ওহীর মাধ্যমে জানলেও পরবর্তী পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে দেখেছিলেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তাও বলেছিলেন। হাদীস থেকে একথাও জানা যায় যে, জিনদের সাথে তাঁর একাধিকবার সাক্ষাত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময় তারা তাঁর নিকট থেকে দীনের কথাবার্তা শুনেছে। (কাবীর, যিলাল)

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জিনও মানুষের মতো আল্লাহর স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি। তারা দেহবিশিষ্ট জীব। তাদের দেহের উপাদানে আগুনের প্রাধান্য বিদ্যমান। আর মানুষের দেহের উপাদানে মাটির প্রাধান্য বিদ্যমান। মানুষের মতো তাদেরও বিবেক-বুদ্ধি ও অনুভূতি রয়েছে। তারা পানাহার করে। মানুষের মতো তারাও নারী পুরুষে বিভক্ত এবং তাদের বংশবৃদ্ধিও হয়। মানুষ থেকে তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য হলো—মানুষ সৃষ্টির অনেক আগে জিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে আদম ও ইবলীসের কথা বর্ণিত আছে। এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ সৃষ্টির সময় ইবলীস বর্তমান ছিলো এবং ইবলীস জিনদেরই একজন। জিনেরা মানুষকে দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ তাদেরকে দেখতে পায় না। জিনেরা উর্ধজগতের দিকে উঠতে সক্ষম হলেও একটা নির্দিষ্ট সীমার ওপরে তারা যেতে পারে না। তবে গায়েবী কোনো খবর অথবা আসমানী কোনো গোপন তত্ত্ব জানার তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। জিনদের অবস্থান মানুষের দৃষ্টি-শক্তির অন্তরালে। জিন শব্দের অর্থ লুকানো বা গোপন। আর জিন মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন বলেই তাদেরকে জিন বলা হয়। দুষ্ট প্রকৃতির জিনদেরকে 'শয়তান' নামে আখ্যায়িত করা হয়। কুরআন ও হাদীস দ্বারা জিনদের অস্তিত্ব প্রমাণিত। সুতরাং তাদের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী কাফির।

২. 'কুরআন' অর্থ অবশ্য পাঠ্য। আর 'আজাবান' অর্থ অত্যন্ত বিস্ময়কর। জিনেরা এ অর্থে এ কিতাবকে 'কুরআন' নামে আখ্যায়িত করেছে। কারণ এ প্রথমবার এ মহান কালামের সাথে তাদের পরিচয়। এ কিতাবের নাম যে 'কুরআন' তা তাদের জানার কথা

③ وَّأَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ④ وَّأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا

৩. আর অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি উচ্চ ; তিনি গ্রহণ করেননি কোনো সঙ্গিনী, আর না কোনো সন্তান[4]। ৪. আর অবশ্যই আমাদের মধ্যকার নির্বোধগণ[5] বলতো

③وَّ-আর ; أَنَّهُ-অবশ্যই ; تَعٰلٰى-অতি উচ্চ ; جَدُّ-মর্যাদা ; رَبِّنَا-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালকের ; مَا اتَّخَذَ-তিনি গ্রহণ করেননি ; صَاحِبَةً-কোনো সঙ্গিনী ; وَّ-আর ; لَا-না ; وَلَدًا-কোনো সন্তান। ④وَّ-আর ; أَنَّهُ-অবশ্যই ; كَانَ يَقُولُ-বলতো ; سَفِيهُنَا-(سفيه+نا)-আমাদের মধ্যকার নির্বোধগণ ;

নয়। এর দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, জিনেরা মানুষের ভাষা বুঝতে পারে। তবে এর দ্বারা এটা আবশ্যিক নয় যে, সব জিন মানুষের সব ভাষাই বুঝে। এটা সম্ভব যে, তাদের যে গোষ্ঠী দুনিয়ার যে এলাকায় বসবাস করে সে এলাকার লোকদের ভাষা বুঝে। যেসব জিন কুরআন পাঠ শুনেছিলো, তারা অবশ্যই আরবী ভাষায় দক্ষ ছিলো। তাই তারা কুরআনকে অত্যন্ত বিস্ময় বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা কুরআনের ভাষাগত এ সাহিত্যিক উচ্চমান এবং অলংকার মাধুর্যতাকে উপলব্ধি করতে পেরেই নিশ্চিত হয়েছিলো যে, এ কালাম নাযিলের কারণেই তাদের আসমানী সংবাদ লাভের সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাই তারা দেরী না করে এ কিতাব এবং এর বাহক মুহাম্মাদ সা.-এর প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছে।

৩. আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর কণ্ঠে জিনেরা কুরআনের এমন অংশের তিলাওয়াত শুনেছিলো যদ্বারা সত্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে যে কোনো অংশীদার নেই এবং তাঁর যে কোনো স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততী নেই ইত্যাদি বিষয়সমূহ-ও উক্ত অংশে ছিলো। এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, জিনদের মধ্যেও মুসলমান-অমুসলমান রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে মুশরিক ছিলো। সূরা আল আহকাফের ২৯ থেকে ৩১ আয়াতের মর্মঅনুযায়ী এটা প্রমাণিত যে, কুরআন শ্রবণকারী জিনেরা ছিলো মূসা আ.-এর অনুসারী। এ থেকে আরো জানা যায় যে, জিন জাতির মধ্যে কোনো নবী প্রেরিত হয় না এবং কোনো কিতাবও নাযিল হয় না। মানব জাতির নবীগণ দ্বারাই তারা সত্যের দিশা লাভ করে থাকে এবং সত্য দীন ইসলামের অনুসারী হয়।

সারকথা এই যে, কুরআন শ্রবণকারী জিনেরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলো যে, এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী—এটা কোনো মানুষের বাণী হতে পারে না। মহা-সত্যের সন্ধান এর দ্বারাই লাভ করা যাবে। অতএব তারা এর প্রতি ঈমান আনলো এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হলো।

সূরা আর রহমান থেকেও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াতের লক্ষ্য ছিলো মানুষ ও জিন জাতি। সেখানে ৩১ বার মানুষ ও জিনকে লক্ষ্য করেই কথা বলা হয়েছে।

عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝٤ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব কথাবার্তা। ৫. আর আমরা অবশ্যই মনে করতাম যে, আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ ও জিন কখনো মিথ্যা বলতে পারে না।[৬]

۝٦ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝

৬. আর অবশ্যই মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক ছিলো, যারা জিনদের কতক লোক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতো, ফলে তাদের (জিনদের) অহমিকা তারা বাড়িয়ে দিয়েছে।[৭]

عَلَى-সম্পর্কে ; اللّٰه-আল্লাহ ; شَطَطًا-অবাস্তব কথাবার্তা। ۝٥ وَ-আর ; أَنَّا -আমরা অবশ্যই ; ظَنَنَّا-মনে করতাম ; أَنْ-যে ; لَنْ تَقُولَ-কখনো বলতে পারে না। الْإِنسُ-মানুষ ; وَ-ও ; الْجِنُّ-জিন ; عَلَى-সম্পর্কে ; اللّٰه-আল্লাহ ; كَذِبًا-মিথ্যা। ۝٦ وَ-আর ; أَنَّهُ-অবশ্যই ; كَانَ-ছিলো ; رِجَالٌ-কিছু লোক ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْإِنسِ-মানুষের ; يَعُوذُونَ-যারা আশ্রয় প্রার্থনা করতো ; بِرِجَالٍ-কতক লোক ; مِنَ-থেকে ; الْجِنِّ-জিনদের ; فَزَادُوهُمْ-(ف+زادوا+هم)-ফলে তারা বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের (জিনদের) ; رَهَقًا-অহমিকা।

৪. যে জিনেরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনেছিলো, তারা সম্ভবত ঈসায়ী তথা খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী ছিলো অথবা এমন কোনো ধর্মের অনুসারী ছিলো, যে ধর্মের বিশ্বাস ছিলো (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি আছে। আর রাসূলুল্লাহ সা. কুরআন মাজীদের যে অংশ নামাযে তিলাওয়াত করেছিলেন, তা শুনেও এ জিনদের মধ্যে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের ভ্রান্তি ধরা পড়েছিলো এবং তারা অত্যন্ত উচ্চ। তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে স্ত্রী-সন্তানের সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করা চরম অজ্ঞতা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

৫. 'সাফাহ' অর্থ নির্বোধ ও বিবেক-বুদ্ধিহীন ব্যক্তি। এ শব্দ দ্বারা এক ব্যক্তি একটি দল বা গোষ্ঠী অথবা একটি বাহিনী বুঝানো যেতে পারে। একজন অজ্ঞ-মূর্খ উদ্ধত ব্যক্তি অর্থ গ্রহণ করলে এর অর্থ হবে ইবলীস-শয়তান। আর একাধিক ব্যক্তি দল বা গোষ্ঠী অর্থ নিলে এর অর্থ হবে একদল নির্বোধ জিন যারা উল্লিখিত বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তিহীন কথাবার্তা বলতো।

৬. অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে কোনো মানুষ বা জিন মিথ্যা বলার দুঃসাহস করতে পারে, এ জাতীয় কোনো ধারণা আমাদের ছিলো না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা.-এর কুরআন পাঠ শোনার পর আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ইতিপূর্বে আল্লাহ সম্পর্কে শিরক-মিশ্রিত যেসব কথাবার্তা আমরা শুনেছি, সেসব কথা মূলত মিথ্যা ছিলো এবং সেসব কথা শুনে আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।

⑦ وَّأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ⑧ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا

৭. আর তারা নিশ্চিত ধারণা পোষণ করতো, যেমন তোমরা ধারণা পোষণ করে থাকো যে, আল্লাহ কখনো কাউকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না।[৮] ৮. আর অবশ্যই আমরা আসমানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি, কিন্তু তাকে (আসমানকে) পেয়েছি

مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ⑨ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ

কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ডে পরিপূর্ণ। ৯. আর আমরা ইতোপূর্বে অবশ্যই বসে থাকতাম তার (আসমানের) বিভিন্ন ঘাঁটিতে (আড়ি পেতে কিছু) শোনার জন্য (কিন্তু কেউ) আসমানের সংবাদ গোপনে শুনতে চাইলে

⑦ وَّ-আর ; اَنَّهُمْ-তারা নিশ্চিত ; ظَنُّوْا-ধারণা পোষণ করতো ; كَمَا-যেমন; ظَنَنْتُمْ - তোমরা ধারণা পোষণ করে থাকো ; اَنْ-যে ; لَنْ يَّبْعَثَ-কখনো পুনরুজ্জীবিত করবেন না। اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَحَدًا-কাউকে। ⑧ وَّ-আর ; اَنَّا-অবশ্যই আমরা ; لَمَسْنَا - অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি ; السَّمَاءَ-আসমানে ; فَوَجَدْنٰهَا-কিন্তু তাকে (আসমানকে) পেয়েছি ; مُلِئَتْ-পরিপূর্ণ ; حَرَسًا-প্রহরী ; شَدِيْدًا-কঠোর ; وَّ-ও ; شُهُبًا-উল্কাপিণ্ডে। ⑨ وَّ-আর ; اَنَّا-আমরা অবশ্যই ; كُنَّا نَقْعُدُ-ইতোপূর্বে বসে থাকতাম ; مِنْهَا-তার (আসমানের) ; مَقَاعِدَ-বিভিন্ন ঘাঁটিতে ; لِلسَّمْعِ-(আড়ি পেতে কিছু) শোনার জন্য ; فَمَنْ-কিন্তু কেউ ; يَسْتَمِعِ-(আসমানের সংবাদ গোপনে) শুনতে চাইলে ;

৭. এ আয়াতে জাহেলী যুগের আরবদের দিকে ইংগীত করা হয়েছে। তারা যখন কোনো জনমানবহীন প্রান্তরে রাত যাপন করতো তখন তারা উচ্চৈস্বরে বলতো যে, আমরা এ প্রান্তরের অধিপতি জিনের আশ্রয় কামনা করছি। তাদের ধারণা ছিলো যে, প্রত্যেক জনমানবহীন প্রান্তর কোনো জিনের দখলে আছে। তার কাছে আশ্রয় না চেয়ে কেউ যদি সেখানে অবস্থান করে তাহলে সেই জিন অথবা তার লেলিয়ে দেয়া জিনেরা অবস্থানকারীদের উত্যক্ত করে। কুরআন শ্রবণকারী জিনেরা সেদিকে ইংগীত করেই বলেছে যে, জিনদের কাছে মানুষের এ আশ্রয় চাওয়া দ্বারা জিনদের অহংকার অহমিকা ও পাপাচার প্রবণতা বেড়ে গেছে। তারা মনে করা শুরু করেছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হলো মানুষ অথচ তারাই আমাদেরকে ভয় করছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের নিকট আশ্রয় চাচ্ছে—এ মনোভাবই জিনদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, তারা পাপাচার ও যুলুম-অত্যাচারে বেপরওয়া হয়ে উঠেছে। (তাফহীম)

৮. উল্লিখিত বাক্যাংশের দু'টো অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ কাউকে মৃত্যুর পর আর পুনরুজ্জীবিত করবেন না। এটা কতক জিন ও মানুষের ধারণা ছিলো। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ কখনো কাউকে রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন

الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾ وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ

এখন সে নিজের জন্য সদা প্রস্তুত একটা জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড পায়[৯]। ১০. আর অবশ্যই আমরা জানি না, যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের সম্পর্কে কি অকল্যাণের ইচ্ছা করা হয়েছে,

اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ كُنَّا طَرَآئِقَ

অথবা তাদের প্রতিপালক তাদের হিদায়াত দান করতে ইচ্ছা করেছেন[১০]। ১১. আর নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে রয়েছে কতক সৎকর্মশীল আর রয়েছে আমাদের (কতক) এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন মতে

الْاٰنَ-এখন ; يَجِدْ-সে পায় ; لَهٗ-নিজের জন্য ; شِهَابًا-এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড ; رَصَدًا-সদাপ্রস্তুত।(১০) وَّ-আর ; اَنَّا-অবশ্যই আমরা ; لَا نَدْرِيْٓ-জানি না; اَشَرٌّ-কি অকল্যাণের; اُرِيْدَ-ইচ্ছা করা হয়েছে ; بِمَنْ-তাদের সম্পর্কে যারা ; فِي الْاَرْضِ-পৃথিবীতে আছে ; اَمْ-অথবা ; اَرَادَ-ইচ্ছা করেছেন ; بِهِمْ-(ب+هم)-তাদের ; رَبُّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালক ; رَشَدًا-হিদায়াত দান করার।(১১) وَّ-আর ; اَنَّا-নিশ্চয়ই ; مِنَّا-আমাদের মধ্যে রয়েছে ; الصّٰلِحُوْنَ-কতক সৎকর্মশীল ; وَ-আর ; مِنَّا-রয়েছে আমাদের (কতক) ; دُوْنَ ذٰلِكَ-ব্যতিক্রম ; كُنَّا-আমরা ছিলাম ; طَرَآئِقَ-বিভিন্ন মতে ;

না। জিন ও মানুষের মধ্যে কতক লোকের এ ভ্রান্ত ধারণা ছিলো। পরবর্তী আয়াতের সাথে এ দ্বিতীয় আয়াতটিই অধিক সামঞ্জস্যশীল। কারণ ঈমান আনয়নকারী জিনেরা তাদের জাতির লোকদের নিকট গিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ কোনো রাসূল পাঠাবেন না বলে তোমরা আমাদেরকে যে ধারণা দিয়েছো তা মিথ্যা। কেননা আল্লাহ কর্তৃক একজন রাসূল পাঠানোর কারণেই আমাদের জন্য আসমানের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

৯. জিনেরা যখন দেখলো যে, আসমানের দরজা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে এবং আড়ি পেতে ছিঁটেফোটা আসমানী কোনো খবর শুনে ফেলার এখন আর কোনো সুযোগ নেই, তখন তারা খুঁজতে বেরিয়েছে যে, পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে যার খবরাখবর সুরক্ষিত করার জন্য এ কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে এবং তাদের কেউ কিছু জানার চেষ্টা করলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড মেরে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। কারণ অনুসন্ধানকারী জিনদের একটি দল যখন 'নাখলা' নামক স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কুরআন শুনলো তখনই তারা বুঝতে পারলো যে, এটাই সেই কারণ যার জন্য আসমানের সর্বত্র কঠোর প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে।

১০. অর্থাৎ এরূপ কঠোর প্রহরার কারণ দু'টো হতে পারে ঃ (১) উর্ধজগতে পৃথিবীর মানুষের ওপর কোনো প্রকার আযাব নাযিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এবং তা নাযিলের

قِدَدًا ⑫ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ⑬ وَّاَنَّا لَمَّا

বিভক্ত[১১]। ১২. আর (এখন) আমরা নিশ্চিত ধারণা করেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারি না এবং পালিয়ে গিয়েও তাঁকে অক্ষম করে দিতে পারবো না।[১২]। ১৩. আর আমরা যখন

سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ○

শুনলাম হিদায়াতের বাণী, (তখনই) আমরা তাতে ঈমান এনেছি। অতএব যে তার প্রতিপালকের ওপর ঈমান আনবে, তবে সে কোনো ক্ষতির ভয় করবে না, আর না কোনো যুলুম-অত্যাচারের।[১৩]

قِدَدًا-বিভক্ত। ⑫ وَّ-আর (এখন); اَنَّا-আমরা নিশ্চিত ; ظَنَنَّا-ধারণা করেছি ; اَنْ-যে; لَنْ نُّعْجِزَ-আমরা অক্ষম করে দিতে পারি না ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; فِى الْاَرْضِ-পৃথিবীতে ; وَ-এবং ; لَنْ نُّعْجِزَهٗ-(لن نعجز+ه)-তাকে অক্ষম করে দিতে পারি না ; هَرَبًا-পালিয়ে গিয়েও। ⑬ وَّ-আর ; اَنَّا-আমরা ; لَمَّا-যখন ; سَمِعْنَا-শুনলাম ; الْهُدٰى-হিদায়াতের বাণী ; اٰمَنَّا-(তখনই) আমরা ঈমান এনেছি ; بِهٖ-তাতে ; فَمَنْ-(ف+من)-অতএব যে ; يُّؤْمِنْ-ঈমান আনবে ; بِرَبِّهٖ-(ب+رب+ه)-তার প্রতিপালকের ওপর ; فَلَا يَخَافُ-(ف+لايخاف)-তবে সে ভয় করবে না ; بَخْسًا-কোনো ক্ষতির ; وَّ-আর ; لَا-না ; رَهَقًا-কোনো যুলুম-অত্যাচারের।

আগে তার পূর্বাভাস জিনদের মারফতে মানুষের নিকট প্রকাশ করতে না চাইলে। (২) আল্লাহ পৃথিবীতে কোনো রাসূল পাঠিয়ে তাঁর কাছে পাঠানো হিদায়াতের বাণীতে জিন-শয়তানদের হস্তক্ষেপ এবং তাদের তা জেনে নেয়া থেকে নিরাপদ রাখার জন্য কঠোর নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে। আর সেজন্যই জিনেরা উল্লিখিত দু'টো কারণের কোন্‌টি সংঘটিত হয়েছে, তা জানার জন্য দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে। অবশেষে তাদের একটি দল বিস্ময়কর বাণী কুরআন শুনে বুঝতে পারলো যে, এ কুরআন নাযিলের কারণেই আসমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমন কঠোর করা হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, আল্লাহ পৃথিবীবাসীর জন্য কোনো আযাব নাযিল করেননি, বরং সৃষ্টিকূলের জন্য রহমতস্বরূপ একজন রাসূল এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য এ মহান গ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেছেন।

১১. আলোচ্য আয়াতে কুরআন শ্রবণকারী জিনদের উক্তি উল্লিখিত হয়েছে যা তারা তাদের স্বজাতির জিনদের সম্পর্কে বলেছিলেন। অর্থাৎ মানুষের মতো তাদের মধ্যেও বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাসের জিন রয়েছে। তাদের মধ্যেও মু'মিন, কাফির এবং নেক্‌কার ও বদকার রয়েছে। সুতরাং তারাও সত্য-সঠিক পথের সন্ধান লাভের মুখাপেক্ষী।

১২. অর্থাৎ আমরা আল্লাহর কুদরত তথা শক্তি ক্ষমতার নিকট নিতান্ত অসহায় এবং তাঁর আয়ত্বের বাইরে যাওয়ার আমাদের কোনো ক্ষমতাই নেই। আমাদের এ ধারণাই

﴿١٤﴾ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا

১৪. আর অবশ্যই আমাদের মধ্যে কতক তো মুসলিম (আল্লাহর অনুগত) এবং কতক আমাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী ; সুতরাং যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা তো বেছে নিয়েছে সত্যপথ।

﴿١٥﴾ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٦﴾ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ

১৫. আর সীমালংঘনকারীগণ তারা তো হলো মূলত জাহান্নামেরই ইন্ধন[১৪]।

১৬. আর[১৫] তারা যদি সঠিক পথের ওপর সুদৃঢ় থাকতো,

(১৪) وَ-আর ; اَنَّا-অবশ্যই ; مِنَّا-আমাদের মধ্যে কতক তো ; الْمُسْلِمُوْنَ-মুসলিম (আল্লাহর অনুগত) ; وَ-এবং ; مِنَّا-কতক আমাদের মধ্যে ; الْقٰسِطُوْنَ-সীমালংঘনকারী ; فَمَنْ-(ف+من)-সুতরাং যারা ; اَسْلَمَ-ইসলাম গ্রহণ করেছে ; فَاُولٰئِكَ-(ف+اولئك)-তারা তো ; تَحَرَّوْا-বেছে নিয়েছে ; رَشَدًا-সত্য পথ। (১৫) وَ-আর; اَمَّا-মূলত; الْقٰسِطُوْنَ-সীমালংঘনকারীগণ ; فَكَانُوْا-(ف+كانوا)-তারা তো হলো ; لِجَهَنَّمَ-জাহান্নামের-ই; حَطَبًا-ইন্ধন। (১৬) وَاَنْ-আর ; لَوِ-যদি ; اسْتَقَامُوْا-তারা সুদৃঢ় থাকতো; عَلَى-ওপর ; الطَّرِيْقَةِ-সঠিক পথের ;

আমাদেরকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। তাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হিদায়াতের বাণী শোনার পর আমাদের মধ্যকার অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত গুমরাহীকে আঁকড়ে ধরে রাখার দুঃসাহস দেখাইনি।

১৩. অর্থাৎ সে তার নেক কাজের পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হবে না এবং বিন্দুমাত্রও কম পাবে না। আর তাকে তার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এবং বিনা অপরাধে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলার দরবারে কোনো মু'মিনের প্রতি—এমনকি কোনো জিন-ইনসানের প্রতিই এমন কোনো বে-ইনসাফী হওয়ার কোনো আশংকা থাকবে না।

১৪. অর্থাৎ মানুষের মতো জিনদের মধ্যেও মু'মিন ও কাফির রয়েছে। মানুষের মতো কাফির জিনেরাও জাহান্নামের অধিবাসী হবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, মানুষ তো মাটির তৈরী, তাই তাকে আগুনে জ্বালিয়ে শাস্তি দিলে সে কষ্ট অনুভব করবে, কিন্তু জিন তো আগুনের তৈরী তাকে আগুনে জ্বালিয়ে শাস্তি দিলে সে আগুনে জ্বলার শাস্তি অনুভব করবে কি না ? এ প্রশ্নের জবাবে মুফাস্সিরীনে কিরাম বলেছেন যে, মানুষ তৈরীর একটি উপাদান মাটি হলেও রক্ত মাংস অস্থি মজ্জার সমন্বয়ে মানুষের একটি দেহ-অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই মাটির দেহের ওপর যদি শুকনো মাটির ঢিল ছুড়ে মারা হয় তখন সে অবশ্যই ব্যথা ও কষ্ট অনুভব করবে। অনুরূপভাবে জিন জাতি আগুনের তৈরী হলেও যখন তারা চেতনা-সম্পন্ন প্রাণী

لَأَسْقَيْنَٰهُم مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ

তাহলে আমি তাদেরকে সিক্ত করতাম প্রচুর পানি বর্ষণে[১৬]—১৭. যেনো তাদেরকে আমি তদ্বারা পরীক্ষা করতে পারি[১৭] ; আর যে নিজ প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়[১৮]

لَأَسْقَيْنَٰهُمْ-(لاسقينا+هم)-তাহলে আমি তাদেরকে সিক্ত করতাম ; مَآءً-পানি ; غَدَقًا-প্রচুর বর্ষণে। ﴿١٧﴾ لِنَفْتِنَهُمْ-(لنفتن+هم)-যাতে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি ; فِيهِ-তদ্বারা ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يُعْرِضْ-বিমুখ হয় ; عَنْ-থেকে ; ذِكْرِ-স্মরণ ; رَبِّهِ-(رب+ه)-নিজ প্রতিপালকের ;

হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন সে আগুনই তাদের জন্য কষ্টদায়ক ও উৎপীড়ক হওয়া সম্ভবপর। তাছাড়া দুনিয়ার আগুনের চেয়ে জাহান্নামের আগুনের তেজ সত্তরগুণ বেশী হবে। অতএব এটা সহজেই বুঝা যায় যে, জিনদেরকে জাহান্নামে ফেলে শাস্তি দেয়া কোনো অযৌক্তিক ব্যাপার নয়। (তাফহীম, কাবীর)

১৫. জিনদের কথা ১৫ আয়াত পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অতঃপর এখান থেকে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসী কাফিরদেরকে বলার জন্য তাঁর নবীকে সম্বোধন করেছেন।

১৬. অর্থাৎ মানুষ যদি জিনদের মতো সত্য বিমুখ না হয়ে একনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সাথে দীন ইসলামের বিধি-বিধান অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতো, তাহলে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতাম। আয়াতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকে নিয়ামতের প্রাচুর্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা নূহ-এর ১০ ও ১১ আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।" এ থেকে বুঝা যায় যে, নিয়ামতের প্রাচুর্য পানির ওপর নির্ভরশীল। কেননা পানির ওপর নির্ভর করেই জনবসতী গড়ে উঠে। পানি না থাকলে আদৌ কোনো জনবসতী গড়ে উঠে না। পানি ছাড়া যেমন মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ সম্ভব নয়, তেমনি উন্নয়নের জন্য মানুষের বিভিন্ন রকম শিল্প গড়ে উঠাও পানি ছাড়া সম্ভব নয়।

মুকাতিল রহ. থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী সা.-এর বদদোয়ায় আল্লাহ তা'আলা সাত বছর যাবত মক্কার কাফিরদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে যখন দেশময় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। (লোবাব)

১৭. অর্থাৎ আল্লাহ নিয়ামত দিয়েও পরিক্ষা করেন যে, নিয়ামত লাভ করার পর বান্দাহ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করে কিনা এবং নিয়ামতকে তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যয় করে কিনা ; না-কি অকৃতজ্ঞ হয়ে ভ্রান্ত পথে ব্যয় করে।

১৮. আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হওয়ার অর্থ—আল্লাহর প্রেরিত উপদেশ গ্রহণ না করা, আল্লাহর যিকির-এর কথা শুনতে পছন্দ না করা এবং আল্লাহর ইবাদাত না করা।

يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন কঠিন আযাবে। ১৮. আর অবশ্যই মাসজিদসমূহ আল্লাহর-ই জন্য ; সুতরাং তোমরা (সেখানে) আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।[১৯]

﴿١٩﴾ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

১৯. আর এই যে, আল্লাহর বান্দা[২০] যখন তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকতে দাঁড়ালো, তখন তারা তাঁর নিকট ভীড় জমাতে শুরু করলো।

يَسْلُكْهُ-(يسلك+ه)-তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন ; عَذَابًا-আযাবে ; صَعَدًا-কঠিন। ⑱ وَ-আর ; أَنَّ-অবশ্যই ; الْمَسْجِدَ-মাসজিদসমূহ ; لِلّٰهِ-আল্লাহর-ই জন্য ; فَلَا تَدْعُوا-(ف+لاتدعوا)-সুতরাং তোমরা (সেখানে) ডেকো না ; مَعَ-সাথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; أَحَدًا-অন্য কাউকে। ⑲ وَ-আর ; أَنَّهُ-এই যে, ; لَمَّا-যখন ; قَامَ-দাঁড়ালো ; عَبْدُ-বান্দাহ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; يَدْعُوهُ-(يدعو+ه)-তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকতে ; كَادُوا يَكُونُونَ-(তখন) তারা শুরু করলো ; عَلَيْهِ-তার নিকট ; لِبَدًا-ভীড় জমাতে।

১৯. আয়াতে উল্লিখত 'মাসজিদ' শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবগুলো অর্থই প্রযোজ্য। ইবাদাতের জন্য তৈরী ঘরকেও মাসজিদ বলা হয়েছে। এ অর্থের আলোকে আয়াতের অর্থ হবে মাসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ; সুতরাং তোমরা সেগুলোতে আল্লাহর সাথে শির্ক করো না।

হাসান বসরী রহ.-এর মতে সমস্ত পৃথিবীই মাসজিদ সুতরাং পৃথিবীর কোথাও শির্ক করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—আমার জন্য পৃথিবীকে মাসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় স্বরূপ করা হয়েছে।

সাঈদ ইবনে যুবায়ের রা.-এর মতে মাসজিদ দ্বারা সেসব অঙ্গ-প্রত্যংগ বুঝানো হয়েছে, যেগুলো সিজদা করার সময় ব্যবহৃত হয়, যেমন হাত, হাঁটু, পা, নাক ও কপাল। এ অর্থের আলোকে আয়াতের অর্থ হবে—এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর তৈরী ; সুতরাং এগুলোর সাহায্যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা যাবে না।

এসব অর্থের আলোকে এটাই প্রমাণ হয় যে, এসবই আল্লাহর তৈরী ও আল্লাহরই জন্য। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা যাবে না।

২০. এখানে 'আবদুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর বান্দাহ। এর দ্বারা মুহাম্মাদ সা.-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি আল্লাহর বান্দাহ—এটাই বড় গৌরবের বিষয়। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযরত অবস্থায় ছিলেন, তখন জিনেরা কুরআন শোনার জন্য তাঁর আশেপাশে ভিড় জমিয়েছিলো এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কুরআন পাঠ শুনছিলো। (কাবীর)

১ম রুকূ' (১-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মহানবী সা. শুধুমাত্র মানুষের জন্য আল্লাহ-প্রেরিত রাসূল নন ; বরং জিন জাতির জন্যও তিনি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সাথে মহানবী সা.-এর আনুগত্য করা তাদের ওপরও ফরয।

২. কুরআন মাজীদের ভাষা ও ভাব এমনই উন্নত ও অদ্বিতীয় যে, সমগ্র মানুষ ও জিন সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর চেষ্টা করেও এ গ্রন্থের ক্ষুদ্রতম সূরার মতো একটি সূরা রচনা করতে সক্ষম হয়নি।

৩. যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল লোকের জন্য এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে, সুতরাং সে পর্যন্ত চেষ্টা করলেও মানুষ ও জিন কারো পক্ষে এর সমতুল্য একটি আয়াতও রচনা করা সম্ভব হবে না।

৪. মহানবী সা. শুধু যে মানুষ ও জিন জাতির জন্য আল্লাহ প্রেরিত রাসূল, তা-ই নয় ; বরং সমগ্র সৃষ্টি-জগতের জন্যই তিনি রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন।

৫. কুরআন শ্রবণকারী জিনেরা, অতঃপর আল্লাহর ওপর ঈমান এনে শির্‌ক না করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে।

৬. জিনেরা আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিয়ে মুশরিকদের ধারণা-বিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করেছে।

৭. মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তান-সন্ততির ধারণা পোষণ করে, তারা নিঃসন্দেহে মুশরিক। আর মুশরিকদের স্থায়ী ঠিকানা অবশ্যই জাহান্নাম।

৮. আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হারাম।

৯. জিনদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা অবশ্যই শির্‌কে লিপ্ত। তাওবা করা ছাড়া এ থেকে এ গুনাহের ক্ষমা নেই।

১০. মানুষের মতো জিনদের মধ্যেও রিসালাত ও আখিরাতে অবিশ্বাসী রয়েছে। রিসালাত ও আখিরাতে অবিশ্বাসী মানুষ ও জিন অবশ্যই কাফির।

১১. কুরআন নাযিলের আগে জিনরা নিকটবর্তী আসমানের একটা নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত যাতায়াত করতে সক্ষম ছিলো।

১২. জিনেরা ফেরেশতাদের কথাবার্তা থেকে আড়িপেতে কিছু কিছু আসমানী সিদ্ধান্ত আঁচ করে নিয়ে তার সাথে নিজেদের কথা মিশিয়ে তাদের মানুষ বন্ধুদের কাছে পরিবেশন করতো।

১৩. কুরআন নাযিলের পর জিনদের উর্ধজগতের দিকে যাওয়ার সেসব সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

১৪. জিনেরা অতঃপর তাদের উর্ধজগতের দিকে যাওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কুরআন শোনার সুযোগ পায়।

১৫. জিনদের মধ্যেও সৎকর্মশীল মু'মিন এবং দুষ্কৃতকারী দুরাচার জিন রয়েছে এবং রয়েছে বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী।

১৬. জিনদের এ ধারণাই তাদেরকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে যে, আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তাঁর পাকড়াও থেকে পালিয়ে থাকার কোনো উপায় নেই।

১৭. আল্লাহর পাকড়াও থেকে পালিয়ে তাঁর অবাধ্য হয়ে বেঁচে থাকার উপায় নেই—এ বিশ্বাসের দৃঢ়তা-ই মানুষকেও মুক্তির পথ দেখাবে।

১৮. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত জীবনব্যবস্থা অনুসারে জীবন যাপন করলে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে কোনো প্রকার ক্ষতি ও যুলুম-অত্যাচারের আশংকা থাকবে না।

১৯. ইসলাম-ই হচ্ছে একমাত্র সত্য-সঠিক জীবনব্যবস্থা ; সুতরাং যারা ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে তারাই মুক্তির সঠিক পথ পেয়েছে।

২০. আর যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনপদ্ধতি অনুসারে জীবন যাপন করেছে তারা সীমালংঘন করেছে, যার পরিণাম হলো জাহান্নাম।

২১. ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুসারেই সামগ্রিকভাবে জীবন যাপন করলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে নিয়ামতের প্রাচুর্য দান করবেন—এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা। আর আল্লাহর ওয়াদা কখনো খেলাফ হয় না।

২২. আল্লাহ তা'আলা নিয়ামতের প্রাচুর্য দ্বারাও বান্দাহদেরকে পরীক্ষা করেন। নিয়ামতের সংকীর্ণতা ও প্রাচুর্যতা—উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না হওয়াই-ই মু'মিনের কর্তব্য।

২৩. আল্লাহর স্মরণ থেকে যারা গাফিল হয়ে যাবে, তাদের স্থান হবে জাহান্নাম সুতরাং সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর স্মরণকে অন্তরে জাগরুক রাখতে হবে।

২৪. দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর দেখানো পথ ও পন্থা অনুযায়ী কাজ করাই হলো আল্লাহকে স্মরণ করার উত্তম পদ্ধতি।

২৫. সদা-সর্বদা সকল অবস্থাতে সর্বস্থানেই শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আর সেজন্য যেসব কথা ও কাজে শিরক হওয়ার আশংকা থাকে সেসব কথা ও কাজ থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٢٠﴾ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ

২০. (হে নবী) আপনি বলুন, "আমি তো কেবলমাত্র আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করি না[২১]।" ২১. আপনি বলে দিন—"অবশ্যই আমি কোনো ক্ষমতা রাখি না, তোমাদের

ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢٢﴾ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ

কোনো ক্ষতি করার এবং না কোনো উপকার করার[২২]।" ২২. বলুন—নিশ্চয়ই কেউ আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কক্ষণো রক্ষা করতে পারবে না এবং আমি পাবো না কখনো

مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

তিনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল। ২৩.—কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাঁর হুকুম-আহকাম) এবং তাঁর রিসালাতের বাণী পৌঁছে দেয়া ছাড়া (আমার আর কোনো ক্ষমতা নেই)[২৩], আর যে ব্যক্তি অমান্য করবে আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে

⑳ قُلْ-(হে নবী) আপনি বলুন ; اِنَّمَا-কেবলমাত্র ; اَدْعُوْا-আমি ডাকি ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালককে ; وَ-এবং ; لَآ اُشْرِكُ-শরীক করি না ; بِهٖٓ-তাঁর সাথে ; اَحَدًا-অন্য কাউকে। ㉑ قُلْ-আপনি বলে দিন ; اِنِّىْ-অবশ্যই আমি ; لَآ اَمْلِكُ-কোনো ক্ষমতা রাখি না ; لَكُمْ-তোমাদের ; ضَرًّا-কোনো ক্ষতি করার ; وَّ-এবং ; لَا-না ; رَشَدًا-কোনো উপকার করার। ㉒ قُلْ-বলুন ; اِنِّىْ-নিশ্চয়ই ; لَنْ يُّجِيْرَنِىْ-(لن يجير+نى)-আমাকে কক্ষণো রক্ষা করতে পারবে না ; مِنَ-থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর পাকড়াও ; اَحَدٌ-কেউ ; وَّ-এবং ; لَنْ اَجِدَ-আমি কখনো পাবো না ; مِنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তিনি ছাড়া ; مُلْتَحَدًا-কোনো আশ্রয়স্থল। ㉓ اِلَّا-কেবল ছাড়া (আমার আর কোনো ক্ষমতা নেই) بَلٰغًا-পৌঁছে দেয়া (তাঁর হুকুম-আহকাম) ; مِّنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; رِسٰلٰتِهٖ-(رسلت+ه)-তাঁর রিসালাতের বাণী ; وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; يَّعْصِ-অমান্য করবে ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-তাঁর রাসূলকে ;

২১. অর্থাৎ আপনি বিরুদ্ধবাদী কাফিরদের বলে দিন যে, আমি তো আমার প্রতিপালক আল্লাহকে ডাকি। তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করি না। আর আল্লাহকে ডাকা তো

فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۝٢٤ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ

তবে নিশ্চয়ই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তারা থাকবে সেখানে অনন্তকাল[২৪]। ২৪. (তারা কুফরী ছাড়বে না) এমন কি অবশেষে যখন তারা তা দেখতে পাবে যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে

فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ۝٢٥ قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا

তখন অচিরেই তারা জানতে পারবে—সাহায্যকারী হিসেবে কে দুর্বল এবং সংখ্যার দিক থেকে কারা কম[২৫]। ২৫. আপনি বলুন—আমি জানি না, তা কি নিকটবর্তী, যার

فَاِنَّ-(ف+ان)-তবে নিশ্চয়ই ; لَهٗ-তার জন্য রয়েছে ; نَارَ-আগুন ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; خٰلِدِيْنَ-তারা থাকবে ; فِيْهَا-সেখানে ; اَبَدًا-অনন্তকাল। ⑳ حَتّٰى-(তারা কুফরী ছাড়বে না) এমন কি অবশেষে ; اِذَا-যখন ; رَاَوْا-তারা দেখতে পাবে ; مَا-তা যার ; يُوْعَدُوْنَ-ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে ; فَسَيَعْلَمُوْنَ-(ف+سيعلمون)-তখন অচিরেই তারা জানতে পারবে ; مَنْ-কে ; اَضْعَفُ-দুর্বল ; نَاصِرًا-সাহায্যকারী হিসেবে ; وَّ-এবং ; اَقَلُّ-কারা কম ; عَدَدًا-সংখ্যার দিক থেকে। ㉕ قُلْ-আপনি বলুন ; اِنْ اَدْرِيْ-আমি জানি না ; اَقَرِيْبٌ-নিকটবর্তী কি ; مَّا-তা, যার ;

কোনো মন্দ কাজ নয়, যার জন্য তোমরা আমার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছো। মন্দ কাজ তো আল্লাহর সাথে শির্ক করা। অতএব শির্ক-এর বিরুদ্ধেই উঠেপড়ে লাগা প্রয়োজন।

২২. অর্থাৎ আমি কারো ক্ষতি বা কল্যাণ যেমন করতে পারি না, তেমনি চাইলেই কাউকে কুফরী বা হিদায়াতের পথেও নিয়ে আসতে পারি না। কাউকে আযাব দিতে যেমন পারি না তেমনি চাইলেই নিয়ামত দান করতে পারি না। আমি শুধু মানুষ ও জিনকে দীনের তাবলীগ করতে পারি।

২৩. অর্থাৎ অন্য কারো ক্ষতি বা কল্যাণ করা তো দূরের কথা নিজের ক্ষতি ও কল্যাণের ব্যাপারটিও আমার হাতে নেই। আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করি, তাহলে তাঁর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কোথাও আশ্রয় পাবো না। মূলত আল্লাহর কাছে ছাড়া আশ্রয় লাভের আর কোনো জায়গা নেই।

২৪. অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তাওহীদের যে দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তা যে বা যারা অমান্য করবে এবং শির্ক থেকেও ফিরে আসবে না, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি। (তাফহীম)

تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٦﴾ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا

ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে, অথবা আমার প্রতিপালক তার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন কোনো দীর্ঘ মেয়াদ।[২৬] ২৬. তিনিই অদৃশ্য সম্পর্কে একমাত্র জ্ঞানী, সুতরাং তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ পায় না—[২৭]

﴿٢٧﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

২৭. (তাঁর) রাসূলগণের মধ্য থেকে যাকে তিনি মনোনীত করেছেন[২৮] তাকে ছাড়া, তখন তিনি অবশ্যই নিয়োজিত করেন তাঁর সামনে এবং তাঁর পেছনে

تُوعَدُونَ-ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে; أَمْ-অথবা; يَجْعَلُ-নির্ধারণ করে রেখেছেন ; لَهُ-তার জন্য ; رَبِّيٓ-আমার প্রতিপালক ; أَمَدًا-কোনো দীর্ঘ মেয়াদ।(২৬) عَلِمُ- তিনিই একমাত্র জ্ঞানী ; الْغَيْبِ-অদৃশ্য সম্পর্কে ; فَلَا يُظْهِرُ-সুতরাং প্রকাশ পায় না ; عَلَى غَيْبِهِ-(على+غيب+ه)-তার অদৃশ্যের জ্ঞান ; أَحَدًا-কারো কাছে।(২৭) إِلَّا-ছাড়া ; مَنِ-যাকে, তাকে ; ارْتَضَى-তিনি মনোনীত করেছেন ; مِنْ-মধ্য থেকে ; رَّسُولٍ-রাসূলগণের ; فَإِنَّهُ-(ف+ان+ه)-তখন তিনি অবশ্যই ; يَسْلُكُ-নিয়োজিত করেন ; مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ-তাঁর সামনে ; وَ-এবং ; مِنْ خَلْفِهِ-তাঁর পেছনে ;

২৫. কুরাইশদের যেসব লোক রাসূলুল্লাহ সা.-এর মুখে দীনের দাওয়াত ও আল্লাহর ইবাদাত করার কথা শোনা মাত্রই আক্রোশে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তির অহংকার করতো, তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে যে, এমন লোক নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তির অহংকারে মদমত্ত হয়ে ভেবেছে যে, নবী ও তাঁর অনুসারী মু'মিনরা সংখ্যায় যেমন কম, তেমনি তাদের কোনো সাহায্যকারী শক্তিও নেই। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, হার-জিতের আসল স্থান এটা নয়, তার জন্য চূড়ান্ত স্থান হলো আখিরাত। তাদেরকে মহাবিপদের যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা যখন তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে, সেদিনই তারা বুঝতে পারবে, কোন্ পক্ষের সাহায্যকারী দুর্বল এবং কোন্ পক্ষ সংখ্যায় কম। সেদিনই হবে হার-জিতের চূড়ান্ত ফায়সালা।

২৬. এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। কাফিররা কিয়ামত সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলতো, যে মহাবিপদের ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ, তা কবে নাগাদ এসে উপস্থিত হবে। এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সা.-কে কিয়ামত অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি সুস্পষ্টভাবে বলে দিন—সেদিন যে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ-ই নেই। তবে সে দিনটি তাড়াতাড়ি এসে পড়বে না-কি অনেক দীর্ঘসময় পরে আসবে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

২৭. অর্থাৎ অদৃশ্যের সকল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। এ জ্ঞানে তিনি কাউকেই অংশীদার করেন না।

رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ

প্রহরী[২৯]। ২৮. যাতে তিনি জানতে পারেন যে, তাঁরা (রাসূলগণ) নিঃসন্দেহে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁদের প্রতিপালকের রিসালাতের দায়িত্ব[৩০] এবং তিনি সেসব কিছু আয়ত্তে রেখেছেন, যা তাদের কাছে রয়েছে

وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

আর তিনি প্রত্যেকটি জিনিস হিসাব রাখেন সংখ্যা দ্বারা।[৩১]

رَصَدًا-প্রহরী। ﴿٢٨﴾ لِّيَعْلَمَ-যাতে তিনি জানতে পারেন ; أَنْ-যে ; قَدْ أَبْلَغُوا-তাঁরা (রাসূলগণ) নিঃসন্দেহে পৌঁছে দিয়েছেন ; رِسَالَاتِ-রিসালাতের দায়িত্ব ; رَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; أَحَاطَ-তিনি আয়ত্বে রেখেছেন ; بِمَا-সেসব কিছু যা ; لَدَيْهِمْ-(لدى+هم)-তাদের কাছে রয়েছে ; وَ-আর ; أَحْصَىٰ-তিনি হিসাব রাখেন ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; شَيْءٍ-জিনিস ; عَدَدًا-সংখ্যা দ্বারা।

২৮. অর্থাৎ নবী-রাসূলদের মধ্যে যাঁকে তিনি মনোনীত করেন, তাঁকে যতোটুকু অদৃশ্যের জ্ঞান তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন ততোটুকু অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেন।

২৯. অর্থাৎ নবী-রাসূলগণকে অদৃশ্য জগতের যতোটুকু জ্ঞান দান করেন, তা সংরক্ষণের জন্য ফেরেশতাদেরকে কঠোর প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত করেন। যাতে করে তা অন্যত্র প্রকাশ পেয়ে না যায় এবং তাতে অন্য কিছুর মিশ্রণ না ঘটে। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জিনদের জন্য উর্ধজগতে যাওয়ার সকল প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে যায় এবং ছিটে ফোঁটা কিছু বিচ্ছিন্ন কথাবার্তা শুনে নেয়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। তারা দেখতে পায় যে, সব পথেই ফেরেশতাদের কঠোর প্রহরা নিয়োজিত রয়েছে।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ যেনো জানতে পারেন যে, ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের বাণীসমূহ ঠিক ঠিকভাবে তাঁর রাসূলের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ; আর রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণীসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, রাসূল নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে, ফেরেশতারা আল্লাহর বাণীসমূহ তাঁর কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াত দ্বারা একই সাথে এর তিনটি অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে। এ আয়াত থেকে এটাও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলকে অদৃশ্য বিষয়ের ততোটুকু জ্ঞানই দান করেন, যতোটুকু জ্ঞান তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন। আর প্রহরীর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা সুরক্ষিত উপায়ে ওহী রাসূলের কাছে পৌছানোর ব্যাপারে তত্ত্বাবধানের সাথে সাথে তাদের প্রতিপালকের বাণীসমূহ তাঁর বান্দাহদের কাছে পরিপূর্ণভাবে পৌছানোর বিষয়গুলো-ও তত্ত্বাবধান করেন। (তাফহীম)

৩১. অর্থাৎ রাসূল ও ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতা এমনভাবে ঘিরে

আছে যে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক চুল পরিমাণ এদিক-সেদিক হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। আর যে ওহী আল্লাহ পাঠান, তার প্রতি অক্ষরের সংখ্যার হিসাবও তাঁর নিকট রয়েছে, তাতে কম-বেশী করার ক্ষমতাও কোনো রাসূল বা ফেরেশতার নেই।

২য় রুকূ' (২০-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মহান আল্লাহকে ডাকা বান্দাহর জন্য সর্বোত্তম কাজ। পৃথিবীর সকল সৃষ্টি তাদের নিজ নিজ ভাষায় সার্বক্ষণিক আল্লাহকে ডাকার কাজে রত আছে। আল্লাহকে ডাকার কাজে যারা বাধা সৃষ্টি করে তারাই যালিম। যালিমদের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

২. নবী-রাসূলগণ কোনো মানুষের ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখেন না ; তাঁরা কাউকে হিদায়াত দানের বা পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখেন না। আল্লাহর বিধান অমান্য করলে, তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর কোনো ক্ষমতাও কোনো নবী-রাসূল, পীর-আওলিয়া, গাওস-কুতুব কারো নেই।

৩. মানব জাতির শেষ আশ্রয়স্থল হলো মহামহিম আল্লাহর দুয়ার। সুতরাং সকল অবস্থায়ই একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে হবে।

৪. নবী-রাসূলগণের কাজ হলো আল্লাহর বাণী তাঁর বান্দাহদের নিকট পৌঁছে দেয়া, আর বান্দাহ তাঁর কাজের জন্য নিজেই দায়ী। নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আসা আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদের জন্য জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

৫. দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি এবং সংখ্যাধিক্য শেষ বিচারের দিন কোনো কাজে আসবে না, যদি না আল্লাহর বিধান অনুসারে ব্যয় করা না হয়।

৬. কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। এ জ্ঞান আল্লাহ সৃষ্টি-জগতের কারো কাছে প্রকাশ করেননি।

৭. কোনো নবী-রাসূল গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না ; অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটই সংরক্ষিত। নবী-রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেন।

৮. আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবী-রাসূলদেরকে যে জ্ঞান দান করেন, তা ফেরেশতাদের কঠোর প্রহরায় নবী-রাসূলদের নিকট প্রেরণ করেন। নবী-রাসূলদের নিকট প্রেরিত ওহীতে কোনো প্রকার রদবদল বা তাতে কম-বেশী করার কোনো সুযোগ থাকে না।

৯. ফেরেশতাদের এ কঠোর প্রহরা এজন্য, যেনো আল্লাহ জানতে পারেন তাঁর বাণী যথাযথভাবে নবীর নিকট পৌঁছেছে এবং নবীও তা যথাযথভাবে তাঁর বান্দাহদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। আর রাসূল যেনো জানতে পারেন যে, তাঁর প্রতিপালকের বাণী যথাযথভাবে তাঁর নিকট পৌঁছেছে—এর মধ্যে কোনো রদ-বদল হয়নি।

১০. নবী-রাসূলগণের কাছে প্রেরিত ওহী আল্লাহর কাছে লাওহে মাহফূজে সংরক্ষিত আছে।

১১. নবী-রাসূলদের কাছে প্রেরিত ওহীর প্রতিটি শব্দ ও অক্ষর আল্লাহর নিকট সংখ্যার হিসাবে সংরক্ষিত। সুতরাং তার একটি অক্ষরও কম-বেশী করার ক্ষমতা কোনো ফেরেশতা বা কোনো নবী-রাসূলের নেই।

১২. আল্লাহর ক্ষমতা রাসূল ও ফেরেশতাদেরকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করে আছে যে, তাঁর ইচ্ছার বিপরীত কেউ যদি চুল পরিমাণ কাজও করেন তাহলে সাথে সাথে সে পাকড়াও হয়ে যাবে।

❐

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'আল মুয্‌যাম্মিল' শব্দ দ্বারা সূরার নামকরণ করা হয়েছে। 'আল মুয্‌যাম্মিল' শব্দের অর্থ বস্ত্রাবৃত ব্যক্তিটি।

নাযিলের সময়কাল

সূরার প্রথম রুকূ' রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর মাক্কী জীবনে নাযিল হয়েছে। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে কখন নাযিল হয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও এ অংশের আলোচ্য বিষয় থেকে বুঝা যায় যে, এ রুকূ'টি এমন সময় নাযিল হয়েছে, যখন ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ প্রকাশ্যে শুরু করা হয়েছিলো, আর কাফিররাও সচেতন হয়ে উঠেছিলো এবং বিরোধিতাও ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হয়ে উঠেছিলো।

সূরার দ্বিতীয় রুকূ'টির নাযিলকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এ রুকূ'টিও মাক্কী জীবনেই নাযিল হয়েছে। আবার কতেক মুফাস্‌সির বলেছেন যে, এ দ্বিতীয় রুকূ'টি মাদানী। কারণ এর মধ্যে আল্লাহর পথে লড়াই-এর উল্লেখ রয়েছে। মক্কায় লড়াইয়ের কোনো প্রশ্ন উঠেনি। তা ছাড়া এতে ফরযকৃত যাকাত আদায় করার নির্দেশ, তাহাজ্জুদের ঐচ্ছিকিকরণ, বিনা সুদে ঋণ দান এবং অন্যান্য সামাজিক বিধান নাযিল হয়েছে। অতএব দ্বিতীয় রুকূ'টি মাদানী জীবনে নাযিল হয়েছে বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় তিনটি। প্রথম রুকূ'তে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের নির্দেশ এবং কাফিরদের সকল প্রকার কটূক্তি ও গালাগাল উপেক্ষা করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় রুকূ'তে নামায ও যাকাতকে যথাযথভাবে আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১ থেকে ৭ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে রিসালাতের গুরুদায়িত্ব পালনে যোগ্য করে তোলার জন্য কিছু বিধান দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, আপনি রাতের একটি অংশ ইবাদাতে দণ্ডায়মান থেকে কাটিয়ে দিন। এর ফলে আপনার মনের অস্থিরতা দূর হয়ে যাওয়া এবং যে কোনো কঠিন বিপদের মুহূর্তেও অবিচল হয়ে সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা অর্জিত হবে। যার ফলে রিসালাতের বিরাট দায়িত্ব পালন করা সহজ হবে। দিনের বেলায় কর্মব্যস্ত থাকার দরুন এ প্রশিক্ষণ লাভ করা সম্ভব নয়। তাই নিরব-নিস্তব্ধ রাতে আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে সাধনায় মশগুল হওয়াই তার জন্য উত্তম সময়।

৮ থেকে ১৪ আয়াতে রাসূলকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি একনিষ্ঠ মনে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকুন এবং পার্থিব যাবতীয় সমস্যা আল্লাহর ওপর সোপর্দ করুন। বিরোধিদের সকল অবজ্ঞা, কটূক্তি, গালাগালের জবাবে ধৈর্য ধারণ করুন। বিরোধী সম্পদশালী ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ব্যাপার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। আল্লাহ-ই তাদেরকে ইহ-পরকালে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

১৫ থেকে ১৯ আয়াতে বিরোধিদের প্রতি এই বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, আমি ফিরআউনের নিকট যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম, তেমনি তোমাদের কাছেও রাসূল পাঠিয়েছি। কিন্তু সে আমার প্রেরিত রাসূলের কথা না শোনার কারণে তার পরিণাম কেমন হয়েছে তা ইতিহাসে উল্লেখ আছে। কিয়ামতের পরে তোমাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। তা থেকে তোমাদের রেহাই পাওয়ার উপায় থাকবে না। তোমাদের কর্তব্য আমার রাসূলের নির্দেশিত পথে চলা।

২০ আয়াত তথা দ্বিতীয় রুকূ'টি নাযিল হয় এর দশ বছর পর। এতে বলা হয়েছে যে, তাহাজ্জুদ নামায সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে যতোটুকু আদায় করা সম্ভব তা-ই আদায় করুন। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত যথাযথভাবে আদায় করুন। আর আল্লাহর পথে যা-কিছু ব্যয় করবেন, তা বিশুদ্ধ নিয়তে করুন।

অবশেষে মুসলমানদেরকে এই বলে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে আখিরাতের কল্যাণের লক্ষ্যে যেসব কল্যাণমূলক কাজ করবে, তা কখনো ব্যর্থ হবে না। তোমরা যখন আল্লাহর দরবারে যাবে, তখন সেসব কল্যাণকর কাজের সুফল বিরাট পুরস্কার আকারে লাভ করবে। তোমরা সদা-সর্বদা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

রুকূ'-২ ৭৩. সূরা আল মুয্‌যাম্মিল-মাক্কী আয়াত-২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ② قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ③ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ○

১. হে বস্ত্রাবৃত (নবী)[১] ২. সামান্য অংশ ছাড়া রাতের (বাকী অংশে) জেগে উঠুন (নামাযে রত থাকুন)[২] ৩. তার (রাতের) অর্ধেক অথবা তা থেকে কিছু কম করুন।

④ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ⑤ اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ○

৪. অথবা তার ওপর বাড়িয়ে নিন এবং (নামাযে) কুরআন পাঠ করুন ধীরস্থিরভাবে সুস্পষ্টভাবে থেমে থেমে[৩]। ৫. নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি অচিরেই এক গুরুভার বাণী নাযিল করছি।[৪]

① يٰاَيُّهَا-হে; الْمُزَّمِّلُ-বস্ত্রাবৃত (নবী)। ② قُمِ-জেগে উঠুন (নামাযে রত থাকুন); الَّيْلَ-রাতের (বাকী অংশে); اِلَّا-ছাড়া; قَلِيْلًا-সামান্য অংশ। ③ نِصْفَهٗ-তার (রাতের) অর্ধেক; اَوِ-অথবা; انْقُصْ-কম করুন; مِنْهُ-তা থেকে; قَلِيْلًا-কিছু। ④ اَوْ-অথবা; زِدْ-বাড়িয়ে নিন; عَلَيْهِ-তার ওপর; وَ-এবং; رَتِّلِ-পাঠ করুন ধীরস্থিরভাবে; الْقُرْاٰنَ-কুরআন (নামাযে); تَرْتِيْلًا-সুস্পষ্টভাবে থেমে থেমে। ⑤ اِنَّا-নিশ্চয়ই আমি; سَنُلْقِىْ-অচিরেই নাযিল করছি; عَلَيْكَ-আপনার প্রতি; قَوْلًا-এক বাণী; ثَقِيْلًا-গুরুভার।

১. রাসূলুল্লাহ সা.-কে 'হে বস্ত্রাবৃত' ব্যক্তি বলে সম্বোধন করার কারণ হলো—জিবরাঈল আ. যখন প্রথমবার ওহী নিয়ে হেরা গুহায় তাঁর নিকট এসেছিলেন, তখন তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এবং কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে এসে খাদীজাতুল কুবরা রা.-কে বলেছিলেন—"আমাকে শোয়ার ব্যবস্থা করে দাও এবং কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও, আমার ভয় লাগছে।" অতঃপর যখন তিনি কাপড় আবৃত হয়ে শুয়েছিলেন, তখন জিবরাঈল আ. এসে তাঁকে উল্লিখিত নামে সম্বোধন করেছিলেন এবং আলোচ্য সূরা এবং তার পরবর্তী সূরা 'আল মুদ্দাস্‌সির' নাযিল করেন।

২. অর্থাৎ হে নবী! আপনি কাপড় আবৃত অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকা থেকে জেগে উঠুন এবং রাতের কিছু অংশ ছাড়া বাকী অংশ নামাযে দাঁড়িয়ে ও আল্লাহর যিকির-আযকারে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। এভাবে আপনি নিজেকে অত্যন্ত কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ এক কাজের জন্য তৈরি করে নিন। আর সে কাজটি হলো মানুষের কাছে আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া এবং তাদেরকে দীনের জ্ঞান দান করা। (সাফওয়া)

'কালীল' দ্বারা রাতের এক-তৃতীয়াংশ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাতের এক-তৃতীয়াংশ ঘুমিয়ে থেকে বাকী দু' অংশ নামাযে ও যিকির আযকারে কাটিয়ে দিন। (কাবীর)

৩. অর্থাৎ আপনি অর্ধেক রাত নামায ও ইবাদাতে কাটিয়ে দিন। তবে আপনি চাইলে এর চেয়ে কম-বেশী করতে পারেন, এটা আপনার ইচ্ছাধীন।

'কিয়ামুল্লাইল' সম্পর্কে অধিকাংশ আলেমের মতে নবী সা. ও সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর ওপর ফরয ছিলো। অতঃপর ফরয হওয়ার ব্যাপারটা মানসুখ হয়েছে উম্মতের ক্ষেত্রে। এখানে কিয়ামুল্লাইল দ্বারা তাহাজ্জুদ অর্থ নেয়া হয়েছে। আর তাহাজ্জুদ রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওপর আমৃত্যু ওয়াজিব ছিলো। আর এজন্য তিনি সবসময় সফরে এবং হাদরে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। কখনো কোনো কারণে আদায় করা সম্ভব না হলে দিনের বেলা বার রাক'আত আদায় করতেন। (আহকামুল কুরআন, কাবীর)

অতঃপর ৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাতের নামাযে ধীরস্থিরভাবে থেমে থেমে সুস্পষ্ট উচ্চারণে পাঠ করুন। যাতে করে প্রতিটি আয়াতের মর্মার্থ অন্তরে গেঁথে যায়। আল্লাহর রহমতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত পাঠে অন্তর যেনো কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনা যেনো মনে শ্রেষ্ঠত্ব ও ভয় সৃষ্টি করে। আর আল্লাহর আযাব ও গযবের আয়াত পাঠে যেনো অন্তর-মন ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠে। আবার যখন কোনো আহকাম বা বিধি-বিধানের আয়াত পাঠ করা হয়, তখন যেনো করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়।

বস্তুত কুরআন তিলাওয়াত বা পাঠের এ নির্দেশ এজন্য যে, কুরআনের এ পাঠক্রম যেনো উচ্চারণের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে না যায়। বরং তার প্রতি গভীরভাবে উপলব্ধি ও হৃদয়ংগম করা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। আনাস রা. নবী করীম সা.-এর কুরআন পাঠের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন—তিনি কুরআনের প্রতিটি শব্দ টেনে টেনে দীর্ঘায়িত করে পাঠ করতেন। তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উল্লেখ করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. এতে আল্লাহ, রাহমান ও রাহীম শব্দকে মাদ করে বা টেনে পড়তেন। (বুখারী)

উম্মে সালামা রা.-কে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন—নবী সা. এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থামতেন।

আবু যার রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, একবার রাতের নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে রাসূলুল্লাহ সা. যখন সূরা আল মায়েদার ১১৮ আয়াতটির কাছে পৌছেন—অর্থাৎ "আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো অবশ্যই আপনার বান্দাহ। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে আপনিই একমাত্র পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ।" তখন তিনি বার বার এ আয়াতটি পড়তে থাকলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেলো। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী)

৪. অর্থাৎ আপনাকে রাতের বেলা নামাযের নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি এক মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাযিল করছেন, যা বহন করা আপনার জন্য অত্যন্ত কঠিন। রাতের নামায দ্বারা আপনার মধ্যে সেই গুরুভার বাণী

⑥إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ⑦إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ

৬. নিশ্চয়ই রাতের বেলা জেগে উঠা—তা অত্যন্ত কঠিন কষ্টসাধ্য এবং বক্তব্যের ব্যাপারে অধিক কার্যকর[৫]। ৭. অবশ্যই দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে

⑥إِنَّ-নিশ্চয়ই ; نَاشِئَةَ-জেগে উঠা ; الَّيْلِ-রাতের বেলা ; هِيَ-তা ; أَشَدُّ -অত্যন্ত কঠিন ; وَطْأً-কষ্টসাধ্য ; وَ-এবং ; أَقْوَمُ-অধিক কার্যকর ; قِيلًا-বক্তব্যের ব্যাপারে। ⑦إِنَّ-অবশ্যই ; لَكَ-আপনার জন্য রয়েছে ; فِي النَّهَارِ-দিনের বেলায় ;

বহন করার যোগ্যতা ও শক্তি সৃষ্টি হবে। এর বিধি-বিধান আপনার নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা, এর শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা নিজেকে একটি জীবন্ত প্রতীকে পরিণত করা এবং দুনিয়ার মানুষের সামনে এর চিন্তাধারা নিজ কথা ও কাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা আপনার কর্তব্য। আর এ কাজ করতে গেলেই আপনাকে দুর্বিসহ ও কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। এমন কঠিন মুহূর্তে আপনাকে দুনিয়ার প্রতিকূল অবস্থার সামনে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এজন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা—যা অর্জন করা একমাত্র নিরব-নিশীথের নামায দ্বারাই সম্ভব।

কুরআন মাজীদকে গুরুভার বাণী বলার কারণ এটাও হতে পারে যে, তার নাযিল হওয়া এবং তাকে নিজের মধ্যে ধারণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। আর রাত্রিকালীন নামায দ্বারাই রাসূলের মধ্যে এ শক্তি সৃষ্টি হবে। আয়েশা রা. বলেন—তীব্র শীতের সময়ও আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি ওহী নাযিল হতে দেখেছি ; তখন তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে যেতো এবং কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যেতো। রাসূলুল্লাহ সা. ওহী নাযিলকালে যদি কোনো উটের ওপর অবস্থানরত থাকতেন, তখন উটটি মাটির সাথে বুক লাগিয়ে বসে যেতো এবং ওহী নাযিলের ধারা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উটটি উঠতে পারতো না। এসব হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ওহী তথা আল কুরআনের বাণী যথার্থই এক মহাগুরুভার বাণী। (খাযেন, মোয়ালেম, তাফহীম)

আসলে কিয়ামুল্লাইল এবং তিলাওয়াতে কালামে মাজীদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এক সুন্দর সুসম্পর্ক। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এমন এক দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন যা পালন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ দীনের বিধি-বিধান নিজে মেনে চলা এবং অন্যকে তা মেনে চলতে অভ্যস্ত করে তোলা আরো কঠিন কাজ। এ দায়িত্ব পালনের জন্য নিঃসন্দেহে সার্বক্ষণিক জিহাদ তথা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো এবং ধৈর্যের চরম অনুশীলন প্রয়োজন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে সম্বোধন করে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, হে নবী ! এ দীনের দাওয়াত দেয়া এবং মানুষকে এর অনুসারী বানাতে আপনাকে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হবে এবং সম্মুখীন হতে হবে অনেক বাধা-বিপত্তির। সুতরাং আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে এবং গায়ে চাদর জড়িয়ে শুয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে আপনার পক্ষে এ দায়িত্ব পালন কিভাবে সম্ভব হবে ? সুতরাং বিছানা ছেড়ে জেগে উঠুন এবং রাতের

سَبْحًا طَوِيْلًا ۝٧ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝٨ رَبُّ الْمَشْرِقِ

অনেক বেশী কর্মব্যস্ততা[৬]। ৮. আর আপনি আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর প্রতি মগ্ন হয়ে যান।[৭] ৯. তিনিই প্রতিপালক পূর্বের

سَبْحًا-কর্মব্যস্ততা ; طَوِيْلًا-অনেক বেশী। ⑧وَ-আর ; اذْكُرِ-আপনি স্মরণ করুন ; اسْمَ-নাম ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; تَبَتَّلْ-মগ্ন হয়ে যান ; اِلَيْهِ-তাঁর প্রতি ; تَبْتِيْلًا-একনিষ্ঠভাবে। ⑨رَبُّ-তিনিই প্রতিপালক ; الْمَشْرِقِ-পূর্বের ;

অধিকাংশ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকুন, যাতে করে আপনার মধ্যে এ গুরুভার বাণী বহন এবং এ কঠিন দায়িত্ব পালন ও দীনের দাওয়াতী কাজের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী সৃষ্টি হয়। (সাফওয়া)

৫. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামুল্লাইলের হিকমত ও ফায়েদা বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে যে রাত জেগে নামায পড়া ও কুরআন তিলাওয়াত করা এবং অন্যান্য ইবাদাতে মশগুল থাকার মধ্যে দু'টো হিকমত ও ফায়েদা বা কল্যাণ রয়েছে–

এক ঃ গভীর রাতে আরামের বিছানা ত্যাগ করে উঠা এবং দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ। মানুষ এ সময় বিশ্রামের জন্য কাতর হয়ে থাকে। তাই এ কাজটি যে একটি কঠোর সাধনার ব্যাপার তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এ সাধনা দ্বারাই মানুষ নিজের নাফস বা কু-প্রবৃত্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। সাধনার এ পন্থায় যে লোক নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় এবং নিজ দেহ ও মনের ওপর নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারে—এমন লোকের পক্ষেই আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি সামর্থ্য আল্লাহর পথে নির্দ্বিধায় ব্যয় করা সম্ভব হয়। এমন লোকই আল্লাহর শাশ্বত দীন ইসলামের দাওয়াতকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করার জন্য সুদৃঢ়ভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। (তাফহীম)

আয়াতে একটি হিকমতের দিকে ইংগীত করা হয়েছে, আর তাহলো—দিল ও মুখের মধ্যে কিংবা দিল ও শ্রবণ শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনেরও এটা (কিয়ামুল্লাইল) অত্যন্ত কার্যকরী একটি উপায় ও মাধ্যম। কারণ রাতে যে লোক আরামের বিছানা ত্যাগ করে একাকীত্বে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়, সে অবশ্যই ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারেই তা করে থাকে।

দুই ঃ কিয়ামুল্লাইল-এর দ্বিতীয় কল্যাণ হলো—গভীর রাতে কুরআন মাজীদকে অধিক প্রশান্তি, নিশ্চিন্ত ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে তিলাওয়াত করা যায়। ইবনে আব্বাস রা. 'আকওয়ামুকীলা'-এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, কুরআনকে এ সময় অধিক চিন্তা-গবেষণা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করা যেতে পারে। আর এটাই দীনের দাওয়াতী কাজে অধিক উৎসাহ ব্যঞ্জক এবং সহায়ক হতে পারে। (তাফহীম, আহকামুল কুরআন)

৬. এ আয়াতের দুটো তাৎপর্য রয়েছে—(ক) দিনের বেলায় আপনার নিজস্ব নানা

وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ

ও পশ্চিমের—তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, অতএব তাঁকেই (আপনার) উকীল হিসেবে গ্রহণ করুন[৮]। ১০. আর তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং তাদেরকে এড়িয়ে চলুন—

وَ-ও ; الْمَغْرِبِ-পশ্চিমের ; لَآ-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; فَاتَّخِذْهُ-(ف+اتخذ+ه)-অতএব তাঁকেই গ্রহণ করুন ; وَكِيْلًا-(আপনার) উকীল হিসেবে। ⑩ وَ-আর ; اصْبِرْ-আপনি ধৈর্য ধারণ করুন ; عَلٰى-তাতে ; مَا-যা ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে ; وَ-এবং ; اهْجُرْهُمْ-(اهجر+هم)-তাদেরকে এড়িয়ে চলুন ;

ব্যস্ততা রয়েছে, যার ফলে আল্লাহর খেদমতে সময় ব্যয় করা আপনার পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। এ কারণে আপনাকে রাতের বেলা নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(খ) রাতে ঘুম বা বিশ্রাম করতে গিয়ে যদি নামায ও অন্যান্য ইবাদাত করা আপনার পক্ষে সম্ভব না হয়ে থাকে তবে দিনের বেলা আপনার জন্য যথেষ্ট সময় রয়েছে, এ সময় আপনি তা আদায় করতে পারেন। (কাবীর)

এর তাৎপর্য এটাও হতে পারে যে, দুনিয়াতে হাজারো কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও যেনো আপনি আপনার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে গাফেল না হয়ে যান, বরং কোনো না কোনোভাবে তাঁকে স্মরণ করতে থাকুন। (তাফহীম)

৭. আল্লাহর নামের যিকির করার অর্থ হলো তিলাওয়াতের আগে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়া।

কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনা তথা সুন্দর নামসমূহ দ্বারা তাঁকে ডাকা-ও এর তাৎপর্য হতে পারে। আহকামুল কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে যে, এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। রাত দিনের সকল ব্যস্ততার মাঝেও সদা-সর্বদা তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতা মহিমা প্রকাশ) তাহমীদ (আল্লাহর প্রশংসা করা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা সবই এর অর্থের মধ্যে শামিল। কোনো অবস্থাতেই যেনো আপনি যিকির থেকে গাফিল না হয়ে যান। আপনার সকল কাজের উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়। (আহকামুল কুরআন)

আলোচ্য আয়াতে রাসূলের প্রতি দ্বিতীয় নির্দেশ হলো—আপনি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি মগ্ন হয়ে যান। 'তাবতীল' এর আভিধানিক অর্থ—বিচ্ছিন্ন হওয়া, সম্পর্ক ছিন্ন করা। আয়াতে দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ মনে ও গভীর ঐকান্তিকতার সাথে মনোনিবেশ করার জন্য আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়নি। বরং মনের যাবতীয় দুঃখ-বেদনা ও চিন্তা-চেতনা যা কিছু

هَجْرًا جَمِيْلًا ⑪ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ○

উত্তমভাবে এড়িয়ে চলা[৯]। ১১. আর ছেড়ে দিন আমাকে ও এসব মিথ্যাচারীদেরকে (যারা) প্রাচুর্যের অধিকারী এবং তাদেরকে অবকাশ দান করুন কিছুমাত্র।[১০]

هَجْرًا-এড়িয়ে চলা ; جَمِيْلًا-উত্তমভাবে। ⑪ وَ-আর ; ذَرْنِيْ-ছেড়ে দিন আমাকে ; وَ-ও; الْمُكَذِّبِيْنَ-এসব মিথ্যাচারীদেরকে (যারা) ; أُولِي-অধিকারী ; النَّعْمَةِ-প্রাচুর্যের ; وَ-এবং ; مَهِّلْهُمْ-(مهل+هم)-তাদেরকে অবকাশ দান করুন ; قَلِيْلًا-কিছুমাত্র।

মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেসব কিছুকে মন থেকে ধুয়ে-মুছে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে—আপনার প্রতিপালকের ইবাদাত-আরাধনায় এমনভাবে মশগুল হয়ে যান, যেনো মনে কোনো পার্থিব চিন্তা-কল্পনার স্থান না থাকে। মনকে সকল প্রকার চিন্তা থেকে মুক্ত করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ হোন।

৮. আগের আয়াতে আল্লাহর যিকির ও ইবাদাতে মশগুল থাকার নির্দেশ দানের পর এখানে তার কারণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সমগ্র বিশ্বলোকের স্রষ্টা, বিশ্বের সমগ্র বিষয়ের তদারককারী এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক ; সেহেতু তিনি ছাড়া আর কেউ 'ইলাহ' হতে পারে না। সুতরাং তাঁকেই আপনার নিজের উকীল বানিয়ে নিন। (সাফওয়া)

'উকিল' তাঁকেই বলা হয়, যার ওপর নিজের সকল কাজের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। আমরা যেমন আমাদের মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য উকীল নিয়োগ করে থাকি। তিনি আমাদের পক্ষ থেকে যা কিছু করা প্রয়োজন, তা তিনি করবেন বলেই আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে। আমাদের এ বিশ্বাসও থাকে যে, তিনি আমাকে মোকদ্দমায় জয়ী করতে সক্ষম। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে উকীল বানিয়ে নেয়ার অর্থ—আল্লাহ তা'আলার নিকটই নিজের যাবতীয় বিষয় সোপর্দ করা, একমাত্র তাঁকেই নিজের কাজের তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ করে নেয়া। তাঁকেই নিজের সকল সমস্যার সমাধানকারী মেনে নেয়া। কেননা, তাঁর তুলনায় বড় শক্তিমান আর কেউ নেই। তিনিই সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপারের ঘটক ও নিয়ন্ত্রক। তিনিই যদি কারো উকীল হন, তাহলে তার কোনো চিন্তার কারণ থাকতে পারে না। দীনকে প্রতিষ্ঠা করা, বিদ্রোহীদের দমন করা এবং তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নস্যাত করতে তিনিই একমাত্র ক্ষমতাবান। অতএব তাঁর কাছে-ই যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সোপর্দ করতে হবে। (তাফহীম)

৯. অর্থাৎ আপনি যখন আমাকে উকীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তখন এ কাফিরদের কথায় কর্ণপাত না করে তাদের ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দিন, কারণ আমি যখন আপনার উকীল তখন আপনার সকল সমস্যার সমাধান করা আমারই দায়িত্ব। (কাবীর)

⑫إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ⑬وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ⑭يَوْمَ تَرْجُفُ

১২. নিশ্চয়ই আমার কাছে রয়েছে বেড়ীসমূহ এবং (রয়েছে) জাহান্নাম। ১৩. আর (আছে) এমন খাদ্য যা গলায় আটকে থাকে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি[১১]। ১৪. সেদিন প্রকম্পিত হবে

⑫اِنَّ-নিশ্চয়ই ; لَدَيْنَآ-আমার কাছে রয়েছে ; اَنْكَالًا-বেড়ীসমূহ ; وَ-এবং (রয়েছে) ; جَحِيْمًا-জাহান্নাম। ⑬وَ-আর ; طَعَامًا-এমন খাদ্য ; ذَاغُصَّةٍ-যা গলায় আটকে থাকে; وَ-এবং ; عَذَابًا-শাস্তি ; اَلِيْمًا-যন্ত্রণাদায়ক। ⑭يَوْمَ-সেদিন ; تَرْجُفُ-প্রকম্পিত হবে ;

আয়াতে তাদেরকে এড়িয়ে চলার নির্দেশ দান দ্বারা একথা বুঝানো হয়নি যে, সকল সম্পর্ক ছেদ করে সামাজিক জীবনে একঘরে হয়ে যাওয়া এবং আত্মীয়তা ও বংশীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করে নির্জনতা অবলম্বন করা। বরং কাফিরদের কটূক্তির প্রতিবাদ না করা এবং তাদের মন্দ আচরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ আপনার বিরুদ্ধে যেসব অপতৎপরতা চালাচ্ছে, তার কোনো প্রতিবাদ না করে উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করুন, তবে আপনার এ উপেক্ষার সাথে কোনো প্রকার অস্বস্তি ও ক্ষোভ থাকা উচিত নয়। একজন সম্ভ্রান্ত, ভদ্র ও নীতিবান লোকের পক্ষে এহেন অবাঞ্ছিত লোকদের কথায় কর্ণপাত না করাই উত্তম পন্থা। আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ দ্বারা এ অর্থ গ্রহণ করা মোটেই সঠিক হবে না যে, এ নির্দেশের আগে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আচরণ অসৌজন্যমূলক ছিলো, বরং এ নির্দেশ দ্বারা কাফিরদেরকে এটাই বুঝিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য যে, তোমাদের অশোভনীয় উক্তির প্রতিবাদ না করা মুহাম্মাদ সা.-এর দুর্বলতার জন্য নয়। কেননা প্রতিবাদ না করা আল্লাহর-ই নির্দেশ। তাই তিনি তোমাদের মন্দ তৎপরতার প্রতিবাদ থেকে বিরত রয়েছেন।

এ নির্দেশ ছিলো মাক্কী জীবনের প্রাথমিক দিকের পরিস্থিতিতে। সে সময় মক্কায় মু'মিনরা সংখ্যায় ছিলো অতিনগণ্য ও দুর্বল। এজন্যই তাদেরকে ধৈর্য ও সহনশীলতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং রাত্রিকালে তাহাজ্জুদ আদায় করে ইবাদাতে মশগুল থেকে দুশমনের মুকাবিলার জন্য আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরে যখন মু'মিনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দুশমনের মুকাবিলায় ইস্পাত-নির্মিত দেয়ালের মতো দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ শক্তি সঞ্চয়ের আগে কেবল মৌখিক দাওয়াত ও ধৈর্য-অবলম্বন করা অপরিহার্য ছিলো। (সাফওয়া, কাবীর)

১০. অর্থাৎ সমাজের ধনী, বিষয়-সম্পত্তিওয়ালা লোকদের মধ্যে যারা এ দীনী দাওয়াতী আন্দোলনের বিরোধিতায় তৎপর, তাদেরকে আপনি আমার নিকট ছেড়ে দিন এবং কিছুদিন তাদেরকে অবকাশ দিন, আমিই কঠোর হাতে ইহকালে ও পরকালে দমন করবো। আয়াতের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, সেকালে ধনী-বিলাসী সমাজ নেতা ও সরদারগণই ছিলো এ দীনী আন্দোলনের প্রধান অন্তরায় ও বাধা। অবশ্য নবী কারীম সা.-এর আগেকার সকল নবীর যুগেও উল্লিখিত শ্রেণীর লোকেরাই সত্য দীনের

الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ⑮ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ

পৃথিবী ও পর্বতমালা এবং পর্বতমালা পরিণত হবে বহমান বালুকারাশিতে[১২]।
১৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি

رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ⑯ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ

একজন রাসূল, যিনি তোমাদের জন্য সাক্ষ্য-দানকারী, যেমন আমি (ইতোপূর্বে) ফিরআউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল[১৩]। ১৬. কিন্তু ফিরআউন অবাধ্যাচরণ করেছিলো

الْأَرْضُ-পৃথিবী ; وَ-ও ; الْجِبَالُ-পর্বতমালা ; وَ-এবং ; كَانَتِ-পরিণত হবে ; الْجِبَالُ-পর্বতমালা ; كَثِيبًا-বালুকারাশিতে ; مَّهِيلًا-বহমান। ⑮ إِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; أَرْسَلْنَا-পাঠিয়েছি ; إِلَيْكُمْ-তোমাদের নিকট ; رَسُولًا-একজন রাসূল ; شَاهِدًا-যিনি সাক্ষ্য দানকারী ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের জন্য ; كَمَا-যেমন ; أَرْسَلْنَا-আমি (ইতোপূর্বে) পাঠিয়েছিলাম ; إِلَىٰ-নিকট ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ; رَسُولًا-একজন রাসূল। ⑯ فَعَصَىٰ-(ف+عصى)-কিন্তু অবাধ্যাচরণ করেছিলো ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ;

আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করতো। নূহ আ., মূসা আ. এবং সালেহ আ. প্রমুখ নবীগণের জীবনেতিহাস এর জ্বলন্ত স্বাক্ষর। আর পরবর্তীকালেও বিভিন্ন যুগে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী শিবিরে যাদেরকে দেখা যায় তাদের অধিকাংশই এ শ্রেণীভুক্ত। তাই নবী কারীম সা.-কে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় বিচলিত হবেন না, তাদের ব্যাপার আমার হাতে ছেড়ে দিন।

১১. অর্থাৎ এসব বিরোধী-বিদ্রোহী লোক যারা নবুওয়াত-কে অস্বীকার করছে এবং দীনী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে ; আর প্রচার করছে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সম্পর্কে নানা ধরনের মিথ্যা কথা, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে চার রকমের আযাব ঃ

এক ঃ তাদের গলায় বেড়ী পরিয়ে দেয়া হবে।
দুই ঃ তাদের গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য তাদেরকে খেতে দেয়া হবে।
তিন ঃ তাদেরকে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।
চার ঃ এর বাইরেও তাদেরকে আরো কষ্টকর শাস্তি দেয়া হবে।

১২. অর্থাৎ পাহাড়-পর্বতের অংশ ও অণুসমূহকে পরস্পরের সাথে জুড়ে বেঁধে রাখার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর এজন্যই প্রথমে পাহাড়-পর্বতগুলো সূক্ষ্ম বালুকণার স্তূপ হয়ে যাবে, অতঃপর ভূ-কম্পন দ্বারা স্তূপীকৃত বালুকণা বিক্ষিপ্ত হয়ে বালুঝড় সৃষ্টি হবে এবং সমগ্র পৃথিবী সমতলবিশিষ্ট মরু প্রান্তরে পরিণত হয়ে যাবে।

الرَّسُوْلَ فَأَخَذْنٰهُ أَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٧﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا

সেই রাসূলের, ফলে আমি তাকে কঠোর শাস্তি দান করেছিলাম। ১৭. সুতরাং যদি তোমরা কুফরী করো (দুনিয়ার এ জীবনে), তবে কেমন করে তোমরা (সেদিনের কঠোর শাস্তি থেকে) রেহাই পাবে—যেদিন

يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٨﴾ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا

কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করে দেবে। ১৮.—তার কারণে আকাশ হয়ে পড়বে ফাটলযুক্ত ; তাঁর (আল্লাহর) ওয়াদা ছিলো অবশ্য বাস্তবায়িত[১৪]।

الرَّسُوْلَ-রাসূলের ; فَأَخَذْنٰهُ-(ف+اخذنا+ه)-ফলে আমি তাকে দান করেছিলাম ; أَخْذًا-শাস্তি ; وَّبِيْلًا-কঠোর। ﴿١٧﴾ فَكَيْفَ-(ف+كيف)-তবে কেমন করে ; تَتَّقُوْنَ-তোমরা রেহাই পাবে (সেদিনের কঠোর শাস্তি থেকে) ; إِنْ-যদি ; كَفَرْتُمْ-তোমরা কুফরী করো ; يَوْمًا-যেদিন ; يَّجْعَلُ-পরিণত করে দেবে ; الْوِلْدَانَ-কিশোরকে ; شِيْبًا-বৃদ্ধে। ﴿١٨﴾ السَّمَاءُ-আকাশ ; مُنْفَطِرٌ-হয়ে পড়বে ফাটলযুক্ত ; بِهٖ-তার কারণে ; كَانَ-ছিলো; وَعْدُهٗ-(وعد+ه)-তাঁর (আল্লাহর) ওয়াদা ; مَفْعُوْلًا-অবশ্য বাস্তবায়িত।

সূরা ত্বা-হায় একথাটি এভাবে বলা হয়েছে—"তারা আপনাকে পর্বতমালা সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলে দিন—আমার প্রতিপালক সেসব সমূলে উৎপাটন করে উড়িয়ে দেবেন। তারপর তিনি যমীনকে এক সমতল মসৃণ মাঠে পরিণত করে দেবেন। তাতে আপনি কোনো প্রকার উঁচু-নিচু ও ভাঁজ দেখতে পাবেন না।" (তাফহীম)

১৩. আলোচ্য আয়াতে মক্কার কাফির অথবা আরবের কাফির অথবা কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সমগ্র কাফিরদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য মুহাম্মাদ সা.-কে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি, কিন্তু তোমরা তাঁর নাফরমানী করছো, তাঁকে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করছো। অনুরূপভাবে ইতোপূর্বে ফিরআউনের কাছে মূসা আ.-কে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম, সে-ও মূসা আ.-এর নাফরমানী করেছিলো এবং তাঁকে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলো।

১৪. অর্থাৎ তোমরা যদি সত্য পথ গ্রহণ না করো এবং আমার নবী মুহাম্মাদ সা.-এর দীনী দাওয়াত ও আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাকো, তবে তোমাদেরকেও এ পার্থিব জীবনে ফিরআউনের সম্প্রদায়ের মতো চরম দুর্দশায় পড়তে হবে এবং পরকালে থাকবে তোমাদের জন্য চরম শাস্তি, যে শাস্তি থেকে তোমাদের পালাবার কোনো উপায় থাকবে না। (আবু দাউদ)

⑲إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

১৯. নিশ্চয়ই এসব (আয়াত) এক উপদেশবাণী। সুতরাং যে চায় (ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে) তার প্রতিপালকের দিকে পথ তৈরী করে নিক।[১৫]

⑲إِنَّ-নিশ্চয়ই ; هَٰذِهِ-এসব (আয়াত) ; تَذْكِرَةٌ-উপদেশবাণী ; فَمَنْ-(ف+من)-সুতরাং যে ; شَاءَ-চায় ; اتَّخَذَ-তৈরী করে নিক (ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে) ; إِلَىٰ-দিকে ; رَبِّهِ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; سَبِيلًا-পথ।

আয়াতে অন্যান্য নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতদের বাদ দিয়ে মূসা আ. ও ফিরআউনের উল্লেখ করার কারণ হলো—মুহাম্মাদ সা. যেমন মক্কাবাসীদের মধ্যে জন্মলাভ করে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকাল কাটানোর কারণে তারা তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলো এবং তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিলো, ঠিক তেমনি মূসা আ.-ও ফিরআউনের বাড়ীতে লালিতপালিত হয়েছিলেন বলে সে মূসা আ.-এর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলো। (খাযেন)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, ফিরআউনকে যেমন তার ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারেনি, তেমনি তোমরাও যদি মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত মেনে নিতে এবং আনুগত্য করতে অস্বীকার করো তাহলে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—"সুতরাং তোমরা যদি সে দিনকে অস্বীকার করো তবে তোমরা কিভাবে শাস্তি থেকে বাঁচবে, যে দিনের ভয়াবহতা তরুণকে বৃদ্ধে পরিণত করে দেবে।" (সাফওয়া)

অর্থাৎ তোমাদের মনে এ ভয় জাগ্রত হওয়া আবশ্যক—তোমরা যদি আমার পাঠানো রাসূলকে অমান্য-অগ্রাহ্য করো তাহলে এ জাতীয় অপরাধের ফলে দুনিয়াতে ফিরআউনের যে পরিণতি হয়েছিলো তোমাদেরকেও একই পরিণতি ভোগ করতে হবে ; কিন্তু মনে করো দুনিয়াতে তোমাদের ওপর কোনো আযাব-ই আসলো না, তাহলে তোমরা ভেবো না যে, তোমরা বেঁচে গেলে। কেননা দুনিয়াতে এ আযাব না আসলেও কিয়ামতের দিন অবশ্যই তা ভোগ করতে হবে—এতে কোনোই সন্দেহ নেই। তাহলে কিয়ামতের দিনের আযাব থেকে বেঁচে যাবে এমন ধারণা কেমন করে করতে পারো ? (তাফহীম)

কিয়ামতের দিনের আযাবের ভয়াবহতা এবং কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘের কারণে সকল তরুণ বৃদ্ধ হয়ে যাবে। এ অবস্থা তখন হবে যখন আল্লাহ তা'আলা আদম আ.-কে নির্দেশ দেবেন যে, "তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামের যাত্রীকে বের করো, একথা শুনে তখন সকল তরুণ ভয়ে বৃদ্ধে পরিণত হয়ে যাবে।" (তাবারী, ইবনে কাসীর, সাফওয়া, রুহুল মা'আনী)

কিয়ামতের দিনের কঠোরতায় এ বিরাট আসমানও ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আর সেদিনেই কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা সুনিশ্চিত পরিপূর্ণ হবে। (কুরতুবী)

১৫. অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে যেসব ভয় প্রদর্শন করেছেন এবং যেসব কথাবার্তা উপদেশস্বরূপ বলেছেন তার উদ্দেশ্য এই যে, এমন উপদেশ শোনার পর যার ইচ্ছা হয় সে আল্লাহর পথে চলুক। আর কেউ যদি আল্লাহর পথ গ্রহণ না করে, সে নিজের দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিলো। মুফাস্সিরগণের মতে একথার উদ্দেশ্য হলো, ঈমান গ্রহণ এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করণ ও সৎকর্মের প্রতি তাকীদ দান, যাতে আখিরাতের জন্য সেসব সৎকর্ম সঞ্চিত থাকে। (সাফওয়া)

১ম রুকূ' (১-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. শেষ রাতে ঘুম থেকে জেগে তাহাজ্জুদ নামায পড়া, কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করা এবং আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা একনিষ্ঠ ঈমানের পরিচায়ক।

২. ইসলামী আন্দোলনে মযবুতির সাথে টিকে থাকার জন্য এবং যোগ্যতা অর্জনের জন্য শেষ রাতের নামায ও কুরআন অধ্যয়ন অপরিহার্য প্রশিক্ষণস্বরূপ।

৩. নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে থেমে থেমে, অর্থের প্রতি খেয়াল রেখে।

৪. নামাযে কুরআনের যে অংশ তিলাওয়াত করা হবে, সে অংশগুলোর অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আগে আগে জেনে নেয়া উচিত।

৫. নবী করীম সা.-এর জন্য রাতের নামায ও আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করা প্রথমত ফরয ছিলো। অতঃপর উম্মতের কষ্টের দিকে খেয়াল করে নফল করে দেয়া হয়েছে।

৬. রাতের নামায ও তিলাওয়াত নফল হলেও নিজেদেরকে একনিষ্ঠ মু'মিন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অপরিহার্য।

৭. নামাযে কুরআন বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করা দ্বারা অন্তরে কুরআনের অর্থ অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য সকল মু'মিনের উচিত যেসব সূরা বা আয়াত সাধারণত নামাযে পড়া হয় সেসব আয়াতের অর্থ জেনে নেয়া।

৮. নামাযই একমাত্র ইবাদাত যার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি একনিষ্ঠ হওয়ার প্রশিক্ষণ লাভ করা যায়।

৯. সমগ্র বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তোমাদের ইবাদাত বা দাসত্ব লাভের যোগ্য অধিকারী একমাত্র তিনি।

১০. আমাদের তথা সকল মু'মিনের সকল কাজের কর্মবিধায়ক একমাত্র আল্লাহ ; তাঁর ওপরই আমাদের সার্বিক ভরসা স্থাপন করতে হবে।

১১. আল্লাহদ্রোহী শক্তির সকল প্রকার অপতৎপরতার মুখে 'তাওয়াক্কুল আলাল্লাহি' এবং ধৈর্যের সাথে দীন প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

১২. ধনাঢ্য ও সামাজিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বাধা সৃষ্টিকারী আমলা-মুৎসুদ্দী গোষ্ঠীর সকল ব্যাপারই আল্লাহর ফায়সালার ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

১৩. আল্লাহদ্রোহী এবং মু'মিনদের ওপর যুলুম-নির্যাতনকারী গোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ আখিরাতে লোহার উত্তপ্ত বেড়ী তৈরি করে রেখেছেন।

১৪. আল্লাহদ্রোহী সেসব গোষ্ঠীর জন্য আরও তৈরী করে রাখা হয়েছে দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত আগুন, গলায় আটকে যাওয়া কাঁটাযুক্ত খাদ্য এবং অতিরিক্ত আরো কষ্টকর আযাব।

১৫. যেদিন উল্লিখিত অপরাধিরা উক্ত কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে, সেদিন খুব দূরে নয়।

১৬. সেই মহাপ্রলয়ে পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতগুলো প্রকম্পিত হবে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অকেজো হয়ে যাবে, ফলে পাহাড়-পর্বতগুলো উড়ন্ত বালুকারাশিতে পরিণত হবে।

১৭. মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগকে একটি সমতলবিশিষ্ট নিভাজ প্রান্তরে রূপান্তরিত করা হবে।

১৮. মূসা আ.-কে যেমন ফিরআউনের নিকট সত্য দীনের দাওয়াত নিয়ে পাঠানো হয়েছিলো, তেমনি মুহাম্মাদ সা.-কে দুনিয়ার মানুষের কাছে সত্যের সাক্ষ্য দানকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

১৯. শেষ নবী মুহাম্মাদ সা. রোজ কিয়ামতে আল্লাহ তা'আলার আদালতে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি এসব লোকের কাছে সত্য দীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি।

২০. মূসা আ.-কে অমান্যকারীদের পরিণতি দুনিয়াতে যা হয়েছিলো আখিরাতে তাদের পরিণতি হবে তার চেয়ে বহুগুণ ভয়াবহ।

২১. অনুরূপভাবে আখেরী নবীর দীন অমান্যকারীদের পরিণতিও হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

২২. আখিরাতের সেই ভয়াবহ শাস্তি থেকে বেঁচে চিরশান্তির আবাস জান্নাত লাভ করতে হলে জীবনের সর্বস্তরে মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত দীন ইসলামের বাস্তবায়ন করতে হবে।

২৩. কিয়ামতের কঠিন ভয়ার্ত অবস্থা দেখে এবং দীর্ঘ সময় ধরে বিচারকার্য চলার কারণে কিশোররা সব বৃদ্ধে পরিণত হয়ে যাবে।

২৪. কিয়ামতের দিন আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে—কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা হবে বাস্তবায়িত।

২৫. আল কুরআন মানবজাতির জন্য এক চিরন্তন উপদেশ বাণী। এ.থেকে উপদেশ গ্রহণ করে তদনুযায়ী জীবন গড়ার মধ্যেই রয়েছে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির সুস্পষ্ট রাজপথ।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-১

⑳إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ

২০. (হে নবী)[১৬] অবশ্যই আপনার প্রতিপালক জানেন যে, আপনি নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেন রাতের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কম, আর (কখনো) তার অর্ধেক, আর (কখনো) তার এক-তৃতীয়াংশ[১৭], এবং একদল লোকও

⑳إِنَّ-(হে নবী) অবশ্যই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; يَعْلَمُ-জানেন ; أَنَّكَ-যে, আপনি ; تَقُومُ-নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেন ; أَدْنَىٰ-কিছু কম ; مِنْ ثُلُثَيِ-দুই-তৃতীয়াংশের ; الَّيْلِ-রাতের ; وَ-আর (কখনো) ; نِصْفَهُ-(نصف+ه)-তার অর্ধেক ; وَ-আর (কখনো) ; ثُلُثَهُ-তার এক-তৃতীয়াংশ ; وَ-এবং ; طَائِفَةٌ-একদল লোকও ;

১৬. তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে ইতোপূর্বে সূরার প্রথম রুকূ'তে যে হুকুম দেয়া হয়েছিলো, আলোচ্য আয়াতে সে হুকুমকে শিথিল করা হয়েছে। সূরার আলোচ্য দ্বিতীয় রুকূ'টি সর্বসম্মত মতে প্রথম রুকূ'র অনেক পরে নাযিল হয়েছে। তবে এ দু' রুকূ'র নাযিলকালের ব্যবধান সম্পর্কে হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে বেশ মতভেদ দেখা যায়। কারো মতে এ ব্যবধান ছিলো আট মাস, কারো মতে এ ব্যবধান ছিলো এক বছর, কারো মতে এ দু' রুকূ'র নাযিলকালের ব্যবধান ছিলো ষোল মাস। আবার এ ব্যবধানকাল কারো মতে দশ বছর। মাওলানা মওদূদী রহ. সাঈদ ইবনে যোবায়ের রা. বর্ণিত এ সর্বশেষ বর্ণনাটি তথা দশ বছর ব্যবধানের মতটিকে অধিক সহীহ হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। কেননা প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট বলে যে, প্রথম রুকূ'টি মক্কায় নাযিল হয়েছে। তা-ও আবার নবুওয়াতের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। রাসূলুল্লাহ সা. নবুওয়াত লাভ করেছেন, তখন সর্বোচ্চ চার বছর হয়েছে। পক্ষান্তরে এ দ্বিতীয় রুকূ'র বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে, এটা মদীনায় নাযিল হয়েছে। এটা ছিলো এমন এক সময় যখন কাফিরদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে রীতিমত যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। আর যাকাত দেয়া ফরয হওয়ার নির্দেশও এসে গিয়েছিলো। এ পরিপ্রেক্ষিতে দু'রুকূ'র নাযিলকালের ব্যবধান দশ বছর হওয়ার মতটিকেই অধিকতর সহীহ বলেই প্রতীয়মান হয়।

১৭. অর্থাৎ প্রাথমিক নির্দেশে যদিও অর্ধেক রাত বা তার চেয়ে কিছু কম-বেশী নামাযে দাঁড়িয়ে অতিবাহিত করার নির্দেশ দান করা হয়েছিলো ; কিন্তু নামাযে মগ্ন হয়ে থাকার কারণে সময়ের আন্দাজ থাকতো না, যার ফলে কখনো রাতের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্তও ইবাদাতে কেটে যেতো। আবার কখনো তা কমে গিয়ে রাতের তিন

مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۖ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ

তাদের থেকে, যারা আছে আপনার সাথে[১৮] ; আর রাত ও দিনের পরিমাণ আল্লাহ্-ই নির্ধারণ করেন, তিনি জানেন যে, তোমরা কখনো তার যথাযথ হিসাব রাখতে সক্ষম নও

فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۖ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ

অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন[১৯], সুতরাং তোমরা কুরআনের ততোটুকুই পাঠ করো যতোটুকু (পাঠ করা) তোমাদের জন্য সহজ হয়[২০] ; তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে অচিরেই কিছু লোক হয়ে পড়বে

مِنَ-থেকে ; الَّذِيْنَ-তাদের, যারা আছে ; مَعَكَ-আপনার সাথে ; وَ-আর ; اللّٰهُ - আল্লাহ্-ই ; يُقَدِّرُ-পরিমাণ নির্ধারণ করেন ; الَّيْلَ-রাত ; وَ-ও ; النَّهَارَ-দিনের ; عَلِمَ -তিনি জানেন ; اَنْ-যে ; لَنْ تُحْصُوْهُ-তোমরা কখনো তার যথাযথ হিসাব রাখতে সক্ষম নও ; فَتَابَ-অতএব তিনি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; فَاقْرَءُوْا-(ف+اقرءوا)-সুতরাং তোমরা পাঠ করো ; مَا-ততোটুকুই, যতোটুকু ; تَيَسَّرَ-(পাঠ করা) সহজ হয় তোমাদের জন্য ; مِنَ الْقُرْاٰنِ-কুরআনের ; عَلِمَ-তিনি জানেন ; اَنْ-যে ; سَيَكُوْنُ-অচিরেই হবে ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্যে ;

ভাগের এক অংশে নেমে আসতো। এজন্য পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, সময়ের হিসাব সঠিকভাবে রাখা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

১৮. প্রথম দিকে সূরার শুরুতে 'কিয়ামুল্লাইলের' নির্দেশ শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি-ই ছিলো, কিন্তু সে সময় মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এমন ছিলো যে, তাঁরা সকল কাজেই রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুসরণ করতে আগ্রহী ছিলো। আর সে জন্যই অধিকাংশ সাহাবা রা. রাতের এ নামাযকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে সাথে গুরুত্ব দিয়ে আদায় করা শুরু করে দিয়েছিলেন।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ জানেন যে, তোমরা সময়ের গণনা যথাযথভাবে রাখতে পারো না ; এজন্য আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। ইবনে জারীর তাবারী এ আয়াতের অর্থ করেছেন—তোমাদের প্রতিপালক জানেন যে, তোমরা পুরো রাত ইবাদাতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তা সহজ করে দিয়ে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। (সাফওয়া)

২০. অর্থাৎ নামাযে যতোটুকু কুরআন তোমরা সহজে পড়তে পারো, ততোটুকু পড়তে থাকো। এর তাৎপর্য হলো, তাহাজ্জুদ নামায যে পরিমাণ তোমরা পড়তে পারো ততোটুকুই পড়তে থাকো। মুফাস্‌সিরীনে কিয়ামের সর্বসম্মত মত হলো, তাহাজ্জুদ নামায

مَرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ

অসুস্থ এবং অপর কিছুলোক দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে থাকবে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে সন্ধানরত থাকবে[২১]

مَرْضٰى-অসুস্থ ; وَ-এবং ; اٰخَرُوْنَ-অপর কিছু লোক ; يَضْرِبُوْنَ-ভ্রমণ করতে থাকবে ; فِي الْاَرْضِ-দেশ-বিদেশে ; يَبْتَغُوْنَ-তারা সন্ধানরত থাকবে ; مِنْ-থেকে ; فَضْلِ-অনুগ্রহ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

ফরয নয়—নফল। হাদীসেও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন—"তোমাদের জন্য দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। সে জিজ্ঞেস করলো, এ ছাড়া অন্য কিছু কি আমার জন্য করণীয় ? জবাবে তিনি বললেন, 'না' তবে তুমি স্বেচ্ছায় কিছু করলে তা ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

এ থেকে আরো জানা গেলো যে, নামাযে রুকূ'-সিজদা যেমন ফরয, তেমনি কুরআন পাঠও ফরয। কারণ আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য স্থানে রুকূ'-সিজদাকে নামায অর্থে উল্লেখ করেছেন, এখানে কুরআন পাঠকেও নামায অর্থে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ফরয নামাযে যেসব শর্ত পূরণ করা এবং আভ্যন্তরীণ 'রুকন' আদায় করা ফরয, নফল নামাযেও সেসব শর্ত ও রুকন আদায় করা ফরয। (তাফহীম)

"নামাযে কুরআনের যে অংশ বা যে সূরা তোমাদের জন্য সহজতর হয় তা পড়ো" এর অর্থ নামাযের জন্য কোনো সূরা নির্দিষ্ট নেই। যে কোনো সূরার যে কোনো আয়াত পাঠ করলেই চলবে, তবে পরিমাণ এতোটুকু হতে হবে, যতোটুকুকে কিরায়াত বলা হয়।

২১. তাহাজ্জুদ নামাযের ফরয হওয়াকে মানসুখ করে নফলের হুকুম দেয়ার মধ্যে কল্যাণকারিতা হলো কষ্ট দূরীকরণ। আল্লাহ এখানে তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন—(১) অসুস্থতা, (২) রিযিকের সন্ধানে ভ্রমণ, (৩) জিহাদে থাকা। হালাল ও বৈধ উপায়ে রুযী-রোযগারের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করাকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা অনুসন্ধান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামে হালাল পথে রুযী-রোযগার করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি মুসলমানদের শহর বা জনপদে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে এবং সেই দিনের বাজার দরে তা বিক্রি করে, সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. পাঠ করলেন—ওয়া আখারূনা ইয়াদরিবুনা ফিল আরদে----- ফাদলিল্লাহি।"

বায়হাকীতে বর্ণিত আছে, ওমর রা. বলেছেন, "আল্লাহর পথে জিহাদে জীবন দেয়া ছাড়া আর কোনো অবস্থায় জীবন দেয়া আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় হলে তা হতো আমি আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশে কোনো গিরিপথ অতিক্রমকালে মৃত্যু এসে আমাকে আলিঙ্গন করছে। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন। (তাফহীম)

وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ

এবং অপর কিছু লোক আল্লাহর পথে জিহাদরত থাকবে ; অতএব তার (কুরআনের) যতোটুকু (পাঠ করা) সহজ হয় ততোটুকুই তোমরা পাঠ করো,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا

আর তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত দান করো[২২], আর তোমরা করয দাও আল্লাহকে—উত্তম করয[২৩], আর যা কিছু তোমরা অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে

لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۗ

কল্যাণ থেকে, তোমাদের নিজেদের জন্য তা তোমরা আল্লাহর কাছে পাবে—তা (হবে) উৎকৃষ্টতর ও প্রতিদান হিসেবে শ্রেষ্ঠ[২৪] ;

وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۖ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

আর তোমরা ক্ষমা চাও আল্লাহর কাছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৫]

وَ-এবং ; اٰخَرُوْنَ-অপর কিছু লোক ; يُقَاتِلُوْنَ-জিহাদরত থাকবে ; فِىْ سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَاقْرَءُوْا-(ف+اقرءوا)-অতএব তোমরা পাঠ করো ; مَا -ততোটুকুই, যতোটুকু ; تَيَسَّرَ-(পাঠ করা) সহজ হয় ; مِنْهُ-তার (কুরআনের) ; وَ-আর ; اَقِيْمُوا-তোমরা কায়েম করো; الصَّلٰوةَ-নামায ; وَ-এবং ; اٰتُوا-দান করো ; الزَّكٰوةَ-যাকাত; وَ-আর ; اَقْرِضُوا-তোমরা করয দাও ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; قَرْضًا-করয ; حَسَنًا-উত্তম ; وَ-আর ; مَا-যা কিছু, তা ; تُقَدِّمُوْا-তোমরা অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে ; لِاَنْفُسِكُمْ-(ل+انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের জন্য ; مِنْ-থেকে ; خَيْرٍ-কল্যাণ ; تَجِدُوْهُ-(تجدوا+ه)-তা তোমরা পাবে ; عِنْدَ-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; هُوَ-তা (হবে) ; خَيْرًا-উৎকৃষ্টতর ; وَّ-ও ; اَعْظَمَ-শ্রেষ্ঠ ; اَجْرًا-প্রতিদান হিসেবে ; وَ-আর ; اسْتَغْفِرُوا-তোমরা ক্ষমা চাও ; اللّٰهَ-আল্লাহর কাছে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; غَفُوْرٌ-পরম ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু।

২২. অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায যথাযথভাবে আদায় করো এবং ফরয যাকাত প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দাও। মুফাস্সিরীনে কিরাম বলেছেন—কুরআন মাজীদে

নামাযের আলোচনার সাথে সাথে প্রায়ই যাকাতের আলোচনা করা হয়েছে। কারণ নামায হলো আল্লাহ্ এবং বান্দাহর মধ্যকার যোগসূত্র। আর যাকাত হলো দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যকার যোগসূত্র। নামায হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক ইবাদাত ; আর যাকাত হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মালী ইবাদাত। (সাফওয়া)

২৩. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে উত্তম করয দিতে থাকো। এর মর্মার্থ হলো—যাকাত ছাড়াও ফকীর-মিসকীন ও অভাবী লোকদেরকে নফল বা অতিরিক্ত দান-সাদাকাহ দিতে থাকো। এটাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে করয দেয়া অভিহিত করেছেন। যেহেতু এটা আল্লাহকে প্রদত্ত করয সেহেতু এ দানের সাওয়াব বা বিনিময় অবশ্যই পাওয়া যাবে, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোনো বিশ্বস্ত মানুষকে করয দিলে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী, তেমনি ফকীর-মিসকীনকে দান করলেও তার বিনিময় আল্লাহর কাছে অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে এ দান হতে হবে নির্ভেজাল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

২৪. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের দৃষ্টিতে কল্যাণকর কাজগুলোর পরকালে বিরাট পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখানে খায়ের শব্দ দ্বারা শরীয়তের দৃষ্টিতে সর্বপ্রকার ভালো কাজ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আখিরাতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যা কিছু ভালো কাজ করে অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছো তা এ দুনিয়াতে রেখে যাওয়া সম্পদের তুলনায় অনেক অনেক বেশী কল্যাণকর।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.বলেন—একবার নবী করীম সা. সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে আছে যার নিকট নিজের ধন-সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের ধন-সম্পদ অধিক প্রিয় ? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল!—আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার কাছে নিজের ধন-সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের ধন-সম্পদ অধিক প্রিয়। নবী করীম সা. বললেন—খুব চিন্তা-ভাবনা করে বলো। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সত্য কথাই বলছি। তিনি ইরশাদ করলেন, তোমাদের নিজেদের ধন-সম্পদ তো সেটাই যা তোমরা পরকালের জন্য পাঠিয়েছো। আর যা তোমরা রেখে যাচ্ছ তা-তো উত্তরাধিকারীদের সম্পদ। (বুখারী, নাসায়ী, তিরমিযী)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, পরকালের উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয় ও বলা হয়, তার বিনিময়েই আল্লাহ তা'আলা বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (আহকামুল কুরআন, তাফহীম)

২৫. অর্থাৎ আখিরাতের উদ্দেশ্যে ভালো করে অগ্রিম পাঠানোর সাথে সাথে এসব কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা-ইসতিগফার তথা ক্ষমা-প্রার্থনা করতে থাকো। স্মরণ রেখো যে, আল্লাহ সর্বোচ্চ ক্ষমাশীল এবং সবচেয়ে বেশী দয়ালু। তোমরা আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া এবং দয়া পাওয়ার ব্যাপারে কখনো নিরাশ হয়ো না।

২য় রুকূ' (২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের জন্য রাতের নামায ও কুরআন পাঠের বাধ্য-বাধকতাকে সহজ করে দিয়েছেন।

২. ঈমানের দৃঢ়তা ও মজবুতীর জন্য রাতের শেষ তৃতীয়াংশে উঠে যতোটুকু সম্ভব তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অত্যাবশ্যক।

৩. ফরয নামাযের জন্য কিরাআত যেমন ফরয, তদ্রূপ নফল নামাযেও কিরাআত ফরয।

৪. নফল নামাযও নিয়তের পর ফরয হয়ে যায়। সুতরাং নফল নামাযেও ফরযের মতো শর্ত ও রুকনগুলো পুরোপুরি আদায় করতে হবে।

৫. মু'মিনদের অসুস্থতা, হালাল রিযিকের সন্ধানে দেশ-বিদেশ সফর এবং আল্লাহর পথে জিহাদরত থাকা ইত্যাদি কারণেই আল্লাহ তা'আলা রাতের ইবাদাতকে সহজতর করে দিয়েছেন।

৬. হালাল রিযিক অর্জনের জন্য দেশ-বিদেশ সফর করে তা অনুসন্ধান করা ফরয ইবাদাতগুলো আদায়ের পর বড় ফরয। কারণ ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য হালাল রুযী পূর্বশর্ত।

৭. সর্বাবস্থায় নামায কায়েম করতে হবে এবং যাকাত দান করতে হবে। নামায হলো শারীরিক ইবাদাত আর যাকাত হলো মালী ইবাদাত।

৮. ঈমান, নামায, যাকাত, হজ্জ ও রামাদানের রোযা—ইসলামের এ পাঁচটি রুকন-এর মধ্যে ঈমানের পর নামাযই একমাত্র রুকন যা সকল মুসলমানের জন্য ফরয।

৯. আল্লাহকে করযে হাসানা দেয়ার অর্থ ফরয যাকাত আদায় করা নয় ; বরং যাকাত এর বাইরে আল্লাহর পথে নফল দান-সাদকা করা।

১০. নফল সাদাকাত-এর মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহর বান্দাহদের সাহায্য এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ অন্তর্ভুক্ত।

১১. দুনিয়াতে কোনো কল্যাণকর কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে ধন-সম্পদ রেখে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

১২. আল্লাহর পথে ব্যয় না করে দুনিয়াতে রেখে যাওয়া সম্পদ আখিরাতে নিজের কোনো কাজে আসবে না। সুতরাং নিজের অর্জিত সম্পদ থেকে পরকালীন জীবনে উপকৃত হতে চাইলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে ব্যয় করতে হবে।

১৩. দুনিয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয়িত সম্পদের বিনিময়ে আখিরাতে অনেক বিরাট পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা দেবেন—এটাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের ওপর করয হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

১৪. আল্লাহর ওয়াদায় কখনো কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে না—এমনকি কোনো সন্দেহ-সংশয় আছে বলে মনে করা কুফরী।

১৫. সকল সৎকর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে তাওবা-ইসতিগফার করতে হবে এবং এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❖

নামকরণ

সূরার নাম 'আল মুদ্দাস্সির'। এর অর্থ—চাদর মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি। সূরার প্রথম আয়াতের আল মুদ্দাস্সির শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ নামকরণ সূরার আলোচ্য বিষয়ের আলোকে করা হয়নি।

নাযিলের সময়কাল

সূরাটি মক্কায় দুটি পর্যায়ে নাযিল হয়। সূরার ১ম থেকে ৭ আয়াত পর্যন্ত—হেরা গুহায় সূরা 'আলাক'-এর প্রথম ৫টি আয়াত (ইক্‌রা বিস্‌মি রাব্বিকা----লাম ইয়ালাম) নাযিল হওয়ার বেশ কিছুদিন পর নাযিল হয়েছে। এর মাঝখানে কুরআন মাজীদের অন্য কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। সূরার বাকী অংশ নাযিলের পরেই কুরআনের অন্যান্য আয়াত-সমূহ নাযিলের ধারা শুরু হয়। প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হলে মক্কার জনজীবনে একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াত ও কর্মসূচীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা উঠতে থাকে। কুরাইশ সরদারগণ দীনের দাওয়াতকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার ফন্দি-ফিকির আটতে থাকে। এ দিকে হজ্জের সময় নিকটবর্তী হয়। কাফিররা মহানবীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ছড়িয়ে দিয়ে হজ্জে আসা লোকদেরকে তাঁর সংস্পর্শে না আসার জন্য আবেদন জানানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। তখন মক্কায় হজ্জের মওসুম সমাগত হলে আল্লাহ তা'আলা সূরার বাকী অংশ অর্থাৎ ৮ম আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় যে কয়টি মৌলিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তাহলো—মহানবী সা.-এর নবুওয়াতী জীবনের প্রাথমিক কর্মসূচী, কিয়ামতের বর্ণনা, কাফির সরদার ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আলোচনা, কুরাইশদের ঈমান না আনার মূল কারণ এবং তার ভয়াবহ পরিণতির কথা আলোচনা করা হয়েছে।

সূরার ১ম থেকে ৭ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলা হয়েছে যে, আপনি তাওহীদের পতাকা নিয়ে উঠে দাঁড়ান এবং তাওহীদের বিপরীত আচরণের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করতে থাকুন। আর দুনিয়াতে গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান রয়েছে। আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রভুত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যের ঘোষণা করতে থাকুন। আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা এবং সামাজিক পরিবেশের সকল ক্ষেত্রে আপনার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র রাখুন। কাফিরদের প্রতিমাগুলো থেকে পূর্ণমাত্রায় দূরে থাকুন। কাউকে অনুগ্রহ করলে তা নিঃস্বার্থভাবে করুন। আর এ দাওয়াতী আন্দোলনের কারণে আপনার ওপর বিরাট বিপদ-আপদ

আপতিত হতে পারে এবং পদে পদে দুঃখ-নির্যাতন দেখা দিতে পারে। আপনি আপনার প্রতিপালকের সান্নিধ্য লাভের জন্য এসব কিছু ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করুন। এতে মোটেই ঘাবড়াবেন না।

৮ থেকে ১০ আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়টি হবে কাফিরদের জন্য মহাসংকটকাল ; কিন্তু মু'মিনদের জন্য এ সময়টা কোনো অসুবিধার কারণ ঘটবে না।

১১ থেকে ৩১ আয়াতে নাম উল্লেখ না করেই কুরাইশ সরদার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ লোকটিকে পার্থিব জীবনে অঢেল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সুখী করা হয়েছে। সামাজিক জীবনে তাকে সমাজের নেতা ও সরদার বানানো হয়েছে ; কিন্তু কুরআনকে সত্য-শাশ্বত বাণী জেনেও সমাজে নিজের ক্ষমতা-নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা এবং মহানবী সা.-এর নামে বদনাম ছড়াচ্ছে। তার এ অপতৎপরতার জন্য সে কঠোর শাস্তি পাবে এবং জাহান্নামের পাহাড়ের চূড়ায় চড়িয়ে তাকে সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে।

৩২ থেকে ৪৮ আয়াতে জান্নাতবাসীদের সাথে জাহান্নামবাসীদের কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, জান্নাতবাসীরা জাহান্নামীদেরকে তাদের শাস্তির কারণ জিজ্ঞেস করবে। জবাবে তারা বলবে, "আমরা পার্থিব জীবনে নামায আদায় করতাম না, অভাবীদেরকে খাদ্য দিতাম না এবং ইসলাম বিরোধিদের সাথে আমরাও ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করতাম। আমরা আখিরাত তথা প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা বলে মনে করতাম। এভাবেই আমাদের জীবন শেষ হয়েছে। সেদিন কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোনো কাজে আসবে না।

৪৯ থেকে ৫৬ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, কাফিরদের কি হলো, তারা দীনের দাওয়াত শুনে এমনভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যেমন জংলী গাধা শিকারী দেখে পালাতে থাকে। তারা যতোই দাবী করুক না কেনো তাদের কোনো দাবী-ই পূরণ করা হবে না। এসব দাবী তাদের বাহানা মাত্র। আসলে আখিরাত সম্পর্কে তাদের অন্তরে কোনো ভয়ই নেই। সুতরাং তারা ঈমান না আনলে তাতে আল্লাহ্‌র কিছু যায় আসে না। কুরআনকে তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। অতঃপর যার মন চায় সে ঈমান আনুক অথবা মন না চাইলে না আনুক। ভালো পথ ও মন্দ পথের যেটা ইচ্ছা তারা গ্রহণ করুক এটা তাদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, কাউকে ভয় করতে হলে একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা উচিত। তিনিই একমাত্র অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন। সুতরাং তাদের উচিত, কৃত অপরাধ থেকে তাওবা করে ঈমানের পথে চলা।

❒

① يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ② قُمْ فَاَنْذِرْ ③ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ④ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

১. হে চাদরে আচ্ছাদিত (নবী)[১]। ২. আপনি উঠুন এবং সতর্ক করে দিন (মক্কাবাসীদেরকে)[২]। ৩. আর আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন[৩]। ৪. আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন।[৪]

① يٰٓاَيُّهَا-হে ; الْمُدَّثِّرُ-চাদরে আচ্ছাদিত (নবী)। ② قُمْ-আপনি উঠুন ; فَاَنْذِرْ-(ف+انذر)-এবং সতর্ক করে দিন (মক্কাবাসীদেরকে)। ③ وَ-আর ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; فَكَبِّرْ-(ف+كبر)-শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। ④ وَ-আর ; ثِيَابَكَ-(ثياب+ك)-আপনার পোশাক ; فَطَهِّرْ-(ف+طهر)-পবিত্র রাখুন।

১. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—আমি হেরা গুহায় সর্বপ্রথম ওহী লাভ করার পর দীর্ঘ এক মাস ওহীবিহীন অবস্থায় দিন কাটাই। অতঃপর আবার ওহী নাযিল শুরু হয়। আমি একটি উপত্যকার পথ দিয়ে চলছিলাম। হঠাৎ কে যেনো আমাকে ডাক দিলো। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখলাম না। আকাশের দিকে মাথা তুলতেই দেখলাম, যে ফেরেশতা আমার নিকট হেরা গুহায় ওহী নিয়ে এসেছিলেন, তাঁকে শূন্য মণ্ডলে বসা অবস্থায়। আমার মনে ভয় সৃষ্টি হলো। তখন ঘরে ফিরে এসে বললাম—আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। আর তখন এ আয়াত-সমূহ নাযিল হয়।

আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, হে চাদর জড়িয়ে শায়িত ব্যক্তি! আপনার শুয়ে থাকার অবকাশ কোথায় ? আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার এক গুরুদায়িত্ব আপনার ওপর চাপানো হয়েছে, আপনি উঠুন।

আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে নাম ধরে না ডেকে তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে ডেকেছেন। এ ডাকের মাধ্যমে সহানুভূতি ও আদরের প্রকাশ ঘটেছে। যাতে করে রাসূল বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ তাঁকে ভালোবাসেন, আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা তাঁর প্রতি রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। দীনের দাওয়াত দান ও তাওহীদের প্রচারের সময় তিনি তা পাবেন। (সাফওয়া)

২. অর্থাৎ গায়ের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে উঠে পড়ুন। আপনার চারপাশে আল্লাহর যেসব বান্দাহ অবচেতন হয়ে আছে, তাদেরকে জাগিয়ে তুলুন। তারা আল্লাহর সাথে শির্কে লিপ্ত রয়েছে, তাদেরকে শির্কের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিন। তাদের সকল অপকর্মের জন্য যে জবাবদিহি করতে হবে তা তাদেরকে জানিয়ে দিন।

নূহ আ.-কেও নবুওয়াতের দায়িত্ব দেয়ার সময় একই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। সূরা নূহ-এর প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে—

"আমি তো নূহকে তাঁর কাওমের প্রতি এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম যে, আপনি নিজ জাতিকে সতর্ক করুন, তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার আগে।"

৩. অর্থাৎ হে নবী! বর্তমান জগতের মানুষ আমার মহানত্ব, বিরাটত্ব ও অসীমত্বের কথা ভুলে নানারূপ আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করেছে। তারা যেসব শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ মেনে চলছে, তা পরিহার করে আমার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে বলুন। আমি ছাড়া শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব লাভের অধিকার আর কারো নেই। মানুষের বিশ্বাস ও কর্ম তথা জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্বের ফলিত রূপ। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিন। এতে কোনো শক্তির পরোয়া করবেন না।

মহানবীর প্রতি আল্লাহর এ নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রত্যেক স্তরেই 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) এ বিপ্লবী বাণীর প্রতিধ্বনী শুনতে পাই। দুনিয়ার প্রত্যেকটি মসজিদের মিনার থেকে দৈনিক পাঁচবার মুয়াযযিন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণাই দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নামায আমরা শুরু করি 'আল্লাহু আকবর' ঘোষণা দিয়ে। আমরা পশু জবেহ করার সময় ঘোষণা দেই 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'।

শোভাযাত্রা ও জিহাদের ময়দানে দীনের সৈনিকরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা দ্বারা প্রতিপক্ষকে এবং দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেয় যে, আমাদের উদ্দেশ্য দুনিয়ার বুকে গায়রুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব মুছে ফেলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। মহানবীর প্রতি এ নির্দেশ জারী হওয়ার সাথে সাথেই মু'মিনের কাজকর্ম, ইবাদাত-বন্দেগী ও জীবনের সর্ব স্তরেই এ নির্দেশের প্রতিফলন শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

৪. আলোচ্য বাক্যের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর প্রাথমিক অর্থ হলো—আপনি আপনার পোশাক-পরিচ্ছদকে মলিনতা ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন। কেননা দেহ ও পোশাকের পবিত্রতা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি অপরটি থেকে অবিচ্ছিন্ন। একটি পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ মন-মানসিকতা ও আত্মা কখনো মলিন-দুর্গন্ধময় দেহ ও অপবিত্র পোশাক মুহূর্তের জন্যও বরদাশত করতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সা. সে জনপদে ইসলামের দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তা কেবল আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিকতার দিক দিয়েই চরম অধপতিত ছিলো না। সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রাথমিক ধারণাটুকুও সে জনপদবাসীদের মধ্যে ছিলো না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাজ ছিলো এ লোকদেরকে সর্বদিক দিয়ে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষা দান করা। আর এজন্যই তাঁকে এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি আপনার বাহ্যিক জীবনেও পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার একটা উচ্চতর মান রক্ষা করে চলুন।

﴿٥﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٦﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٧﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٨﴾ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ

৫. আর প্রতিমা (অপবিত্রতা) থেকে দূরে থাকুন[৫] ; ৬. এবং অধিক পাওয়ার আশায় দান করবেন না[৬]। ৭. আর সবর করুন আপনার প্রতিপালকের জন্য।[৭] ৮. অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে—

(৫) وَ-আর ; الرُّجْزَ-প্রতিমা (অপবিত্র) থেকে ; فَاهْجُرْ-(ف+اهجر)-দূরে থাকুন। (৬) وَ-এবং ; لَا تَمْنُنْ-দান করবেন না ; تَسْتَكْثِرُ-অধিক পাওয়ার আশায়। (৭) وَ-আর ; لِرَبِّكَ-(ل+رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের জন্য ; فَاصْبِرْ-(ف+اصبر)-সবর করুন। (৮) فَإِذَا-(ف+اذا)-অতঃপর যখন ; نُقِرَ-ফুঁক দেয়া হবে ; فِي النَّاقُورِ-শিংগায়।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি এ নির্দেশের ফলেই তিনি মানব জাতিকে দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা সম্পর্কে এমন বিস্তারিত শিক্ষা দান করেছেন, যা জাহেলী যুগের আরবরা তো দূরের কথা আধুনিক যুগের চরম সভ্যতার দাবীদার জাতিসমূহও লাভ করতে পারেনি। ইসলামের পরিভাষা তাহারাত শব্দের সমার্থক কোনো শব্দ পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ সা. 'তাহারাত' বা পবিত্রতা সম্পর্কে যেসব আহকাম বা বিধি-বিধান সর্বস্তরে মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন তা হাদীস ও ফিকাহর গ্রন্থসমূহে কিতাবুত তাহারাত তথা পবিত্রতা অধ্যায়ে সংরক্ষিত রয়েছে।

আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ—আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ এতোটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন, যাতে মানুষ আপনাকে সম্মানের চোখে দেখে এবং আপনার ব্যক্তিত্বে এমন কোনো দোষ-ত্রুটি যেনো না থাকে, যার কারণে রুচি ও প্রবৃত্তিতে আপনার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। বৈরাগ্যবাদী ধ্যান-ধারণা ধার্মিকতা সম্পর্কে এমন একটা মানসিকতা সৃষ্টি করে রেখেছিলো যে, যে মানুষ যতো বেশী নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন সে ততো বেশী পবিত্র। কেউ কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরলে তাকে দুনিয়াদার মনে করা হতো। অথচ মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তি নোংরা ও দুর্গন্ধ জিনিসকে অপছন্দ করে।

আয়াতের তৃতীয় অর্থ হলো—আপনার পোশাক-পরিচ্ছদকে নৈতিক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ বাহ্যিক দিক থেকে পরিচ্ছন্ন হওয়ার সাথে সাথে তা এমন হতে হবে, যার দ্বারা কোনো প্রকার গর্ব-অহংকার ও জৌলুস প্রকাশ না পায়। পোশাক এমন জিনিস যা অন্যদের কাছে একজন মানুষের পরিচয় তুলে ধরে। পোশাকের ধরন দেখেই মানুষের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। পোশাক দ্বারা মানুষের মেজাজ-মানসিকতা আঁচ করা যায়। আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর পোশাক এমন হওয়া উচিত, যাকে দেখেই মানুষ অনুভব করতে পারে যে, তিনি একজন শরীফ ও ভদ্র মানুষ। যাঁর মন-মানস কোনো প্রকার দোষে দুষ্ট নয়।

আয়াতের চতুর্থ অর্থ হলো—আপনি নিজেকে পবিত্র রাখুন। অন্য কথায় নিজেকে নৈতিক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র রাখুন। সব রকমের দোষ-ত্রুটি থেকে চরিত্রকে পবিত্র রাখুন। বড় বড় মুফাস্‌সিরের মতে এটাই আলোচ্য আয়াতের আসল অর্থ। (তাফহীম)

৫. 'রুজ্‌য' শব্দের অর্থ মুশরিকদের দেবী-প্রতিমা। এর অর্থ মলিনতা বা অপবিত্রতা। মুশরিকদের দেবী-প্রতিমাগুলো মূলতই অপবিত্র। কেননা তারা এগুলোকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা মনে করে যে, এসব দেব-দেবী আল্লাহর ক্ষমতায় ক্ষমতাবান। এদের উপাসনা করলেই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যাবে। তাদের এ চিন্তা-চেতনাই অপবিত্র। তাই এসব দেবী-প্রতিমাগুলোকে অপবিত্র বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা. কখনো মূর্তিপূজা করেননি। তবুও তাঁকে মূর্তি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, আপনি যেভাবে বর্তমানে মূর্তি থেকে দূরে আছেন, ভবিষ্যতেও এ নীতির ওপর দৃঢ় থাকুন।

এ নির্দেশের অর্থ এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সা.-কে নির্দেশ দানের মাধ্যমে মানবজাতিকে মূর্তি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সর্বপ্রকার খারাপ জিনিসই এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সা.-কে সর্বপ্রকার খারাপ জিনিস থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, যারা আল্লাহর দীনের মুবাল্লিগ তাদের চরিত্রে খারাপ কিছু থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে দীনের সকল মুবাল্লিগকে তাদের চরিত্র থেকে সর্ব প্রকারের খারাপ ও নিন্দনীয় জিনিস ত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬. আলোচ্য আয়াতের এ নির্দেশটিও ব্যাপক অর্থবোধক। এর ব্যাখ্যায় তিনটি তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে ঃ

প্রথমত এর অর্থ হলো—হে নবী! আপনি দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব লাভ করেছেন। অতএব আপনার কর্মময় জীবনে যাকিছু আপনি দান করেন, তার বিনিময়ে আপনি পার্থিব কোনো সুযোগ-সুবিধা লাভের আশা করবেন না। এমন আশা করা দীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।

এর দ্বিতীয় অর্থ হলো—নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ। আপনার মাধ্যমেই মানুষ হিদায়াত লাভ করছে। অতএব আপনি এমন কিছু মনে করবেন না যে, মানুষকে সৎ পথ দেখিয়ে দিয়ে আপনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করছেন। আর এর বিনিময়ে কোনো সুবিধা আদায়েরও চেষ্টা করবেন না।

এর তৃতীয় অর্থ হলো—আপনি যদিও একটি বিরাট ও মহান দায়িত্ব পালন করছেন, কিন্তু আপনি মনে করবেন না যে, এ কাজ করে আল্লাহর প্রতি অনুগ্রহ করছেন, এমন মনে করা ভুল হবে, বরং সর্বদা মনে করবেন যে, আমি আল্লাহর নির্দেশ পালন করছি। (তাফহীম)

৭. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে যে কথার ইংগীত দিয়েছেন তাহলো—আপনাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। আপনি যে মতাদর্শ নিয়ে সম্পূর্ণ বিপরিতমুখী পরিবেশে উঠে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে পদে পদে বাধা ও কঠিন বিপদ এবং দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখী আপনাকে হতে

﴿٩﴾ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿١٠﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١١﴾ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ

৯. তবে সেদিন তা হবে ভীষণ সংকটময় দিন।[৮] ১০. কাফিরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না।[৯] ১১. ছেড়ে দিন আমাকে এবং সে ব্যক্তিকে[১০], যাকে আমি সৃষ্টি করেছি

৯ فَذَٰلِكَ-তবে সেই ; يَوْمَئِذٍ-দিন হবে ; يَوْمٌ-দিন ; عَسِيرٌ-ভীষণ সংকটময়। ১০ عَلَى-জন্য ; الْكَافِرِينَ-কাফিরদের ; غَيْرُ-মোটেই হবে না ; يَسِيرٍ-সহজ। ১১ ذَرْنِي-ছেড়ে দিন আমাকে ; وَ-এবং ; مَنْ-সে ব্যক্তিকে, যাকে ; خَلَقْتُ-আমি সৃষ্টি করেছি ;

হবে। আপনার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, আপনার কাওম আপনার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি পুরো আরব আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। আপনার ওপর যুলুম-নির্যাতনের ঝড় বয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আপনাকে আল্লাহর জন্যই ছবর অবলম্বন করতে হবে। সকল পরিস্থিতির মুখে আপনাকে অত্যন্ত অটল ও দৃঢ় মনোভাব নিয়ে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। আপনাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য আপনার সামনে ভয়-ভীতি, হুমকী-ধমকী, লোভ-লালসা, বন্ধুত্ব-শত্রুতা এমনকি ভালোবাসা—সবকিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অতএব আপনি এ ব্যাপারে আগে থেকেই মানসিকভাবে তৈরী থাকুন।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর এ নির্দেশগুলো ছিলো দীনী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে। আল্লাহ তা'আলা এ পর্যায়ে তাঁর নবীকে আগেই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যে, এ কঠিন কাজে তাঁকে কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

৮. আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের ইসলাম বিরোধিতার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াতী কাজ শুরু করার পরপরই হজ্জের মৌসুম এসে উপস্থিত হয়েছিলো। কাফিররা তখন একটি সম্মেলন ডেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, বাইরে থেকে হজ্জ করার জন্য আগত লোকদের নিকট কুরআন ও মুহাম্মাদ সা.-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে কেউ মুহাম্মাদ সা.-এর মুখে কুরআন শুনে সেদিকে ঝুঁকে না পড়ে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা যা করতে চাও করো। এভাবে দুনিয়াতে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হলেও যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন তোমরা তোমাদের এসব মন্দ কাজগুলোর করুণ পরিণতি থেকে কেমন করে রক্ষা পাবে ? (তাফহীম)

এখানে উল্লেখ্য যে, শিংগায় ফুঁক দ্বারা এখানে দ্বিতীয় ফুঁকের কথা বলা হয়েছে। কারণ প্রথম ফুঁকের দ্বারা সমস্ত জীবিত প্রাণী বেহুঁশ হয়ে যাবে। এ ফুঁক কাফিরদের জন্য ভয়ের কারণ হবে না। দ্বিতীয় ফুঁক দানের পর সমস্ত মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে। তখন কাফিররা তাদের অপকর্মের কারণে প্রচণ্ড ভয় পাবে। আর তখনই তারা তাদের দুরাবস্থার কথা বুঝতে পারবে। (কাবীর)

৯. আলোচ্য আয়াত এবং তার আগের আয়াতের দুটো অর্থ হতে পারে—

وَحِيدًا ⑪ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ⑫ وَبَنِينَ شُهُودًا ⑬ وَمَهَّدتُّ لَهُ

একককভাবে[১১]। ১২. আর আমি তাকে দিয়েছি প্রচুর ধন-সম্পদ ; ১৩. এবং দিয়েছি সদা-সঙ্গী পুত্রবর্গ[১২] ১৪. আর তার জন্য ব্যবস্থা করেছি (দুনিয়াতে) স্বাচ্ছন্দ্য জীবনোপকরণ

وَحِيدًا-একককভাবে। ⑫ وَ-আর ; جَعَلْتُ-আমি দিয়েছি ; لَهُ-তাকে ; مَالًا-ধন-সম্পদ ; مَّمْدُودًا-প্রচুর। ⑬ وَ-এবং (দিয়েছি) ; بَنِينَ-পুত্রবর্গ ; شُهُودًا-সদাসংগী। ⑭ وَ-আর ; مَهَّدتُّ-ব্যবস্থা করেছি (দুনিয়াতে) স্বাচ্ছন্দ জীবনোপকরণ ; لَهُ-তার জন্য ;

এক ঃ সেদিনটি বড়ই কঠোর ও সাংঘাতিক হবে ; কাফিরদের জন্য কিছুমাত্র সহজ হবে না। অর্থাৎ সেদিনের সর্বপ্রকারের কঠোরতা একান্তভাবে নির্দিষ্ট হবে কাফিরদের জন্য। ঈমানদার লোকদের জন্য সে দিনটি হবে সহজ ও হালকা।

দুই ঃ সেদিনটি হবে বড়ই কঠোর ও সাংঘাতিক (সকলের জন্য) কাফিরদের জন্য কিছুমাত্রও সহজ হবে না। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের কঠোরতা হবে সকলের জন্য। বর্ণিত আছে যে, নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত সেদিন প্রচণ্ড ভয় পাবে। সেদিন এতোই ভয়াবহ হবে যে, তরুণরা ভয়ে বৃদ্ধ হয়ে যাবে। তবে কাফিরদের জন্য সেদিনটি মু'মিনদের তুলনায় অনেক বেশী ভয়ংকর হবে। (কাবীর)

১০. আয়াতে 'সে ব্যক্তি' দ্বারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাকে বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আপনার বদনাম করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এ পরামর্শ দিয়েছিলো যে, হজ্জের মৌসুমে আগত হাজীদের কাছে আপনাকে 'যাদুকর' বলে প্রচার করতে হবে, তার ব্যাপারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন, আমিই তার সাথে বুঝাপড়া করবো। তার ব্যাপারে আপনার চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নেই। (তাফহীম)

১১. অর্থাৎ আমি যখন তাকে (ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাকে) সৃষ্টি করেছিলাম, তখন সে ছিলো একাকী, সম্পদহীন, সন্তান-সন্ততিহীন এবং মান-মর্যাদাহীন। অতঃপর আমি তাকে সবকিছুই দান করেছি। তা সত্ত্বেও সে যখন আপনার নবুওয়াত অস্বীকার করেছে, তখন এর প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দিন। এ ব্যাপার নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, "আমাকে একাই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ছেড়ে দিন, আর সে ব্যক্তিকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি।" অর্থাৎ ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা থেকে তার অপকর্মের প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দিন। যেহেতু আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি তার থেকে প্রতিশোধ নেয়া আমার জন্য কোনো কঠিন কাজই নয়। সুতরাং আমি একাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট। এ ব্যাপার নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

আয়াতের আরেকটি অর্থ হতে পারে—"আমাকে ছেড়ে দিন, আর সে লোকটাকে যাকে আমি একককভাবে সৃষ্টি করেছি আমি ছাড়া তার কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই—কোনোদিন

تَمْهِيدًا ۝١٤ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝١٥ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۝١٦ سَأُرْهِقُهُ

যথেষ্টরূপে। ১৫. তারপরও সে আশা করে, যেনো আমি (তাকে) আরো বাড়িয়ে দেই[১৩]। ১৬. কক্ষণো নয়, নিশ্চয়-ই সে হলো আমার আয়াতসমূহের উদ্ধত বিরোধী। ১৭. অচিরেই আমি তাকে চড়াবো

صَعُودًا ۝١٧ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝١٨ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝١٩ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝٢٠ ثُمَّ نَظَرَ ۝٢١

জাহান্নামের পাহাড়ে[১৪]। ১৮. নিশ্চয়ই সে চিন্তা-ভাবনা করলো এবং সিদ্ধান্ত নিলো। ১৯. অতএব সে ধ্বংস হোক, সে কেমন করে এমন সিদ্ধান্ত নিলো। ২০. আবার সে ধ্বংস হোক, সে কেমন করে এমন সিদ্ধান্ত নিলো। ২১. অতঃপর সে চিন্তা করে দেখলো[১৫]।

تَمْهِيدًا-যথেষ্টরূপে। ⑮ ثُمَّ-তারপরও ; يَطْمَعُ-সে আশা করে ; أَنْ-যেনো ; أَزِيدَ-আমি (তাকে) আরো বাড়িয়ে দেই। ⑯ كَلَّا-কক্ষণো নয় ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই সে ; كَانَ-হলো ; لِآيَاتِنَا-(ل+ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহের ; عَنِيدًا-উদ্ধত বিরোধী। ⑰ سَأُرْهِقُهُ-(سارهق+ه)-অচিরেই আমি তাকে চড়াবো ; صَعُودًا-জাহান্নামের পাহাড়ে। ⑱ إِنَّهُ-নিশ্চয়-ই সে ; فَكَّرَ-চিন্তা-ভাবনা করলো ; وَ-এবং ; قَدَّرَ-সিদ্ধান্ত নিলো। ⑲ فَقُتِلَ-(ف+قتل)-অতএব সে ধ্বংস হোক ; كَيْفَ-কেমন করে এমন ; قَدَّرَ-সে সিদ্ধান্ত নিলো। ⑳ ثُمَّ-আবার ; قُتِلَ-সে ধ্বংস হোক ; كَيْفَ-কেমন করে এমন ; قَدَّرَ-সে সিদ্ধান্ত নিলো। ㉑ ثُمَّ-অতঃপর ; نَظَرَ-সে চিন্তা করে দেখলো।

ছিলো না। যেসব উপাস্য দেবতার প্রভুত্ব ও খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষত রাখার জন্য এ লোকটি আপনার পেশ করা তাওহীদী দাওয়াতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তাকে সৃষ্টি করার কাজে তাদের কেউ-ই আমার সাথে শরীক ছিলো না। কারণ সমগ্র বিশ্বলোকের আমিই একমাত্র স্রষ্টা।" (রুহুল কুরআন, তাফহীম)

১২. মক্কার কাফির সরদার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার দশটি পুত্র সন্তান ছিলো। তন্মধ্যে খালিদ, হিশাম ও আম্মার রা. এ তিনজন মুসলমান হয়েছিলেন। খালিদ রা. ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের এক দিগ্বিজয়ী বীর। 'শুহূদা' শব্দের তিনটি মর্ম হতে পারে—(১) তার পুত্রগণ ওয়ালীদের সাথে মক্কায় থাকতো। জীবিকার জন্য তাদেরকে কোথাও যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কেননা তাদের পিতা ছিলো অগাধ ধন-সম্পদের মালিক। (২) তার পুত্রগণ সভা-সমিতি ও সম্মেলন-বৈঠকে সর্বদা তাদের পিতার সাথে উপস্থিত থাকতো। (৩) সামাজিক জীবনে তারা এতোই প্রভাবশালী ছিলো যে; সকল ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য ও বক্তব্য মর্যাদার সাথে গৃহীত হতো। আর এজন্য আয়াতে তাদেরকে 'সদাসঙ্গী পুত্রগণ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। (তাফহীম)

﴿٢٢﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٣﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ

২২. তারপর সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং চেহারা বিকৃত করলো।[১৬] ২৩. এরপর সে পেছনে ফিরলো এবং অহংকার করলো। ২৪. অবশেষে সে বললো—এটা তো চিরাচরিত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

(২২) ثُمَّ-তারপর ; عَبَسَ-সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো ; وَ-এবং ; بَسَرَ-চেহারা বিকৃত করলো। (২৩) ثُمَّ-এরপর ; أَدْبَرَ-সে পেছন ফিরলো ; وَ-এবং ; اسْتَكْبَرَ-অহংকার করলো। (২৪) فَقَالَ-(ف+قال)-অবশেষে সে বললো ; إِنْ-নয় ; هَٰذَا-এটা তো ; إِلَّا-ছাড়া আর কিছুই ; سِحْرٌ-যাদু ; يُؤْثَرُ-চিরাচরিত।

১৩. অর্থাৎ দুনিয়ার আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপায়-উপকরণ, সম্মান-ক্ষমতা ও নেতৃত্ব তাকে দেয়া হয়েছে। যার ফলে মক্কাবাসিরা তার কথা শুনতো এবং তার আনুগত্য করতো। তা সত্ত্বেও লোভ-লালসা শেষ হচ্ছে না। এতো কিছু পাওয়ার পরও লোকটি আরো বেশী ধন-সম্পদ লাভের জন্য চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতো।

আল্লাহর এ বাণীর আর একটি অর্থ যা হাসান বসরী ও অন্যান্য কয়েকজন মনীষী বর্ণনা করেছেন যে, লোকটি সবসময় বলতো—মৃত্যুর পর আরো কোনো জীবন আছে এবং সেখানে জান্নাত বলে কিছু একটা আছে—মুহাম্মাদ সা.-এর কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে সে জান্নাত আমার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। (তাফহীম)

১৪. অর্থাৎ অতিসত্বর তাকে আমি 'সাউদে' আরোহণ করাবো। 'সাউদ' জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন—নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন,'সাউদ' জাহান্নামের একটি পাহাড়। সে পাহাড়ে আরোহণ করার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে। যখনই তাতে হাত রাখবে, তখনই হাত পুড়ে যাবে, হাত উঠালে তা অবস হয়ে যাবে। আর তাতে পা রাখলে পা পুড়ে যাবে, পা উঠালে পা অবস হয়ে যাবে। আয়াতে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাকে জাহান্নামের সেই পাহাড়ে চড়াবার কথা বলা হয়েছে।

১৫. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ-নেতা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে যে, সে জানতো যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহর কালাম। তা সত্ত্বেও কুরআন থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে চিন্তা-ভাবনা করে এমন এক কথা সে বললো, যা সে নিজেও বিশ্বাস করতো না। আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—"কিভাবে সে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত দিতে পারলো।"

অর্থাৎ সে জেনেবুঝে কুরআন ও মুহাম্মাদ সা. সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত স্থির করেছিলো। সিদ্ধান্ত কি স্থির করেছিলো তা পরে বলা হয়েছে। তার সিদ্ধান্তটি ছিলো—মুহাম্মাদ সা.-কে যাদুকর এবং কুরআনকে মানুষের বানানো যাদুর কথা বলে ঘোষণা দেয়া, যাতে মানুষ কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং মুহাম্মাদ সা.-ও মানুষের সামনে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যায়।

﴿٢٥﴾ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿٢٦﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٧﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٨﴾ لَا تُبْقِى

২৫. এটা তো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছু নয়[১৭]। ২৬. আমি অচিরেই তাকে 'সাকার' নামক জাহান্নামে দাখিল করাবো। ২৭. আপনি কি জানেন 'সাকার' কি ? ২৮. তা (কাউকে) বাকীও রাখবে না

(২৫) إِنْ-নয় ; هَٰذَآ-এটা তো ; إِلَّا-ছাড়া আর কিছুই ; قَوْلُ-কথা ; ٱلْبَشَرِ-মানুষের। (২৬) سَأُصْلِيهِ-(س+اصلى+ه)-আমি অচিরেই তাকে দাখিল করাবো ; سَقَرَ-'সাকার' নামক জাহান্নামে। (২৭) وَ-আর ; مَآ-কি ; أَدْرَىٰكَ-আপনি জানেন ; مَا-কি ; سَقَرُ-'সাকার'। (২৮) لَا تُبْقِى-তা (কাউকে) বাকীও রাখবে না ;

১৬. এ শব্দ দুটো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা জানতো যে, রাসূল সা. সত্যবাদী এবং আল্লাহর নবী ; কিন্তু সে শত্রুতা বশতঃ রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করতো। নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে এটা প্রমাণিত হয়—

এক ঃ সে চিন্তা-ভাবনা করেই রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। আর এ সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং মুখ বিকৃত করলো। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে যা প্রকাশ করেছে তা তার মনের কথা নয়। মনের কথা হলে তার মুখমণ্ডল বিকৃত না হয়ে হাস্যোজ্জ্বল হতো। প্রকাশিত সিদ্ধান্ত তার অন্তরের বিশ্বাসের পরিপন্থী বলেই মুখ বিকৃত হয়ে পড়েছিলো।

দুই ঃ বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রথমে কুরআনের সত্যতা স্বীকার করেছিলো, পরে আবু জাহেলের প্ররোচনায় কুরআন সম্বন্ধে যাদুর কথা এবং রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে যাদুকর বলে প্রচার করে। এ থেকে প্রমাণ হয়—তার মুখমণ্ডল বিকৃত হওয়ার কারণ হলো তার প্রচারিত কথা অন্তরের বিশ্বাসের পরিপন্থী হওয়া। (কাবীর)

১৭. অর্থাৎ এ কুরআন যাকে মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করছে, তা আসলে লোক পরম্পরায় আগত চিরাচরিত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। আর যাদুর কথা তো মানুষেই রচনা করেছে ; সুতরাং এটা মানুষেরই রচিত কথা এটা ছিলো কুরআন সম্পর্কে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার মন্তব্য, যা অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সে প্রকাশ করেছে।

ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা মহানবী সা.-এর কণ্ঠে কুরআন পাঠ শুনে মোহিত হয়ে বলেছিলো—এটা মানুষের কালাম নয়। এটা এতোই সুমিষ্ট কালাম যার লালিত্য-মাধুর্যতার ন্যায় কোনো কালামই হতে পারে না। এ থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া সম্পর্কে তার মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না ; কিন্তু সমাজের নেতৃত্ব-সরদারীর লোভ তার দুনিয়া-আখিরাত উভয় কাল-ই বিনষ্ট করে দিয়েছে। আবু জাহেল ও অন্যান্যদের পরামর্শে ও চাপে পড়ে সে ভাবলো যে, যদি আমি কুরআনকে

وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحٰبَ النَّارِ

এবং (কাউকে) ছাড়বেও না[১৮]। ২৯. এটা শরীরের চামড়া পুড়িয়ে বিকৃতকারী[১৯]। ৩০. তার ওপর (তত্ত্বাবধানে) রয়েছে উনিশ (জন ফেরেশতা)[২০]। ৩১. আর আমি তো নিযুক্ত করিনি কাউকে জাহান্নামের প্রহরী

وَ-এবং ; لَاتَذَرُ-(কাউকে) ছাড়বেও না। ﴿٢٩﴾ لَوَّاحَةٌ-এটা পুড়িয়ে বিকৃতকারী ; لِّلْبَشَرِ-শরীরের চামড়া। ﴿٣٠﴾ عَلَيْهَا-তার ওপর (তত্ত্বাবধানে) রয়েছে ; تِسْعَةَ عَشَرَ-উনিশ (জন ফেরেশতা)। ﴿٣١﴾ وَ-আর ; مَاجَعَلْنَا-আমি তো নিযুক্ত করিনি ; أَصْحٰبَ-প্রহরী ; النَّارِ-জাহান্নামের ;

আল্লাহর কালাম বলে মেনে নেই তাহলে আমি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো এবং কুরাইশদের ওপর আমার নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। এ চিন্তা করেই সে কুরআন ও মুহাম্মাদ সা. সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছে।

বস্তুত আল্লাহর দীনকে সত্য জীবনবিধান জেনেও যারা দুনিয়াতে নেতৃত্ব ও পার্থিব হীন স্বার্থের জন্য দীন প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা সৃষ্টি করবে, তাদের পরিণতি ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার মতোই হবে। এটাই হলো এ সূরার ১১ থেকে ২৫ পর্যন্ত আয়াতসমূহের শিক্ষা।

১৮. মুফাস্‌সিরগণ আলোচ্য আয়াতের দুটো অর্থ বলেছেন ঃ (১) যে ব্যক্তিই তাতে (সাকারে) নিক্ষিপ্ত হবে, তা তাকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে; কিন্তু জ্বলে পুড়ে মরে গেলেও তাকে ছেড়ে দেবে না ; বরং তাকে আবার জীবিত করা হবে এবং আবার জ্বালানো হবে। সূরা আল আ'লাতে একথাটি বলা হয়েছে এভাবে, "লা ইয়ামূতু ফী-হা ওয়ালা ইয়াহইয়া" অর্থাৎ সে তাতে মরবেও না এবং জীবিতও থাকবে না।

(২) আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হলো—আযাব পাওয়ার যোগ্য অধিকারী একজনকেও তা অবশিষ্ট থাকতে দেবে না। তার আয়ত্বের বাইরে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। আর যে-ই তার আয়ত্বে আসবে তাকে আযাব না দিয়ে ছাড়বে না। (তাফহীম)

১৯. 'এটা (সাকার) কাউকে বাকীও রাখবে না এবং ছাড়বেও না' বলার পর 'চামড়া পুড়িয়ে বিকৃতকারী' একথা বলার কারণ হলো—মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশকারী মূল জিনিস হলো তার মুখমণ্ডল ও শরীরের চামড়া, গায়ের এবং মুখের ও দেহের চামড়ার কুশ্রী রূপই তাকে খুব বেশী মানসিক কষ্ট দেয়। দেহের আভ্যন্তরীণ কষ্টে মানুষ যতো না কষ্ট পায় মুখাবয়ব ও দেহের চামড়ার বিকৃতি দ্বারা সে সবচেয়ে বেশী কষ্ট পায়। কারণ তার কুশ্রী ক্ষত চিহ্নযুক্ত মুখমণ্ডল ও দেহাবয়ব দেখে মানুষ তাকে ঘৃণা করে। এ কারণে বলা হয়েছে যে, এ সুন্দর-সুশ্রী মুখাবয়ব ও চাকচিক্য পূর্ণ দেহের অধিকারী যেসব লোক বর্তমানে দুনিয়াতে নিজেদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে গর্ব-অহংকারে মেতে আছে, তারা যদি আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার মতো শত্রুতামূলক

إِلَّا مَلَٰئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ

ফেরেশতা ছাড়া[২১] এবং যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আমি তাদের (ফেরেশতাদের) সংখ্যা পরীক্ষাস্বরূপ ছাড়া উল্লেখ করিনি[২২], যাতে করে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যাদেরকে

إِلَّا-ছাড়া ; مَلَٰئِكَةً-ফেরেশতা ; وَ-এবং ; مَا جَعَلْنَا-আমি উল্লেখ করিনি ; عِدَّتَهُمْ-(عدة+هم)-তাদের (ফেরেশতাদের) সংখ্যা ; إِلَّا-ছাড়া ; فِتْنَةً-পরীক্ষা স্বরূপ ; لِّلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; لِيَسْتَيْقِنَ-যাতে করে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ; الَّذِينَ-তাদের যাদেরকে ;

আচরণ করতে থাকে, তাহলে তাদের মুখাবয়ব ঝলসে বিকৃত করে দেয়া হবে এবং তাদের দেহের চামড়া পুড়িয়ে কয়লার মতো করে দেয়া হবে। (তাফহীম)

২০. অর্থাৎ জাহান্নামের প্রহরী হিসেবে রয়েছে ১৯ জন ফেরেশতা। রাসূলুল্লাহ সা.-এর মুখে এ আয়াত শুনে কাফিররা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা শুরু করলো। তাদের নিকট কথাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হলো। তারা বলতে লাগলো যে, আদম আ. থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকবে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অর্থাৎ এ বিশাল সংখ্যক জাহান্নামীকে আযাব দেয়ার জন্য কর্মচারী থাকবে মাত্র উনিশ জন। কুরাইশ নেতারা এতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। আবু জেহেল বললো—তোমরা কি এতোই দুর্বল ও অকর্মা হয়ে পড়েছো যে, দশ দশ জন মিলেও একজন প্রহরীকে কাবু করতে পারবে না ? বনী জুমাহ গোত্রের এক পালোয়ান তো বলেই ফেললো যে, আমি একাই ১৭ জন প্রহরীকে কাবু করার জন্য যথেষ্ট। আর তোমরা সবাই মিলে দু'জনকে কাবু করবে। (তাফহীম)

২১. জাহান্নামের প্রহরীর সংখ্যা ১৯ জন একথা শুনে কাফিররা যে ঠাট্টা-বিদ্রূপাত্মক কথা বলেছে, আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের সেসব কথার জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষকে জাহান্নামের প্রহরী নিযুক্ত করেননি। যাদেরকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, তারা ফেরেশতা। তাদের শক্তি-সামর্থ সম্পর্কে এ কাফিরদের কোনো ধারণা নেই ; তাই তারা এমন কথা বলছে। তারা সংখ্যায় কম হলেও সমস্ত পাপী লোক ঐক্যবদ্ধ হয়েও তাদের মুকাবিলা করতে পারবে না।

২২. অর্থাৎ জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাদের সংখ্যা উল্লেখ করার আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কাফিরদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এ সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। সেসব লোকের জন্যই এ সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে যাদের অন্তরে কুফরী লুকিয়ে আছে। এসব লোক বাইরে যতোই ঈমানের প্রদর্শনী করুক না কেনো, তাদের মনের গভীরে যদি আল্লাহর মূল সত্তা, গুণাবলী, ওহী, রিসালাত এবং আল্লাহর অসাধারণ কুদরত-ক্ষমতা সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাদের সংখ্যা মাত্র উনিশ জন একথা শুনেই তার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা কুফরী প্রকাশ হয়ে পড়বে (এটাই হলো পরীক্ষা)। (তাফহীম)

أُوتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

কিতাব দেয়া হয়েছে[২৩] এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বেড়ে যায়[২৪] আর যেনো তারা সন্দেহে পড়ে না যায় যাদেরকে দেয়া হয়েছে

الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ

কিতাব এবং (সন্দিহান না হয়) মু'মিনরা-ও[২৫] আর যাদের অন্তরে রোগ আছে তারাও; কাফিররা যাতে বলে—"কি বুঝাতে চেয়েছেন

اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۗ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ

আল্লাহ, এ নতুন কথা দ্বারা"[২৬]—এভাবেই আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান সৎপথে পরিচালিত করেন ;[২৭]

اُوْتُوا-দেয়া হয়েছে ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; وَ-এবং ; يَزْدَادَ-বেড়ে যায় ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছে ; اِيْمَانًا-ঈমান ; وَّ-আর ; لَا يَرْتَابَ-যেনো সন্দেহে পড়ে না যায় ; الَّذِيْنَ-তারা যাদেরকে ; اُوْتُوا-দেয়া হয়েছে ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; وَ-এবং (সন্দিহান না হয়) ; الْمُؤْمِنُوْنَ-মু'মিনরাও ; وَ-আর ; لِيَقُوْلَ-যাতে বলে ; الَّذِيْنَ-তারা ; فِيْ قُلُوْبِهِمْ-যাদের অন্তরে আছে ; مَّرَضٌ-রোগ ; وَّ-ও ; الْكٰفِرُوْنَ-কাফিররা ; مَاذَآ-কি ; اَرَادَ-বুঝাতে চেয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِهٰذَا-এ দ্বারা ; مَثَلًا-নতুন কথা ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; يُضِلُّ-পথভ্রষ্ট করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-চান ; وَ-এবং ; يَهْدِيْ-সৎপথে পরিচালিত করেন ; مَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-চান ;

২৩. জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ সা.-এর রিসালাতের প্রতি যেনো আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা এটা ভালোভাবে জানতো যে, আল্লাহর নিকট থেকে আসা প্রত্যেকটি কথাই নবী-রাসূলগণ যথাযথভাবে জনগণের নিকট উপস্থাপিত করে থাকেন, তা লোকদের পসন্দ হোক বা না হোক। এজন্য নবী করীম সা.-এর কর্মনীতি দেখে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করবে যে, এতো কঠিন পরিবেশের মধ্যেও বাহ্যত এরূপ আশ্চর্যজনক কথাটিও কোনোরূপ দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই জনগণের নিকট পেশ করা কেবলমাত্র নবী-রাসূলেরই কাজ হতে পারে—জাহান্নামের মাত্র ১৯ জন প্রহরীর কথা রাসূলুল্লাহ সা.-এর মুখে শুনে তাঁর রিসালাতের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে—এটাই ছিলো আহলে কিতাবদের প্রতি একটা বড় আশা। (তাফহীম)

২৪. জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করার তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিলো মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি করা। কুরআন মাজীদের কয়েকটি স্থানেই একথাটি বলা হয়েছে। অর্থাৎ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ○

আর কেউ জানে না আপনার প্রতিপালকের সেনাবাহিনীর (সংখ্যা) সম্পর্কে তিনি (নিজে) ছাড়া[২৮] ; আর এটা (জাহান্নামের বর্ণনা) তো মানুষের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।[২৯]

وَ-আর ; مَا يَعْلَمُ-কেউ জানে না ; جُنُودَ-সেনাবাহিনীর (সংখ্যা) সম্পর্কে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; إِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি (নিজে) ; وَ-আর ; مَا-কিছু নয় ; هِيَ-এটা (জাহান্নামের বর্ণনা) ; إِلَّا-ছাড়া ; ذِكْرَىٰ-উপদেশ ; لِلْبَشَرِ-মানুষের জন্য।

প্রত্যেকটি পরীক্ষার সময় একজন মু'মিন যদি তার ঈমানে অটল ও অবিচল থাকে এবং সন্দেহ-সংশয় পরিত্যাগ করে দীনের প্রতি আনুগত্যে ও বিশ্বাসে অটল থাকে, তবে তার ঈমানে প্রবৃদ্ধি ঘটে।

জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ দ্বারা আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী-খৃস্টান এবং মু'মিনদের মন থেকে সন্দেহ-সংশয় দূর করাও উদ্দেশ্য ছিলো।

২৬. অর্থাৎ মুনাফিক ও কাফিররা জাহান্নামের প্রহরীদের উল্লিখিত সংখ্যা দ্বারা বিভ্রান্ত হবে। তারা মনে করবে যে, বিশাল জাহান্নামের জন্য মাত্র ১৯ জন প্রহরী এটা তো বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী কথা। এমন বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী কথা আল্লাহর বাণী কি করে হতে পারে। এভাবেই তারা আরো গভীর পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে।

২৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এভাবে তাঁর কালামে এমন কিছু কথা বলেন যা মানুষের জন্য পরীক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একজন মু'মিন একথাগুলোকে আল্লাহর বাণী হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস করে এর সহজ-সরল অর্থ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করেন। আর মুনাফিক ও কাফির ব্যক্তি যেহেতু বাঁকা চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে এবং সর্বদা সত্যকে এড়িয়ে চলার মানসিকতা অন্তরে পোষণ করে, তখন সে আল্লাহর বাণীর বাঁকা অর্থ গ্রহণ করে সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য এটাকে একটা বাহানা হিসেবে ব্যবহার করে। সত্যপন্থী মু'মিন ব্যক্তি যেহেতু নিজে হিদায়াত চান তাই এর দ্বারা আল্লাহ তাঁকে হিদায়াত দান করেন। আর মুনাফিক ও কাফির যেহেতু হিদায়াত পেতে আগ্রহী নয় এবং গুমরাহিকেই সে পছন্দ করে, তাই আল্লাহ তা'আলাও এসব কথা দ্বারা তাকে গুমরাহীর পথেই ঠেলে দেন। কারণ, যে ন্যায় ও সত্যকে ঘৃণা করে তাকে জোর করে হিদায়াত দান করা আল্লাহর নীতি নয়। (তাফহীম)

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জগতে কতো হাজারো রকমের জীব-জন্তু সৃষ্টি করে রেখেছেন তাদেরকে যে শক্তি-সামর্থ্য দান করেছেন এবং তাদের দ্বারা যেসব কাজ নিচ্ছেন তা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। মানুষ পৃথিবী নামক যে ক্ষুদ্র গ্রহে বাস করে, সে গ্রহের সীমিত পরিবেশে মানুষ যা কিছু দেখে বা অনুভব করে সেগুলোই শুধু মাত্র আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীন সৃষ্টি বলে মানুষ মনে করে,

তাহলে এটা মানুষের মূর্খতা ও বোকামী ছাড়া আর কি হতে পারে? মূলত আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীনে পরিচালিত এ বিশ্ব-জগতের মধ্যকার সৃষ্টিকূল এবং মানুষের অদৃশ্য আল্লাহর সেনাবাহিনী এতো ব্যাপক ও বিশাল যে, মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান এর ব্যাপকতা ও বিশালত্ব সম্পর্কে ধারণা-অনুমান করতে সক্ষম নয়। (তাফহীম)

২৯. অর্থাৎ জাহান্নামের এ বর্ণনা এজন্যই দেয়া হয়েছে যাতে করে মানুষ চিরস্থায়ী অশান্তি ও দুঃখ-কষ্টের স্থান জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। এটাই হলো এ থেকে উপদেশ গ্রহণের মূল কথা।

১ম রুকূ' (১-৩১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. রাসূলুল্লাহ সা.-কে 'হে নবী' অথবা 'হে মুহাম্মাদ' বলে সম্বোধন না করে 'হে চাদরাবৃত ব্যক্তি' বলে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি তাঁর নবীকে ভালোবাসেন। সুতরাং তাঁর ভয়ের কোনো কারণ নেই।

২. রাসূলুল্লাহ সা. জিবরাঈল আ.-কে দেখে ভয় পেয়েছিলেন; কারণ এটা ছিলো, ওহী নাযিলের দ্বিতীয় পর্যায়।

৩. সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আর সেটা ছিলো প্রথম ওহী।

৪. ঈমানের জন্য জ্ঞান অর্জন পূর্বশর্ত সুতরাং মু'মিন নারী-পুরুষের জ্ঞান অর্জন প্রাথমিক ফরয।

৫. সূরা মুদ্দাস্সিরের এ দ্বিতীয় ওহীতে পথভ্রষ্ট মানুষকে তাদের ভুল পথে চলার ফলে আখিরাতের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬. অতঃপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার সকল শক্তির ওপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা ঘোষণার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করার অধিকার আর কারো নেই।

৭. শ্রেষ্ঠত্ব যেহেতু একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে দুনিয়ার কোনো শক্তিকে ভয় করার কোনো কারণ নেই।

৮. দীনের পথে আহ্বানকারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর, অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ দীনদারীর কোনো পরিচয় হতে পারে না।

৯. একজন দীনদার ব্যক্তির আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব হবে নিষ্কলুষ; সব রকমের শির্কযুক্ত আকীদা-বিশ্বাস এবং চরিত্রের অনৈতিকতা থেকে তাকে মুক্ত হতে হবে।

১০. সকল প্রকার মূর্তি-সংস্কৃতি থেকে একজন মু'মিন অবশ্যই নিজেকে দূরে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কারণ মূর্তিগুলো সবই অপবিত্র এবং এ সংস্কৃতির চর্চাকারীরাও অপবিত্র।

১১. একজন মু'মিনকে অবশ্যই সকল প্রকার দান-খয়রাত এবং মানব কল্যাণে কৃত সকল সৎকর্ম পার্থিব স্বার্থমুক্ত হয়ে করতে হবে।

১২. দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকল প্রকার বিপদ-মসীবতে একজন মু'মিনকে অবশ্যই আল্লাহর জন্য সবর অবলম্বন করতে হবে।

১৩. সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্মের প্রতিরোধ করার অবস্থানে পৌঁছার মাধ্যমেই দীন প্রতিষ্ঠা

লাভ করবে। আর এ অবস্থানে পৌঁছতে হলে সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করতে হবে।

১৪. স্মরণ রাখতে হবে যে, দুনিয়াতে যারা দীন প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছে, কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা তাদের জন্য চিরস্থায়ী হবে।

১৫. কিয়ামতের কঠোর ভয়াবহ অবস্থা মু'মিনদের জন্য বিদ্রোহীদের মতো হবে না ; বরং মু'মিনদের জন্য তা হবে অত্যন্ত সহজ।

১৬. ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তিশালী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী শক্তি যারা আল্লাহর বান্দাহকে সত্য দীন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে সচেষ্ট, তাদের ব্যাপার আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করতে হবে।

১৭. সকল প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার কাজ করে যেতে হবে এবং এ কাজে সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

১৮. আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর চরম শত্রু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার মতো লোক আমাদের সমাজেও রয়েছে, যদিও তারা সমাজে মুসলমান হিসেবে পরিচিত।

১৯. বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলমান দাবী করেও যারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার ন্যায় দীন-বিরোধী কাজে লিপ্ত হবে, তাদের হাশর অবশ্যই ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার সাথে হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২০. ওয়ালীদ ও তার সঙ্গী-সাথীরা যেমন কুরআনকে যাদুর কথা এবং মানুষের কথা বলে প্রচার করে মানুষকে কুরআন শোনা থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলো, তেমনি আজও যারা ক্ষমতা ও দলবল নিয়ে মানুষকে কুরআন শোনায় বাধা প্রদান করে, এ উভয় শ্রেণীর পরিণতি একই হবে।

২১. আখিরাতে অবিশ্বাসী আল্লাহদ্রোহী শক্তি কুরআন মাজীদ ও রাসূলের সুন্নাহ সম্পর্কে যতোই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করুক না কেনো, জাহান্নাম হবে তাদের শেষ ঠিকানা—এটাই হবে মু'মিনদের বিশ্বাস।

২২. জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আল কুরআন ও রাসূলের হাদীসে যা বর্ণনা এসেছে তার দ্বারা কাফির-মুশরিকরা বিভ্রান্ত হয়। আর মু'মিনদের ঈমান হয় দৃঢ় ও মযবুত।

২৩. ধন-জনের গর্বে গর্বিত, কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের চরম বিরোধী, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী, মু'মিনদের ওপর যুলুম-নির্যাতনকারী উদ্ধত লোকদের শেষ ঠিকানা হবে 'সাকার' নামক জাহান্নামে।

২৪. 'সাকার' জাহান্নামের কঠিন উত্তাপ তাদের শরীরের চামড়া ঝলসে দেবে, তারা সেখানে জীবিতও থাকবে না আর না সেখানে তাদের মৃত্যু হবে।

২৫. জাহান্নামের ১৯ জন প্রহরীর কথা উল্লেখ করা দ্বারা কাফির-মুশরিকদের এবং বাহ্যত মুসলিম হিসেবে পরিচিত, কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস নেই, এমন লোকদের কুফরী ও সংশয় বৃদ্ধি করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য।

২৬. জাহান্নামের প্রহরীদের এ সংখ্যা রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াতের প্রতি আহলে কিতাবদের ঈমানে দৃঢ়তা আনার জন্যও উল্লিখিত হয়েছে।

২৭. এ সংখ্যা উল্লেখ দ্বারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি আহলে কিতাব ও মু'মিনদের অন্তর থেকে সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয় দূরীকরণও আল্লাহর উদ্দেশ্য।

২৮. সংশয়বাদীরা জাহান্নামের প্রহরীদের এ সংখ্যা উল্লেখ দ্বারা আরো বেশী সংশয়ে নিমজ্জিত হবে এবং অবশেষে কুফরীতে লিপ্ত হবে। এভাবেই আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন।

২৯. আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই শুধুমাত্র হিদায়াত দান করেন যারা হিদায়াত চায়। সুতরাং কুরআন মাজীদকে সর্বপ্রথম আল্লাহর বাণী হিসেবে নিঃশর্ত বিশ্বাস করতে হবে, তাহলেই তা থেকে সঠিক পথের নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

৩০. এ বিশ্ব-জাহানে আল্লাহ তা'আলার কতশত প্রকারের জৈব-অজৈব সৃষ্টি রয়েছে এবং তাদের কোন্‌টি কোন্‌ প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন, তা একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে এর সবকিছু জানা সম্ভব নয়।

৩১. আল কুরআন ও তা আনয়নকারী রাসূলের জীবন থেকে মানুষ এ উপদেশ গ্রহণ করবে যে, দুনিয়াতে শান্তি এবং মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনে কিভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে অনন্ত সুখের আবাস জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-২৫

৩২ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝ ٣٣ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۝ ٣٤ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۝ ٣٥ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ۝

৩২. কক্ষণো নয়[৩০], (তারা উপদেশ শুনবে না) চাঁদের কসম ; ৩৩. আর (কসম) রাতের, যখন তা অতিক্রান্ত হতে থাকে ; ৩৪. আর (কসম) প্রভাতের যখন তা আলোকিত হয়ে উঠে। ৩৫. নিশ্চয়ই তা (জাহান্নাম) ভয়াবহ বিপদসমূহের একটি[৩১]

৩৬ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ۝ ٣٧ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝ ٣٨ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

৩৬. মানুষের জন্য তা সতর্ককারী। ৩৭. তার জন্য তোমাদের এগিয়ে যেতে চায় অথবা পিছিয়ে থাকতে চায়[৩২]। ৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি যা সে কামাই করেছে তার জন্য

৩২ كَلَّا-কক্ষণো নয়, (তারা উপদেশ শুনবে না) ; وَ-কসম ; الْقَمَرِ-চাঁদের। ৩৩ وَ-আর (কসম) ; الَّيْلِ-রাতের ; إِذْ-যখন ; أَدْبَرَ-তা অতিক্রান্ত হতে থাকে। ৩৪ وَ-আর (কসম) ; الصُّبْحِ-প্রভাতের ; إِذَآ-যখন ; أَسْفَرَ-তা আলোকিত হয়ে উঠে। ৩৫ إِنَّهَا-(ان+ها)-নিশ্চয়ই তা (জাহান্নাম); لَإِحْدَى-(ل+احدى)-একটি ; الْكُبَرِ-ভয়াবহ বিপদ-সমূহের। ৩৬ نَذِيرًا-তা সতর্ককারী ; لِّلْبَشَرِ-(ل+ال+بشر)-মানুষের জন্য। ৩৭ لِمَنْ-(ل+من)-তার জন্য, যে ; شَآءَ-চায় ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্যে ; أَن يَّتَقَدَّمَ-এগিয়ে যেতে ; أَوْ-অথবা ; يَتَأَخَّرَ-পিছিয়ে থাকতে চায়। ৩৮ كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তি ; بِمَا-(ب+ما)-তার জন্য যা ; كَسَبَتْ-সে কামাই করেছে ;

৩০. অর্থাৎ ইতোপূর্বে যা কিছু বলা হয়েছে তা কোনো ভিত্তিহীন কথা নয় এবং এটা কোনো হাসি-ঠাট্টা করার বিষয়ও নয়। (তাফহীম)

৩১. আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা চাঁদ, রাত ও প্রভাতের কসম করেছেন। এ কসমের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, চাঁদ, রাত এবং রাতের শেষে প্রভাতের আগমন আল্লাহ তা'আলার কুদরত ক্ষমতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন যা মানুষ অহরহ দেখে আসছে। কিন্তু এর কোনো একটাকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রেখে—যেমন সূর্যকে আড়ালে রেখে যদি বলা হতো যে, সূর্য একটি বিরাট আগুনের কুণ্ডলী যা পৃথিবীতে আলো ও তাপ বিতরণ করে, তাহলে একথা হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করতো না, কেননা তা চোখে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু চোখে না দেখলেই তার বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যুক্তি ও বুদ্ধির কাজ হতে পারে না। এগুলো যেমন আল্লাহর কুদরতের

رَهِينَةٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّآ أَصْحٰبَ الْيَمِينِ ﴿٤٠﴾ فِىْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٤١﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٢﴾

দায়বদ্ধ[৩৩] ; ৩৯. ডান দিকের লোকেরা ছাড়া[৩৪] ৪০. (যারা থাকবে) জান্নাতে, তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে, ৪১. অপরাধীদেরকে[৩৫]

رَهِينَةٌ-দায়বদ্ধ। ⑲ إِلَّآ-ছাড়া ; أَصْحٰبَ-লোকেরা ; الْيَمِينِ-ডান দিকের। ⑳ فِىْ جَنّٰتٍ-(যারা থাকবে) জান্নাতে ; يَتَسَآءَلُونَ-তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে, ㊶ عَنِ الْمُجْرِمِينَ-(عن+ال+مجرمين)-অপরাধীদেরকে।

জ্বলন্ত স্বাক্ষর তেমনি জাহান্নামও আল্লাহর কুদরতের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। কেউ অবিশ্বাস করলেই তার অবাস্তবতা প্রমাণ হয় না। জেনে রাখা উচিত যে, চাঁদ ও দিন-রাতের আবর্তন যেমন সন্দেহমুক্ত সত্য ব্যাপার, তেমনি জাহান্নামও নিঃসন্দেহে সত্য।
(আনওয়ারুত তানযীল)

৩২. অর্থাৎ জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এ কুরআন দ্বারা। এখন কুরআনকে মেনে নিয়ে কেউ চাইলে ঈমান ও আনুগত্যের পথে এগিয়ে যেতে পারে ; আবার চাইলে ঈমান ও আনুগত্যের পথে না চলে পিছিয়ে পড়তে পারে এটা তাদের ইচ্ছাধীন।

৩৩. 'রাহীনাতুন' অর্থ ঋণের অনুকূলে জামানত রাখা। নির্দিষ্ট সময় শেষে ঋণ পরিশোধ করে জামানত ফিরিয়ে আনতে হয়। নতুবা তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যাবতীয় উপায়-উপকরণ, দ্রব্য-সামগ্রী এবং শক্তি-যোগ্যতা-ক্ষমতা নেক কাজ করার জন্য ঋণ দিয়েছেন। আর বিনিময়ে মানব সত্তাকে জামানত রেখেছেন। সুতরাং আখিরাতে মানব সত্তাকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। নতুবা আল্লাহ তা বাজেয়াপ্ত করবেন। একথাই উপরোক্ত ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব সত্তা তার কৃতকর্মের অনুকূলে দায়বদ্ধ। তার সত্তাকে বন্দীদশা থেকে নেক কাজের বিনিময়েই ছাড়িয়ে আনতে হবে। নতুবা তা চিরদিনের জন্য জাহান্নামের খোরাক হবে।

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কাজের কাছেই দায়বদ্ধ। অন্যের মন্দকাজের জন্য তাকে দায়ী করা হবে না। তার নিজের কর্ম তাকে জান্নাতে পৌঁছাবে অথবা জাহান্নামে। কোনো ব্যক্তিকেই তার পূর্বপুরুষের দোষে দোষী বা পাকড়াও করা হবে না। (রুহুল কুরআন)

৩৪. অর্থাৎ ডানদিকের লোকেরা নিজেদেরকে দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত করে নেবে। আর বামপন্থীরা তাদের অপরাধের জন্য গ্রেফতার হয়ে যাবে। 'আসহাবুল ইয়ামীন' এবং 'আসহাবুল মাইমানাহ' বলে আখিরাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সৌভাগ্যবান লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে 'আসহাবুশ শিমাল' এবং 'আসহাবুল মাশআমাহ' ব্যবহার করা হয়েছে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত ও জাহান্নামী লোকদের ক্ষেত্রে। (রুহুল কুরআন)

মোটকথা যারা ঈমান এনে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করে তারাই ডানপন্থী আর যারা ইসলামী আদর্শকে মেনে নিতে অস্বীকার করে তারাই 'বামপন্থী'।

﴿٤٢﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ﴿٤٣﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٤﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ

৪২. তোমাদেরকে কিসে 'সাকার' নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে ? ৪৩. তারা বলবে—আমরা নামাযীদের শামিল ছিলাম না[৩৬]। ৪৪. আর আমরা খাবার দান করতাম না—

الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ○

অভাবীদেরকে[৩৭]। ৪৫. আর আমরা (সত্যদীনের) খুঁত খুঁজে বেড়াতাম সমালোচকদের সাথে। ৪৬. এবং প্রতিফল-দিন সম্পর্কে মিথ্যা মনে করতাম—

(৪২) مَا-কিসে ; سَلَكَكُمْ-(سلك+كم)-তোমাদেরকে নিক্ষেপ করেছে ; فِىْ سَقَرَ-'সাকার' নামক জাহান্নামে। (৪৩) قَالُوْا-তারা বলবে ; لَمْ نَكُ-আমরা ছিলাম না ; مِنَ-শামিল ; الْمُصَلِّيْنَ-(ال+مصلين)-নামাযীদের। (৪৪) وَ-আর ; لَمْ نَكُ نُطْعِمُ-আমরা খাদ্য দান করতাম না ; الْمِسْكِيْنَ-অভাবীদেরকে। (৪৫) وَ-আর ; كُنَّا نَخُوْضُ-আমরা (সত্য দীনের) খুঁত খুঁজে বেড়াতাম ; مَعَ-সাথে ; الْخَائِضِيْنَ-সমালোচকদের। (৪৬) وَ-এবং ; كُنَّا نُكَذِّبُ-মিথ্যা মনে করতাম ; بِيَوْمِ-(ب+يوم)-দিন সম্পর্কে ; الدِّيْنِ-প্রতিফল।

৩৫. অর্থাৎ জান্নাতীরা জাহান্নামীদের জিজ্ঞেস করবে, কোন্ কোন্ অপরাধে তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করেছো ? প্রশ্ন হতে পারে যে, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান থাকবে, তাহলে উভয়ের মাঝে এ কথোপকথন কেমন করে হবে ? এ প্রশ্নের উত্তরে এতোটুকু বলা যায় যে, মানুষ যদি দুনিয়াতেই হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী মানুষের সাথে কথাবার্তা বলার মতো প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারে, তাহলে মানুষের স্রষ্টা মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর ক্ষেত্রে তা অসম্ভব মনে হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। আল্লাহ জান্নাতীদের জন্য এমন কোনো ব্যবস্থা করতে অবশ্যই সক্ষম, যার মাধ্যমে তারা ইচ্ছা করলেই জাহান্নামীদের মধ্য থেকে যে কারো সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে। আল্লাহ কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই ইরশাদ করেছেন যে, জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাইবে তাই পাবে। (রুহুল কুরআন)

৩৬. অর্থাৎ আমরা মু'মিন হওয়ার দাবী করতাম, কিন্তু নামায আদায় করতাম না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানদার হয়েও যদি নামায আদায় না করা হয়, তাহলে অবশ্যই জাহান্নামী হতে হবে। কেননা নামায হলো মু'মিনের প্রথম পরিচয়। ঈমান আনার সাথে সাথেই নামাযকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বেনামাযীকে সামাজিক জীবনে মু'মিন মুসলমান হিসেবে গণ্য করা যায় না। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—"নামাযই হলো মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী।" তিনি আরো বলেছেন—"যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ছেড়ে দিলো সে কুফরী করলো।"

আয়াতে কুরআনী ও হাদীসের বর্ণনা থেকে বেনামাযীর অবস্থান সহজেই বুঝা যায়।

⑭حَتّٰى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ⑭فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ⑭فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ

৪৭. এমনকি আমাদের নিকট এসে পড়লো মৃত্যু[৩৮]। ৪৮. অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না[৩৯]। ৪৯. তাদের কি হলো, এ উপদেশ থেকে

৪৭ حَتّٰى-এমনকি ; اَتٰىنَا-আমাদের নিকট এসে পড়ল ; الْيَقِيْنُ-মৃত্যু। ৪৮ فَمَا تَنْفَعُهُمْ-অতএব তাদের কোনো উপকারে আসবে না ; شَفَاعَةُ-সুপারিশ ; الشّٰفِعِيْنَ-সুপারিশ-কারীদের। ৪৯ فَمَا-কি হলো ; لَهُمْ-তাদের ; عَنِ-থেকে ; التَّذْكِرَةِ-এ উপদেশ ;

৩৭. আলোচ্য আয়াতে জাহান্নামী হওয়ার দ্বিতীয় কারণ উল্লিখিত হয়েছে। আর তাহলো মিসকীন বা অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য না দেয়া। কোনো লোককে ক্ষুধায় কাতর দেখে সাধ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে খাদ্য না দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অতিবড় গুনাহের কাজ। মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এটাও একটি বড় কারণ। এ থেকে মিসকিনকে খাদ্য দানের গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মিসকিনদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা দান এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ না করার ফলেই তারা সমাজ বিরোধী অপরাধ কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে ছিনতাই, রাহাজানি ও লুণ্ঠনে মেতে উঠছে সুতরাং যারা মিসকীনদেরকে তাদের ন্যূনতম মানের জীবন যাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, তারা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধী।

৩৮. আলোচ্য ৪৫ আয়াতে জাহান্নামী হবার তৃতীয় কারণ জাহান্নামীদের মুখেই উল্লিখিত হয়েছে। তারা বলবে যে, আমরা ইসলাম, কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করতাম যার ফলে আমাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হয়েছে।

বর্তমান কালেও যারা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, ইসলামের ইবাদাত, ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ; ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, তাদের ক্ষেত্রেও এ আয়াত পুরোপুরি প্রযোজ্য।

৪৬ আয়াতে জাহান্নামী হবার চতুর্থ কারণ বর্ণিত হয়েছে। জাহান্নামীরা বলবে যে, "আমরা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম।" আখিরাত অবিশ্বাস মানুষকে প্রবৃত্তি পূজারী ও লাগামহীন জীবনে অভ্যস্ত করে তোলে। আর আখিরাত বিশ্বাসী মানুষ নিজের জীবন ও কর্মসম্পর্কে সচেতন থাকে এবং প্রতিমুহূর্তে নিজের কাজের হিসাব নেয় এবং আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে থাকে।

৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে অবিচল থাকা অবস্থায় 'ইয়াকীন' তথা মৃত্যু এসে উপস্থিত হলো। অর্থাৎ মৃত্যুর মাধ্যমে দৃঢ় প্রত্যয় না হওয়া পর্যন্ত তারা ভ্রান্ত পথের ওপর অবিচল ছিলো ; মৃত্যুর মুখোমুখী হওয়ার পর আখিরাতে বিশ্বাস জন্মেছে—এ বিশ্বাস তাদের কোনো কাজেই আসলো না।

৩৯. অর্থাৎ যারা মৃত্যু পর্যন্ত-ই (৪৩ থেকে ৪৬ আয়াতে বর্ণিত) ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কর্মের

مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ

তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে ? ৫০. যেনো তারা ভীত-সন্ত্রস্ত পলায়নপর বন্য গাধা[৪০]। ৫১. যা সিংহ থেকে পলায়ন করছে। ৫২. বরং কামনা করে তাদের প্রত্যেক

امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ۖ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣﴾

ব্যক্তিই যেনো তাকে দেয়া হয় একটি খোলা কিতাব[৪১]। ৫৩. কক্ষণো নয়, বরং তারা মোটেই ভয় করে না আখিরাতকে[৪২]।

مُعْرِضِيْنَ-তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে। ﴿٥٠﴾ كَأَنَّهُمْ-যেনো তারা ; حُمُرٌ-বন্য গাধা ; مُسْتَنْفِرَةٌ-ভীতসন্ত্রস্ত পলায়নপর। ﴿٥١﴾ فَرَّتْ-যা পলায়ন করছে ; مِنْ-থেকে ; قَسْوَرَةٍ-সিংহ। ﴿٥٢﴾ بَلْ-বরং ; يُرِيْدُ-কামনা করে ; كُلُّ-প্রত্যেক ; امْرِئٍ-ব্যক্তিই; مِنْهُمْ-তাদের; أَنْ-যেনো ; يُؤْتٰى-তাকে দেয়া হয় ; صُحُفًا-একটি কিতাব ; مُنَشَّرَةً-খোলা। ﴿٥٣﴾ كَلَّا-কক্ষণো নয় ; بَلْ-বরং ; لَا يَخَافُوْنَ-তারা মোটেই ভয় করে না ; الْاٰخِرَةَ-আখিরাতকে।

ওপর দৃঢ় ছিলো, তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধ করেনি, তাদের জন্য কিয়ামতের দিন কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না—তারা ক্ষমা পাবে না। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে 'শাফায়াত' বা পরকালের সুপারিশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এর ফলে শাফায়াত বা সুপারিশ কে কার জন্য কখন ও কতোটুকু করতে পারবে এবং কে কার জন্য করতে পারবে না—কার জন্য সুপারিশ কল্যাণকর হবে এবং কার জন্য কল্যাণকর হবে না—এসব বিষয় সহজেই জানা যায়। দুনিয়ার লোকদের পথভ্রষ্টতার একটি বড় কারণ হলো শাফায়াত বা সুপারিশ সম্পর্কে ভুল ধারণা। আর সে জন্যই কুরআন মাজীদে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কার্যত এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ রাখা হয়নি। (তাফহীম)

৪০. অর্থাৎ এসব লোকের কি হলো, এরা কুরআন, মুহাম্মাদ সা., কুরআনী উপদেশ এবং বিধি-বিধান থেকে এমনভাবে পলায়ন করছে, যেমন বন্য গাধা সিংহ বা শিকারীকে দেখে পলায়ন করে। একথাটি একটি আরবী বাগধারা—আরবের লোকেরা অস্বাভাবিকভাবে দিশেহারা হয়ে পলায়নকারীকে বন্য গাধার সাথে তুলনা করে, যে গাধা বাঘ-সিংহের গন্ধ বা শিকারীর পদ শব্দ পাওয়া মাত্র দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। (তাফহীম)

কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া দু'প্রকারের হতে পারে—(১) কুরআনকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার অমান্য করা। (২) পুরোপুরি অস্বীকার না করে কুরআনের মতে আমল না করা ; অথবা কুরআনী বিধি-বিধান না মানা। এ দ্বিতীয় প্রকার কুরআন বর্জন বর্তমান বিশ্বের সমস্ত মুসলিমার মধ্যে কম-বেশী রয়েছে। পুরোপুরিভাবে কুরআনী

বিধি-বিধান ও আইন-কানুন কোথাও মেনে চলা হচ্ছে না। সুতরাং এ আয়াত সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (কুরতুবী)

৪১. অর্থাৎ তারা চাচ্ছে যে, আল্লাহ্ যদি বাস্তবেই মুহাম্মাদ সা.-কে নবী নিযুক্ত করে থাকেন, তাহলে তিনি যেনো মক্কার সরদার নেতাদের প্রত্যেকের নামে এক একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে, মুহাম্মাদ সা. আমার নিয়োজিত নবী ; তোমরা সকলে তাঁকে মেনে চলো, তাঁকে অনুসরণ করো। আর সে চিঠি এমন হতে হবে যা দেখে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং তিনি নিজেই এ চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। সূরা আল আনআমের ১২৪ আয়াতেও কাফিরদের এমন দাবীর কথা উল্লিখিত হয়েছে এভাবে—"আর যখন তাদের কাছে কোনো আয়াত আসে, তখন তারা বলে—'আমরা কখনো ঈমান আনবো না যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে তা দেয়া না হবে, যা দেয়া হয়েছিলো আল্লাহর রাসূলদেরকে—আল্লাহ ভালো জানেন কার ওপর তিনি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করবেন।"

সূরা বনী ইসরাঈলের ৯৩ আয়াতে বলা হয়েছে—"------আমরা কখনো (আপনার নবুওয়াত) বিশ্বাস করবো না, যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল করেন, যা আমরা পাঠ করবো------"।

৪২. অর্থাৎ তাদের নামে কখনো কোনো খোলা চিঠি পাঠানো হবে না, নবুওয়াতের এতোসব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আরো প্রমাণ চাওয়ার উদ্দেশ্য এ নয় যে, এসব প্রমাণ তাদের সামনে আছে তা যথেষ্ট নয় ; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, আরো জোরালোভাবে আল্লাহর দীনকে প্রত্যাখ্যান করা এবং গুমরাহীতে ভালোভাবে নিমজ্জিত থাকা। এদের ঈমান না আনার মূল কারণ হলো আখিরাত অবিশ্বাস। আখিরাতে আল্লাহর সামনে এ জীবনের সকল কাজের হিসেব দিতে হবে—একথা তারা বিশ্বাস করে না। এ কারণেই তারা এ জীবনে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত-নিরুদ্বিগ্ন এবং দায়-দায়িত্বহীন জীবন যাপন করছে। এজন্যই তারা ঈমান আনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। আর তাই তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়া হলে ঈমান আনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তারা নিত্য নতুন দাবী-দাওয়া ও দলীল-প্রমাণ চাইতেই থাকবে, খুঁজতে থাকবে নতুন নতুন বাহানা। অতএব তাদের এসব কার্যকলাপ দেখে নবী সা.-এর উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়।

এসব লোক হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কে চিন্তা করাকে অর্থহীন মনে করে। কারণ দুনিয়াতে তারা এমন কোনো সত্য দেখতে পায় না, যা অনুসরণ করার ফল দুনিয়াতে সবসময়ই ভালোই হয়ে থাকে ; অথবা এমন কোনো বাতিল বা মিথ্যাও তারা দেখতে পায় না, যার ফলাফল দুনিয়াতে সবসময় মন্দই হয়ে থাকে।

অপরদিকে যারা দুনিয়ার জীবনকে অস্থায়ী জীবন বলে মনে করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকেই সত্যিকার এবং চিরস্থায়ী জীবন বলে বিশ্বাস করে—এ দুনিয়াতে সত্য অনুসরণের ফলাফল যেখানে অনিবার্যভাবে ভালো এবং মিথ্যার অনুসরণের ফলাফল যেখানে অনিবার্যভাবে মন্দ হবে—তাদের কাছেই হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। (তাফহীম)

﴿٥٤﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٥﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٦﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

৫৪. কক্ষণো নয়, অবশ্যই এটা (কুরআন) তো একটা উপদেশবাণী। ৫৫. অতএব যে চায় তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক[৪৩]। ৫৬. আর তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না, যদি না আল্লাহ চান[৪৪] ;

(৫৪) كَلَّا-কক্ষণো নয় ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-অবশ্যই এটা (কুরআন) ; تَذْكِرَةٌ -একটা উপদেশবাণী। (৫৫) فَمَنْ-(ف+من)-অতএব যে ; شَآءَ-চায় ; ذَكَرَهٗ-(ذكر+ه)-তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক। (৫৬) وَ-আর ; مَا يَذْكُرُوْنَ-তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না ; اِلَّآ اَنْ-যদি না ; يَّشَآءَ-চান ; اللّٰهُ-আল্লাহ ;

৪৩. অর্থাৎ তাদের দাবী কখনো পূরণ হবে না, পবিত্র কুরআন তো উপদেশ মাত্র ; কেউ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে তাতে কোনো বাধা নেই।

একজন মু'মিনকে তার বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজীদে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কোনো লোক চাইলে কুরআনে উল্লিখিত বিধি-বিধান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজের জীবনকে সুখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিময় করে তুলতে পারে। তবে শর্ত হলো, সে লোক তখনই কুরআন মাজীদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, যখন আল্লাহও চাইবেন যে, সে শিক্ষা গ্রহণ করুক। আর তখন আল্লাহ তাকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীকও দান করবেন। (কুরতুবী, তাফহীম)

৪৪. অর্থাৎ বান্দাহ কোনো কাজই নিজের ইচ্ছায় সম্পন্ন করতে পারে না, যদি না আল্লাহর ইচ্ছা বান্দাহর ইচ্ছার অনুকূল হয়। মানুষ যদি দুনিয়াতে এতোটা ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হতো যে, সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে সক্ষম, তাহলে গোটা দুনিয়ার নিয়ম-শৃংখলা ভেঙ্গে পড়তো। বর্তমানে দুনিয়াতে যে নিয়ম-শৃংখলা বজায় আছে, তা এজন্যই আছে যে, আল্লাহর ইচ্ছা সবার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষ যা কিছুই করতে চাক না কেনো, তা সে কেবল তখনই করতে পারে, যখন আল্লাহ চান যে, সে তা করুক। হিদায়াত ও গুমরাহীর ব্যাপারেও একই রকম। নিজের জন্য হিদায়াত চাওয়াই মানুষের হিদায়াত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সে হিদায়াত তখনই লাভ করে, যখন আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করার ফায়সালা করেন। একইভাবে কোনো মানুষকে গুমরাহীর পথে চলার ইচ্ছাই তার গুমরাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তার গুমরাহ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা দেখে আল্লাহ যখন সে পথে চলার মঞ্জুরী ও ফায়সালা দেন, তখনই সে কেবল গুমরাহী বা ভ্রান্তির পথে চলতে থাকে।

এভাবে সে গুমরাহীর সেসব পথে চলতে পারে, যেসব পথে চলার অবকাশ আল্লাহ তাকে দেন। যেমন কেউ চুরি করতে চাইলেই চুরি করতে পারে না যে, যে কোনো ঘরে ঢুকে যা ইচ্ছা তা চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে। বরং আল্লাহ তার ব্যাপক জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যুক্তির নিরিখে তাকে যখন যেখানে যতোটা এবং যেভাবে পূরণ করার সুযোগ দেন, সে কেবল ততোটুকুই পূরণ করতে পারে। (তাফহীম)

هُوَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝٥٦

তিনিই একমাত্র ভয়ের পাত্র[৪৫] এবং বান্দাহকে ক্ষমা করার সুযোগ্য অধিকারী[৪৬]।

هُوَ-তিনিই ; أَهْلُ-একমাত্র পাত্র ; التَّقْوٰى-ভয়ের ; وَ-এবং ; أَهْلُ-সুযোগ্য অধিকারী ; الْمَغْفِرَةِ-(বান্দাহকে) ক্ষমা করার।

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা বা চাওয়া দু'প্রকার—(১) শরীয়ত সম্মত ইচ্ছা বা চাওয়া—অর্থাৎ শরীয়তসম্মত যে কোনো কাজ বান্দাহ করুক, এটা আল্লাহ চান। তবে শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করুক, এটা আল্লাহর শরীয়তসম্মত ইচ্ছার বিপরীত কাজ। (২) সংঘটন ইচ্ছা বা চাওয়া—অর্থাৎ বান্দা যা কিছু করতে চায় তা তখনই করতে পারে, যখন তা আল্লাহর এ প্রকারের ইচ্ছা বা চাওয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। বান্দাহর কোনো কাজই আল্লাহর এ দ্বিতীয় প্রকারের ইচ্ছা বা চাওয়ার বাইরে নয়। তবে বান্দাহর নাফরমানী ও যাবতীয় শরীয়ত বিরোধী কাজ আল্লাহ তা'আলার শরীয়তসম্মত ইচ্ছার পরিপন্থী—এ জাতীয় কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই। (শারহুল আকীদাতুত ত্বাহাবীয়া)

৪৫. অর্থাৎ ভয় যদি কাউকে করতে হয়, তবে ভয় করার একমাত্র যোগ্য পাত্র আল্লাহ। আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে ভয় করে আত্মরক্ষার জন্য যে নসীহত বা উপদেশ তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে, তা এজন্য নয় যে, তাতে আল্লাহর নিজের প্রয়োজন রয়েছে এবং তোমরা তা না করলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে। বরং তোমাদেরকে নসীহত করা হচ্ছে এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর সন্তোষ পেতে সচেষ্ট হও এবং তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির খেলাপ চলা থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকো, এটা আল্লাহর অধিকার। (তাফহীম)

৪৬. অর্থাৎ কেউ আল্লাহর যতো নাফরমানী-ই করুক না কেনো, যে মুহূর্তে সে তার এ আচরণ পরিত্যাগ করবে এবং নাফরমানী থেকে সম্পূর্ণ বিরত হবে, তখনই আল্লাহ তাঁর রহমতের ছায়া প্রসারিত করে দেন। বান্দাহর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের এক বিন্দু বাসনা-ও তিনি পোষণ করেন না। বান্দাহর অপরাধ ক্ষমা করবেন এবং অপরাধের শাস্তি না দিয়ে তিনি ছাড়বেন না—এমন কথা হতেই পারে না। (তাফহীম)

২য় রুকূ' (৩২-৫৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. চাঁদ, সুরুয এবং রাতের আগমন-নির্গমন আল্লাহ তা'আলার কুদরত-ক্ষমতার জ্বলন্ত নিদর্শন। এ থেকেই আখিরাতের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

২. সূর্যতাপের প্রখরতা-ই জাহান্নামের বাস্তবতা প্রমাণ করে। সুতরাং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য যথাসাধ্য কাজ করতে হবে।

৩. রাসূলুল্লাহ সা., আল কুরআন এবং জাহান্নাম মানুষের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। অতএব এসব উপেক্ষাকারী মানুষ আখিরাতে মহাবিপদের সম্মুখীন হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪. আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবন দ্বারা ইসলামের সত্যতা দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট হয়ে আছে। অতঃপর ঈমান ও আনুগত্যের জন্য ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে মানুষকে।

৫. সুস্পষ্ট প্রমাণ ও দিক-নির্দেশনা লাভ করার পর একমাত্র নির্বোধ লোকেরাই ঈমান ও আনুগত্যের পথ ছেড়ে জাহান্নামের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

৬. ঈমান ও আনুগত্যের পথে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য যথাসাধ্য কাজ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।

৭. প্রত্যেক মানুষ তার নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ—একমাত্র সৎকর্মের দ্বারাই সে নিজেকে এ দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে।

৮. ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকেরা ডানপন্থী, আর ডানপন্থী লোকেরা আখিরাতে তাদের সৎকর্মের ফলে নিজেদেরকে দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত করে নেবে এবং জান্নাতবাসী হবে।

৯. ঈমান ও সৎকর্মে অনিচ্ছুক লোকেরাই বামপন্থী। তারা আখিরাতে দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। ফলে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

১০. বামপন্থীরা চারটি কারণে জাহান্নামবাসী হবে—নামাযী তথা সৎকর্মশীলদের দলে না থাকা, অভাবীদের অভাব দূরীকরণে সক্রিয় না থাকা, দীন ইসলামের মধ্যে খুঁত তালাশকারী দলভুক্ত থাকা, আর আখিরাতে অবিশ্বাস।

১১. মৃত্যুর আগে তাওবা করে নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মের সংশোধন করা ছাড়া আখিরাতে বামপন্থীদের মুক্তি নেই।

১২. বামপন্থীদের জন্য আখিরাতে কেউ সুপারিশ করবে না এবং কারো সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না।

১৩. আল কুরআন মানব জাতির জন্য এক মহামূল্যবান উপদেশবাণী। যে কোনো মানুষ এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে দুনিয়াতে শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তি লাভ করতে পারে।

১৪. ইসলাম বিরোধী শক্তি আল কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ থেকে সিংহ বা শিকারীর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত বন্য গাধার মতো পালিয়ে বেড়ায়।

১৫. ইসলাম বিরোধী কাফির গোষ্ঠী নিত্যনতুন অজুহাত তুলে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে চায়। অতীতে যেমন এরা ছিলো, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

১৬. ইসলামের সত্যতার হাজারো প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বাতিল শক্তি বিভিন্ন খোঁড়া অজুহাত তুলে নিজেদের শোষণ-শাসনকে স্থায়ী করতে চায়, কিন্তু তাদের দুরাশা কখনো বাস্তবায়ন হবে না।

১৭. কুরআন মাজীদ মানব জাতির জন্য এক মহান উপদেশবাণী। যার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যা সুস্পষ্টরূপে মানুষের সামনে ফুটে উঠে।

১৮. কুরআন মাজীদ থেকে উপদেশ গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র মানুষের নিজের ইচ্ছা-ই যথেষ্ট নয় ; তার সাথে আল্লাহর ইচ্ছা-ও সমন্বিত হওয়া প্রয়োজন।

১৯. আল্লাহ-ই একমাত্র ভয়ের পাত্র ; কেননা তিনি-ই বান্দাহকে ক্ষমা করার একমাত্র যোগ্য অধিকারী।

❒

নামকরণ

আল কিয়ামাহ অর্থ মহাপ্রলয় বা কিয়ামত। এ সূরায় শুধুমাত্র কিয়ামত সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ের আলোকে সূরার নামটিকে সূরার শিরোনামও বলা যেতে পারে।

নাযিলের সময়কাল

কোনো হাদীস থেকে সূরাটি নাযিলের সময়কাল জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তুর আলোকে সূরাটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাগুলোর অন্যতম বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সূরার ১৬ থেকে ১৯ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে সম্বোধন করে বলা কথাগুলোর মধ্যে এর প্রমাণ নিহিত রয়েছে। যে পরিস্থিতিতে একথাগুলো বলা হয়েছে, তা কেবল রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াতের প্রথম দিনের ঘটনা। সুতরাং বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী।

আলোচ্য বিষয়

সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো কিয়ামত, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং কিয়ামত ও পুনর্জীবনকে অস্বীকার করার কারণ।

সূরার ১ম থেকে ১০ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের এবং 'নাফসে লাউয়ামাহ' তথা তিরস্কারকারী নাফসের কসম করে বলেছেন যে, মানুষ যতোই ধারণা করুক না কেনো যে, মাটির সাথে মিশে যাওয়া হাড়-মাংসগুলোকে আমি একত্র করতে পারবো না—এটা তাদের ভুল ধারণা। আমি তাদের অঙ্গুলীর গ্রন্থিসমূহ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত করে পুনঃ সৃষ্টি করতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। এ পার্থিব জগতে মানুষ বাধা-বন্ধনহীন, বল্গাহারা ও যথেচ্ছচারী হয়ে আজীবন পাপাচারে লিপ্ত থাকতে চায়। আর এজন্যই তারা কিয়ামত, পুনর্জীবন তথা পরকালকে অস্বীকার করে। কারণ আখিরাতকে মেনে নিলে অনেক নৈতিক বিধিনিষেধ মেনে জীবন যাপন করতে হয়। মানুষ বিদ্রূপচ্ছলে কিয়ামত কখন হবে তা জানতে চায়—এটা তাদেরকে জানানো হবে না। তবে কিয়ামত যখন হবে তখন মানুষ চারদিক থেকে নিজেকে বিপদের মধ্যে নিপতিত দেখতে পাবে, তাদের চোখগুলো স্থির হয়ে যাবে, চাঁদ-সুরুজ আলোহীন হয়ে যাবে। তখন মানুষ বলবে—'আজ পালাবার জায়গা কোথায়?'

১১ থেকে ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সেদিন মানুষের পালাবার কোনো জায়গা থাকবে না। তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হবে তাদের প্রতিপালকের নিকট। সেদিন মানুষের পূর্বাপর সকল কাজের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। এটা করা হবে ইনসাফের

তাকীদে, কিন্তু মানুষ কি করেছে, সে সম্পর্কে সে নিজেই ভালো জানে। তার আমলনামার প্রয়োজন হবে না, তথাপি তার হাতে আমলনামা দেয়া হবে। কারণ তারা নিজেদের অবস্থা জানা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের দোষ গোপন করার চেষ্টা করবে।

১৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত আয়াতে নবী করীম সা.-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি ওহী আয়ত্ব করার জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। ওহী আপনার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে দেয়া আমারই দায়িত্ব। সুতরাং জিবরাঈল আ. যখন আমার পক্ষ থেকে ওহী পাঠ করেন, তখন আপনি মনোযোগ সহকারে শুনুন। অতঃপর তাকে অনুসরণ করে পাঠ করুন। এরপর পঠিত অংশের মর্ম বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।

২০ থেকে ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত ও পুনর্জীবনকে অস্বীকার করার দ্বিতীয় কারণ হলো, দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেয়া এবং এ জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে মুখ্য ও স্থায়ী মনে করা। বলা হয়েছে—আখিরাতে কতেক লোকের চেহারা খুশীতে আলোকোজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের ফায়সালা শোনার জন্য তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকবে। আর কতেক লোকের চেহারায় কালো ছায়া নেমে আসবে। তাদের বিপদ যে সমাগত তা তারা বুঝতে পারবে।

২৬ থেকে ৩০ আয়াতে মানুষের মৃত্যুকালীন দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষের মৃত্যুর সময় প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হবে আর তার স্বজনরা ঔষধপত্র তথা চিকিৎসার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে, তখন কেউ কেউ বলবে—ঝাড়-ফুঁক করার কেউ থাকলে নিয়ে এসো, যাতে তাকে বাঁচানো যেতে পারে। কিন্তু মুমূর্ষ লোকটি বুঝতে পারবে যে, এটা তার বিদায়কাল। অতঃপর সে বিপদের পর বিপদের সম্মুখীন হবে। সেদিন তাকে আল্লাহর নিকট-ই ফিরে যেতে হবে।

৩১ থেকে ৩৫ আয়াতে বর্ণিত কথাগুলো মুফাস্সিরীনে কিরামদের মতে আবু জাহেল সম্পর্কে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত উল্লিখিত আয়াতসমূহে সে বিশ্বাস করে না এবং তার অবিশ্বাসের প্রমাণ হলো সে নামায আদায় করে না ; বরং এটাকে অর্থাৎ আখিরাতকে মিথ্যা মনে করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর সে নবীর দরবার থেকে গর্বের সাথে তার পরিবারের কাছে ফিরে যায়। সে অভিশপ্ত, তার ধ্বংস অনিবার্য।

৩৬ থেকে ৪০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ কি মনে করে যে, তাদেরকে জীব-জন্তুর মতো লাগামহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে ? এ পার্থিব জীবনে তাদের ওপর কোনো নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে না ? আর মৃত্যুর পরে তাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে না ? তাদের নিজেদের সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের ভেবে দেখা উচিত—তারা কি স্খলিত একটি শুক্রবিন্দু ছিলো না ? অতঃপর পর্যায়ক্রমে রক্তপিণ্ড ও মাংসপিণ্ডে পরিণত করে তাদেরকে পূর্ণ মানবাকৃতি দেয়া হয়েছে। আর তাদেরকে যুগল নর-নারী রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথম সৃষ্টিকর্তা যখন আল্লাহ, তখন মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে কেনো ? দ্বিতীয়বার সৃষ্টি তো প্রথমবার সৃষ্টি থেকে সহজ এবং আল্লাহ্ তা করতে পূর্ণ মাত্রায় সক্ষম।

①لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ②وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ③أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ

১. না[১], আমি কিয়ামতের দিনের কসম করছি। ২. আর না, কসম করছি (নিজেকে) তিরস্কারকারী নাফসের[২]—৩. মানুষ কি মনে করে

①لَآ-না ; أُقْسِمُ-আমি কসম করছি ; بِيَوْمِ-দিনের ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের। ②وَ-আর ; لَآ-না ; أُقْسِمُ-আমি কসম করছি ; بِالنَّفْسِ-(ب+ال+نفس)-নাফসের ; اللَّوَّامَةِ-(নিজেকে) তিরস্কারকারী। ③أَيَحْسَبُ-(ا+يحسب)-মনে করে কি ; الْإِنْسَانُ-মানুষ ;

১. এখানে 'লা' অর্থ 'না'—অর্থাৎ তোমরা কিয়ামত ও আখিরাতের জীবন সম্পর্কে যে আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করো, তা কখনো সঠিক নয়। ইতোপূর্বেকার সূরাতে কিয়ামত ও আখিরাতের জীবন সম্পর্কে যে আলোচনা চলছিলো এবং কাফিররা তা অস্বীকার করছিলো ও তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলো, আল্লাহ তা'আলা 'লা' বলে তার প্রতিবাদ করছেন। অতঃপর আল্লাহ সেই কিয়ামতের কসম করছেন যা অবশ্যই সংঘটিত হবে—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

২. 'নফসে লাউয়ামাহ'-এর কসম করে কিয়ামতের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। 'নাফস' শব্দের অর্থ মন বা অন্তর ; আর 'লাউয়ামাহ' শব্দের অর্থ তিরস্কারকারী। 'নাফসে লাউয়ামাহ' অর্থ তিরস্কারকারী মন। মানুষের মন একটাই ; কিন্তু কুরআন মাজীদে এর তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে ঃ

এক ঃ মানুষের মন যখন পাপাচারের দিকে ধাবিত হয় তখন তার নাম হয় 'নাফসে আম্মারাহ'। যেমন সূরা ইউসুফের ৫৩ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে—'ইন্নান-নাফসাহ লা-আম্মারাতুন বিস্-সুয়ি' অর্থাৎ নিশ্চয়ই নাফস মন্দের দিকে প্রলোভিত করে।

দুই ঃ আর এ নাফস যখন পাপাচার ও অন্যায় কাজের জন্য ব্যক্তিকে তিরস্কার করে তখন তাকে বলা হয়, 'নাফসে লাউয়ামাহ'। যেমন আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আধুনিক পরিভাষায় এটাকে 'বিবেক' বলা হয়। এ বিবেক সকল মানুষের মধ্যে রয়েছে। দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যার মধ্যে 'বিবেক' বলে কোনো জিনিস নেই।

তিন ঃ আর যখন ব্যক্তি সঠিক পথে চলে এবং ভুল ও অন্যায়ের পথ ত্যাগ করে তখন এ 'নাফস' তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে—এ নাফস-কে বলা হয় 'নাফসে মুতমাইন্নাহ' তথা 'প্রশান্ত মন'।

সূরার প্রথম দিকের আয়াত দু'টোতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত ও পরকাল অস্বীকৃতির আকীদা খণ্ডনে স্বয়ং কিয়ামত ও 'নাফসে লাউয়ামাহ' তথা তিরস্কারকারী নাফসের কসম করেছেন। এর তাৎপর্য হলো—কোনো বস্তুর সূচনা থাকলে তার শেষ বা অন্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। এ পৃথিবীকে একদিন সৃষ্টি করা হয়েছে—এটা মেনে নিলে, তার শেষ আছে—এটা মেনে নেয়া অনিবার্য। কেননা পৃথিবী প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। পৃথিবী ও সৃষ্টিজগত সর্বদা গতিশীল ও পরিবর্তনশীল হওয়ার কারণে নিত্য নতুন রূপ ধারণ করছে। অতএব একদিন অবশ্যই এটা ধ্বংস হবে—এটা স্বাভাবিক। দিনের সূচনার পর তার অবসান হয়ে রাতের আগমন ঘটে। অতঃপর রাতেরও অবসান হয়। প্রকৃতির আগমন ও নির্গমনের ধারাটি আমাদের চোখের সামনে হচ্ছে। অতএব এ পৃথিবীর যে একদিন অবসান ঘটবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর সে অবসানের ঘটনাটিই হলো মহাপ্রলয় বা কিয়ামত। তাই কসমের মর্ম হলো কিয়ামত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে তার সাক্ষ্যই হলো কিয়ামত।

'নাফসে লাউয়ামাহ' বা তিরস্কারকারী নাফসের কসম করার তাৎপর্য হলো—মানুষ কোনো লাভজনক কাজ করতে না পারলে বা তা হাতছাড়া হয়ে গেলে তার মন তাকে তিরস্কার করে—কেনো সে কাজটি করতে পারলো না, বা কেনো কাজটি হাতছাড়া হয়ে গেলো। পরকালেও কাফির ও পাপিষ্ঠ লোকদের বিবেক তাদেরকে দংশন করতে থাকবে—কেনো তারা দুনিয়াতে ভাল কাজ করেনি। সুতরাং পরকালের জীবন যে সত্য ও অবশ্যম্ভাবী, তার প্রমাণ মানুষের তিরস্কারকারী নাফস তথা বিবেকের মধ্যেই নিহিত। এজন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, নাফসে লাউয়ামার কসম, কিয়ামত ও পরকাল অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যতোই মনে করুক না কেনো, আমি তাদের হাড়গুলোকে জড়ো করে তাদেরকে পুনর্জীবিত করতে পারবো না—এটা তাদের ভুল ধারণা। আমি যেহেতু তাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে প্রথম সৃষ্টি করেছি। তাই মৃত্যুর পর পুনরায় তাদেরকে সৃষ্টি করা আমার জন্য খুবই সহজ কাজ।

উল্লেখ্য যে, 'নাফসে লাউয়ামাহ' বা বিবেক প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিরাজমান। আর মন্দ কাজের জন্য বিবেকের তিরস্কার বা দংশন এবং ভালো কাজের জন্য বিবেকের পরিতৃপ্তির-ই প্রমাণ করে যে, বিবেকের দাবী হলো মন্দ কাজের শাস্তি হোক এবং ভালো কাজের পুরস্কার দেয়া হোক। এটা প্রকৃতিরও স্বাভাবিক দাবী ; কিন্তু এ পৃথিবীতে সব মন্দ কাজের যথাযথ শাস্তিদান এবং সব ভালো কাজের পুরস্কার দান কোনো মতেই সম্ভব নয়। এটা সম্ভব হতে পারে একমাত্র মৃত্যুর পরের জীবনে। আর মৃত্যুর পরে যদি মানব সত্তা বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে তার মন্দ কাজগুলোর শাস্তি থেকে যেমন সে রেহাই পেয়ে যাবে, তেমনি তার অনেক ভালো কাজের পুরস্কার থেকেও সে বঞ্চিত হয়ে যাবে। অথচ বিবেকের দাবী অনুসারে মানুষের ভালো বা মন্দ কাজের প্রতিবিধান না হওয়া উচিত। আর এ প্রতিবিধান না হওয়া ন্যায়-ইনসাফেরও খেলাফ। মহান আল্লাহর রাজত্বে এমন বে-ইনসাফীর কল্পনাও করা যেতে পারে না। সুতরাং মানুষের ভালো-মন্দ কাজের যথাযথ প্রতিবিধান হতে পারে একমাত্র মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে। আর সে জীবনই হলো আখিরাত বা পরকাল।

أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ④ بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ⑤ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَٰنُ

যে, আমি তার হাড়সমূহ কখনো একত্র করতে পারবো না[৩] ? ৪. হাঁ (আমি) সক্ষম এতেও যে, তার অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত যথাযথভাবে পুনর্বিন্যস্ত করে দেবো[৪]। ৫. বরং মানুষ চায়

لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ⑥ يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَٰمَةِ ⑦ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ⑧ وَخَسَفَ

যেনো সে তার ভবিষ্যত জীবনেও পাপ করতে পারে[৫]। ৬. সে জিজ্ঞেস করে—'কবে আসবে কিয়ামত দিবস' ?[৬] ৭. অতঃপর যখন চোখ স্থির হয়ে পড়বে[৭]; ৮. এবং আলোহীন হয়ে পড়বে

أَلَّنْ نَّجْمَعَ-যে, আমি কখনো একত্র করতে পারবো না ; عِظَامَهُ-(عظام+ه)-তার হাড়সমূহ। ④ بَلَىٰ-হাঁ ; قَٰدِرِينَ-(আমি) সক্ষম ; عَلَىٰٓ-এতেও ; أَنْ-যে ; نُّسَوِّيَ-যথাযথভাবে পুনর্বিন্যাস করে দেবো ; بَنَانَهُ-(بنان+ه)-তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত। ⑤ بَلْ-বরং ; يُرِيدُ-চায় ; الْإِنسَٰنُ-মানুষ ; لِيَفْجُرَ-যেনো সে পাপ করতে পারে ; أَمَامَهُ-(امام+ه)-তার ভবিষ্যত জীবনেও। ⑥ يَسْـَٔلُ-সে জিজ্ঞেস করে ; أَيَّانَ-কবে আসবে ; يَوْمُ-দিবস ; الْقِيَٰمَةِ-কিয়ামত। ⑦ فَإِذَا-(ف+اذا)-অতঃপর যখন ; بَرِقَ-স্থির হয়ে পড়বে ; الْبَصَرُ-চোখ। ⑧ وَ-এবং ; خَسَفَ-আলোহীন হয়ে পড়বে ;

৩. অর্থাৎ তোমরা কি মনে করো যে, আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করতে পারবো না ? আমাকে তো তোমরা এ বিশ্ব-জগত এবং এর মধ্যকার সবকিছুর স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করো, তাহলে প্রথমবার যেভাবে তোমাদের শরীরের উপাদানগুলোকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে একত্র করে তৈরি করেছি। সেভাবে দ্বিতীয়বার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে পারবো না কেনো ?

৪. অর্থাৎ তাদের সন্দেহ হয় যে, তাদের হাড়-মাংস পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর আমি তাদেরকে পুনরায় আর জীবিত করতে পারবো না। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের বড় বড় হাড়গুলো একত্র করে দেহ কাঠামো বানানো তো খুবই সহজ ব্যাপার, আমি তাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যংগ এমনকি তাদের আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত আগের মতোই বানিয়ে দেবো। (তাফহীম)

আয়াতে বিশেষভাবে আঙুলের অগ্রভাগ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ তা'আলা এক মানুষ থেকে আর এক মানুষ আলাদা করার জন্য তাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেসব বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন, তন্মধ্যে আঙুলের অগ্রভাগের রেখাও অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা তাই ইরশাদ করছেন যে, তোমরা তো এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করো যে, মানুষকে পুনরায় কিভাবে জীবিত করা হবে ? একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে চিন্তা করো যে, কেবল জীবিত-ই হবে না, বরং তার পূর্বের আকার-আকৃতি ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলো সহকারে জীবিত হবে। এমনকি তার প্রথম সৃষ্টিতে তার আঙ্গুলের অগ্রভাগের রেখা যেমন ছিলো, পুনঃ সৃষ্টিতেও তেমনিই থাকবে।

الْقَمَرُ ۝٩ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝١٠ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝

চাঁদ ; ৯. আর একত্র করা হবে সুরুজ ও চাঁদকে[৮]—১০. সেদিন মানুষ বলবে—পালাবার স্থান কোথায় ?

الْقَمَرُ-চাঁদ। ⑨وَ-আর ; جُمِعَ-একত্র করা হবে ; الشَّمْسُ-সুরুজ ; وَ-ও ; الْقَمَرُ-চাঁদকে। ⑩يَقُولُ-বলবে ; الْإِنسَانُ-মানুষ ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; أَيْنَ-কোথায় ; الْمَفَرُّ-পালাবার স্থান।

৫. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আখিরাত অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাসের মূল কারণ উল্লেখ করেছেন। লাগামহীনভাবে এ দুনিয়াতে অবাধ জীবন যাপন করা মানুষের 'নাফসে আম্মারার' দাবী। মন যা চায় তা অবাধে করতে পারা এবং কারো কাছে জবাবদিহি করা থেকে বেঁচে থাকা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আর তাই কিয়ামত ও পরকালকে বিশ্বাস করে নিলে স্বাভাবিকভাবেই তাকে কিছু নৈতিক বাধ্যবাধকতা মেনে নিতে হয়। যার মন যখন যা চায়, তা সে করতে পারে না—পারে না সে মানুষের ওপর যুলুম-নির্যাতন করতে। মানুষের হক বা অধিকার বিনষ্ট করতেও সে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অন্যায়-অবিচার, কুসংস্কার ও চরিত্র হানিকর কাজে লিপ্ত হতেও জবাবদিহির ভয় তাকে বাধাদান করে। আর কিয়ামত ও আখিরাতে বিশ্বাস না করলে, সে অবাধে সব ধরনের অনৈতিক কাজ অবাধে করতে পারে। প্রবৃত্তির সকল চাহিদা সে পূরণ করতে পারে নির্ভয়ে-নির্দ্বিধায়। চালাতে পারে অবাধে মানুষের ওপর যুলুম-নির্যাতন। অন্যদের হক বা অধিকার হরণ করতেও তার কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, কিয়ামত, আখিরাত তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে অবিশ্বাস করার মূল কারণ হলো, তারা তাদের চলমান অপকর্মগুলো ভবিষ্যতে চালু রাখা। তারা চায় যে, তাদের এ স্বেচ্ছাচারিতা যেনো আজীবন চালাতে পারে এবং তাদের পাপাচার যেনো বাধাহীনভাবে চিরজীবন চলতে পারে। আর এজন্যই তারা কোনো নৈতিক বাঁধনকে স্বীকার করে নিতে চায় না। নচেৎ কিয়ামত ও আখিরাত বুদ্ধি ও যুক্তির নিরিখে এক বাস্তব সত্য। চিরজীবন পাপাচারে লিপ্ত থাকার অদম্য কামনা-বাসনা ছাড়া এটাকে অস্বীকার করার আর কোনো কারণ নেই।

৬. 'কিয়ামত কবে আসবে'—এ প্রশ্ন কিয়ামত সংঘটনের দিন-তারিখ জানতে চাওয়ার জন্য নয়—এটা কিয়ামতকে অস্বীকৃতিমূলক ও বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন।

৭. এ বাক্যের আভিধানিক অর্থ বিদ্যুতের ঝলকে চোখ ঝলসে যাওয়া। এখানে ভয়, বিস্ময় ও আতংকে বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলা, আশ্রয়ের আশায় এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকার পরিস্থিতি বুঝানো হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা দেয়া। (সাফওয়া)

৮. আলোচ্য ৮ ও ৯ আয়াতে সৃষ্টিলোক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রথম পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। চাঁদ আলোহীন হয়ে যাওয়া এবং চাঁদ-সুরুজ একত্রিত হয়ে যাওয়ার কয়েকটি অর্থ হতে পারে—

⑪ كَلَّا لَا وَزَرَ ⑫ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ⑬ يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ

১১. কক্ষণো নয়—(সেখানে) কোনো আশ্রয়স্থল নেই। ১২. সেদিন ঠাঁই হবে আপনার প্রতিপালকের কাছেই। ১৩. সেদিন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে

بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ⑭ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ⑮ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ○

সে সম্পর্কে, যা সে আগে পাঠিয়েছে এবং পেছনে রেখে এসেছে[৯]। ১৪. বরং মানুষ তার নিজের সম্পর্কে খুব অবগত। ১৫. যদিও সে নানা ওযর-আপত্তি পেশ করে।[১০]

⑪ كَلَّا-কক্ষণো নয় ; لَا-(সেখানে) নেই ; وَزَرَ-কোনো আশ্রয়স্থল। ⑫ إِلَى-কাছেই ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; الْمُسْتَقَرُّ-ঠাঁই হবে। ⑬ يُنَبَّؤُا-জানিয়ে দেয়া হবে ; الْإِنْسَانُ-মানুষকে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; قَدَّمَ-সে আগে পাঠিয়েছে ; وَ-এবং ; أَخَّرَ-পেছনে রেখে এসেছে। ⑭ بَلْ-বরং ; الْإِنْسَانُ-মানুষ ; عَلَى-সম্পর্কে ; نَفْسِهِ-(نفس+ه)-তার নিজের ; بَصِيرَةٌ-খুব অবগত। ⑮ وَلَوْ-যদিও ; أَلْقَى-সে পেশ করে ; مَعَاذِيرَهُ-নানা ওযর-আপত্তি।

এক ঃ চাঁদ আলো পায় সুরুজ থেকে, তাই চাঁদ আলোহীন হওয়ার অর্থ সুরুজ আলোহীন হয়ে যাওয়া।

দুই ঃ কিয়ামতের দিন পৃথিবী উল্টো দিকে চলতে শুরু করবে এবং সেদিন চাঁদ ও সুরুজ একই সাথে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।

তিন ঃ কিয়ামতের দিন হঠাৎ পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং সুরুজের ওপর আছড়ে পড়বে। এ ছাড়া আরো কোনো অর্থও হতে পারে, যা বর্তমানে আমাদের বোধগম্য নয়।

৯. ১০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও কঠোরতা দেখে কিয়ামত অস্বীকারকারী কাফিররা হতাশ হয়ে বলতে থাকবে—'এ মহাবিপদ ও আযাব থেকে পালানোর জায়গা কোথায় ?' কারণ প্রাথমিক অবস্থা দেখেই তারা বুঝতে পারবে যে, সেদিন পালানোর স্থান কোথাও নেই। কোনো আশ্রয়স্থলও পাওয়া যাবে না। আল্লাহর আযাব থেকে পালিয়ে যাওয়ার স্থান কোথাও পাওয়া যাবে না।

১২ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সেদিন একমাত্র আশ্রয়স্থল থাকবে আপনার প্রতিপালকের কাছে। আর তা হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তে জান্নাত বা জাহান্নামে শেষ ঠিকানা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তিনি যাকে চাইবেন তাকে জান্নাত দেবেন আর যাকে চাইবেন তাকে জাহান্নাম দেবেন। (কাবীর)

১৩ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সব কয়টি অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

⑯لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ⑰إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ⑱فَإِذَا

১৬. (হে নবী!)[১১] তাড়াতাড়ি তা আয়ত্ব করার জন্য আপনি তার সাথে আপনার জিহ্বাকে নাড়াচাড়া করবেন না। ১৭. তা (কুরআন আপনার অন্তরে) সংরক্ষণ করা ও (আপনাকে) তা পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব অবশ্যই আমার ওপর। ১৮. সুতরাং যখন

⑯لَا تُحَرِّكْ-(হে নবী!) আপনি নাড়াচাড়া করবেন না ; بِهٖ-তার সাথে ; لِسَانَكَ-আপনার জিহ্বাকে ; لِتَعْجَلَ-তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করার জন্য ; بِهٖ-তা (ওহী)। ⑰إِنَّ-অবশ্যই ; عَلَيْنَا-দায়িত্ব আমার ওপর ; جَمْعَهٗ-তা (কুরআন আপনার অন্তরে) সংরক্ষণ করা ; وَ-ও ; قُرْاٰنَهٗ-তা (আপনাকে) পড়িয়ে দেয়ার। ⑱فَإِذَا-সুতরাং যখন ;

প্রথমত, মৃত্যুর পূর্বে সে যেসব নেককাজ ও বদকাজ করেছে সেসব তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। আর তার কৃত নেককাজ ও বদকাজের যে প্রভাব মৃত্যুর পর পরবর্তী বংশধরদের ওপর পড়েছে এবং তা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে চালু থেকেছে তা-ও তাদেরকে সেদিন জানিয়ে দেয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, এর আরেকটি অর্থ হতে পারে যে, যা কিছু তার করা উচিত ছিলো অথচ তা সে করেনি এবং যা কিছু করা উচিত ছিলো না অথচ তা সে করেছে, এসবই তাকে সেদিন জানিয়ে দেয়া হবে।

তৃতীয়ত, আয়াতের তৃতীয় অর্থ হতে পারে যে, যেসব ভালো বা মন্দ কাজ সে আগে করেছে এবং যেসব কাজ সে পরে করেছে, তা দিন-তারিখ সহ তাকে জানিয়ে দেয়া হবে।

চতুর্থত, আয়াতের চতুর্থ অর্থ হতে পারে যে, যেসব ভালো বা মন্দ কাজ সে করেছে তা-ও তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। আর যেসব ভালো বা মন্দ কাজ থেকে সে বিরত থেকেছে তা-ও তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। (তাফহীম)

পঞ্চমত, এর পঞ্চম অর্থ হতে পারে যে, মৃত্যুর আগে নিজের ধন-সম্পদ থেকে যা সে নিজের জন্য ব্যয় করেছে এবং মৃত্যুর পর ওয়ারিসদের জন্য যা কিছু সে রেখে গেছে তা সবই তাকে হাশরের দিন জানিয়ে দেয়া হবে। (মোয়ালেম, খাযেন)

১০. অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ নিজেই তার কাজের সাক্ষী। সে জানে সে কি কাজ করেছে। হাশরের দিন মানুষের সামনে তার আমলনামা তথা তার কাজের প্রতিবেদন পেশ করা হবে। এর উদ্দেশ্য তার কর্ম সম্পর্কে তাকে অবহিত করা নয় ; কারণ তার কর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে সে অবহিত। তবে তার কাজের প্রতিবেদন পেশ করা, প্রকাশ্য আদালতে অপরাধের প্রমাণ দেয়ার জন্য আবশ্যক ; নচেৎ ইনসাফের দাবী পূরণ হয় না। একজন চোর, ডাকাত, অত্যাচারী, ঘুষখোর, সুদখোর, ব্যভিচারী, নাস্তিক, কাফির, মিথ্যাবাদী ও মুনাফিক ব্যক্তি নিজেই তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভালো করেই জানে ; যদিও সে তার অপকর্মের সপক্ষে ওযর-আপত্তি পেশ করুক না কেনো। সে তার বিবেককে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, সত্যিই কিছু বাধ্য-বাধকতা, কিছু বৃহত্তর কল্যাণ এবং

قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

আমি তা পাঠ করি (জিবরাঈলের মাধ্যমে)[১২], তখন আপনি তার পাঠের অনুসরণ করুন। ১৯. অতঃপর তা বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও অবশ্যই আমার ওপর[১৩]। ২০. কক্ষণো নয়[১৪], বরং তোমরা তো দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকেই অর্থাৎ (দুনিয়াকে) ভালোবাস ;

قَرَأْنَهُ-(قرانا+ه)-আমি তা পাঠ করি (জিবরাঈলের মাধ্যমে) ; فَاتَّبِعْ-(ف+اتبع)-তখন আপনি অনুসরণ করুন ; قُرْاٰنَهٗ-(قران+ه)-তার পাঠের। ⑲ ثُمَّ-অতঃপর ; اِنَّ-অবশ্যই ; عَلَيْنَا-দায়িত্বও আমার ওপর ; بَيَانَهٗ-(بيان+ه)-তা বুঝিয়ে দেয়ার। ⑳ كَلَّا-কক্ষণো নয় ; بَلْ-বরং ; تُحِبُّوْنَ-তোমরা তো ভালোবাস ; الْعَاجِلَةَ-দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকে অর্থাৎ (দুনিয়াকে)।

অনিবার্য কিছু প্রয়োজন তাকে একাজ করতে বাধ্য করেছে। এটা সে এজন্য করে, যেনো তার 'নাফসে লাউয়ামাহ' বা বিবেক তাকে তিরস্কার না করে। সুতরাং প্রত্যেক অপরাধী আখিরাতে আল্লাহর আদালতে নিজেই তার কাজের সাক্ষী। কেননা সেদিন বুঝতে পারবে সে কি কাজ করে এসে তার প্রভুর সামনে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া তার হাত, পা, চোখ, নাক ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তার কাজের সাক্ষ্য পেশ করবে। (তাফহীম)

১১. আলোচ্য ১৬-১৯ আয়াত পূর্বাপর সম্পর্কহীন একটি আলাদা প্রসংগ। ২০ আয়াত থেকে পুনরায় আগের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কথা শুরু করা হয়েছে। (তাফহীম)

বুখারীতে ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় এ ভিন্ন প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পটভূমি উল্লিখিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন—রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে যখন ওহী নাযিল হতো, তখন তিনি তা মুখস্থ করার জন্য তাঁর ঠোঁট ও জিহ্বা নাড়াচাড়া করতে তৎপর থাকতেন, যাতে জিবরাঈল-এর পাঠের সাথে সাথে তিনি তা তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে ফেলতে পারেন এবং ওহীর কোনো অংশ তাঁর স্মৃতি থেকে মুছে না যায়। এমতাবস্থায় জিবরাঈল আ. কর্তৃক সূরা কিয়ামার এ আয়াতগুলো পাঠের সময়ও একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো। আর তখনই আল্লাহ তা'আলা কথার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে উপরোক্ত আয়াতগুলো নাযিলের মাধ্যমে বলেন যে, হে নবী ! আপনি কুরআনকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য আপনার ঠোঁট ও জিহ্বা নাড়াচাড়া করবেন না, কুরআন আপনার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমার। জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে আমি যখন কুরআন পাঠ করি, তখন আপনি চুপ করে শুনবেন। অতঃপর তাঁকে অনুকরণ করে আপনি পাঠ করবেন। পরবর্তী সময় আপনাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তা বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার। আপনি নিশ্চিত থাকুন, এ বাণীর একটি শব্দও আপনি ভুলে যাবেন না এবং তা উচ্চারণ করার ব্যাপারেও আপনার বিন্দুমাত্রও ভুল হবে না।-(তাফহীম, খাযেন, লোবাব)

১২. রাসূলুল্লাহ সা.-কে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন জিবরাঈল আ.। কিন্তু এ কুরআন পাঠ জিবরাঈলের নিজস্ব ব্যাপার ছিলো না। নিজ থেকে তিনি এটা পাঠ করতেন না ;

বরং তিনি পাঠ করতেন কুরআনের মূল রচয়িতা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—"আমরা যখন তা পাঠ করি।" এখানে পাঠের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে করা হয়েছে। (তাফহীম)

১৩. আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, জিবরাঈলের মাধ্যমে আমার কুরআন পাঠের পর তা আপনাকে বুঝিয়ে দেয়া আমারই দায়িত্ব। আল্লাহর এ বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে—

এক ঃ লিপিবদ্ধ পবিত্র কুরআন ছাড়া রাসূলুল্লাহ সা.-কে ওহীর মাধ্যমে আরো জ্ঞান দান করা হতো। অর্থাৎ কুরআনের বাণীর অর্থ ওহী দ্বারা বুঝিয়ে দেয়া হতো। এ দ্বিতীয় পর্যায়ের ওহীকে 'ওহীয়ে খফী' বা গোপন ওহী বলা হয়।

দুই ঃ কুরআনুল কারীমের বক্তব্যের তাৎপর্য, ব্যাখ্যা, আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে ওহীয়ে খফীর মাধ্যমে এজন্য জানিয়ে দিয়েছেন, যেনো তিনি সে অনুসারে মানুষকে নিজের কথা ও কাজ দ্বারা সেসব বুঝিয়ে দিতে পারেন। সূরা আন নাহলের ৪৪ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একথাই বলেছেন—"(হে নবী!) আপনার নিকট আমি এ যিক্র (কুরআন) এজন্য নাযিল করেছি, যেনো আপনি তা মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে।"

রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর কাজ শুধুমাত্র মানুষকে আল্লাহর কিতাব পড়ে শুনিয়ে দেয়াই ছিলো না, বরং কিতাবের শিক্ষাদান এবং তার বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে তার সুফল প্রমাণ করে দেয়া-ও তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। একথা কুরআন মাজীদের আরো কয়েক স্থানে বলা হয়েছে।

তিন ঃ কুরআনের শব্দসমূহের অর্থ ও ব্যাখ্যা সেটাই যা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল সা.-কে জানিয়ে দিয়েছেন 'ওহীয়ে খফীর' মাধ্যমে। আর রাসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা তাঁর উম্মতকে কুরআনের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমরা তা জানতে পারি একটি মাত্র উপায়ে—তা হলো রাসূলের সুন্নাহ বা হাদীস।

শুধুমাত্র আরবী ভাষা শিখেই কুরআনিক শব্দের সঠিক অর্থ বুঝা সম্ভব নয়। যেমন 'সালাত' শব্দের অর্থ জানলেই 'সালাত' কেউ আদায় করতে পারবে না, যতোক্ষণ না হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর 'সালাত' আদায়ের পদ্ধতি জেনে না নেবে। আল্লাহ্ তা'আলা যদি জিবরাঈল আ.-কে শিক্ষক নিয়োগ করে রাসূল সা.-কে সালাত আদায়ের পদ্ধতি হাতে কলমে শিক্ষা না দিতেন তাহলে দুনিয়াতে মানুষেরও সালাত আদায়ের পদ্ধতি একরকম হতো না। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুসলমানরা দেড় হাজার বছর পর্যন্ত একই নিয়মে সালাত আদায় করে আসছে—এর কারণ হলো, মহান আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে কুরআনের শব্দ ও বাক্যই নাযিল করেননি ; বরং সেসব শব্দের অর্থ এবং মর্মও রাসূলুল্লাহ সা.-কে পুরোপুরি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সা. সেসব লোকদেরকেই এসব শব্দের অর্থ ও মর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন, যারা তাঁকে আল্লাহর রাসূল ও কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মেনে নিয়েছিলো।

﴿٢١﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢٢﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٤﴾ وَوُجُوهٌ

২১. আর উপেক্ষা করো আখিরাতকে[১৫]। ২২. সেদিন অনেক চেহারা হবে উজ্জ্বল[১৬]— ২৩. তাদের প্রতিপালকের দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে[১৭]। ২৪. আর অনেক চেহারা হবে

(২১) وَ-আর ; تَذَرُونَ-উপেক্ষা করো ; الْآخِرَةَ-আখিরাতকে। (২২) وُجُوهٌ-অনেক চেহারা হবে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; نَاضِرَةٌ-উজ্জ্বল। (২৩) إِلَىٰ-দিকে ; رَبِّهَا-তাদের প্রতিপালকের ; نَاظِرَةٌ-তাকিয়ে থাকবে। (২৪) وَ-আর ; وُجُوهٌ-অনেক চেহারা হবে ;

চার ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের যে ব্যাখ্যা জিবরাঈলের মাধ্যমে রাসূলকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং রাসূল তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে তা সাহাবায়ে কিরামকে শিক্ষা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের পরবর্তী লোকদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন মাজীদের শব্দ ও বাক্যের আল্লাহ-প্রদত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরম্পরা সূত্রে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে একমাত্র হাদীসের মাধ্যমে। সুতরাং হাদীসকে বাদ রেখে কুরআন মাজীদের শব্দাবলীর সঠিক অর্থ বুঝা কোনো মতেই সম্ভব নয়।

১৪. এখান থেকে আবার পূর্বের প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে। কক্ষণো নয় অর্থাৎ তোমাদের পরকাল অস্বীকার করার আসল কারণ এটা নয় যে, কিয়ামত সংঘটন এবং মানুষের পুনর্জীবনে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহকে তোমরা অক্ষম মনে করো ; বরং আসল কারণ হলো এটা (যা ২০ ও ২১ আয়াতে বলা হয়েছে)।

১৫. আখিরাত অস্বীকার করার প্রথম কারণটি ৫ আয়াতে বলা হয়েছে। তার দ্বিতীয় এবং আসল কারণ আলোচ্য ২০ ও ২১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ মানুষ এ জগতে রিপুর তাড়না ও লোভ-লালসার জন্য কোনো নৈতিক বাধা মানতে চায় না। এ জগতের আনন্দ ও সুখ-সমৃদ্ধিকেই সফলতার মাপকাঠি ভেবে সে সমস্ত চেষ্টা-তদবীর ও ক্ষমতাকে তার জন্যই কেন্দ্রীভূত করে থাকে। আখিরাতের পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে সে চিন্তা করে না এবং সে জন্য কোনো কষ্ট স্বীকার করতেও সে রাজী নয়। "নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক"—এ জাহেলী নীতিতে সে বিশ্বাসী। দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ, আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা, মায়া-মহব্বত এবং এখানকার জীবনকেই সে গুরুত্ব দেয় আর যুক্তি দেখায় আখিরাত না হওয়ার পক্ষে। আসলে তার যুক্তি দেখানো সত্যকে ধামাচাপা দেয়া এবং বিবেকের বিরোধিতার অপকৌশল মাত্র। আর এজন্যই আল্লাহ এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামত ও আখিরাতকে তোমাদের অস্বীকার করার আসল কারণ হলো, দুনিয়ার প্রতি তোমাদের মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি, আর আখিরাতের প্রতি তোমাদের উপেক্ষা। আখিরাতে যে পরিণাম হবে তাকে তোমরা তোমাদের সংকীর্ণ মন ও স্বল্পবুদ্ধির কারণেই উপেক্ষা করছো।

সংকীর্ণ মানসিকতা ও স্বল্পবুদ্ধির কারণে তারা মনে করে যে, ভোগ-বিলাসিতার যেসব উপকরণ এ জগতে পাওয়া সম্ভব, তার জন্যই সমস্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করা উচিত। আর

يَوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ ﴿٢٦﴾

সেদিন বিবর্ণ-মলিন। ২৫. তারা বুঝে নেবে যে, তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা হবে। ২৬. কক্ষণো নয়[১৮], যখন (প্রাণ) কণ্ঠ দেশে পৌঁছে যাবে—

يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; بَاسِرَةٌ-বিবর্ণ-মলিন। ﴿২৫﴾ تَظُنُّ-তারা বুঝে নেবে ; أَنْ-যে ; يُفْعَلَ-করা হবে ; بِهَا-তাদের সাথে ; فَاقِرَةٌ-কঠোর আচরণ। ﴿২৬﴾ كَلَّا-কক্ষণো নয় ; إِذَا-যখন ; بَلَغَتِ-পৌঁছে যাবে (প্রাণ) ; التَّرَاقِيَ-কণ্ঠদেশে।

তা পাওয়া গেলেই জীবন সফল বলে তারা মনে করে, তাতে আখিরাতের পরিণাম যতো খারাপই হোক না কেনো তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, এখানকার দুঃখ-বেদনা ও ক্ষতি থেকে যে কোনোভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে—আখিরাতের ব্যাপারটা যেহেতু অনেক দূরে, তাই সে চিন্তাটা পরে করলেই চলবে।

১৬. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আনন্দ ও খুশীতে কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা হবে হাস্যোজ্জ্বল। কারণ তারা যে আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছিলো, তা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস মতে এখন তাদের চোখের সামনে উপস্থিত। যে আখিরাতের প্রতি তারা ঈমান এনে দুনিয়াতে অবৈধ উপায়-উপাদান এবং কাজকর্ম থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলো, দীনের পথে চলতে গিয়ে স্বীকার করে নিয়েছিলো অনেক ক্ষয়ক্ষতি, সে আখিরাতকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তারা দুনিয়াতে যে জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলো তা ছিলো নির্ভুল সিদ্ধান্ত। যার ফলে তারা এখন তার শুভ ও সর্বোত্তম প্রতিদান পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। (তাফহীম)

১৭. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেদিন যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা হবে মু'মিন, আর মু'মিনরাই আল্লাহকে দেখতে পাবে। কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকরা আল্লাহকে দেখতে পাবে, না-কি দেখতে পাবে না, এ ব্যাপারে মতান্তর রয়েছে। কুরআন মাজীদ ও অনেক হাদীস থেকে জান্নাতীদের আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে মজবুত প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে স্তর অনুসারে কেউ দৈনিক দু'বার, কেউ একবার আবার কেউ সপ্তাহে একবার আল্লাহকে দেখতে পাবে।

দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে কেউ নিজ চোখে দেখতে পাবে না, এ ব্যাপারে গোটা মুসলিম উম্মাহ এবং হাক্কানী তথা সত্য সন্ধানী ওলামায়ে কিরাম একমত। হাক্কানী ওলামায়ে কিরামদের মতে রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। মুসলিম শরীফের একটি হাদীস থেকে জানা যায়—আবু যর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখেছিলেন ? জবাবে তিনি বলেছেন, নূর কিভাবে দেখবো।"

দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়—এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে উল্লিখিত আছে যে, মূসা আ. আল্লাহকে দেখতে চাইলে আল্লাহ বলেছিলেন—"তুমি আমাকে কখনো

﴿٢٧﴾ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٨﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٩﴾ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ

২৭. এবং বলা হবে—কে আছে ঝাড়-ফুঁককারী[১৯] ? ২৮. আর সে (তখন) বুঝে নেবে—অবশ্যই এটা (দুনিয়া থেকে) বিদায়ের সময়। ২৯. আর (তখন) পায়ের (এক) নলা (অপর) নলার সাথে জড়িয়ে যাবে।[২০]

﴿٣٠﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ

৩০. সেদিনটি হবে আপনার প্রতিপালকের কাছে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিন।

(২৭)-وَ-এবং ; قِيلَ-বলা হবে ; مَنْ-কে আছে ; رَاقٍ-ঝাড়-ফুঁককারী। (২৮)-وَ-আর ; ظَنَّ-সে (তখন) বুঝে নেবে ; أَنَّهُ-(ان+ه)-অবশ্যই এটা ; الْفِرَاقُ-(দুনিয়া থেকে) বিদায়ের সময়। (২৯)-وَ-আর (তখন) ; الْتَفَّتِ-জড়িয়ে যাবে ; السَّاقُ-পায়ের (এক) নলা ; بِالسَّاقِ-(ب+ال+ساق)-(অপর) নলার সাথে। (৩০)-إِلَىٰ-কাছে ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; يَوْمَئِذٍ-সেদিনটি হবে ; الْمَسَاقُ-হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিন।

(দুনিয়াতে) দেখতে পাবে না।" অন্যত্র বলা হয়েছে, "দৃষ্টিশক্তিসমূহ তাঁকে দেখতে সক্ষম নয়, তিনিই বরং দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ব করেন—তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী (সর্ববিষয়ে) ভালোভাবে ওয়াকিফহাল।" (শারহুল আকীদাতুত ত্বহাবিয়া, তাফহীম, কুরতুবী)

১৮. অর্থাৎ পরকাল অস্বীকারকারী কাফিরদের ঈমান গ্রহণ কক্ষণো সহজ ব্যাপার নয়—তা সুদূর পরাহত। সুতরাং তাদের ঈমান আনয়নের আশা করা বৃথা। (কুরতুবী)

১৯. আয়াতে উল্লিখিত 'রা-ক্বিন' শব্দের দুটো অর্থ—ঝাড়-ফুঁককারী ও উর্ধে উত্তোলনকারী। প্রথম অর্থ অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে—আছে কি কোনো ঝাড়-ফুঁককারী ? অর্থাৎ মৃত্যুর সময় রোগীর জীবন বাঁচানোর জন্য সব ঔষধপত্র থেকে নিরাশ হয়ে আত্মীয়-স্বজনরা বলবে যে, ঔষধে কোনো কাজ হবে না, তাবীয-তুমার-দাতা ও ঝাড়-ফুঁককারী কেউ থাকলে ডেকে আনো। তাকে ঝাড়-ফুঁক দ্বারা হয়তো রক্ষা করা যেতে পারে।

'রা-ক্বিন' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে আয়াতের মর্ম হবে—এ ব্যক্তির রুহকে উর্ধে তুলে নেবে—আযাবের ফেরেশতা, না-কি রহমতের ফেরেশতা ? এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের মধ্যে বাদানুবাদ হবে। অবশেষে লোকটি নেক্‌কার হলে রহমতের ফেরেশতা তার প্রাণ উর্ধে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। আর যদি বদকার হয়, তাহলে আযাবের ফেরেশতা তার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যাবে। (তাফহীম)

২০. 'সা-ক্' শব্দের অর্থ পায়ের নলা। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন থেকে হাশর-পুলসিরাতে কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের ওপর পর্যায়ক্রমে এমন বিপদ-মসীবত আসতে থাকবে যে, বিপদের কঠোরতায় তাদের পায়ের নলা শুকিয়ে একটার সাথে

আরেকটা জড়িয়ে যাবে। এখানেই শেষ নয় অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। (খাযেন, মোয়ালেম, কাসীর)

১ম রুকূ' (১-৩০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিতব্য একটি বিষয়, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলার কিয়ামতের দিনের কসম-ই তার প্রমাণ।

২. মানুষের 'নাফসে লাউয়ামাহ' বা তিরস্কারকারী নাফস বা বিবেক কিয়ামত সংঘটনকে যুক্তি ও বুদ্ধির নিরিখে অবশ্যম্ভাবী বলে প্রমাণ পেশ করে।

৩. বিশ্বস্রষ্টা মানুষকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন ; সুতরাং কিয়ামতের পরে মানুষকে পুনর্জীবিত করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ কাজ।

৪. মানুষের বর্তমান শারীরিক কাঠামোকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করেও আল্লাহ তা'আলা পরিপূর্ণভাবেই মানুষকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম।

৫. আখিরাত বা পরকালকে যারা অবিশ্বাস করে তারা নিজেদের খেয়াল খুশির গোলাম। কারণ আখিরাত বিশ্বাস করলে তাদেরকে নৈতিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়।

৬. কিয়ামতে অবিশ্বাসী কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকরা যখন কিয়ামতের দিনকে চাক্ষুষ দেখতে পাবে, তখন আতংকে তাদের চোখ স্থির হয়ে যাবে।

৭. কিয়ামতের দিন সুরুজ আলোহীন হয়ে যাবে, ফলে চাঁদও আলোহীন হয়ে পড়বে, কারণ চাঁদের আলো সুরুজ থেকে প্রাপ্ত।

৮. কিয়ামতের দিন সুরুজ ও চাঁদ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হারিয়ে একত্র হয়ে যাবে ; আর পৃথিবী বিপরীত দিকে চলতে শুরু করবে, ফলে সুরুজ বিপরীত দিক থেকে উদিত হবে।

৯. কিয়ামতের দিন আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া মানুষের আর কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না।

১০. কিয়ামতের দিন মানুষ নিজের সকল কর্মের রিপোর্ট বা প্রতিবেদন এবং তার কাজের যেসব প্রভাব দুনিয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে তা-ও নিজ চোখে দেখতে পাবে।

১১. মানুষ তার নিজের সকল কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত, যদিও সে তার অপকর্মগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন অজুহাত পেশ করুক না কেনো।

১২. কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহর তত্ত্বাবধানে জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে মহানবী সা.-এর অন্তরে সংরক্ষিত হয়েছে। সুতরাং কুরআন মাজীদে অণু পরিমাণ ভুল-ভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই।

১৩. আল্লাহ তা'আলা মহানবীকে কুরআন পাঠের নিয়মই শিখিয়ে দেননি, বরং কুরআন মাজীদের শব্দ ও বাক্যগুলোর সঠিক মর্মও তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

১৪. কুরআন মাজীদ ছাড়াও মহানবীর নিকট 'ওহীয়ে খফী'র মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের মর্ম বুঝিয়ে দিয়েছেন, যা মহানবীর বাণী, কর্ম ও অনুমোদন তথা হাদীস ও সুন্নাহ রূপে আমাদের সামনে বর্তমান রয়েছে।

১৫. মহানবীর হাদীস ও সুন্নাহ, এক কথায় মহানবীর পবিত্র জীবন কুরআন মাজীদেরই পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা।

১৬. দুনিয়া পূজারীরা আখিরাতে অবিশ্বাসী ; এরাই আখিরাতকে উপেক্ষা করে নিজেদের প্রবৃত্তির নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে।

১৭. আখিরাতে বিশ্বাসী মু'মিনদের চেহারা কিয়ামতের দিন আলোকোজ্জ্বল হবে, কেননা তারা তাদের বিশ্বাসের হুবহু প্রতিফলন দেখতে পাবে।

১৮. মু'মিনরা সেদিন তাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহকে সরাসরি নিজ চোখে দেখতে পাবে।

১৯. কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকরা আল্লাহকে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে।

২০. ইসলাম-বিমুখ বিদ্রোহী শক্তির দোসরদের চেহারা কিয়ামতের দিন বিবর্ণ-মলিন হবে। তারা তাদের কঠোর পরিণাম সম্পর্কে বুঝতে পারবে।

২১. হিদায়াত লাভের পূর্বশর্ত হলো আখিরাত বা পরকাল বা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং যাদের আখিরাতে বিশ্বাস নেই, তাদের ঈমান আনার আশা সুদূর পরাহত।

২২. মৃত্যুকালীন ঈমান ও তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ঈমান ও তাওবার মাধ্যমে নিজেদেরকে শুধরে নিতে হবে এখন থেকেই।

২৩. মানুষের মৃত্যু যখন সমাগত হয় তখন তার সমগ্র জীবনই তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, সে তখন দুনিয়া থেকে তার বিদায়ের ব্যাপার বুঝতে পারে।

২৪. ইসলাম-বিরোধী কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক কিয়ামতের দিন কঠোর বিপদের মুখোমুখী হবে।

২৫. কিয়ামতের দিন সকল মানুষকেই আল্লাহর বিচারালয়ে হাজির করা হবে এবং দুনিয়ার জীবনের খুঁটিনাটি সকল কাজের হিসাব দিতে হবে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৮
আয়াত সংখ্যা-১০

٣١ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ٣٢ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٣٣ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ

৩১. আর সে (কুরআনকে) সত্যায়ন করেনি এবং নামাযও আদায় করেনি। ৩২. বরং মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ৩৩. অতঃপর সে নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে গিয়েছে

يَتَمَطَّىٰ ٣٤ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ٣٥ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ٣٦ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ

গর্ব-অহংকার করে[২১]। ৩৪. তোমার জন্য দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ। ৩৫. আবারও তোমার জন্য দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ।[২২] ৩৬. মানুষ[২৩] কি মনে করে

৩১ فَلَاصَدَّقَ-(ف+لاصدق)-আর সে (কুরআনকে) সত্যায়ন করেনি ; وَ-এবং ; لَاصَلّٰى-নামাযও আদায় করেনি। ৩২ وَلٰكِنْ-বরং ; كَذَّبَ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; وَ-এবং ; تَوَلّٰى-মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ৩৩ ثُمَّ-অতঃপর ; ذَهَبَ-সে ফিরে গিয়েছে ; اِلٰى-কাছে ; اَهْلِهٖ-(اهل+ه)-নিজ পরিবার-পরিজনের ; يَتَمَطّٰى-গর্ব-অহংকার করে। ৩৪ اَوْلٰى - দুর্ভোগ ; لَكَ-তোমার জন্য ; فَاَوْلٰى-(ف+اولى)-আর দুর্ভোগ। ৩৫ ثُمَّ-আবারও ; اَوْلٰى-দুর্ভোগ ; لَكَ-তোমার জন্য ; فَاَوْلٰى-(ف+اولى)-আর দুর্ভোগ। ৩৬ اَيَحْسَبُ-(ا+يحسب)-মনে করে কি ; الْاِنْسَانُ-মানুষ ;

২১. অর্থাৎ সে লোকটি ঈমানও আনলো না এবং নামাযও আদায় করলো না ; বরং সে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সা.-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করে মুখ ফিরিয়ে গর্ব-অহংকার করে চলে গেলো নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে। এখানে যে লোকটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সে লোকটি ছিলো আবু জাহেল। মুফাস্‌সিরীনে কিরামের মতে এ লোকটিই সূরা কিয়ামার প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর উল্লিখিত আচরণ করেছিলো।

৩১ আয়াতের কথাটি বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আসমানী কিতাব তথা আল কুরআনের সত্যতা মেনে নেয়া ও তার ঈমান আনার প্রাথমিক ও অনিবার্য দাবী হচ্ছে রীতিমত সালাত আদায় করা। আল্লাহর শরীয়তের অন্যান্য বিপুল ও ব্যাপক আইন-বিধান পালনের ব্যাপার তো পরবর্তী পর্যায়ে আসে। ঈমান গ্রহণের কিছু সময় পরেই সালাতের সময় উপস্থিত হয়। আর কোনো ব্যক্তি মুখে ঈমানের যে ঘোষণা দিয়েছে, তা তার অন্তরের প্রতিধ্বনি, না-কি তা শুধুমাত্র মৌখিক কথা, তা সালাতের সময় উপস্থিত হলেই জানা যায়। ঈমানের ঘোষণা যদি তার অন্তরের প্রতিধ্বনি হয়, তখন সালাতের সময় উপস্থিত হলে

أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُمْنَى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً

যে, তাকে এমনি অর্থহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে ?[২৪] ৩৭. সে কি ছিলো না শুক্রের একটি ফোঁটা যা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। ৩৮. তারপর সে ছিলো জমাট রক্তপিণ্ড রূপে,

أَنْ-যে ; يُتْرَكَ-তাকে ছেড়ে দেয়া হবে ; سُدًى-এমনি অর্থহীনভাবে। ﴿٣٧﴾ أَلَمْ يَكُ-(ا+لم يك)-সে কি ছিলো না ? نُطْفَةً-একটি ফোঁটা ; مِّنْ مَّنِيٍّ-(من+منى)-শুক্রের ; يُمْنَى-যা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। ﴿٣٨﴾ ثُمَّ-তারপর ; كَانَ-সে ছিলো ; عَلَقَةً-জমাট রক্তপিণ্ড রূপে ;

সে সকল কাজ স্থগিত রেখে সালাত আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। আর যদি তা না হয়, তার নিকট সালাতের কোনো গুরুত্ব থাকবে না। (তাফহীম)

২২. মুফাস্সিরীনে কিরাম আলোচ্য আয়াতের 'আওলা লাকা' শব্দের যে কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করেছেন, তা হলো—'তোমার জন্য দুর্ভোগ', 'তোমার জন্য ধ্বংস' 'তোমার ওপর লা'নত' ইত্যাদি। মূলত এসব অর্থই সমার্থক।

আল্লামা ইবনে কাসীর-এর মতে এর মর্ম হলো—আবু জাহেলকে বলা হয়েছে—তুমি যখন স্রষ্টা, কিয়ামত ও আখিরাত অস্বীকার করেছো, তখন তোমার পক্ষে এমন আচরণই শোভা পায়, যা তুমি অবলম্বন করেছো। আসলে এটা বিদ্রূপাত্মক কথা। যেমন কুরআন মাজীদের সূরা দুখান-এর ৪৯ আয়াতে বলা হয়েছে—"(জাহান্নামের শাস্তি) উপভোগ করো, তুমি তো অতি বড় পরাক্রমশালী, সম্মানিত।"

২৩. এখানে আগের কথার জের টেনে বলা হয়েছে যে, মানুষ যা কিছু মনে করুক না কেনো, আখিরাত তথা মৃত্যুর পরের জীবন অনিবার্য সত্য।

২৪. যেসব উটকে বেঁধে রাখা হয় না ; বরং উদ্দেশ্যহীনভাবে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়, সেগুলোকে 'সুদা' বলা হয়। 'লাগামহীন উট' এ ধরনের উটকে বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—মানুষ কি নিজেকে লাগামহীন উট মনে করেছে যে, তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক তাকে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন ? দুনিয়াতে তার কি কোনো দায়িত্ব কর্তব্য নেই ? তার প্রতি স্রষ্টার কোনো বিধি-নিষেধ নেই ? তাকে কি তার প্রতি নির্দেশিত দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না ? তাকে কি তার প্রতিপালক কখনো খুঁজে পাবেন না ? দুনিয়ার জীবন শেষে সে কি মাটির সাথে মিশে যাবে ? কুরআন মাজীদের সূরা আল মু'মিনূন-এর ১১৫ আয়াতে একথাটি বলা হয়েছে ; আল্লাহ বলেন—"তবে কি তোমরা ধারণা করে নিয়েছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না ?"

সূরা আল মু'মিনূন-এর উপরোক্ত আয়াত এবং সূরা আল কিয়ামাহর আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, মানুষকে দুনিয়াতে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।

فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى ﴿٣٩﴾

অতঃপর তিনি (আল্লাহ তাকে) মানবাকৃতি দান করেন এবং (তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) সুসমন্বিত করেন। ৩৯. তারপর তা থেকে তিনি সৃষ্টি করেন জোড়ায় জোড়ায় নর ও নারী।

أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

৪০. এতেও কি তিনি মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন ?[২৫]

فَخَلَقَ-অতঃপর তিনি (আল্লাহ তাকে) মানবাকৃতি দান করেন ; فَسَوّٰى-এবং (তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুসমন্বিত করেন। ﴿٣٩﴾ فَجَعَلَ-(ف+جعل)-তারপর তিনি সৃষ্টি করেন ; مِنْهُ-(من+ه)-তা থেকে ; الزَّوْجَيْنِ-জোড়ায় জোড়ায় ; الذَّكَرَ-নর ; وَ-ও ; الْأُنْثٰى-নারী। ﴿٤٠﴾ أَلَيْسَ ذٰلِكَ-এতেও কি নন ; بِقٰدِرٍ-তিনি সক্ষম ; عَلٰى أَنْ يُّحْيِ-পুনর্জীবিত করতে ; يَ الْمَوْتٰى-মৃতদেরকে।

মানুষ ও পশুতে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, মানুষের ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা আছে, যা পশুদের নেই। মানুষের কাজে ভালো-মন্দের প্রশ্ন জড়িত ; কিন্তু পশুদের কাজে ভালো-মন্দের প্রশ্ন থাকে না। মানুষের কাজের সুদূর প্রসার ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আছে ; কিন্তু পশুদের কাজের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এ রকম নয়। মানুষের কোনো কোনো কাজ দ্বারা লক্ষ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ; চলতে পারে সে মন্দ কাজের প্রতিক্রিয়া যুগ যুগ ধরে ; কিন্তু পশুদের ব্যাপারে তেমন নয়। সুতরাং মানুষকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করে তার কাজের পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করতে হবে—এটাই স্বয়ং মানুষের বিবেকেরও দাবী।

২৫. মানুষের মৃত্যুর পরও যে জীবন আছে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার প্রমাণ করেছেন। মাতৃগর্ভে নিক্ষিপ্ত এক ফোঁটা শুক্রের মধ্য থেকে একটি শুক্রকীট থেকে সৃষ্টির কাজ শুরু হওয়ার পর একটি পূর্ণাংগ মানবদেহ গঠন করা পর্যন্ত সমস্ত কাজ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও সৃষ্টিকুশলতার অনিবার্য ফলশ্রুতি। যারা একথা মনে-প্রাণে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তাদের নিকট আখিরাতের জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠার কোনো সুযোগ নেই। কেননা যে আল্লাহ মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি অবশ্যই মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সহজভাবেই সক্ষম। অতঃপর তাদের নিকট থেকে এ দুনিয়াতে তাদেরকে দেয়া দায়িত্ব-কর্তব্যের ব্যাপারে হিসাব গ্রহণ করে পুরস্কার ও শাস্তি দিতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম।

২য় রুকূ' (৩১-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ঈমানের পর একজন মু'মিনের সর্বপ্রথম কাজ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা—এটা হলো ঈমানের বাস্তব প্রমাণ।

২. যে ব্যক্তি মুখে ঈমানের দাবী করলো আর কিছু সময় পরেই যখন সালাতের সময় এসে উপস্থিত হলো, তখনই তার ঈমান সঠিক কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

৩. ঈমানের দাবীর সাথে সালাতের আমল না থাকলে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তার অন্য কোনো সৎকর্মও আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

৪. ঈমান ও সৎকর্ম ছাড়া আখিরাতের সফলতা লাভের কোনো অবকাশ নেই। আখিরাতে এমন লোকের ধ্বংস অনিবার্য।

৫. মানুষকে দুনিয়াতে লাগামহীন উটের মতো দায়-দায়িত্বহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি ; আর তাই মানুষের পরিণতিও পশুর মতো হতে পারে না।

৬. মানুষের ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা আছে, পশুর তা নেই। সুতরাং মানুষকে তার ইখতিয়ার ও স্বাধীনতার জন্য অবশ্যই তার প্রতিপালকের নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

৭. মানুষের কাজে ভালো-মন্দের প্রশ্ন আছে, পশুর কাজে ভালো-মন্দের প্রশ্ন নেই। সুতরাং তার ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি পাওয়া যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির দাবী।

৮. একজন অত্যাচারী ও পাপাচারী মানুষ, যার যুলুম-অত্যাচার, পাপকর্মের ফলে অন্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এবং সুদীর্ঘকাল তার যুলুম-অত্যাচারের কুফল মানুষ ভোগ করতে থাকে, তার এ কাজের শাস্তি পাওয়া অবশ্যই সকলের কাম্য। দুনিয়াতে তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া সম্ভব হয় না।

৯. একজন সৎকর্মশীল মানব কল্যাণকারী মানুষ, যার কর্মের ফলে বহু মানুষ সুদূর প্রসারী সুফল পেতে থাকে, তার কর্মের যথোপযুক্ত প্রতিদানও দুনিয়াতে দেয়া সম্ভব হয় না। অথচ তার প্রতিদান দেয়াও সকলের কাম্য।

১০. উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর মানুষের কাজের যথোপযুক্ত প্রতিদান একমাত্র মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেই দেয়া সম্ভব। আর মৃত্যুর পরে যদি কোনো জীবন না থাকে তাহলে যালিমরা যুলুমের শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে এবং সৎকর্মশীলরা সৎকর্মের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে।

১১. মানুষের জন্মলাভের পর্যায়ক্রম সম্পর্কে চিন্তা করলে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের সম্ভাব্যতা প্রমাণিত হয়।

১২. এক ফোঁটা শুক্রের মধ্যকার অগণিত শুক্রকীট থেকে একটি মাত্র শুক্রকীট দ্বারা একটি পূর্ণাংগ মানবদেহ যিনি সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি অবশ্যই মানুষকে পুনর্জীবন দানে অতি সহজেই সক্ষম।

১৩. মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় আনুপাতিক হারে নর-নারী হিসেবে সৃষ্টি করাও আল্লাহর কুদরতের এক অনুপম নিদর্শন।

১৪. নর-নারীর আনুপাতিক হার যেমন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় ; বরং এক মহান বিজ্ঞানময় সত্তার সুপরিকল্পনার ফসল, তেমনি সে মহান সত্তা অবশ্যই মানুষকে পুনর্জীবিত করতে এবং হিসাব নিতে সক্ষম।

❑

নামকরণ

এ সূরার দুটো নাম—'আদ দাহর' ও 'আল ইনসান'। 'আদ দাহ্‌র' অর্থ যুগের আবর্তন বা কালের প্রবাহ ; আর 'আল ইনসান' অর্থ মানুষ। দুটো নামই সূরার প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরাটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কী জীবনে নাযিল হয়েছে, না-কি মাদানী জীবনে নাযিল হয়েছে, এ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরীনে কিরামের মতপার্থক্য রয়েছে। তবে সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে এবং বেশ কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সিরের মতে সূরাটি মাক্কী বলেই প্রমাণিত হয়। শুধু তাই নয়, মাক্কী জীবনে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হয়েছে বলে সূরাটির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো—এ দুনিয়াতে মানুষের অবস্থান কি এবং তাদেরকে এ জগতে কেনো পাঠানো হয়েছে, এখানে তার কর্তব্য কি ? দুনিয়াতে তাদেরকে ঈমানের পথ ও কুফরের পথ—এ দুটো পথের যে কোনো একটি পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করবে, তাদের পুরস্কার আখিরাতে হবে, আর যারা কুফরের পথ গ্রহণ করবে তাদের পরিণামই বা কি হবে, এসব বিষয়ের আলোচনা এ সূরায় করা হয়েছে।

১ম থেকে ৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন নর-নারীর দেহের ভেতর শুক্রকীটরূপে অবস্থান করছিলো, তখন তারা উল্লেখযোগ্য বস্তু বলতে কিছুই ছিলো না। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে নর-নারীর মিশ্রিত শুক্রের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার এ পরীক্ষাগারে তাদের ঈমানের পরীক্ষা নেয়া। তাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাদেরকে চোখ ও কান দেয়া হয়েছে। যাতে তারা ভালো-মন্দ দেখে-শুনে সঠিক পথ বেছে নিতে পারে। তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে, তাদের নিকট নবী-রাসূল ও আসমানী-কিতাব পাঠিয়ে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অতঃপর তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ভালো-মন্দ এবং ঈমান ও কুফরের মধ্যে যে কোনো একটি পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তারা চাইলে ঈমানের পথ গ্রহণ করে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহদের দলে শামিল হতে পারে, আবার চাইলে কুফরের পথ গ্রহণ করে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ মানুষের দলে শামিল হতে পারে। কিন্তু যারা কুফরের পথ গ্রহণ করে অকৃতজ্ঞদের দলে শামিল হবে, তাদের শাস্তির জন্য

শৃংখল-বেড়ী ও লেলিহান আগুন তৈরি করে রাখা হয়েছে। আর যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করে কৃতজ্ঞ বান্দাহদের দলে শামিল হবে, তাদের জন্য রাখা হয়েছে চিরন্তন জান্নাত। সেখানে তারা কর্পুর মিশ্রিত পানীয় পান করবে।

৭ থেকে ২২ আয়াতে মু'মিন বান্দাহদের প্রশংসা করে জান্নাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মু'মিন বান্দাহগণ আল্লাহর নামে কৃত মানত যথাযথভাবে আদায় করে এবং 'তারা কিয়ামতের দিনকে ভয় করে, যে দিনের বিপদ হবে সুদূরপ্রসারী। তারা আল্লাহর ভালোবাসায় ইয়াতীম, মিসকীন ও বন্দীগণকে পানাহার করায়—দুনিয়ার কোনো স্বার্থ লাভের জন্য নয়। এমনকি তারা এ কাজে উল্লিখিত অভাবী লোকদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা লাভেরও আশা করে না। তারা কঠিন হাশরের দিন ও হিসাব-নিকাশের ভয় করে। এসব নেক বান্দাহরাই আখিরাতে আল্লাহর নিয়ামত লাভ করে পরম আনন্দ ও সুখময় জীবন উপভোগ করবে। সেদিন তাদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে । এ নিয়ামত তাদেরকে দেয়া হবে আল্লাহর পথে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বনের প্রতিদানে। তারা সেই অফুরন্ত সুখের আবাস জান্নাতে পরিধান করবে মহামূল্যবান রেশমী পোশাক। স্বর্ণ-রৌপ্যের মূল্যবান অলংকার তাদের দেহে শোভা পাবে, তাদের সেবা-যত্নের জন্য সেখানে থাকবে হুর-গেলমান। তাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সেখানে থাকবে উন্নতমানের পানীয়ের ব্যবস্থা। তাদের ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্রগুলো হবে রৌপ্য ও উন্নতমানের কাঁচের তৈরী। সব রকমের ফল-ফলাদি তাদের জন্য সেখানে সদা-সর্বদা মজুদ থাকবে। তারা সেখানে 'সালসাবীল' নামক ঝরণার আদ্রক মিশ্রিত সুপেয় পানীয় পান করবে। চির-কিশোর সেবকরা তাদের আপ্যায়নের জন্য সদা-প্রস্তুত থাকবে। অতঃপর রাসূলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, হে নবী! আপনি যদি এসব দেখেন তখন দেখতে পাবেন রাশি রাশি নিয়ামত ও বিশাল সাম্রাজ্য। তাদেরকে বলা হবে যে, এসব তোমাদের কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তোমাদের পুরস্কার।

২৩ থেকে ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ কুরআন আপনার প্রতি বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের হুকুমের আনুগত্য করুন, পাপীষ্ঠ কাফিরদের কথা মানবেন না। সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালককে স্মরণ করুন এবং রাতে বেশ কিছু সময় নামাযে অতিবাহিত করুন। কাফিররা পার্থিব জীবনকে বেশী ভালোবাসে বলেই আখিরাত সম্পর্কে গাফিল। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; আমি চাইলে তাদের পরিবর্তে অন্য কোনো জাতি সৃষ্টি করতে পারি। বস্তুত এ কুরআন হলো উপদেশের ভাণ্ডার। যার ইচ্ছা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে তার প্রতিপালকের দেখানো পথ গ্রহণ করুক অথবা তা পরিহার করুক। আসলে আল্লাহর ইচ্ছা-ই সর্বত্র কার্যকরী হয়, তোমরা চাইলেই কিছু হয়ে যায় না। আল্লাহ যাকে চান তাঁর অনুগ্রহের শামিল করেন। তবে সীমালংঘনকারী কাফিরদের জন্য রয়েছে চিরন্তন নির্মম শাস্তি।

❑

① هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ○

১. মানুষের ওপর কি কালের প্রবাহে এমন একটি সময় এসেছিলো (যখন) সে ছিলো না উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তু ?[১]

①هَلْ-কি ; أَتٰى-এসেছিলো ; عَلٰى-ওপর ; الْإِنْسَانِ-মানুষের ; حِيْنٌ-এমন একটি সময় ; مِّنَ الدَّهْرِ-কালের প্রবাহে ; لَمْ يَكُنْ-(যখন) সে ছিলো না ; شَيْئًا-কোনো বস্তু ; مَّذْكُوْرًا-উল্লেখযোগ্য।

১. অর্থাৎ মানুষের ওপর দিয়ে মহাকালের প্রবাহে এমন একটা সময় কি অতিবাহিত হয়নি, যখন মানুষের কোনো অস্তিত্ব বলতে কিছুই ছিলো না ? এ প্রশ্নবোধক কথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বীকৃতি চেয়েছেন, মানুষ যেনো এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং এ চিন্তা-ভাবনা করে যে, যে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তাঁর অবাধ্য হওয়া মানুষের পক্ষে কখনো সমিচীন নয়।

আয়াতে 'ইনসান' শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে মানবজাতিকে বুঝানো হয়েছে। 'দাহর' অর্থ অন্তহীন মহাকাল, যার আদি-অন্ত কিছুই মানুষের জানা নেই। আর 'হীনুন' অর্থ অন্তহীন মহাকালের বিশেষ একটা সময় বা মহাকালের প্রবাহে অতিবাহিত একটা বিশেষ সময়, যখন মানুষ অস্তিত্ব লাভ করেনি। প্রত্যেক মানুষ এ সময় অতিক্রম করেছে, যখন তাকে শূন্য তথা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে।

মানুষের 'উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তুরূপে' না থাকার অর্থ হলো, তার একাংশ পিতার শুক্র অণুবীক্ষণিক কীটরূপে এবং অপর অংশ মাতার শুক্র অণুবীক্ষণিক ডিম্বাণুরূপে পড়ে ছিলো। সুদীর্ঘ কাল মানুষ এটা জানতে পারেনি যে, তার অস্তিত্ব এ শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর সম্মিলনে গঠিত হয়ে থাকে। বর্তমানকালে মানুষ শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এটা জানতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মানুষের কতোটা অংশ পিতার শুক্রকীটে কতোটা অংশ মাতার ডিম্বাণুতে রয়েছে তা এখনো কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া গর্ভ সঞ্চারের পর যে প্রাথমিক কোষ গঠিত হয়, তা-ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। আর তা দেখেও কেউ বলতে পারবে না যে, এর দ্বারা মানুষ গঠিত হবে। এ একান্ত নগণ্য সূচনা থেকে যে একটি মানুষ গঠিত হবে, তার আকার-আকৃতি ও যোগ্যতা-প্রতিভা কেমন হবে, তার ব্যক্তিত্ব কেমন হবে, সে সময় এসব বলে দেয়ার সাধ্যও কারো নেই। এটাই হলো আল্লাহর বাণী 'মানুষ তখন উল্লেখযোগ্য কোনো কিছুই ছিলো না' কথার অর্থ। (তাফহীম)

② إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا

২. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে[২] যেনো তাকে পরীক্ষা করতে পারি[৩] ; সুতরাং আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তি সম্পন্ন,

② إِنَّا-আমি তো ; خَلَقْنَا-সৃষ্টি করেছি ; الْإِنسَانَ-মানুষকে ; مِنْ-থেকে ; نُّطْفَةٍ-শুক্রবিন্দু ; أَمْشَاجٍ-মিলিত ; نَّبْتَلِيهِ-যেনো তাকে পরীক্ষা করতে পারি ; فَجَعَلْنَاهُ-(ف+جعلنا+ه)-সুতরাং আমি তাকে করেছি ; سَمِيعًا-শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ;

২. অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর মিশ্রিত বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, উভয়ের আলাদা বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়নি। আবার পুরুষ ও নারীর বীর্যও বিভিন্ন উপাদানে সৃষ্ট। অতএব আলোচ্য আয়াতের মর্ম হলো মানুষকে বিভিন্ন উপাদানে সংমিশ্রিত বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেলো যে, মানুষের বীর্য বিভিন্ন উপাদানে সৃষ্ট। আর একথা পবিত্র কুরআন মাজীদ চৌদ্দশত বছর আগে বলেছে ; কিন্তু সেকালের মানুষের পক্ষে কুরআনের এ বক্তব্য বুঝা সম্ভব হয়নি। আধুনিক যুগে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে তা বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল কুরআন কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নয় এবং এসব বৈজ্ঞানিক বক্তব্য বুঝার ওপর ইসলাম জানা, ইসলামের বিধান মানা এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুসারে জীবন গড়া নির্ভরশীল নয়। আর এজন্যই আমাদের প্রিয়নবী এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা দেননি।

৩. আলোচ্য আয়াতে 'নাবতালীহি' শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একটি মহাসত্য ও নিগূঢ় তত্ত্বের দিকনির্দেশ করেছেন। তা হলো, মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানের এ পার্থিব জীবনকালটি একটি পরীক্ষার সময় বিশেষ। আল্লাহ তা'আলা মানুষের পরীক্ষা নেয়ার জন্যই এ বয়স বা জীবনকালটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এ সময়টিতে মানুষের প্রত্যেকটি কাজই এক একটি প্রশ্নপত্র বিশেষ। পৃথিবী হলো পরীক্ষার হল। মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পরীক্ষার জন্য দেয় সময়ের এক একটি অংশ। মানুষের জীবনের যে অংশ অতীতের গর্ভে-বিলীন হয়ে যাচ্ছে, ততোটুকু তাকে পরীক্ষার জন্য দেয় সময় থেকে কমে যাচ্ছে।

মানুষের পরীক্ষা হলো—সে আত্মিক জগতে অবস্থানকালে আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র 'রব' বা প্রতিপালক বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলো। এ পার্থিব জগতে সে তার স্বীকারোক্তিতে বহাল আছে কিনা, তার কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে তা প্রতিফলিত হয় কি না, তা প্রমাণ করে দেয়াই এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য। দুনিয়াতে তাকে যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, যে মর্যাদা বা অবস্থানে থেকে সে দুনিয়াতে কাজ করছে এবং তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, এসবই মূলত অসংখ্য পরীক্ষা-পত্র। জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এ পরীক্ষা চলবে। এ পরীক্ষার ফলাফল দুনিয়াতে প্রকাশ পাবে না। আখিরাতে তার সমস্ত পরীক্ষা-পত্র যাঁচাই বাছাই করে ফায়সালা দেয়া হবে—সে সফল না বিফল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভবিষ্যত-

بَصِيرًا ۝ إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝ إِنَّآ أَعْتَدْنَا

দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন[৪]। ৩. আমি অবশ্যই তাকে দেখিয়ে দিয়েছি সঠিক পথটি, হয়তো সে কৃতজ্ঞ হবে, অথবা হবে অকৃতজ্ঞ[৫]। ৪. আমি নিশ্চিত তৈরি করে রেখেছি

بَصِيرًا-দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। ③ إِنَّا-আমি অবশ্যই ; هَدَيْنَٰهُ-তাকে দেখিয়ে দিয়েছি ; ٱلسَّبِيلَ-সঠিক পথটি ; إِمَّا-হয়তো ; شَاكِرًا-সে কৃতজ্ঞ হবে ; وَإِمَّا-অথবা ; كَفُورًا-হবে অকৃতজ্ঞ। ④ إِنَّآ-আমি নিশ্চিত ; أَعْتَدْنَا-তৈরি করে রেখেছি ;

জ্ঞান দ্বারা অবগত আছেন যে, তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে কে পাশ করবে আর কে ফেল করবে, অথবা কে কোন্ গ্রেডে পাশ করবে ; কিন্তু প্রমাণ সংরক্ষণের জন্য এ বাস্তব পরীক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষক যেমন আগে থেকেই জানেন যে, তার কোন্ ছাত্রটি পাশ করবে এবং কোন্ ছাত্রটি ফেল করবে, তারপরও তার নিকট থেকে পরীক্ষার হলে তাকে দেয়া প্রশ্নের উত্তর হাতে-কলমে লিখিয়ে নেয়া হয়, যেনো ফল প্রকাশের সময় এটাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায়। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে যেমন ফল প্রকাশ হয় না, তেমনি মানব জীবনের আয়ুষ্কালে এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ পাবে না ; বরং পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত একটি সময়ে পূর্ণ পরীক্ষা-পত্রসহ সকলকে তা অবহিত করা হবে। এটাই হলো 'নাব্তালীহি' তথা 'যেনো আমি তাকে পরীক্ষা করতে পারি' কথার মর্ম।

৪. মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা লাভের বাহন হলো তার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি। কান দ্বারা শুনে এবং চোখ দ্বারা দেখে মানুষ তা থেকে ফল গ্রহণ করে মস্তিষ্কে পাচার করে দেয়। অতঃপর মস্তিষ্ক কান ও চোখের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফল থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর এ সিদ্ধান্তই হয় তার এ জীবনের কর্মনীতি। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে এ দুনিয়াতে চলে এবং তার নির্দেশিকা মতোই তার কাজ-কর্ম হয়। আল্লাহ তা'আলা তাই বলেছেন যে, 'আমি তাকে শোনার শক্তি ও দেখার শক্তি দিয়ে বানিয়েছি।' অর্থাৎ সে যেনো আমার বাণী শুনে এবং আমার অসংখ্য নিদর্শন দেখে তা থেকে ফল গ্রহণ করতে পারে এবং সে ফল দ্বারা তার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক তাকে পরীক্ষার হলে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর কি লিখতে হবে, তা নির্দেশ করতে পারে।

৫. অর্থাৎ মানুষকে শোনা ও দেখার শক্তি দেয়ার মাধ্যমে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই দুনিয়াতে ছেড়ে দেইনি, বরং এগুলো দেয়ার সাথে সাথে পথও দেখিয়ে দিয়েছি, যাতে সে জানতে পারে—কোন্টি আমার দেয়া এসব নিয়ামতের জন্য শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথ, আর কোন্টি কুফরী বা নিমকহারামীর পথ। অতঃপর সে যে পথই গ্রহণ করবে তার জন্য সে নিজেই দায়ী। উভয় প্রকার পথ দেখিয়ে দিয়ে গ্রহণ করার ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

পরীক্ষার হলে ছাত্রকে প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য বাধ্য করা হয় না। কেননা বাধ্য হলে বা সঠিক উত্তর কি হবে তা বলে দিলে ফল লাভের কোনো মূল্যই থাকে না। এ

لِلْكَفِرِيْنَ سَلْسِلَاْ وَأَغْلَلاً وَسَعِيْرًا ⑤ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ

কাফিরদের (অকৃতজ্ঞদের) জন্য শিকল ও বেড়ী এবং লেলিহান আগুন। ৫. নিশ্চয়ই সৎকর্মশীল লোকেরা[৬] পান করবে এমন পানপাত্র থেকে—থাকবে

لِلْكَفِرِيْنَ-(ل+ال+كفرين)-কাফিরদের (অকৃতজ্ঞদের) জন্য ; سَلْسِلاً-শিকল ; وَ-ও ; أَغْلَلاً-বেড়ী ; وَّ-এবং ; سَعِيْرًا-লেলিহান আগুন।⑤ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْأَبْرَارَ-সৎকর্মশীল লোকেরা ; يَشْرَبُوْنَ-পান করবে ; مِنْ-থেকে ; كَأْسٍ-এমন পানপাত্র ; كَانَ-থাকবে ;

পার্থিব জগতের আয়ুষ্কালে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং কি লিখতে হবে ও কি লেখা যাবে না, তা-ও জানিয়ে দিয়েছেন। আলোচ্য ৩ আয়াত— 'আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি' কথাটির কয়েকটি মর্ম হতে পারে—

এক ঃ আমি তাকে বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান দান করেছি, যাতে সে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বাছাই করতে পারে।

দুই ঃ আমি তাকে 'নাফসে লাউয়ামাহ' বা তিরস্কারকারী নাফস-এর অধিকারী করেছি, যাতে তার অন্যায় ও গর্হিত আচরণের জন্য সদা-সর্বদা তিরস্কার করে সঠিক পথটি জানিয়ে দিতে পারে।

তিন ঃ আমি মানুষের নিজের সত্তায়, বিশ্ব-জগতের সর্বত্র এবং আকাশ জগতে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য এমন সব নিদর্শনাদি ছড়িয়ে রেখেছি যাতে এসব দেখে সে আমাকে চিনতে সক্ষম হয় এবং কিয়ামত ও আখিরাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ পায়।

চার ঃ আমি তার সামনে তার সমসাময়িক পৃথিবীতে প্রাচীন কালের ইতিহাসের ঘটনাবলী পেশ করেছি, যাতে সে নিজের অসহায়ত্ব ও সাহায্যের মুখাপেক্ষিতা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে সঠিক পথ পেতে পারে।

পাঁচ ঃ আমি মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি, প্রাকৃতিকভাবে নৈতিক জ্ঞান দিয়েছি, যার সাহায্যে সে সমাজে অপরাধের শাস্তি এবং উত্তম কার্যাবলীর পুরস্কার দানের জন্য ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বিচার-ব্যবস্থা কায়েমের আবশ্যকতা বুঝতে পারে। যেসব কাজের যথাযথ প্রতিদান এ জগতে দেয়া সম্ভব নয়, সেসব কাজের প্রতিদান দেয়ার জন্য আখিরাতের আবশ্যকতাও যেনো সে বুঝতে পারে।

ছয় ঃ এ জগতে আমার প্রদত্ত উপায়-উপকরণের সাহায্যে মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আমি সর্বযুগেই নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব পাঠিয়েছি। যারা বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম ব্যবহার করে এমন ব্যবস্থার প্রচলন করে গেছেন যার ফলে দুনিয়ার কোনো জনপদই আখিরাতের ধারণা, সৎ ও অসৎকাজের পার্থক্যবোধ এবং নৈতিক বিধি-বিধান সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়।

৬. 'আবরার' বা সৎকর্মশীল লোক তারাই যারা তাদের প্রতিপালকের হুকুম পুরোপুরি

مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ⑥ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ⑦ يُوْفُوْنَ

যার মিশ্রণ 'কাফূর'—৬. (এটা) এমন ঝর্ণাধারা[৭] যা থেকে পান করবে আল্লাহর বান্দাহগণ[৮], তারা একে (যেখানে ইচ্ছা) প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে, প্রবাহিত করার মতো[৯]। ৭. তারা পূরণ করে

بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ⑧ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ

মানত[১০] এবং ভয় করে এমন দিনের যার বিপদ হবে সর্বব্যাপক—সুদূরপ্রসারী।
৮. আর তারা খাবার খাওয়ায়

مِزَاجُهَا-(مزاج+ها)-যার মিশ্রণ ; كَافُوْرًا-কাফূর। ⑥ عَيْنًا-(এটা) এমন ঝর্ণাধারা ; يَشْرَبُ-পান করবে ; بِهَا-যা থেকে ; عِبَادُ-বান্দাহগণ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; يُفَجِّرُوْنَهَا-(يفجرون+ها)-তারা একে (যেখানে ইচ্ছা) প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে ; تَفْجِيْرًا-প্রবাহিত করার মতো। ⑦ يُوْفُوْنَ-তারা পূরণ করে ; بِالنَّذْرِ-মানত ; وَ-এবং ; يَخَافُوْنَ-ভয় করে ; يَوْمًا-এমন দিনের ; كَانَ-হবে ; شَرُّهٗ-(شر+ه)-যার বিপদ ; مُسْتَطِيْرًا-সর্বব্যাপক সুদূরপ্রসারী। ⑧ وَ-আর ; يُطْعِمُوْنَ-তারা খাওয়ায় ; الطَّعَامَ-খাবার ;

পালন করার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। তাঁর পক্ষ থেকে দেয়া দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেছে এবং তার পক্ষ থেকে আগত নিষেধাজ্ঞা মেনে জীবন যাপন করেছে।

৭. অর্থাৎ সে পানিতে কাফূরের মিশ্রণ-ই হবে না, বরং তা হবে প্রাকৃতিকভাবে একটি বহমান ঝর্ণার স্বচ্ছ পরিষ্কার শীতল পানীয়।

৮. 'ইবাদুল্লাহ' তথা 'আল্লাহর বান্দাহগণ' কথাটি মু'মিন, সৎকর্মশীল এবং কাফির-পাপাচারী প্রভৃতি সব মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে ; তবে কুরআন মাজীদে 'ইবাদুল্লাহ' ও 'ইবাদুর রহমান' কথাগুলো দ্বারা সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। যারা নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে, তারা আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার মতো সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত হতে পারে না।

৯. অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে যেখানেই তারা এ ঝর্ণার পানি পান করতে চাইবে, সেখানেই এ ঝর্ণার বহমান ধারা তারা পাবে। এ জন্য তাদের নির্দেশ বা ইংগীত-ই যথেষ্ট হবে—এর জন্য তাদের কোনো শ্রম করতে হবে না।

১০. 'নযর'-এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে—

ক. 'নযর' অর্থ ওয়াজিব। এ অর্থের আলোকে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে—আল্লাহ তা'আলা যেসব ইবাদাত বান্দাহর ওপর ওয়াজিব করেছেন তা (এসব) মু'মিনরা পালন করে। কাতাদাহ এবং মুজাহিদ বলেছেন—এর অর্থ নামায, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদাতগুলো তারা পালন করে।

খ. ইকরামা বলেছেন, এর অর্থ হলো—আল্লাহর কোনো হক বা অধিকার সংক্রান্ত কোনো মানত করলে তারা তা পালন করে।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ওয়াজিব নয়, এমন কোনো কাজকে বান্দাহর নিজের ওপর ওয়াজিব করে নেয়াকে মানত বলে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে—তারা নিজেদের ওপর যা ওয়াজিব করে নিয়েছে, তা তারা পালন করে।

গ. 'নযর' অর্থ ওয়াদা। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, তারা যেসব ওয়াদা করে থাকে, তা তারা পালন করে। আল্লামা শাওকানী বলেছেন—এখানে 'নযর' অর্থ মানত গ্রহণ করাই উত্তম। (ফাতহুল কাদীর)

মানতের মাধ্যমে মানুষ নিজের ওপর অনাবশ্যক কিছু কাজ আবশ্যক করে নেয়। এ জন্য মানত করার সময় মানতকারীকে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোর প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে—

এক ঃ এমন কাজের মানত হতে হবে, যে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—প্রকৃত মানত তো তা-ই, যার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ।" (তাহাবী)

দুই ঃ মানত শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হতে হবে। গায়রুল্লাহর নামে কোনো মানত করা যাবে না। কারণ 'মানত' ইবাদাত, তাই ইবাদাত হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। অন্য কারো নামে মানত করলে তা হবে শির্‌ক। এরূপ মানত করলে তা কখনো পূর্ণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেছেন—"যে লোক আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করলো, তাঁর আনুগত্য করা সে ব্যক্তির কর্তব্য। আর যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানীর মানত করে, তবে তা করা তার জন্য উচিত নয়।

(বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী)

তিন ঃ এমন কোনো কাজ বা বিষয়ে মানত করা যাবে না, যার মালিক সে নয়। রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহর নাফরমানীর মানত পূর্ণ করা যাবে না। আর এমন জিনিসেরও মানত পূর্ণ করা যাবে না, যার মালিক মানতকারী নয়। (তাফহীম)

চার ঃ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানত দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন হয়ে যাবে বলে মনে করা, অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শুকরিয়া হিসেবে নেক কাজ করার পরিবর্তে এভাবে চিন্তা করে মানত করা যে, তিনি যদি আমার কাজটি করে দেন, তাহলে আমি তার জন্য অমুক নেক কাজটি করে দেবো—এমন 'মানত' নিষিদ্ধ।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একবার রাসূলুল্লাহ্ সা. মানত করতে নিষেধ করতে লাগলেন, তিনি বললেন, মানত কোনো কিছু প্রতিরোধ করতে পারে না, তবে এর দ্বারা কৃপণ ব্যক্তি থেকে কিছু অর্থ বের হয়ে যায়।"

(মুসলিম, আবু দাউদ)

عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ⑨ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ

তাঁর (আল্লাহর) মহব্বতে[১১] মিসকীন ও ইয়াতীম এবং বন্দীদেরকে[১২]। ৯. (তারা বলে)—শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমরা তোমাদের খাদ্য দান করছি[১৩], আমরা চাই না

عَلٰى حُبِّهٖ-(على+حب+ه)-তাঁর (আল্লাহর) মহব্বতে ; مِسْكِيْنًا-মিসকীন ; وَّ-ও ; يَتِيْمًا-ইয়াতীম ; وَّ-এবং ; اَسِيْرًا-বন্দীদেরকে। ⑨ اِنَّمَا-(তারা বলে) শুধুমাত্র ; نُطْعِمُكُمْ-(نطعم+كم)-আমরা তোমাদেরকে খাদ্য দান করছি ; لِوَجْهِ-(ل+وجه)-সন্তুষ্টির জন্যই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; لَا نُرِيْدُ-আমরা চাই না ;

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন—"মানত কোনো কিছুকে এগিয়ে আনতে বা পিছিয়ে দিতে পারে না, তবে এভাবে কৃপণ ব্যক্তির কিছু অর্থ খরচ করানো হয়।" (বুখারী, মুসলিম)

পাঁচ ঃ কোনো নেকী নেই এমন কাজে, অযথা কোনো অর্থহীন কাজে বা এমন কঠিন পরিশ্রমের কাজের দ্বারা নিজেকে কষ্ট দেয়ার কাজকে নেকীর কাজ মনে করে, তা নিজের জন্য আবশ্যিক করে নিয়ে মানত করলে তা পূরণ করা উচিত নয়।

ছয় ঃ কার্যত অসম্ভব কোনো কাজের মানত করলে তা অন্য কোনোভাবে পূরণ করা যেতে পারে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন—মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মানত করেছিলাম, আল্লাহ যদি আপনার হাতে মক্কা বিজয় দান করেন, তাহলে আমি বায়তুল মাকদিসে দু'রাকয়াত নামায পড়বো। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন—'এখানেই পড়ে নাও'।

সাত ঃ কোনো ব্যক্তি নিজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে দিয়ে দেয়ার মানত করলে, তা পূর্ণ করা উচিত হবে না—বরং মোট সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ দান করলেই তার মানত পূর্ণ হয়ে যাবে।

আট ঃ ইসলাম গ্রহণের আগে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নেক মানত করে তবে ইসলাম গ্রহণের পর তা পূর্ণ করতে হবে।

নয় ঃ মৃত ব্যক্তির কোনো শারীরিক ইবাদাতের মানত থাকলে (যেমন নামায-রোযা) তা পূরণ করা ওয়ারিসদের জন্য ওয়াজিব নয়। আর যদি আর্থিক ইবাদাতের মানত করে এবং মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে অসীয়ত করে যায়, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে পূরণ করা ওয়ারিসদের ওপর ওয়াজিব—এর অধিক নয়। আর যদি অসীয়ত না করে যায়, তাহলে তা পূরণ করা ওয়ারিসদের ওপর ওয়াজিব নয়।

১১. অর্থাৎ তারা আল্লাহর মহব্বতে মিসকিন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে খাদ্য দান করে। কারো কারো মতে আয়াতের অর্থ হলো—খাদ্যের প্রতি নিজেদের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা উল্লিখিত লোকদেরকে খাদ্য দান করে। তবে প্রথম অর্থই যুক্তিযুক্ত বলে

مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝

তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান, আর না কোনো কৃতজ্ঞতা। ১০. আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভয়ংকর বিপদপূর্ণ এক দীর্ঘ দিনের ভয় করছি[১৪]।

مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের থেকে ; جَزَآءً-কোনো প্রতিদান ; وَّ-আর ; لَا-না ; شُكُوْرًا-কোনো কৃতজ্ঞতা। ⑩ إِنَّا-আমরা অবশ্যই ; نَخَافُ-ভয় করছি ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّنَا-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালকের ; يَوْمًا-এক দিনের ; عَبُوْسًا-ভয়ংকর; قَمْطَرِيْرًا-বিপদপূর্ণ দীর্ঘ।

পরবর্তী আয়াতাংশ থেকে প্রমাণিত হয়। সেখানে খাদ্যদানকারী বান্দাহদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা অভাবী লোকদেরকে বলে, 'আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তোমাদেরকে খাদ্য দান করছি।' (তাফহীম, ফাতহুল কাদীর)

১২. অর্থাৎ মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে পানাহার করানো অতি বড় সাওয়াবের কাজ। মিসকীনদেরকে পুনর্বাসন করা—অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ; ইয়াতীমদের সাহায্যের জন্য ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা করা—যেখানে তাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং চিকিৎসা ও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকবে এবং কয়েদীদেরকে পুনর্বাসন করা, সংশোধন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে নৈতিকতার প্রেরণা দানের জন্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও এর অন্তর্ভুক্ত।

১৩. আলোচ্য আয়াতে মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে নেক্‌কার লোকদের খাদ্য দানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। নেক্‌কার লোকেরা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই এ কাজ করেন, দুনিয়ার কোনো লাভ বা প্রতিদানের আশায় অথবা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশায় করেন না।

এখানে উল্লেখ্য যে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা বড় নেকীর কাজ, কিন্তু কোনো অভাবী লোকের খাদ্য ছাড়া অন্যান্য অভাব পূরণ করাও খাদ্যদানের মতোই নেকীর কাজ। যেমন কারো অভাব কাপড়ের, তাকে কাপড় দান করা ; কোনো অসুস্থ লোকের চিকিৎসা প্রয়োজন, তাকে চিকিৎসা সেবা দান করা ; ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজও খাদ্যদানের চেয়ে কম নেকীর কাজ নয়। আয়াতে বিশেষ অবস্থা ও গুরুত্বের কারণে একটি কাজকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে মাত্র। অন্যথায় এর মূল উদ্দেশ্য হলো অভাবীদের সাহায্য করা। (তাফহীম)

১৪. আলোচ্য আয়াতে গরীবদের সাহায্য করার কথা সাহায্যকারীদের মুখে বলা হয়েছে, তা এজন্য যে, যাকে সাহায্য করা হচ্ছে সে যেনো এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হতে পারে যে, তার সাহায্য করে তার কাছে কোনো বিনিময় চাওয়া হচ্ছে না—এমনকি কোনো প্রকার শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতাও চাওয়া হচ্ছে না। এর ফলে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে খাবার খেতে পারে। (তাফহীম)

⑪فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ⑫وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا

১১. ফলে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিনের অকল্যাণ থেকে এবং তাদেরকে দান করবেন চেহারার প্রফুল্লতা ও মনের আনন্দ[১৫]। ১২. আর তারা যে সবর করেছে তার বিনিময়[১৬] হবে

جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ⑬مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا

জান্নাত ও রেশমী পোশাক। ১৩. তারা সেখানে সুউচ্চ আসনের ওপর হেলান দিয়ে বসে থাকবে ; তারা সেখানে সূর্য তাপ অনুভব করবে না আর না শীতের তীব্রতা[১৭]।

⑪ فَوَقٰىهُمْ-(ف+وقى+هم)-ফলে তাদেরকে রক্ষা করবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; شَرَّ-অকল্যাণ থেকে ; ذٰلِكَ-সে ; الْيَوْمِ-দিনের ; وَ-এবং ; لَقّٰىهُمْ-(لقى+هم)-তাদেরকে দান করবেন ; نَضْرَةً-চেহারার প্রফুল্লতা ; وَّ-ও ; سُرُوْرًا-মনের আনন্দ। ⑫ وَ-আর ; جَزٰىهُمْ-তাদের বিনিময় হবে; بِمَا-তার যে ; صَبَرُوْا-তারা সবর করেছে ; جَنَّةً-জান্নাত; وَّ-ও ; حَرِيْرًا-রেশমী পোশাক। ⑬ مُتَّكِـِٕيْنَ-তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে ; فِيْهَا-সেখানে ; عَلَى-ওপর ; الْاَرَآئِكِ-সুউচ্চ আসনের ; لَا يَرَوْنَ-তারা অনুভব করবে না ; فِيْهَا-সেখানে ; شَمْسًا-সূর্যতাপ ; وَّ-আর ; لَا-না ; زَمْهَرِيْرًا-শীতের তীব্রতা।

১৫. অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের সমস্ত অকল্যাণ শুধুমাত্র কাফিরদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। সৎকর্মশীল মু'মিনরা সেদিনের ভয়-ভীতি ও দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। তাদের চেহারার প্রফুল্লতা ও মনের আনন্দ দ্বারা তাদের অবস্থা প্রকাশ পাবে। সূরা আম্বিয়ার ১০৩ আয়াতে এ বিষয়টা এভাবে বলা হয়েছে—"(হাশরের মাঠের) মহাবিপদ তাদেরকে চিন্তাযুক্ত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে বলবে—এটা তোমাদের সেই দিন যেদিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো। সূরা নামলের ৮৯ আয়াতে এ বিষয়টা আরো সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—"(সেদিন) যে ব্যক্তি সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় লাভ করবে এবং তারা সেদিনের ভীষণ আতংক থেকে নিরাপদ থাকবে।" (তাফহীম)

১৬. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, সৎকর্মশীল মু'মিনদের সবরের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করা হবে। এ থেকে ইসলামী জীবনব্যবস্থায় 'সবর'-এর গুরুত্ব বুঝা যায়। এখানে 'সবর' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মু'মিনের গোটা জীবনেই ধৈর্যের অসীম প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ধৈর্যহীনতা নিয়ে ইসলামী জীবন যাপন সম্ভব নয়। কারণ ইসলামী বিধি-বিধান মেনে চলতে, নিজের অবৈধ বাসনা দমন করতে, ফরযসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে, হারাম থেকে বেঁচে থাকতে, নিজের কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে এবং ইসলামের পথে বাধা-বিপত্তি ও যুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে অসীম ধৈর্যের

⑭ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ⑮ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ

১৪. আর ঝুঁকে থাকবে তাদের ওপর তার (জান্নাতের) বৃক্ষছায়া এবং তার ফলসমূহ তাদের নাগালের মধ্যে এনে দেয়া হবে—দেয়ার মতো। ১৫. আর তাদেরকে বারবার পরিবেশন করা হবে—

بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ⑯ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا

এমন পানপাত্র যা রৌপ্যের[18] এবং এমন পেয়ালা যা হবে স্বচ্ছ কাঁচের।[19] ১৬. এমন স্ফটিক স্বচ্ছ রৌপ্যপাত্র যা তারা (পরিবেশকরা) পূর্ণ করে দেবে পূর্ণ করার মতো[20]।

⑰ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ⑱ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا

১৭. আর সেখানে তাদেরকে এমন পানপাত্রে পান করানো হবে, যার মিশ্রণ হবে শুকনো আদা— ১৮. এমন এক ঝরণা সেখানে হবে (যা থেকে এ পানীয় আসবে) যার নাম হবে 'সালসাবীল[21]'।

⑭ وَ-আর ; دَانِيَةً-ঝুঁকে থাকবে ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; ظِلٰلُهَا-তার (জান্নাতের) বৃক্ষ-ছায়া ; وَ-এবং ; ذُلِّلَتْ-তাদের নাগালের মধ্যে এনে দেয়া হবে ; قُطُوفُهَا-তার ফলসমূহ ; تَذْلِيلًا-দেয়ার মতো। ⑮ وَ-আর ; يُطَافُ-বারবার পরিবেশন করা হবে ; عَلَيْهِمْ-তাদেরকে ; بِاٰنِيَةٍ-এমন পানপাত্র ; مِّنْ فِضَّةٍ-যা রৌপ্যের ; وَّ-এবং ; اَكْوَابٍ-এমন পেয়ালা ; كَانَتْ-যা হবে ; قَوَارِيْرَا-স্বচ্ছ কাঁচের। ⑯ قَوَارِيْرَا-এমন স্ফটিক স্বচ্ছ; مِنْ فِضَّةٍ-রৌপ্যের পাত্র ; قَدَّرُوْهَا-(قدروا+ها)-যা তারা পূর্ণ করে দেবে ; تَقْدِيْرًا-পূর্ণ করার মতো। ⑰ وَ-আর ; يُسْقَوْنَ-তাদেরকে পান করানো হবে ; فِيْهَا-সেখানে ; كَاْسًا-এমন পানপাত্র ; كَانَ-হবে ; مِزَاجُهَا-(مزاج+ها)-যার মিশ্রণ ; زَنْجَبِيْلًا-শুকনো আদা। ⑱ عَيْنًا-এমন এক ঝরণা ; فِيْهَا-সেখানে হবে (যা থেকে এ পানীয় আসবে); تُسَمّٰى-যার নাম হবে ; سَلْسَبِيْلًا-সালসাবীল।

প্রয়োজন। আর এজন্যই ইসলামে ধৈর্যের এতো গুরুত্ব। আর এজন্যই আল্লাহ ধৈর্যের বিনিময়ে সৎকর্মশীল মু'মিনের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে রেখেছেন। (তাফহীম)

১৭. অর্থাৎ জান্নাতের আবহাওয়া হবে নাতিশীতোষ্ণ। সূর্য না থাকাতে সূর্যতাপ থাকবে না ; আবার এর ফলে প্রকৃতি এমন ঠাণ্ডাও হয়ে যাবে না, যা সহ্য করা জান্নাত-বাসীদের পক্ষে সম্ভব হবে না। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—"জান্নাতের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ—না গরম না ঠাণ্ডা।" (কুরতুবী)

১৮. অর্থাৎ তাদের রৌপ্যপাত্রে পানাহার পরিবেশন করা হবে। সূরা যুখরুফের ৭১ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদের সামনে স্বর্ণের পাত্র আবর্তিত হবে। এ থেকে জানা গেল যে, জান্নাতে রৌপ্য ও স্বর্ণের পাত্রে পানাহার পরিবেশিত হবে। (কাবীর, তাফহীম)

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ⑲

১৯. আর তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে এমন কিশোর-বালকরা—(যারা হবে) চিরকিশোর ; যখন তুমি তাদের দেখবে তখন মনে করবে (তারা যেনো) বিক্ষিপ্ত মুক্তা।[২২]

⑲ وَ-আর ; يَطُوفُ-ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে ; عَلَيْهِمْ-তাদেরকে ; وِلْدَانٌ- এমন কিশোর বালকরা ; مُخَلَّدُونَ-(যারা হবে) চিরকিশোর ; اِذَا-যখন ; رَاَيْتَهُمْ-(رايت+هم)-তুমি তাদের দেখবে ; حَسِبْتَهُمْ-(حسبت+هم)-তখন মনে করবে ; لُؤْلُؤًا-(তারা যেনো) মুক্তা ; مَنْثُورًا-বিক্ষিপ্ত।

১৯. অর্থাৎ এ রৌপ্যপাত্রগুলো কাঁচের মতো স্বচ্ছ ও ঝকঝকে। এ ধরনের পাত্র এ দুনিয়াতে নেই। এটা জান্নাতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, সেখানে কাঁচের মতো স্বচ্ছ রৌপ্য দ্বারা তৈরী পাত্র জান্নাতীদের সামনে উপস্থাপিত হবে। (তাফহীম)

২০. অর্থাৎ জান্নাতের সেবকরা প্রত্যেক জান্নাতীকে তার চাহিদা অনুযায়ী পাত্রগুলো ভরে দেবে। জান্নাতের সেবকরা এমন সুবিবেচক ও সতর্ক হবে যে, কার কি পরিমাণ চাহিদা, তা তারা পুরোপুরি বলা ছাড়াও বুঝতে সক্ষম হবে। (তাফহীম)

২১. 'যানজাবীল' হলো শুকনো আদা। শুকনো আদা মিশ্রিত পানি আরবদের নিকট খুবই পসন্দনীয়। তাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতে এমন পানীয় পরিবেশন করা হবে, যা হবে শুকনো আদার মিশ্রণ। এর অর্থ এটা নয় যে, সেখানে পানির সাথে শুকনো আদা মিশিয়ে দেয়া হবে। বরং তা হবে এমন প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারার পানি যাতে শুকনো আদার খোশবু থাকবে। তবে তা হবে দুনিয়ার পানির চেয়ে অনেক বেশী উন্নত মানের, যার সাথে দুনিয়ার কোনো পানীয়ের তুলনা-ই হয় না। যে ঝর্ণা থেকে এ পানীয় আসবে, তার নাম হবে 'সালসাবীল'—অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে শব্দটি ঝর্ণাধারার নাম হিসেবে নয়, বরং গুণ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। 'সালসাবীল' অর্থ অত্যন্ত সুপেয় প্রবহমান পানি, যার তুলনা দুনিয়াতে নেই।

২২. এ আয়াতে জান্নাতের চিরকিশোর বালকদের সৌন্দর্যের সাথে কয়েক রকমের তুলনা দেয়া হয়েছে—(১) তাদের সৌন্দর্য এবং বিভিন্ন সেবা কর্মে নিয়োজিত অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকাকে বিক্ষিপ্ত মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাদের কাতারবন্দী অবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে মালাগাঁথা মুক্তার সাথে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—তারা যখন ঘুরে ঘুরে পানপাত্র পরিবেশন করবে তখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে। (২) জান্নাতের সেবক চিরকিশোর বালকদেরকে খোলশমুক্ত মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ সে সময় মুক্তা অত্যন্ত সুন্দর ও চকচকে হয়। (৩) কাযী বায়যাভী বলেছেন—এটা এক অতি আশ্চর্য ধরনের উপমা। কারণ মুক্তা যখন ছড়িয়ে

﴿٢٠﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ عَٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ

২০. আর যখন তুমি (জান্নাত) দেখবে অতঃপর দেখতে পাবে বিপুল নিয়ামত ও বিশাল সাম্রাজ্য[২৩]। ২১. তাদের ওপরের পোশাক হবে মিহি রেশমের পোশাক—

خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوٓا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ○

সবুজ রংয়ের এবং মোটা রেশমের পোশাকও[২৪] ; আর তাদেরকে পরানো হবে রৌপ্যের কংকন[২৫]; আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়[২৬]।

(২০) وَ-আর ; اِذَا-যখন ; رَاَيْتَ-তুমি (জান্নাত) দেখবে ; ثَمَّ-অতঃপর ; رَاَيْتَ-তুমি দেখতে পাবে ; نَعِيْمًا-বিপুল নিয়ামত ; وَّ-ও ; مُلْكًا-সাম্রাজ্য ; كَبِيْرًا-বিশাল। (২১) عٰلِيَهُمْ-তাদের ওপরের পোশাক হবে ; ثِيَابُ-পোশাক— ; سُنْدُسٍ-মিহি রেশমের ; خُضْرٌ-সবুজ রংয়ের ; وَّ-এবং ; اِسْتَبْرَقٌ-মোটা রেশমের পোশাকও ; وَ-আর ; حُلُّوْٓا-তাদেরকে পরানো হবে ; اَسَاوِرَ-কংকন ; مِنْ فِضَّةٍ-রৌপ্যের ; وَ-আর ; سَقٰهُمْ-(سقى+هم)-তাদেরকে পান করাবেন ; رَبُّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালক ; شَرَابًا-পানীয় ; طَهُوْرًا-পবিত্র।

ছিটিয়ে থাকে, তখন অধিক সুন্দর দেখায়, একটার জ্যোতি অন্যটির ওপর প্রতিফলিত হওয়ার ফলে এক সৌন্দর্যের আবহ সৃষ্টি হয়। (কাবীর)

২৩. অর্থাৎ দুনিয়াতে নিঃসম্বল ব্যক্তি যখন তার নেক আমলের বদৌলতে জান্নাত লাভ করবে, তখন সে এমন শান-শওকত সহকারে জান্নাতে অবস্থান করবে যে, মনে হবে সে যেনো একটা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী। (তাফহীম)

২৪. অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের পোশাক হবে—সুবজ রংয়ের কিংখাব বা কোমল রেশমের মোটা কাপড়ের। সূরা আল কাহাফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে—"তারা (জান্নাতীরা) সূক্ষ্ম রেশমী ও কিংখাবের সবুজ কাপড় পরিধান করবে—উচ্চ আসনের ওপর ঠেশ লাগিয়ে বসবে।"

২৫. অর্থাৎ তাদেরকে রূপার কংকন পরানো হবে। সূরা কাহাফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, "তাদেরকে সেখানে স্বর্ণের কংকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে।" সূরা হজ্জের ২৩ আয়াতে বলা হয়েছে, "তাদেরকে সেখানে স্বর্ণের কংকন ও মুক্তা দ্বারা সুশোভিত করা হবে। সূরা ফাতিরের ৩৩ আয়াতেও বলা হয়েছে, "তারা চিরন্তন জান্নাতে প্রবেশ করবে—সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন ও মুক্তা দ্বারা সুশোভিত করা হবে।"

إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾

২২. অবশ্যই এটা হলো তোমাদের প্রতিদান এবং তোমাদের চেষ্টা-সাধনা স্বীকৃত হয়েছে[২৭]।

(২২) اِنَّ-অবশ্যই ; هٰذَا-এটা ; كَانَ-হলো ; لَكُمْ-তোমাদের ; جَزَآءً-প্রতিদান ; وَ-এবং ; كَانَ-হয়েছে ; سَعْيُكُمْ-(سعى+كم)-তোমাদের চেষ্টা-সাধনা ; مَّشْكُوْرًا-স্বীকৃত।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে বলা যায় যে, তারা কখনো স্বর্ণের কংকন কখনো রৌপ্যের কংকন পরবে ; আবার চাইলে উভয় ধাতুর তৈরী কংকন পরবে। প্রশ্ন হতে পারে যে, কংকন পরাতো মেয়েদের শোভা, পুরুষদের কংকন পরানোর তাৎপর্য কি? জবাবে বলা যায়—প্রাচীনকালে রাজা, বাদশাহ, নেতা ও সমাজপতিদের হাতে, গলায় ও মাথার মুকুটে বিভিন্ন অলংকার শোভা পেতো। আমাদের এ যুগেও ভারতের রাজা-বাদশাহগণের মধ্যেও অলংকার পরার রীতি প্রচলিত ছিলো। মূসা আ. সাদাসিধে পোশাকে লাঠি হাতে যখন ফিরআউনের রাজদরবারে হাজির হয়ে তাকে বলেছিলেন, 'আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল' তখন ফিরআউন তার সভাসদদের বলেছিলো, সে যদি যমীন ও আসমানের বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল হয়ে থাকতো, তাহলে তার সোনার কংকন নেই কেনো? কিংবা ফেরেশতাদের একটি বাহিনী অন্তত তার সাথে আরদালী হয়ে আসতো।"(সূরা যুখরুফ ঃ ৫৩-তাফহীম)

২৬. ইতোপূর্বে দু'শ্রেণীর পানীয়ের কথা বলা হয়েছে। এক শ্রেণীর পানীয় হবে 'কাফূর' মিশ্রিত। আর অপর শ্রেণীর পানীয় হবে 'যানজাবীল' নামক পানি। এরপর এখানে 'শারাবান ত্বহুরা' বা পরিচ্ছন্ন পানীয়ের কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এটা উল্লিখিত দু'শ্রেণীর পানীয়ের তুলনায় অনেক উন্নত মানের পানীয় হবে। কেউ কেউ বলেছেন, এ পবিত্র পানীয় এমন উন্নত মানের হবে যে, এটা পান করার পর শরীর থেকে মিশ্‌ক-এর সুঘ্রাণ বের হতে থাকবে। আর এটা থাকবে জান্নাতের দরজার পাশে একটি প্রবহমান ঝর্ণায়। দুনিয়াতে যাদের মনে হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতারণার মনোভাব থাকবে তাদের এ পানীয় থেকে দূরে রাখা হবে। (খাযেন)

২৭. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, (জান্নাতীদেরকে বলা হবে) এটাই হলো তোমাদের (কর্মের) প্রতিদান এবং তোমাদের চেষ্টা-সাধনা স্বীকৃত হয়েছে। এখানে চেষ্টা-সাধনা বলতে বান্দাহ দুনিয়াতে সমগ্র জীবনব্যাপী যেসব সৎকর্ম করেছে তা-ই বুঝানো হয়েছে। যেসব কাজে সে স্বীয় শ্রম-মেহনত ব্যয় করেছে, যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করেছে, তার যথার্থ মূল্যায়ন হওয়ার অর্থ হলো, তা আল্লাহর দরবারে সাদরে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে। আল্লাহর জন্য বান্দাহর শুকরিয়া অর্থ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাহর শোকর-এর অর্থ হলো, বান্দাহ যখন মনীবের মর্জি মতো নিজ কর্তব্য পালন করে, তখন মনীব কর্তৃক তার চেষ্টা-সাধনা গ্রহণ করে নেয়া। এটা হলো বান্দাহর প্রতি আল্লাহর সর্বাধিক অনুগ্রহ। (তাফহীম)

১ম রুকূ' (১-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কাল প্রবাহের কোনো এক শুভ ক্ষণে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাই মানব জাতির সূচনা করেছিলেন।

২. মানব সৃষ্টির সূচনা করার আগে মানুষ উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তুই ছিলো না। সুতরাং শুধুমাত্র অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনার জন্যই আল্লাহর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞ থাকা কর্তব্য।

৩. নারী ও পুরুষের নাপাক শুক্রবিন্দুর সম্মিলনে মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং মানুষের গর্ব-অহংকার করার কোনো অধিকার নেই।

৪. মানুষের দুনিয়ার এ জীবনকালটি হলো পরীক্ষার জন্য প্রদত্ত সময়। সুতরাং এ মূল্যবান সময়ের অপচয় না করে প্রাণান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সৎকর্ম করে যেতে হবে।

৫. জান-মাল দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত কাজ করা এবং নিষেধকৃত কাজ থেকে বেঁচে থাকাই হলো সৎকর্ম।

৬. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শোনা ও দেখার শক্তি দিয়েছেন, যেনো তারা এগুলো ব্যবহার করে পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করে পুরস্কার লাভ করতে সমর্থ হয়। সুতরাং এগুলোকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করতে হবে।

৭. আল্লাহ প্রদত্ত সকল সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যয় না করে, নিষিদ্ধ পথে ব্যয় করা জঘন্য অপরাধ ; এ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৮. আল্লাহ মানুষকে শুধুমাত্র শোনা, দেখা ও বিবেক দিয়েই ছেড়ে দেননি, নবী-রাসূলের মাধ্যমে ও আসমানী কিতাব দিয়ে সঠিক পথও দেখিয়ে দিয়েছেন সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর দেখানো পথেই চলতে হবে।

৯. আল্লাহর নির্দেশিত পথে চললে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাওয়া যাবে, অন্যথায় আল্লাহর নিকট চরম অকৃতজ্ঞ রূপে চিহ্নিত হতে হবে। যার পরিণামে ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি।

১০. অকৃতজ্ঞদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না।

১১. সৎকর্মশীল তথা কৃতজ্ঞ বান্দাহরা মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনে অনন্ত সুখের আবাস জান্নাতের বাসিন্দা হবে।

১২. আল্লাহর অনুগত জান্নাতবাসী বান্দাহগণ সেখানে এমন খাদ্য-পানীয় উপভোগ করবে যার কোনো তুলনা দুনিয়াতে নেই।

১৩. জান্নাতের সুপেয় পানীয়সমূহ যেসব ঝর্ণার আকারে প্রবহমান থাকবে সেগুলোর প্রবহকে জান্নাতবাসীরা নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা মতো সম্প্রসারিত করতে পারবে।

১৪. আল্লাহর বান্দাহগণ আল্লাহর সাথে আবদ্ধ প্রতিশ্রুতি, আল্লাহর নামে কৃত সকল মানত এবং মানুষের সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। সুতরাং আমাদেরকেও সে পথের অনুসরণ করতে হবে।

১৫. আল্লাহর বান্দাহগণ সেই সর্বব্যাপক ও সুদূর প্রসারী বিপদের দিন তথা কিয়ামতকে ভয় করে এবং এ ভয়কে মনে রেখেই জীবন যাপন করে। সুতরাং আমাদেরকেও অনুরূপ ভয় মনে রেখে জীবন যাপন করতে হবে।

১৬. কিয়ামতের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টিকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বানিয়ে নিয়ে মিসকীন-ইয়াতীম ও বন্দীদের সার্বিক সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে।

১৭. আখিরাতের জবাবদিহির ভয় অন্তরে সার্বক্ষণিক লালন করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা অনুসারে যারা দুনিয়াতে জীবন যাপন করবে, কিয়ামতের সেই কঠিন দিনের সকল প্রকার বিপদ থেকে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন।

১৮. আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে যারা যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছে এবং ধৈর্যের সাথে সে সবের মুকাবিলা করেছে, তাদের ধৈর্যের প্রতিদান হবে চিরন্তন সুখের আবাস জান্নাত, যেখানে তারা রেশমী পোশাকে ভূষিত হবে।

১৯. আল্লাহর ধৈর্যশীল ও নেক বান্দাহদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জান্নাতে রয়েছে সুউচ্চ আরামদায়ক আসনসমূহ, যেসব হেলান দিয়ে তারা বসবে।

২০. জান্নাতীদের চেহারায় আনন্দ ও প্রশান্তির ছাপ থাকবে, যা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হবে।

২১. জান্নাতের গাছের ছায়ায় বসে তারা ঝুঁকে থাকা বিভিন্ন প্রকার ও স্বাদের ফল-ফলাদি আহার করবে।

২২. আল্লাহ তা'আলার সৎকর্মশীল মু'মিন বান্দাহদেরকে জান্নাতে চিরকিশোর সেবকরা ঘুরে ঘুরে উত্তম পানীয় স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পরিবেশন করবে।

২৩. জান্নাতে প্রবহমান 'যানজাবীল' নামক ঝর্ণা থেকে কর্পূরের ঘ্রাণযুক্ত পরিচ্ছন্ন পানীয় সরবরাহ করা হবে।

২৪. আল্লাহর নেক বান্দাহদের জন্য জান্নাতে আরো থাকবে উন্নত মানের শুকনো আদার মিশ্রণযুক্ত উত্তম পানীয় যা আসবে 'সালসাবীল' নামক ঝর্ণাধারা থেকে।

২৫. জান্নাতের চিরকিশোর সেবকরা দেখতে খোসা ছাড়া বিক্ষিপ্ত মুক্তার মতো মনে হবে।

২৬. জান্নাতের প্রত্যেক বাসিন্দা বিপুল নিয়ামত ও বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হবে।

২৭. জান্নাতবাসীদের পোশাক হবে সবুজ রংয়ের মিহি ও পুরু রেশমের এবং তাদেরকে পরানো হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের কংকন।

২৮. জান্নাতীদেরকে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র পানীয় পান করাবেন।

২৯. জান্নাতীদের এসব নিয়ামত হবে তাদের সকল চেষ্টা-সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-২০
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٢٣﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٤﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ

২৩. নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি কুরআনকে নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে[২৮]। ২৪. অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন[২৯], এবং

لَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٥﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

তাদের মধ্যকার কোনো দুষ্কৃতকারী অথবা কোনো অবাধ্যকারীর আনুগত্য করবেন না[৩০]। ২৫. আর সকালে ও সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন।

﴿٢٣﴾ اِنَّا-নিশ্চয়ই ; نَحْنُ-আমি ; نَزَّلْنَا-নাযিল করেছি ; عَلَيْكَ-(على+ك)-আপনার প্রতি; الْقُرْاٰنَ-কুরআনকে ; تَنْزِيْلًا-পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে। ﴿٢٤﴾ فَاصْبِرْ-(ف+اصبر)-অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন ; لِحُكْمِ-(ل+حكم)-নির্দেশের অপেক্ষায় ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; لَا تُطِعْ-আনুগত্য করবেন না ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যকার ; اٰثِمًا-কোনো দুষ্কৃতকারী ; اَوْ-অথবা ; كَفُوْرًا-কোনো অবাধ্যচারীর। ﴿٢٥﴾ وَ-আর ; اذْكُرِ-স্মরণ করুন ; اسْمَ-নাম ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; بُكْرَةً-সকালে ; وَّ-ও ; اَصِيْلًا-সন্ধ্যায়।

২৮. অর্থাৎ এ কুরআন কোনো গণকের বা যাদুকরের কথা নয় ; বরং এটা আমিই নাযিল করেছি প্রয়োজনের নিরিখে অল্প অল্প করে। একথাগুলো বাহ্যত আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সা.-কে সম্বোধন করে বললেও মূলতঃ এর উদ্দেশ্য কাফিররা, যারা কুরআনকে যাদুকর বা গণকের কথা বলতো, যদিও এটা তাদের মনের কথা ছিলো না। কারণ কুরআন যে আল্লাহর বাণী—রাসূলের কথা নয়, তা তারা ভালো করেই জানতো। কিন্তু যেহেতু তারা আখিরাতে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলো না এবং দুনিয়ার জীবনকেই একমাত্র জীবন বলে বিশ্বাস করতো, তাই তারা কুরআন সম্পর্কে অবান্তর কথা বলতো। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাদের কথার প্রতিবাদ করেছেন, যদিও তাদের কথা (অভিযোগ) এখানে উল্লেখ করেননি।

২৯. অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ ধৈর্য সহকারে পালন করুন। যে বিরাট কাজ আঞ্জাম দেয়ার আদেশ আপনাকে দেয়া হয়েছে, তা আঞ্জাম দেয়ার পথে যে দুঃখ-যাতনা ও বিপদ-মসীবতের মুকাবিলা করতে হবে, সেজন্য সবর করতে হবে। যা-ই ঘটুক না কেনো, সাহস ও দৃঢ়তার সাথে তার মুকাবিলা করতে হবে। (তাফহীম)

٢٦ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ٢٧ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ

২৬. আর রাতের কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা করুন এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর তাসবীহ পাঠ তথা পবিত্রতা ঘোষণা করুন[৩১]। ২৭. নিশ্চয়ই এসব লোক (কাফিররা) ভালোবাসে

২৬ وَ-আর ; مِنَ-কিছু অংশে ; الَّيْلِ-রাতের ; فَاسْجُدْ-সিজদা করুন ; لَهُ -তাঁর উদ্দেশ্যে ; وَ-এবং ; سَبِّحْهُ-(سبح+ه)-তাঁর তাসবীহ পাঠ তথা পবিত্রতা ঘোষণা করুন ; لَيْلًا-রাতের ; طَوِيلًا-দীর্ঘ সময়। ২৭ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; هَؤُلَاءِ-এসব লোক (কাফিররা) ; يُحِبُّونَ-ভালোবাসে ;

৩০. অর্থাৎ পাপিষ্ঠ-দুষ্কৃতকারী এবং বিদ্রোহী-অবাধ্যচারী কোনো শক্তির চাপে পড়ে সত্য দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজ থেকে বিরত হবেন না। তাদের দেখানো লোভ-লালসা, ভয়-ভীতির কারণে দীনের নীতি-আদর্শ ও আকীদা-বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আনতেও প্রস্তুত হবেন না। হক-কে হক এবং বাতিল-কে বাতিল বলতে কোনোরূপ দ্বিধা-সংকোচ করবেন না। তারা যতোই চাপ দিক না কেনো, নীতির প্রশ্নে সামান্যতম নমনীয়তাও দেখাবেন না। (তাফহীম)

اثم (আসিম) অর্থ পাপিষ্ঠ। যে কোনো গুনাহ বা পাপে লিপ্ত ব্যক্তি পাপিষ্ঠ আর كفور (কাফূর) অর্থ বিদ্রোহী, অবাধ্যচারী এবং সত্য দীন অস্বীকারকারী। সুতরাং সব অবাধ্যচারী পাপিষ্ঠ, কিন্তু সব পাপিষ্ঠ অবাধ্যচারী নয়। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসত্ব-আনুগত্য করে সে পাপিষ্ঠ ; সাথে সাথে অবাধ্যচারীও। কারণ সে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসত্ব করে যেমন পাপ করেছে, তেমনি আল্লাহর অবাধ্যাচরণও করেছেন। (খাযেন)

৩১. আল্লাহ তা'আলা ২৫ আয়াতে ইরশাদ করেন, 'সকাল ও সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন" এবং ২৬ আয়াতে ইরশাদ করেছেন, "রাতের কিছু অংশেও তার উদ্দেশ্যে সিজদা করুন।"

কুরআন মাজীদে যেখানেই কাফিরের মুকাবিলায় সবর করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, সাথে সাথেই আল্লাহর যিকির ও সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই জানা যায় যে, সত্য দীনের পথে শত্রুদের শত্রুতার মুকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এ যিকির ও সালাতের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে ; সকাল-সন্ধ্যা 'আল্লাহর যিকির করা'র অর্থ সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিকির তথা স্মরণ করা হতে পারে ; কিন্তু আল্লাহর যিকির করার কথা যখন সময় সহকারে বলা হয়, তখন তার অর্থ হয় সালাত। আলোচ্য ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে—'বুকরা' তথা সকাল বেলা এবং 'আসীলা' তথা সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে আল্লাহর যিকির করুন। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ফজর, যোহর ও আসরের সালাত শামিল রয়েছে। তারপর ২৬ আয়াতে বলা হয়েছে—'রাতের কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা

الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٨﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا

দ্রুত-লভ্য জিনিস তথা দুনিয়াকে এবং তাদের পেছনে ফেলে রাখে এক কঠিন দিন তথা কিয়ামতকে[৩২]। ২৮. আমি-ই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং সুদৃঢ় করেছি

أَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ

তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলো ; আর আমি যখন চাইব তাদের মতো (মানুষ দ্বারা) বদলে দেবো—বদলে দেয়ার মতো।[৩৩] ২৯. নিশ্চয়ই এটি একটি উপদেশ ;

الْعَاجِلَةَ-দ্রুত-লভ্য জিনিস তথা দুনিয়াকে ; وَ-এবং ; يَذَرُوْنَ-ফেলে রাখে ; وَرَاءَهُمْ-তাদের পেছনে ; يَوْمًا-দিন তথা কিয়ামতকে ; ثَقِيْلًا-কঠিন। ﴿٢٨﴾ نَحْنُ-আমি-ই ; خَلَقْنٰهُمْ-(خلقنا+هم)-তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; وَ-এবং ; شَدَدْنَا-সুদৃঢ় করেছি ; أَسْرَهُمْ-(اسر+هم)-তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলো ; وَ-আর ; إِذَا-যখন ; شِئْنَا-আমি চাইব ; بَدَّلْنَا-বদলে দেবো ; أَمْثَالَهُمْ-(امثال+هم)-তাদের মতো (মানুষ দ্বারা) ; تَبْدِيْلًا-বদলে দেয়ার মতো। ﴿٢٩﴾ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذِهٖ-এটি ; تَذْكِرَةٌ-একটি উপদেশ ;

করুন।' এ সময়ের মধ্যে মাগরিব ও ইশার সালাত শামিল আছে। এ আয়াতের পরবর্তী অংশ—'রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন' এর মধ্যে তাহাজ্জুদ সালাত-এর ইংগীত রয়েছে।

এ থেকে জানা গেলো যে, ইসলামের সূচনাকাল থেকেই সালাতের জন্য এ সময়-সমূহ সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। তবে সময় ও রাকআত নির্ধারণ করে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়েছে মিরাজের রাতে। (তাফহীম)

৩২. আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের ঈমান না আনার মূল কারণ প্রকাশ করেছেন। এ প্রসংগে ইরশাদ হচ্ছে—এ লোকেরা যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে রাজী নয় এবং গুমরাহীকেই আকড়ে থাকতে চাচ্ছে, তার মূল কারণ হলো, তারা দুনিয়ার এ জীবনকেই ভালোবাসে এবং আখিরাত তথা পরকালকে পেছনে ফেলে রাখে তথা উপেক্ষা করে। কুরআন একসাথে নাযিল না হওয়া অথবা কুরআনকে 'যাদুকর বা গণৎকারের কথা' বলে সন্দেহ করা ঈমান না আনার আসল কারণ নয়। এটা যে আল্লাহর কিতাব, তা তাদের ভালো করেই জানা আছে। তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনতে রাজী নয়, কারণ তারা আখিরাতে বিশ্বাসী নয়। আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে বা শাস্তিভোগ করতে হবে—একথা তারা বিশ্বাস করে না বিধায় তারা ঈমান আনার প্রয়োজনও অনুভব করে না।

৩৩. অর্থাৎ এ লোকেরা যে, এ দুনিয়ার জীবনের ভালোবাসায় আখিরাতকে উপেক্ষা করছে, তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আমি সুন্দর দেহ-কাঠামো দিয়ে যেমন তাদেরকে

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٣٠﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

অতএব, যে চায় তার প্রতিপালকের দিকে (যাওয়ার) পথ অবলম্বন করুক। ৩০. আর তোমাদের চাওয়া ফলপ্রসূ হয় না, যদি না আল্লাহ চান[৩৪],

- فَمَنْ-(ف+من)-অতএব যে ; شَاءَ-চায় ; اتَّخَذَ-অবলম্বন করুক ; إِلَىٰ-দিকে ; رَبِّهِ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের (যাওয়ার) ; سَبِيلًا-পথ। ﴿৩০﴾-وَ-আর ; مَا تَشَاءُونَ-তোমাদের চাওয়া ফলপ্রসূ হয় না ; إِلَّا أَنْ-যদি না ; يَشَاءَ-চান ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

সৃষ্টি করেছি, তেমনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে অন্য মানুষও সৃষ্টি করতে পারি ; যারা তাদের মতো হবে না। (রুহুল কুরআন)

আয়াতটির এ অর্থও হতে পারে—আমি চাইলে এদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারি। অর্থাৎ আমি যেমন কাউকে সুস্থ ও নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী করে সৃষ্টি করতে সক্ষম, তেমনি কাউকে পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিতে পারি এবং কাউকে আংশিক পক্ষাঘাতের দ্বারা মুখ বাঁকা করে দিতে পারি। আবার কাউকে কোনো রোগ বা দুর্ঘটনার শিকার বানিয়ে পংগু করে দিতেও আমি সক্ষম।

আয়াতের তৃতীয় অর্থ হতে পারে—আমি ইচ্ছা করলে মৃত্যুর পর এদেরকে পুনরায় অন্য কোনো আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারি। (তাফহীম)

৩৪. অর্থাৎ এ কুরআন হলো নসীহত বা উপদেশ স্বরূপ। কেউ চাইলে এ উপদেশ গ্রহণ করে তার প্রতিপালকের দিকে যাওয়ার পথ গ্রহণ করে নিতে পারে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেয়া হয়েছে। সে তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা অবলম্বন করতে পারে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, তার এ ইচ্ছা শক্তি অসীম নয়, আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম, সৎ-অসৎ ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী পথগুলোর মধ্যে যে কোনো পথ বেছে নিতে পারে। তবে তার বেছে নেয়া পথে ততোটুকুই সে এগিয়ে যেতে সক্ষম, যতোটুকু এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক আল্লাহ তাকে দেন। মানুষ যে কাজই করার ইচ্ছা করুক না কেনো, তা মানুষকে করতে দেয়ার ইচ্ছা যদি আল্লাহর থাকে, তবেই সে তা করতে পারে। নচেৎ সে যতোই চেষ্টা করুক না কেনো, আল্লাহর অনুমোদন ও তাঁর ইচ্ছা ছাড়া সে কিছুই করতে সক্ষম নয়।

দুনিয়ার সব মানুষকে যদি সব ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়ে দেয়া হতো, আর যা ইচ্ছা তা-ই করার অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া হতো, তাহলে সারা দুনিয়ার সব ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃংখলা ভেঙ্গে পড়তো। তাই মানুষ ন্যায়-অন্যায় যে পথে চলতে ইচ্ছা করুক না কেনো, সে পথে চলতে দেয়া না দেয়ার বিষয়টি আল্লাহ নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি গুমরাহীর পথ ছেড়ে সত্যের পথ অবলম্বন করতে চায়, আল্লাহর ইচ্ছা ও তাওফীক লাভ করেই কেবল সে পথে চলার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। তবে

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣١﴾ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ

অবশ্যই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ৩১. তিনি যাকে চান তাকেই নিজ রহমতের মধ্যে শামিল করে নেন;[৩৫]

وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

আর যালিমগণ—তাদের জন্য তিনি তৈরি করে রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৩৬]

اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; كَانَ-হলেন ; عَلِيْمًا-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمًا-প্রজ্ঞাময়। ⑳ يُدْخِلُ - তিনি শামিল করে নেন ; مَنْ-যাকে, তাকে ; يَشَاءُ-চান ; فِيْ-মধ্যে ; رَحْمَتِهٖ - (رحمت+ه)-নিজ রহমতের ; وَ-আর ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমগণ ; اَعَدَّ-তিনি তৈরী করে রেখেছেন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; عَذَابًا-শাস্তি ; اَلِيْمًا-যন্ত্রণাদায়ক।

এক্ষেত্রে শর্ত হলো, গুমরাহী ছেড়ে হিদায়াতের পথ বাছাই ও গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত তার নিজেকেই নিতে হবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা কাউকে জোরপূর্বক গুমরাহীর পথে যেমন ঠেলে দেন না, তেমনি কাউকে হিদায়াতের পথেও জোরপূর্বক নিয়ে আসেন না।

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা নিয়ম-নীতিমুক্ত স্বেচ্ছাচারমূলক নয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী (আলীম) এবং সূক্ষ্মদর্শী, কুশলী ও প্রজ্ঞাময় (হাকীম) তাই তিনি যা করেন, জ্ঞান ও বিজ্ঞতার সাথেই করেন। অতএব তাঁর সিদ্ধান্তে ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কাকে কোন্ কাজের তাওফীক দিতে হবে এবং কোন্ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে সে সিদ্ধান্ত তিনি পূর্ণ জ্ঞান, যুক্তি ও কৌশলের ভিত্তিতে করেন। মানুষকে তিনি যতোটা অবকাশ দেন এবং যতোটা উপায়-উপকরণ তার জন্য ব্যবস্থা করেন, ভালো হোক বা মন্দ হোক মানুষ নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে ঠিক ততোটা কাজই সে করতে সক্ষম হয়। একইভাবে হিদায়াত দানের ব্যাপারেও তাঁর জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত হয়। কে হিদায়াতের উপযুক্ত, আর কে উপযুক্ত নয়, তা আল্লাহ নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতেই জানেন এবং নিজের প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (তাফহীম)

৩৫. এখানে 'রহমত' দ্বারা 'জান্নাত' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কেউ নিজ যোগ্যতা বলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহর অনুগ্রহ, ইহসান ও ইচ্ছার বলে—বান্দার কোনো যোগ্যতার বলে নয়। 'রহমত' শব্দের ব্যাখ্যা 'জান্নাত' দ্বারা এজন্য করা হয়েছে যে, বান্দাহর ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমতের চূড়ান্ত প্রকাশ বান্দাহর জান্নাত লাভের মাধ্যমেই হবে। কারো কারো মতে 'রহমত' হলো ঈমান। কারণ ঈমানও আল্লাহ তা'আলার অন্যতম 'রহমত'। আয়াতের অর্থ হলো—আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন ঈমান আনয়নের তাওফীক দেন। অর্থাৎ আল্লাহ

চাইলেই কেবল কোনো ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করতে পারে। আবার কোনো কোনো মুফাস্‌সির এর দ্বারা 'দীন ইসলাম' বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ চাইলেই কোনো দীনে হক তথা ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। আল্লাহ্ যাকে চান এ দীন গ্রহণের তাওফীক দান করেন। (খাযেন, কাবীর, ফাতহুল কাদীর)

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহর বিচারে যে যালিম হিসেবে বিবেচিত হবে তার জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

আয়াতে তাদেরকেই যালিম বলা হয়েছে, যাদের কাছে আল্লাহর বাণী আল কুরআন এবং তাঁর রাসূলের শিক্ষা আসার পর তারা ভেবে-চিন্তে ও বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারা এ কিতাব ও তার বাহকের আনুগত্য করবে না। তারা প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েই কুরআন ও রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যারা বলে দিয়েছে যে, আমরা আল্লাহ নামক কোনো সত্তা এবং তার রাসূল হিসেবে দাবীদার কারো আনুগত্য করতে রাজী নই। আবার আয়াতে তাদেরকেও যালিম নামে অভিহিত করা হয়েছে, যারা আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনকে মানতে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে না বটে, কিন্তু তাদের মনের সিদ্ধান্ত হলো, তারা আনুগত্য করবে না। প্রকৃতপক্ষে এ দুটো দলই যালিম। প্রথম দলের যালিম হওয়া তো সুস্পষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় দলও কোনো অংশে কম যালিম নয়। এরা যালিম হওয়ার সাথে সাথে মুনাফিক ও প্রতারকও বটে। এরা মুখে বলে যে, আমরা আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনকে মানি ; কিন্তু তাদের অন্তরের কথা হলো, তারা আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনকে অনুসরণ করবে না। আর তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজও করে আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনের বিরোধী। আয়াতে এ দু'শ্রেণীর যালিমের সম্পর্কেই আল্লাহর ঘোষণা হলো—তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহর রহমতে তাদেরকে শামিল করা হবে না।

২য় রুকূ' (২৩-৩১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ রাসূলুল্লাহ সা.-এর ৪০ বছর বয়স থেকে ৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে যখন যতোটুকু প্রয়োজন সে অনুপাতে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে।

২. রাসূলুল্লাহ সা. নবুওয়াতী জীবনে উদ্ভূত সকল পরিস্থিতি আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারেই মুকাবিলা করেছেন।

৩. রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করেই সকল সমস্যার সমাধান করেছেন, তাই তিনি যে সমস্যার যে সমাধান দিয়েছেন, তার চেয়ে সঠিক সমাধান আর কেউ দিতে পারে না।

৪. সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

৫. কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচারী ব্যক্তির আনুগত্য করা বৈধ নয়।

৬. পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত আদায় করা এবং রাতের শেষ অংশে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার মাধ্যমে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অপরিহার্য।

৭. কুফর, শিরক, নিফাক এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানীর মূল কারণ হলো দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসজনিত উপেক্ষা।

৮. আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস-ই মানুষকে পাপাচার থেকে বাঁচাতে পারে।

৯. মানুষের প্রথম সৃষ্টি-ই আখিরাতের পুনর্জীবনকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। আখিরাতে অবিশ্বাস করা বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি-বিরোধী।

১১. আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ অন্য কোনো জাতিকে বিরুদ্ধাচারী জাতির স্থলাভিষিক্ত করে দিতে সক্ষম।

১২. আল্লাহ চাইলে বিরুদ্ধবাদী মানুষের আকার-আকৃতি বিকৃত করে দিয়ে দুনিয়াতেও শাস্তি দিতে পারেন।

১৩. আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে চলা ঈমানী জীবনের জন্য অপরিহার্য।

১৪. আল কুরআন হলো উপদেশ বাণী। এ উপদেশ বাণী মেনে চলা বা না চলার স্বাধীনতা মানুষকে দেয়া হয়েছে।

১৫. কুরআনের উপদেশ মেনে চললেই দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণ লাভের নিশ্চয়তা রয়েছে ; আর মেনে না চললে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও শান্তি ও কল্যাণ পাওয়া যাবে না।

১৬. আল কুরআন থেকে হিদায়াত বা দিক-নির্দেশনা লাভের জন্য নিজের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

১৭. স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো কাজ করার মানুষের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহর ইচ্ছার সমন্বয় না ঘটলে সে কাজ সংঘটিত হতে পারে না।

১৮. যা ইচ্ছা তা-ই করার অবাধ ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়নি, যদি তা দেয়া হতো, তাহলে দুনিয়ার সকল ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যেতো।

১৯. আল্লাহ যেহেতু সর্বজ্ঞ-প্রজ্ঞাময়, তাই কার কতোটুকু চাওয়া কেনো পূরণ করতে হবে, তা তিনি ভালো করেই জানেন।

২০. আল্লাহ যাকে যা, যতোটুকু দেন এবং দেয়া থেকে বিরত থাকেন তা-ই ন্যায়-ইনসাফ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক। তাঁর সিদ্ধান্তের বাইরে ন্যায়-ইনসাফ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক কোনো সিদ্ধান্ত হতে পারে না।

২১. আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে সত্য দীনের দিকে পথ নির্দেশ দান করে তার জান্নাতে যাওয়ার পথ খুলে দেন।

২২. আল্লাহ যাকে দীনের পথে পরিচালিত করেন, এটা তাঁর অসীম রহমতেরই বহিঃপ্রকাশ।

২৩. আল্লাহ যাকে দুষ্কৃতি করার সুযোগ দিয়ে এবং ক্ষমা লাভের সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করে জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য করে দেন, তার জন্য সেটাই সর্বোচ্চ ন্যায়-ইনসাফ ভিত্তিক।

২৪. যারা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ, কুরআন ও তাঁর রাসূলকে না মানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা যালিম।

২৫. যারা আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনকে মুখে মুখে মানে বলে প্রচার করে, কিন্তু কার্যত জীবনের কোনো স্তরেই তা বাস্তবায়ন করে না, বরং তা বাস্তবায়ন করার পথে নানারূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তারাও যালিম।

২৬. উল্লিখিত দু'শ্রেণীর জন্যই আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রাখা হয়েছে।

❑

সূরা আল মুরসালাত-মাক্কী
আয়াত ঃ ৫০
রুকূ' ঃ ২

নামকরণ

সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরার প্রথম শব্দটি দ্বারা। 'আল মুরসালাত' অর্থ ধারাবাহিক প্রবহমান বাতাস।

নাযিলের সময়কাল

সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি মাক্কী। এ সূরার আগের দুটো সূরা এবং পরের দুটো সূরার সাথে মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায় যে, সূরাগুলো রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কী জীবনের নবুওয়াতের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো কিয়ামত বা মহাপ্রলয়, পুনর্জীবন ও মহাবিচার দিবস সম্পর্কে আলোচনা করে সে সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা।

প্রথম থেকে সাত নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মৃদু বাতাস, প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু, মেঘ সঞ্চালনকারী বাতাস এবং মেঘ পরিচালনাকারী বাতাসের শপথ করে কিয়ামত সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, যে আল্লাহ বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে যেভাবে মেঘকে পরিচালনা করেন যার ফলে পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং প্রবল বায়ু গাছপালা, উদ্ভিদ ও ঘরবাড়িকে লণ্ডভণ্ড করে দেন, সেই আল্লাহ অবশ্যই কিয়ামত সংঘটন করতে সক্ষম। এসব সংঘটন ও ব্যবস্থাপনার পেছনে যে সুস্পষ্ট যুক্তি ও কৌশল কাজ করছে, তা-ই প্রমাণ করে যে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং আখিরাতের জীবন অবশ্যই হওয়া উচিত। কারণ মহাকুশলী স্রষ্টার কোনো কাজই নিরর্থক বা উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না।

আট থেকে পনের নম্বর আয়াতে কিয়ামতের আংশিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেদিন আসমান ফেটে যাবে, উর্ধলোকের সব ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়বে, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো খসে পড়বে এবং আলোহীন হয়ে যাবে। পর্বতমালা পশমের মতো উড়তে থাকবে। সেদিন সমস্ত নবী-রাসূলকে সাক্ষীর জন্য সমবেত করা হবে—যাদের কথা কাফিররা অবিশ্বাস করছে। সেদিন হবে বিচারদিন এবং চূড়ান্ত ফায়সালার দিন। কিয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী কাফিরদের পক্ষে সেদিন হবে খুবই ভয়াবহ ও দুর্গতির দিন। সেদিন তাদের দুঃখ-কষ্টের কোনো সীমা থাকবে না।

ষোল থেকে চল্লিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত ও পুনর্জীবনের সম্ভাব্যতার পক্ষে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, ভূমি থেকে উৎপাদিত উপকরণ থেকে

উৎসারিত নগণ্য এক বিন্দু পানিকে নারীর গর্ভাশয়ে রেখে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিনব আকৃতিসম্পন্ন মানুষ আমি-ই সৃষ্টি করেছি। আবার সেই মানুষের প্রয়োজনে কতো অফুরন্ত সম্পদ ভূমির বুক চিরে বের করেছি। পুনরায় সবকিছুই ভূমির বুকেই বিলীন হয়ে যায়। অতএব যে একক অনন্য শক্তিধর সত্তা এসব করতে সক্ষম তিনি অবশ্যই মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে তার থেকে হিসাব গ্রহণ করতে সক্ষম।

অতীতের ইতিহাস সাক্ষী, যারা আখিরাত অস্বীকার করেছে, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক আইনই কার্যকর নয়, এখানে নৈতিক বিধি-বিধানও কার্যকর আছে। আর নৈতিক বিধানের অনিবার্য ফল হলো, আখিরাত অবিশ্বাসের কারণেই পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়া। সুতরাং মানুষের পাপাচারে ডুবে যাওয়া এবং ধ্বংস হওয়ার মূল কারণই হলো আখিরাতে অবিশ্বাস। এটা অতীতে যেমন হয়েছে, বর্তমানেও এ নৈতিক বিধানের ব্যতিক্রম নেই, আর ভবিষ্যতেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। এতো গেলো দুনিয়ার ধ্বংসের ব্যাপার। আখিরাতে অবিশ্বাসীদের মৃত্যু পরবর্তী পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সেখানে তাদের দুঃখের কোনো সীমা-পরিসীমা থাকবে না। কিয়ামতের দিন তারা প্রচণ্ড সূর্যতাপে ছায়া খুঁজতে থাকবে। সেদিন জাহান্নামের ধোঁয়াকে কুণ্ডলীর আকারে দেখতে পেয়ে তার ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য ছুটাছুটি করতে থাকবে। কিন্তু সে ছায়া না হবে শীতল, আর না পারবে তা সূর্যতাপকে রোধ করতে। তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা ও দুর্গতির সীমা থাকবে না। তাদের অপরাধ যখন আল্লাহর আদালতে প্রমাণ হবে তখন তাদের ওযর-আপত্তি করার বা কথা বলার অবকাশ থাকবে না, সেই দিনটিই হবে চূড়ান্ত ফায়সালার দিন।

৪১ থেকে ৫০ আয়াতে সেসব লোকদের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে, যারা আখিরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখে এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করেছে। তারা নিজের আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, নৈতিক চরিত্র এবং জীবন ও কর্মের সকল মন্দ দিক থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে। এসব কাজ যদিও মানুষকে দুনিয়াতে সাময়িক আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, কিন্তু পরিণামে এসব কাজ মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে। এ থেকে যারা বেঁচে থাকে সেসব মুত্তাকীদের পরিণাম অতীব সুখময়। তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী আনন্দে জীবন যাপন করবে।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা দুনিয়ার এ কয়দিন আমোদ-ফূর্তি করে নাও। কিন্তু তোমাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। তোমাদের উচিত, আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে জীবন যাপন করা। এ কুরআনই যদি তোমাদের সঠিক পথে নিয়ে আসতে না পারে, তাহলে আর কোনো কিতাব-ই তোমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে না।

❑

① وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ② فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ③ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ

১. কসম সে বাতাসের যা প্রেরিত হয় একের পর এক নিরবচ্ছিন্নভাবে। ২. অতঃপর প্রবল বেগে প্রবাহিত ঝটিকার। ৩. কসম (মেঘমালাকে) সঞ্চালনকারী প্রবল বাতাসের।

④ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ⑤ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ⑥ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ

৪. তারপর (মেঘমালাকে) বিচ্ছিন্নকারী জোরালো বাতাসের ৫. এবং (মনে) আল্লাহর স্মরণ জাগ্রতকারী— ৬. অনুশোচনার বা ভয়ের।[১]

① وَ-কসম ; الْمُرْسَلٰتِ-সেই বাতাসের যা প্রেরিত হয় নিরবচ্ছিন্নভাবে ; عُرْفًا-একের পর এক। ② فَالْعٰصِفٰتِ-অতঃপর ঝটিকার ; عَصْفًا-প্রবলবেগে প্রবাহিত। ③ وَّ-কসম ; النّٰشِرٰتِ-(মেঘমালাকে) সঞ্চালনকারী বাতাসের ; نَشْرًا-প্রবলবেগে। ④ فَالْفٰرِقٰتِ-তারপর (মেঘমালাকে) বিচ্ছিন্নকারী বাতাসের ; فَرْقًا-জোরালো। ⑤ فَالْمُلْقِيٰتِ-এবং (মনে) জাগ্রতকারীর ; ذِكْرًا-আল্লাহর স্মরণ। ⑥ عُذْرًا-অনুশোচনার ; اَوْ-বা ; نُذْرًا-ভয়ের।

১. সূরার প্রথম থেকে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি বস্তুর কসম করে কিয়ামতের নিশ্চিত সংঘটনের কথা প্রকাশ করেছেন। আয়াতে বস্তুগুলোর নাম উল্লেখ না করে সেগুলোর বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর কোনো হাদীস থেকেও তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তাই সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়।

আল্লামা মওদূদী রহ.-এর মতে আলোচ্য আয়াতগুলোতে বৃষ্টি বহনকারী বাতাসের অবস্থা পরম্পরা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রথমত বাতাস ক্রমাগত চলতে থাকে। অতঃপর তা প্রবল বেগে ঝটিকার রূপ ধারণ করে। তারপর মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। এরপর মেঘমালাকে বিদীর্ণ-বিচ্ছিন্ন করে ভাগ ভাগ করে। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ না করে তার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, তা মনের মাঝে আল্লাহর স্মরণকে জাগিয়ে দেয় ওযর হিসেবে অথবা ভয় হিসেবে। অর্থাৎ এসব অবস্থা যখন সৃষ্টি হয়, তখন মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় ; তাই সে আল্লাহকে স্মরণ করতে বাধ্য হয়। কিংবা মানুষ তার দোষ-ক্রটি ও অপরাধসমূহ স্বীকার করে দোয়া করতে থাকে, যেনো আল্লাহ তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন, তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

⑦ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ⑧ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ⑨ وَإِذَا السَّمَاءُ

৭. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি প্রতিশ্রুত বিষয়[২] অবশ্যই সংঘটিতব্য[৩]। ৮.—অতঃপর তারাগুলো যখন আলোহীন হয়ে পড়বে[৪]। ৯. আর যখন আসমানকে

⑦ انَّمَا-নিশ্চয়ই ; تُوعَدُونَ-তোমাদের প্রতি প্রতিশ্রুত বিষয় ; لَوَاقِعٌ-(ل+واقع)-অবশ্যই সংঘটিতব্য। ⑧ فَاذَا-(ف+اذا)-অতঃপর যখন ; النُّجُومُ-তারাগুলো ; طُمِسَتْ-আলোহীন হয়ে পড়বে। ⑨ وَ-আর ; اذَا-যখন ; السَّمَاءُ-আসমানকে ;

দীর্ঘ খরা কবলিত অঞ্চলে এক ফোঁটা পানির জন্য মানুষ যখন কাতরাতে থাকে, তখন হঠাৎ মেঘ ও ঝাঞ্ঝা বায়ু প্রবাহ শুরু হলে মানুষ আশংকিত হয়। এমতাবস্থায় চরম নাস্তিক কাফিরও আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। দুর্ভিক্ষের তীব্রতা ভেদে অবস্থার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। সাধারণ মানুষ যেহেতু সাধারণভাবে আল্লাহ-বিশ্বাসী হয়ে থাকে, তাই স্বাভাবিক দুর্ভিক্ষ হলেও তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। আর নাস্তিক-কাফিররা তখন প্রকৃতির দোহাই দিয়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থেকে যায়। তবে দীর্ঘ দুর্ভিক্ষে দেশ যখন ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে যায়, তখন নাস্তিক-কাফিররাও মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে এবং কামনা করতে থাকে, যেনো আসন্ন মেঘবাহী বাতাস দ্বারা সারা দেশে বৃষ্টিপাত হয়। এটাই হলো ওযর হিসেবে অন্তরে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে তোলা।

আর যখন ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি পেয়ে প্রচণ্ড বিভিষিকাময় অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং জনপদের পর জনপদ বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া শুরু হয়, অথবা মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়ে বিপদ সংকুল বন্যার রূপ ধারণ করে, তখন চরম হঠকারি নাস্তিক-কাফিরও ভয়ার্ত অন্তরে আল্লাহর নিকট বিনীত হয়ে প্রার্থনা করতে থাকে। এটাই হলো 'নুযরান' বা ভীতি হিসেবে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে তোলা।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বাতাসের এ অবস্থা পরম্পরা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, বাতাস এভাবে মানুষের মনে ওযর বা ভীতি হিসেবে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে দেয়। এর দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে—দুনিয়ার সবকিছু মানুষের ইখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়নি ; বরং সবকিছুর ওপর এক মহাশক্তি আছেন। যার ক্ষমতা এমন অপরাজেয় যে, যখন ইচ্ছা তিনি পৃথিবীর যাবতীয় উপায়-উপাদানকে মানুষের প্রতিপালনের জন্য ব্যবহার করতে পারেন ; আবার যখন ইচ্ছা সেসব উপায়-উপাদানকে তার ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত করতে পারেন।

২. অর্থাৎ তোমাদেরকে কিয়ামত সংঘটন সম্পর্কে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয়—দেখানো হচ্ছে (অর্থাৎ কিয়ামত) তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

৩. কিয়ামত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে, তা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা সূরার ১ম থেকে ৪ আয়াতে বাতাসের পাঁচটি অবস্থার কসম করেছেন। যে বস্তুর নামে কসম

করেছেন সেই বস্তুর নাম না থাকায় মুফাস্সিরীনে কিরামের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পাঁচটি আয়াতে পাঁচটি গুণ বা বিশেষণের ওপর কসম করেছেন। এ বিশেষণগুলো একই বস্তুর নাকি বিভিন্ন বস্তুর, সে সম্পর্কে কুরআন বা হাদীসে কোনো ইংগীত পাওয়া যায় না। তাই মুফাস্সিরীনে কিরামের একটি দল বলেছেন বিশেষণ পাঁচটি বাতাসের। অপর দল বলেছেন, এসব বিশেষণ ফেরেশতাদের। আরেক দল বলেছেন, প্রথম তিনটি বাতাসের, পরের দুটো ফেরেশতাদের। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম দুটো বাতাসের বিশেষণ, পরের তিনটি ফেরেশতাদের। এসব মতামতের মধ্যে প্রথম মতটিই যুক্তির নিরিখে গ্রহণীয় বলে মনে হয়। আর তাহলো—উল্লিখিত সবগুলো বিশেষণই বাতাসের। মাওলানা মওদূদী রহ. এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। কারণ বাতাসের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দ্বারাই কিয়ামতের বাস্তবতা প্রমাণিত হয়।

পৃথিবীতে প্রাণীজগত ও উদ্ভিদ জগতের জীবন সম্ভব হয়েছে যেসব উপকরণের জন্য, তন্মধ্যে বাতাস একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সব প্রজাতির জীবনের সাথে বাতাসের বর্ণিত বিশেষণগুলোর যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তা দ্বারা মহান আল্লাহর জ্ঞান, শক্তি-ক্ষমতা ও সৃষ্টিকর্মের নিপুণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিজ জ্ঞান, কুদরত তথা শক্তি দ্বারা বাতাসের মধ্যে বৈচিত্রপূর্ণ অসংখ্য অবস্থা সৃষ্টি করেছেন। লক্ষকোটি বছর ধরে তাঁর ব্যবস্থাপনায় ভিন্ন ভিন্ন ঋতু সৃষ্টি হচ্ছে। কখনো বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হয়ে গুমোট অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কখনো মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ বাতাস প্রবাহিত হয়ে জনজীবনে স্বস্থি এনে দিচ্ছে। কখনো গরম, কখনো ঠাণ্ডা। কখনো মেঘের ঘনঘটায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়, আবার কখনো দেখা যায়, বাতাস মেঘমালাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কখনো আরামদায়ক বাতাস বইতে থাকে, আবার কখনো প্রলয়ংকারী ঝড়-ঝাঞ্ঝা রূপে দেখা দেয়। কখনো বৃষ্টিপাতের প্রভাবে জনপদ সুজলা-সুফলা হয়ে উঠে ; আবার কখনো বৃষ্টির অভাবে খরা ও দুর্ভিক্ষ অবস্থা সৃষ্টি হয়। বাতাসের এ অবস্থা-বৈচিত্র আল্লাহ তা'আলার কোনো না কোনো উদ্দেশ্য পূরণ করে। এ অবস্থা ও ব্যবস্থা-ই একটি অজেয় ও পরাক্রমশালী মহাশক্তিমান সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়, যার পক্ষে জীবন সৃষ্টি করা যেমন অসম্ভব নয়, তেমনি তাকে ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করাও অসম্ভব নয়। সেই মহাশক্তিমান আল্লাহ তাঁর পূর্ণমাত্রার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা এসব ব্যবস্থাপনা করছেন। এ বিস্ময়কর ব্যবস্থার সামনে মানুষ এতো অসহায় যে, সে নিজের প্রয়োজনেও উপকারী বাতাস প্রবাহিত করতে পারে না। আবার ধ্বংসাত্মক তুফানের আগমনকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। মানুষ যতোই অসচেতন, একগুয়ে, হঠকারী ও বড় নাস্তিক হোক না কেনো, বাতাসের কোনো না কোনো অবস্থা তার অন্তরে জাগিয়ে দেয় যে, এসব ব্যবস্থাপনায় তৎপর আছে সর্বোপরি এক মহাশক্তি, যিনি প্রাণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপাদান এ বাতাসকে যখন ইচ্ছা তাকে ধ্বংসের কারণ বানিয়ে দিতে পারেন, মানুষ সেই মহাশক্তিমান আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্তকে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। (তাফহীম)

فُرِجَتْ ۝٩ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝١٠ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ۝١١

ফাটিয়ে দেয়া হবে[৫] ; ১০. আর যখন পাহাড়গুলোকে ধুনে দেয়া হবে ; ১১. এবং যখন সকল রাসূলকে এক নির্দিষ্ট সময়ে হাজির করা হবে।[৬]

لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝١٢ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝١٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝١٤

১২. কোন্ দিনের জন্য এসব স্থগিত রাখা হয়েছে (তোমরা জানো কি) ? ১৩. (স্থগিত রাখা হয়েছে) বিচার দিনের জন্য। ১৪. আর আপনি কি জানেন বিচার দিন কেমন ?

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝١٥ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝١٦ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ

১৫. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য[৭]। ১৬. আমি কি ধ্বংস করে দেইনি আগেকার মিথ্যা আরোপকারী লোকদেরকে[৮] ? ১৭. অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করে দেবো

فُرِجَتْ-ফাটিয়ে দেয়া হবে। ⑩ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; الْجِبَالُ-পাহাড়গুলোকে ; نُسِفَتْ-ধুনে দেয়া হবে । ⑪ وَ-এবং ; اِذَا-যখন ; الرُّسُلُ-সকল রাসূলকে ; اُقِّتَتْ-এক নির্দিষ্ট সময়ে হাজির করা হবে। ⑫ لِاَيِّ يَوْمٍ-(ل+اى+يوم)-(তোমরা জানো কি)-কোন্ দিনের জন্য ; اُجِّلَتْ-এসব স্থগিত রাখা হয়েছে। ⑬ لِيَوْمِ الْفَصْلِ-(ل+يوم+الفصل)-(স্থগিত রাখা হয়েছে) বিচার-দিনের জন্য। ⑭ وَ-আর ; مَا اَدْرٰكَ-(ما+ادرى+ك)-আপনি কি জানেন ; مَا-কেমন ; يَوْمُ-দিন ; الْفَصْلِ-বিচার। ⑮ وَيْلٌ-ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِلْمُكَذِّبِيْنَ-(ل+ال+مكذبين)-মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ⑯ اَلَمْ نُهْلِكِ-(ا+لم نهلك)-আমি কি ধ্বংস করে দেইনি ; الْاَوَّلِيْنَ-আগেকার (মিথ্যা আরোপকারী) লোকদেরকে। ⑰ ثُمَّ-অতঃপর ; نُتْبِعُهُمُ-(نتبع+هم)-আমি তোমাদের অনুগামী করে দেবো ;

৪. অর্থাৎ মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক বিধান ধ্বংস হয়ে তারকারাজী আলোহীন হয়ে যাবে এবং এসব গ্রহ-নক্ষত্র এগুলোও আলোহীন হয়ে পড়বে। (তাফহীম)

৫. অর্থাৎ ঊর্ধজগতের যে সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার কারণে প্রত্যেকটি তারকা-নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে অবিচল আছে এবং যার দরুন বিশ্ব-জগতের প্রত্যেকটি বস্তু নিজ নিজ সীমার মধ্যে আটকে আছে, তা সবই চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়া হবে। এর বন্ধনটি সম্পূর্ণ শিথিল করে দেয়া হবে। (তাফহীম)

৬. অর্থাৎ হাশরের দিন মানব জাতির মামলা যখন আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে, তখন প্রত্যেক জাতির নিকট প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হবে। তাঁরা যে মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন তার সাক্ষ্য দান করবেন।

الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٨﴾ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

পরে আসা লোকদেরকেও[৯]। ১৮. অপরাধীদের সাথে আমি এমনই (আচরণ) করে থাকি। ১৯. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য[১০]।

﴿٢٠﴾ اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢١﴾ فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ○

২০. আমি কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি এক তুচ্ছ পানি থেকে? ২১. অতঃপর আমি তাকে রেখেছি এক সুরক্ষিত স্থানে[১১]—২২. একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।[১২]

الْاٰخِرِيْنَ-পরে আসা লোকদেরকেও। ⑱ كَذٰلِكَ-এমনই ; نَفْعَلُ-আমি (আচরণ) করে থাকি ; بِالْمُجْرِمِيْنَ-অপরাধীদের সাথে। ⑲ وَيْلٌ-ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) ; يَّوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِّلْمُكَذِّبِيْنَ-(ل+ال+مكذبين)-মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ⑳ اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ-(ا+لم نخلق+كم)-আমি কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি ; مِّنْ-থেকে ; مَّآءٍ-পানি ; مَّهِيْنٍ-এক তুচ্ছ। ㉑ فَجَعَلْنٰهُ-(ف+جعلنا+ه)-অতঃপর আমি তাকে রেখেছি ; فِيْ قَرَارٍ-এক স্থানে ; مَّكِيْنٍ-সুরক্ষিত। ㉒ اِلٰى-পর্যন্ত ; قَدَرٍ-সময় ; مَّعْلُوْمٍ-একটি নির্দিষ্ট।

এটাই হবে আল্লাহদ্রোহী মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহর বড় প্রমাণ। এ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ হবে যে, অপরাধীরা তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য নিজেরাই দায়ী। তাদেরকে সতর্ক করার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ত্রুটি ছিলো না।

৭. কিয়ামত দিনের এ ভয়ংকর চিত্র অংকনের পর সে দিনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী এবং আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে এ দুনিয়ার বিশ্বাস ও কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে—এমন সময় কখনো আসবে না বলে যারা মনে করে এ দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছিলো, তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিপর্যয় হবে কিয়ামতে অবিশ্বাসী লোকদের জন্য। (মা'আরিফ, তাফহীম)

৮. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ কিয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসী দুনিয়ার কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলছেন—আমি যে কিয়ামত সংঘটনে পূর্ণ মাত্রায় সক্ষম এবং পরকালে তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণে পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাবান, তা বিশ্বাস না হলে তোমাদের অতীত ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টিয়ে দেখে নাও। এ দুনিয়াতেই তার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আমি অতীতের অবিশ্বাসী জাতি-গোষ্ঠীকে চরম অপমান ও দুর্গতির সাথে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরিণতি কতোই না মারাত্মক হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী—আদ, সামূদ ও কাওমে ফিরআউনের ধ্বংসের ঘটনা ইতিহাসের জ্বলন্ত প্রমাণ।

৯. অর্থাৎ অতীতের ইতিহাস থেকে তোমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। নতুবা তোমাদের পরিণতিও তাদের মতো হবে। তাদের মতো আচরণ করলে তোমাদেরকে এবং তোমাদের পরবর্তীদের আচরণ একইরূপ হলে তাদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া হবে। আমার

﴿٢٣﴾ فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ

২৩. অতএব আমি (তার) পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছি ; তাহলে আমি পরিমাণ নির্ধারকদের মধ্যে কতোই না নিপুণ[১৩]। ২৪. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য।[১৪] ২৫. আমি কি সৃষ্টি করিনি—

الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٦﴾ أَحْيَاءً وَّأَمْوَاتًا ﴿٢٧﴾ وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّ

পৃথিবীকে ধারণকারী হিসেবে–২৬. জীবিতদের ও মৃতদেরকে। ২৭. আর আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উঁচু পর্বতমালা এবং

﴿٢٣﴾ فَقَدَرْنَا-(ف+قدرنا)-অতএব আমি (তার) পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছি ; فَنِعْمَ-(ف+نعم)-তাহলে কতোই না নিপুণ ; الْقٰدِرُوْنَ-আমি পরিমাণ নির্ধারকদের মধ্যে। ﴿٢٤﴾ وَيْلٌ-ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) ; يَّوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِّلْمُكَذِّبِيْنَ-মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ﴿٢٥﴾ اَلَمْ نَجْعَلِ-(ا+لم نجعل)-আমি কি সৃষ্টি করিনি ; الْأَرْضَ-পৃথিবীকে ; كِفَاتًا-ধারণকারী হিসেবে। ﴿٢٦﴾ أَحْيَاءً-জীবিতদের ; وَّ-ও ; أَمْوَاتًا-মৃতদেরকে। ﴿٢٧﴾ وَّ-আর ; جَعَلْنَا-আমি স্থাপন করেছি ; فِيْهَا-তাতে ; رَوَاسِيَ-পর্বতমালা ; شٰمِخٰتٍ-সুদৃঢ় উঁচু ; وَّ-এবং ;

মানদণ্ডে যারাই অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তাদের সাথে এমন আচরণই করে থাকি। এটাই আমার স্থায়ী নীতি ও বিধান।

১০. অর্থাৎ দুনিয়াতে এসব অপরাধী যে ধ্বংসের সম্মুখীন হয় তা তাদের চূড়ান্ত শাস্তি নয়, তাদের চূড়ান্ত শাস্তি হবে সেদিন আল্লাহর আদালতে যেদিন বিচার কায়েম হবে। সেদিন তাঁর সমস্ত কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবে, সে কোনো ক্রমেই সেই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

১১. অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা করলেই কিয়ামত ও পরকালীন জীবনের সম্ভাব্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক বিন্দু তুচ্ছ পানিকে মায়ের জরায়ুতে একটা নির্দিষ্ট সময় রেখে তা থেকে মানুষের এ সুন্দর অবয়ব সৃষ্টি করা হয়। এ নির্দিষ্ট সময়টাও একমাত্র আল্লাহর জ্ঞানেই রয়েছে এবং তিনিই তা নির্ধারণ করেছেন।

১২. অর্থাৎ গর্ভকাল সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। কোন্ বাচ্চা কতো মাস, কতো দিন, কতো ঘন্টা, কতো মিনিট ও কতো সেকেণ্ড মায়ের পেটে অবস্থান করবে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

১৩. অর্থাৎ আমি তুচ্ছ একফোঁটা বীর্য থেকে পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষ বানাতে যখন সক্ষম হয়েছি, তখন সেই মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় বানাতে সক্ষম হবো না কেনো ? এটা মৃত্যুর পরের জীবনের স্পষ্ট প্রমাণ। আমার সৃষ্টি কাজের ফলে মানুষ যে দুনিয়াতে

أَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْطَلِقُوْٓا

তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুপেয় পানি।[১৫] ২৮. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য[১৬]। ২৯. (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা চলো[১৭]—

أَسْقَيْنٰكُمْ-(اسقينا+كم)-তোমাদেরকে পান করিয়েছি ; مَآءً-পানি ; فُرَاتًا-সুপেয়। ﴿২৮﴾ وَيْلٌ-ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) ; يَّوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِّلْمُكَذِّبِيْنَ-মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ﴿২৯﴾ اِنْطَلِقُوْٓا-(তাদেরকে বলা হবে—) তোমরা চলো ;

বর্তমান আছে, তা-ই আমার ক্ষমতা ও কর্ম-নিপুণতার প্রমাণ বহন করে। আমি এমন স্রষ্টা নই যে, একবার সৃষ্টি করার পর মানুষকে পুনরায় আর সৃষ্টি করতে পারবো না।

১৪. অর্থাৎ কিয়ামত ও আখিরাতকে যারা এতোগুলো প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, এতে বিশ্বাসীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে এবং অন্ধ-বিশ্বাসী ও সেকেলে বলে এড়িয়ে চলছে তারা সেদিন জানতে পারবে, যেদিন কিয়ামত ও আখিরাতের সম্মুখীন তারা হবে। তবে সেদিন হবে তাদের চূড়ান্ত ধ্বংসের দি

১৫. আলোচ্য আয়াতসমূহে কিয়ামত ও পরকালের জীবনের সম্ভাব্যতার পক্ষে আল্লাহ তা'আলা একটি সাবলীল যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, যা মানুষের চাক্ষুষ বিষয়। আল্লাহ বলেন—আমি এ পৃথিবীকে মানব জাতি ও জীব-জন্তুর আবাসস্থল হিসেবে সৃষ্টি করেছি। মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদরাজি এ পৃথিবীর বুকেই জন্মলাভ করে, এ পৃথিবীর বুক থেকেই তারা নিজেদের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ করে, আবার এর বুকেই তাদের মৃতদের সমাহিত হয়। জন্ম-মৃত্যুর এ ধারাটিই অবিরতভাবে পৃথিবীর বুকেই কোটি কোটি বছর ধরে চলছে এবং এ পৃথিবী তাদের সকলকে ধারণ করে আসছে। এর বুকে নানা স্থানে পর্বতমালা স্থাপন করা হয়েছে। নদী-নালা ও ঝর্ণার সুমিষ্ট পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। লবণাক্ত পানি বাষ্পাকারে ওপরে উঠিয়ে প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের প্রয়োজন ও কল্যাণে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করা হচ্ছে, ফলে অসংখ্য জীবকুল ও উদ্ভিদরাজি জন্মলাভ করছে। পৃথিবীর বুকে আল্লাহর এ সুচারু ব্যবস্থাপনাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ একক ও মহাশক্তিধর। তিনি মানুষকে মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত করে তাদের পার্থিব জীবনের প্রতিদান দিতে সক্ষম এবং তিনি তা দেবেন।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কুদরত কর্ম-নিপুণতার বিস্ময়কর নমুনা দেখার পরও যারা কিয়ামত ও আখিরাতের জীবনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে এবং আখিরাতে মানুষকে পুনর্জীবন দান করে হিসাব গ্রহণের বাস্তবতা ও যৌক্তিকতাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করছে, তাদের ধ্বংস তারা নিজেরাই ডেকে আনছে। সেদিন যখন তাদের বিশ্বাসের বিপরীত কিয়ামত, হাশর-নশর ও জান্নাত-জাহান্নাম তাদের সামনে বাস্তব হয়ে দেখা দেবে তখন তারা নিজেদের বোকামী বুঝতে পারবে, যে বোকামীর কারণে তারা ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবে। (তাফহীম)

إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾ ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

তার নিকট যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলে। ৩০. তোমরা চলো, তিন শাখার অধিকারী ছায়ার দিকে[১৮]—

لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُۥ

৩১. যা শীতলও নয় এবং রক্ষাও করবে না অগ্নিশিখা থেকে। ৩২. নিশ্চয়ই তা নিক্ষেপ করবে বড় বড় অট্টালিকার মতো আগুনের স্ফুলিঙ্গ। ৩৩. যেনো তা

جِمَٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٥﴾

হলুদ রংয়ের উট[১৯]। ৩৪. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ৩৫. এটা এমন দিন (যেদিন) তারা কথা বলতে পারবে না।

إِلَىٰ-নিকট ; مَا-তার ; كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ-যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলে। ৩০ اِنْطَلِقُوْٓا-তোমরা চলো ; اِلٰى-দিকে ; ظِلٍّ-ছায়ার ; ذِىْ-অধিকারী ; ثَلٰثِ-তিন ; شُعَبٍ-শাখার। ৩১ لَا-নয় ; ظَلِيْلٍ-যা শীতল ; وَ-এবং ; لَايُغْنِىْ-রক্ষাও করবে না ; مِنَ-থেকে ; اللَّهَبِ-অগ্নিশিখা। ৩২ اِنَّهَا-নিশ্চয়ই-তা ; تَرْمِىْ-নিক্ষেপ করবে ; بِشَرَرٍ-(ب+شرر)-আগুনের স্ফুলিঙ্গ ; كَالْقَصْرِ-(ك+ال+قصر)-বড় বড় অট্টালিকার মতো। ৩৩ كَاَنَّهٗ-(ك+ان+ه)-যেনো তা ; جِمٰلَتٌ-উট ; صُفْرٌ-হলুদ রংয়ের। ৩৪ وَيْلٌ-ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِلْمُكَذِّبِيْنَ-মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ৩৫ هٰذَا-এটা ; يَوْمُ-এমন দিন (যেদিন) ; لَايَنْطِقُوْنَ-তারা কথা বলতে পারবে না।

১৭. এতোসব প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও যারা আখিরাত অবিশ্বাস করে নিজ প্রবৃত্তির খেয়াল খুশি অনুসারে দুনিয়াতে জীবন যাপন করবে, যখন আখিরাত তাদের সামনে বাস্তব হয়ে দেখা দেবে, তখন তাদের পরিণতি কেমন হবে, তা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

১৮. অর্থাৎ জাহান্নামের কালো ধোঁয়ার ছায়া। ধোঁয়া যখন কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠে যায়, তখন তার বিরাটত্বের কারণে তা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। (তাফহীম)

১৯. অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের শিখাগুলো বিরাট অট্টালিকার মতো উঁচু হয়ে যখন লম্ফঝম্ফ করতে থাকবে তখন মনে হবে হলুদ বর্ণের উটগুলো লম্ফঝম্ফ করছে। (তাফহীম)

এখানে আগুনের শিখাসমূহকে হলুদ রংয়ের উটের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরব জাতির মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য করে এমন তুলনা করা হয়েছে এবং তাদের অতি পরিচিত জিনিসের সাথে আগুনের তুলনা করা হয়েছে। আরবরা তাদের ঘরবাড়ী বেশ

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿٣٨﴾

৩৬. আর (সেদিন) তাদেরকে অনুমতিও দেয়া হবে না যে, তারা ওযর পেশ করবে[২০]। ৩৭. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ৩৮. (তাদেরকে বলা হবে) এটাই ফায়সালার দিন

جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ

আমি একত্র করেছি তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তীদেরকে। ৩৯. অতএব যদি তোমাদের কোনো কূট-কৌশল থাকে তবে তা আমার ওপর প্রয়োগ করে দেখতে পারো[২১]। ৪০. ধ্বংস

يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾

সেদিন (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য।

-فَيَعْتَذِرُوْنَ ; তাদেরকে-لَهُمْ ; (সেদিন) অনুমতিও দেয়া হবে না-لَايُؤْذَنُ ; আর-وَ ৩৬
يَوْمَئِذٍ ; (ف+يعتذرون)-যে, তারা ওযর পেশ করবে। ৩৭ وَيْلٌ-ধ্বংস (অপেক্ষা করছে)
-সেদিন ; لِلْمُكَذِّبِيْنَ-মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ৩৮ هٰذَا-(তাদেরকে বলা হবে)
এটাই ; يَوْمُ-দিন ; الْفَصْلِ-ফায়সালার ; (جمعنا+كم)-جَمَعْنٰكُمْ-আমি একত্র করেছি
তোমাদেরকে ; وَ-ও ; الْاَوَّلِيْنَ-পূর্ববর্তীদেরকে। ৩৯ (ف+ان)-فَاِنْ-অতএব যদি ; كَانَ
-থাকে ; لَكُمْ-তোমাদের ; كَيْدٌ-কোনো কূট-কৌশল ; (ف+كيدون+ى)-فَكِيْدُوْنِ-
তবে তা আমার ওপর প্রয়োগ করে দেখতে পারো। ৪০ وَيْلٌ-ধ্বংস (অপেক্ষা করছে);
يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِلْمُكَذِّبِيْنَ-মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৈরী করতো এবং বাড়ীর আশেপাশে উটের পাল থাকতো। তাই এখানে আগুনের ভয়াবহতার চিত্র অংকন করা হয়েছে তার স্ফুলিংগের চিত্র অংকনের মাধ্যমে। (রুহুল কুরআন)

২০. অর্থাৎ তাদেরকে যখন জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে, তখন তাদের আর কোনো ওযর আপত্তি থাকবে না। কুরআন মাজীদের অন্যান্য স্থানে বর্ণিত আয়াত থেকে জানা যায় যে, এর আগে হাশরের ময়দানে বিচার চলাকালীন তারা অনেক ওযর আপত্তি পেশ করবে। নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপিয়ে নিজের নির্দোষিতার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করবে। যেসব নেতা তাদেরকে বিপথে পরিচালনা করেছে, তাদেরকে গালি দেবে। অনেক অপরাধী উদ্ধত মেজাজে নিজের অপরাধ অস্বীকার করবে। কিন্তু তার অপরাধের সচিত্র প্রতিবেদন যখন তার সামনে পেশ করা হবে, তখন অকাট্যভাবে তার অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাবে। এমনকি তার অঙ্গ-প্রতঙ্গে পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। এভাবে ইনসাফের সমস্ত দাবী পূরণ করে এবং অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ-সুবিধা দেয়ার পরও যখন সাক্ষ্য প্রমাণে সে

অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তখন সে লা-জবাব হয়ে যাবে। তার বলার মতো কোনো কথা থাকবে না ; আর না তার কোনো ওযর-আপত্তি। সুতরাং ওযর পেশ করতে না দেয়ার অর্থ এটা নয় যে, বিচার হবে একতরফা এবং অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়েই রায় দিয়ে দেয়া হবে।

২১. অর্থাৎ দুনিয়াতে তো তোমরা আমার বিরুদ্ধে তথা ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক প্রতারণামূলক কূট-কৌশল অবলম্বন করেছিলে, মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমগুলো তোমাদের করায়ত্তে থাকার ফলে অনেক অমূলক ও মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছো। আমার নবী-রাসূল ও তাঁদের ওয়ারিসদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিলে, এখন চেষ্টা করে দেখো, কোনো কূট-কৌশল অবলম্বন করে আমার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারো কিনা। এসব কথা তাদেরকে লজ্জা দেয়া এবং মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে বলা হবে। (তাফহীম, কাবীর)

১ম রুকূ' (১-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বায়ু প্রবাহের অবস্থা পরম্পরার কসম করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত ও আখিরাত সংঘটনের প্রমাণ পেশ করেছেন ; এ থেকে আমরা কিয়ামত ও আখিরাতের সম্ভাব্যতা ও অবশ্যম্ভাবিতার প্রমাণ পাই।

২. বায়ু প্রবাহের বিভিন্ন অবস্থা মানব মনে আল্লাহর স্মরণকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় জাগ্রত করে দেয়।

৩. বৃষ্টিবাহী বায়ু প্রবাহ যেমন আমাদের মনে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি ঝঞ্ঝা বায়ু [illegible]দের মনে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করতে বাধ্য করে।

৪. কিয়ামত, আখিরাত তথা হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত-জাহান্নাম লাভ অবশ্যম্ভাবী—এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

৫. কিয়ামতের দিন তারকারাজি আলোহীন হয়ে পড়বে এবং গ্রহ-উপগ্রহগুলো পরস্পর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

৬. পাহাড়-পর্বতগুলো ধুনো তুলোর মতো হয়ে উড়তে থাকবে।

৭. পৃথিবীতে আগতব্য সকল মানুষের আগমন হওয়ার আগে কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

৮. কিয়ামত সংঘটনের পর আগে-পরের সকল নবী-রাসূলকে হাশরের ময়দানে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্যদানের জন্য হাজির করা হবে।

৯. চূড়ান্ত বিচার কার্যের জন্য কিয়ামত সংঘটনকে বিলম্বিত করা হয়েছে। যাতে একই সাথে সকল মানুষের কাজের সুদূরপ্রসারী ফলাফলের ভিত্তিতে সূক্ষ্মভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

১০. সেই বিচারে কিয়ামত ও আখিরাতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফিরদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

১১. মিথ্যা সাব্যস্তকারী কাফিরদের জন্য দুনিয়াতেও ধ্বংস অনিবার্য। অতীতের শক্তিধর জাতি-সমূহের পরিণতি থেকেই এ শিক্ষা পাওয়া যায়।

১২. কিয়ামত ও আখিরাতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী জাতিসমূহের উভয় জাহানে ধ্বংসকর পরিণতি আল্লাহ তা'আলার স্থায়ী বিধান ; এ বিধানের পরিবর্তন কখনো হবে না।

১৩. কিয়ামত ও আখিরাত অবিশ্বাসকারী যেসব জাতির আবির্ভাব যে যুগেই হোক না কেনো, তাদের পরিণতিতে কোনো পার্থক্য হবে না।

১৪. মানুষের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াও কিয়ামত এবং পরকাল সংঘটনের যৌক্তিকতা ও অবশ্যম্ভাবিতা প্রমাণ করে।

১৫. মানুষকে কোনো নমুনা ছাড়া প্রথমবার অত্যন্ত নিপুণভাবে আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন, তখন তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতেও অবশ্যই সক্ষম।

১৬. এ পৃথিবী-ই আদি-অন্ত এবং জীবিত ও মৃত সকল সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টি থেকে নিয়ে বিশালাকার পর্বতমালা পর্যন্ত। সুতরাং কিয়ামত সংঘটন ও পুনর্জীবন দান করে বিচার করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে কোনো কঠিন কাজ নয়।

১৭. এতোসব প্রমাণ থাকার পরও যারা কিয়ামত ও পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করবে, তারা অবশ্যই হঠকারিতার বশেই তা করবে। আর হঠকারীদের পরিণতি অবশ্যই ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

১৮. পানি ছাড়া প্রাণীজগত ও উদ্ভিদজগতের সৃষ্টি ও বিকাশ লাভ কোনো মতেই সম্ভব নয়। পানিচক্রের মাধ্যমে সেই পানিকে যিনি অনবরত বিশুদ্ধ করে আমাদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেছেন তাঁর পক্ষে কিয়ামত সংঘটন ও বিচারকার্য অনুষ্ঠান করা নিঃসন্দেহে সম্ভব।

১৯. কিয়ামত ও পরকালীন জীবনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী কাফিরদেরকে সেদিন জাহান্নামের উত্তপ্ত নিকষ কালো ধোঁয়ার ছায়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, যার ছায়া হবে তিন শাখা বিশিষ্ট।

২০. জাহান্নামের কালো ধোঁয়ার ছায়ার মধ্যে কোনো শীতলতা থাকবে না, বরং তাতে থাকবে অসহনীয় উত্তাপ।

২১. জাহান্নামের অগ্নিশিখার উচ্চতা হবে বিশালাকার ভবনের চেয়েও অধিক ; সেগুলোকে দেখলে মনে হবে হলুদ রংয়ের বড় বড় উটের পাল লম্ফঝম্ফ করছে।

২২. কিয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসী মানুষের ঠিকানা হবে উল্লিখিত জাহান্নাম। যা থেকে মুক্তির কোনো উপায় তাদের থাকবে না।

২৩. হাশরের দিন কাফির ও দুষ্কৃতকারী লোকদের বিরুদ্ধে তাদের অবিশ্বাস ও দুষ্কর্মের এমন বলিষ্ঠ প্রমাণ পেশ করা হবে যে, তারা বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে এবং তাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যথেষ্ট সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও তারা কোনো অজুহাত পেশ করতে পারবে না।

২৪. সেদিনের ধ্বংসই হবে চূড়ান্ত ধ্বংস। আর কিয়ামত ও পরকালের জীবনকে অবিশ্বাসকারী গোষ্ঠী-ই সেই ধ্বংসের শিকার হবে, যা থেকে কোনো কালেই মুক্তির কোনো আশা থাকবে না।

২৫. সেদিন মানব জাতির আগে-পরের সকল লোককে একত্র করা হবে এবং কিয়ামত ও আখিরাত অবিশ্বাসী লোকদেরকে চূড়ান্ত ফায়সালার কথা জানিয়ে দেয়া হবে।

২৬. সেদিন কিয়ামত ও আখিরাত অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেয়া হবে যে, দুনিয়াতে তো তোমরা অনেক কূট-কৌশল, মিথ্যা প্রচারণা, ষড়যন্ত্র এবং মামলা-হামলা প্রয়োগে দক্ষতা দেখিয়েছো, তেমন কোনো কিছু এখন আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে দেখতে পারো ; কিন্তু তা করতে তারা সক্ষম হবে না।

২৭. সেদিন ধ্বংসই হবে কিয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসী পাপাচারী লোকদের চূড়ান্ত পরিণতি, দুনিয়ার মানুষ তাদের অবস্থা সেদিন প্রত্যক্ষ করবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-২২
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٤١﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٢﴾ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ

৪১. নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ[২২] থাকবে ছায়াঘন স্থানে এবং ঝর্ণাবহুল স্থানে। ৪২. আর (তাদের জন্য) থাকবে ফল-ফলাদি যা তারা কামনা করবে।

﴿٤٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي

৪৩. (তাদেরকে বলা হবে—) তোমরা পরমানন্দে খাও ও পান করো, তার বিনিময়ে যা তোমরা করে এসেছো। ৪৪. আমি অবশ্যই এমনই বিনিময় দিয়ে থাকি

الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٥﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٦﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا

সৎকর্মশীলদেরকে[২৩]। ৪৫. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য।[২৪] ৪৬. (হে অবিশ্বাসীরা) তোমরা অল্প কিছুকাল[২৫] খাও দাও এবং ফূর্তি করে নাও,

﴿٤١﴾ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْمُتَّقِينَ-মুত্তাকীগণ থাকবে ; فِي ظِلَالٍ-ছায়াঘন স্থানে ; وَ-এবং ; عُيُونٍ-ঝর্ণাবহুল স্থানে। ﴿٤٢﴾ وَ-আর (তাদের জন্য) থাকবে ; فَوَاكِهَ-ফল-ফলাদি ; مِمَّا-যা ; يَشْتَهُونَ-তারা কামনা করবে। ﴿٤٣﴾ كُلُوا-(তাদেরকে বলা হবে) তোমরা খাও ; وَ-ও ; اشْرَبُوا-পান করো ; هَنِيئًا-পরমানন্দে ; بِمَا-তার বিনিময়ে যা ; كُنتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা করে এসেছো। ﴿٤٤﴾ إِنَّا-আমি অবশ্যই ; كَذَٰلِكَ-এমনই ; نَجْزِي-বিনিময় দিয়ে থাকি ; الْمُحْسِنِينَ-সৎকর্মশীলদেরকে। ﴿٤٥﴾ وَيْلٌ-ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِّلْمُكَذِّبِينَ-মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ﴿٤٦﴾ كُلُوا-(হে অবিশ্বাসীরা) তোমরা খাও দাও ; وَ-এবং ; تَمَتَّعُوا-ফূর্তি করে নাও ; قَلِيلًا-অল্প কিছুকাল ;

২২. এখানে 'মুত্তাকী' দ্বারা সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা কিয়ামত ও আখিরাতের জীবনকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং দুনিয়াতে আখিরাতের জবাবদিহিতাকে সামনে রেখে জীবন যাপন করেছেন।

২৩. একথাগুলো স্বয়ং আল্লাহ জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন। আল্লাহর এ সম্বোধন ও কথাগুলো জান্নাতীদের জন্য এক অতিবড় নিয়ামত হবে এবং এর দ্বারা তারা নিজেদেরকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করবে। আর এতে তারা হবে অত্যন্ত আনন্দিত। (রুহুল কুরআন)

إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ

তোমরা তো অপরাধী।[২৬] ৪৭. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ৪৮. আর যখন তাদেরকে বলা হয়—

ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ

'তোমরা অবনত হও', তারা-অবনত হয় না[২৭]। ৪৯. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ৫০. তাহলে তারা কোন্ বাণীর প্রতি

بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

তার (কুরআনের) পরে বিশ্বাস স্থাপন করবে?[২৮]

اِنَّكُمْ-(ان+كم)-তোমরা তো ; مُجْرِمُوْنَ-অপরাধী। ﴿৪৭﴾ وَيْلٌ-ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) ; يَّوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِّلْمُكَذِّبِيْنَ-মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ﴿৪৮﴾ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; قِيْلَ-বলা হয় ; لَهُمُ-তাদেরকে ; ارْكَعُوْا-'তোমরা অবনত হও' ; لَايَرْكَعُوْنَ-তারা অবনত হয় না। ﴿৪৯﴾ وَيْلٌ-ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) ; يَّوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِّلْمُكَذِّبِيْنَ -মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ﴿৫০﴾ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ-(ف+ب+اى+حديث)-তাহলে তারা কোন্ বাণীর প্রতি ; بَعْدَهُ-তার (কুরআনের) পরে ; يُؤْمِنُوْنَ-তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে?

২৪. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে অপরাধীদের ওপর দ্বিগুণ বিপদ আপতিত হবে। একেতো তাদের অপরাধ এমন অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেয়া হবে যে, তাদের মুখ খোলার সুযোগ পর্যন্ত থাকবে না এবং পরিণামে তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। অপরদিকে তারা চাক্ষুষ দেখবে যেসব ঈমানদারের সাথে দুনিয়াতে তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও লড়াই হয়েছে, যাদেরকে তারা নির্বোধ, সংকীর্ণমনা ও প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায়িত করেছে ; যাদেরকে নিয়ে তারা হাসি-তামাশা ও বিদ্রূপ করতো এবং যাদেরকে তারা নিজেদের দৃষ্টিতে হীন, নীচ ও লাঞ্ছিত বলে মনে করেছে, তাদেরকেই জান্নাতের বিপুল আরাম আয়েশে আমোদ-ফূর্তি করতে তারা দেখছে। এতে তাদের মনোকষ্ট দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। (তাফহীম)

২৫. এখানে একথাগুলো সারা পৃথিবীর সকল কাফিরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে, খেল-তামাশায়, আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে আখিরাতকে অস্বীকার করছো—ক্ষণকালের এ দুনিয়াতে যতোদিন আছো যতোটুকু সম্ভব ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-ফূর্তি করে নাও। তবে মনে রেখো তোমরা পরকালের জীবনকে অস্বীকার করে মুজরিম তথা অপরাধী হয়ে গেছো, আর অপরাধের শাস্তি দেয়া আমার চিরাচরিত স্থায়ী বিধান। সুতরাং শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে থাকো। (রুহুল মাআনী)

২৬. এখানে 'মুজরিম' বলে কিয়ামত ও আখিরাতে অবিশ্বাসীদের বুঝানো হয়েছে, মৌখিক অবিশ্বাস হোক বা মৌখিক স্বীকৃতি দিয়ে কার্যত অবিশ্বাস হোক।

২৭. আল্লাহর সামনে অবনত হওয়ার অর্থ শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদত বন্দেগী নয় ; বরং তাঁর প্রেরিত রাসূল ও তাঁর প্রেরিত কিতাবের বিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা। এক কথায় আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবনবিধান ইসলামের সার্বিক আনুগত্য এর অন্তর্ভুক্ত। (তাফহীম)

২৮. অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী এবং সার্বিক পথ নির্দেশকারী আসমানী গ্রন্থ তো কুরআন মাজীদ ছাড়া অন্য কোনোটা বর্তমান নেই, কুরআনকে বাদ দিয়ে যার ওপর ঈমান আনা তথা বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। কারণ কুরআন মাজীদে এমন অনেক অলৌকিক বিষয় স্থান পেয়েছে যা অন্য কোনো আসমানী গ্রন্থে নেই। সুতরাং কুরআন মাজীদ পড়ে বা শুনেও যদি কেউ ঈমান না আনে, তাহলে দুনিয়াতে আর এমন কোনো গ্রন্থ নেই যা তাদেরকে সত্য পথে নিয়ে আসতে পারে। (তাফহীম, জালালাইন)

২য় রুকূ' (৪১-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামত ও আখিরাত অবিশ্বাসী কাফিররা যেখানে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে সেখানে কিয়ামত ও আখিরাতে বিশ্বাসী আল্লাহভীরু মু'মিনগণ থাকবে ছায়াঘন ও ঝর্ণাবহুল জান্নাতে।

২. জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে তাদের চাহিদা ও পছন্দ অনুসারে ফলা-ফলাদি ও পানীয় পরমানন্দে পানাহার করতে থাকবে।

৩. পরম সুখের আবাস জান্নাত হলো সৎকর্মশীলদের এ দুনিয়াতে সৎকর্মের বিনিময় । সুতরাং আখিরাত বা পরকালের শান্তি এ দুনিয়ার ঈমান ও সৎকর্মের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

৪. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঈমান ও সৎকর্মের বিনিময় পাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

৫. কিয়ামত ও আখিরাত অবিশ্বাসী কাফিররা তাদের অপরাধের শাস্তি ভোগরত অবস্থায় মু'মিনদের বিলাসপূর্ণ জীবনাচার দেখে দ্বিগুণ মনোকষ্ট পাবে।

৬. দুনিয়ার জীবনের নির্দিষ্ট কয়েকদিনই হলো কিয়ামত ও আখিরাতে অবিশ্বাসী কাফিরদের ভোগ বিলাসের অবকাশ— তারা যে অপরাধী তা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই ঘোষণা করে দিয়েছেন।

৭. কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা যদি খালেস তাওবা করে ঈমান না আনে এবং বাতিল বিশ্বাসের ওপরই মৃত্যুবরণ করে তবে তারা যে জাহান্নামী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৮. ঈমান ও সৎকর্মবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে অনন্তকাল শাস্তিভোগ করতে হবে। আর সেটাই হবে চূড়ান্ত ধ্বংস।

৯. ঈমান, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ আদায় এবং ইসলামী সকল বিধানকে রাসূলের দেখানো পথে সমাজে বাস্তবায়ন করার জন্য সম্মিলিত ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই একমাত্র মুক্তির পথ।

১০. আল কুরআনের বিধান ছাড়া দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা দুনিয়াতে যেমন এখন নেই, তেমনি কিয়ামত পর্যন্তও হবে না।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

[অদ্য ১৩ মে ২০১২ইং ৩০ বৈশাখ ১৪১৯ ; ২২ জমাদিউস সানী ১৪৩৩ রোজ রবিবার "শব্দে শব্দে আল কুরআন" লেখার কাজ শেষ হলো। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন]

শব্দে শব্দে
আল কুরআন
ত্রয়োদশ খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান